

ଶ୍ରୀପ୍ରେମଳତା ଚରିତ ଅୁଧା ।

ତଦେବ ରମ୍ୟଂ ଋଚିରଂ ନବଂ ନବଂ
ତଦେବ ଶମ୍ଭନ୍ନନସୋ ମହୋଽସବମ୍ ।
ତଦେବ ଶୋକାର୍ଗବଶୋଷଂ ନୃଣାଂ
ଯତ୍ତନ୍ତମଃ ଶ୍ଳୋକଃଶୋଭିଷୁଗୀୟତେ ॥

ଅଧ୍ୟାପକ

ଶ୍ରୀଶିବରାମ ବାଲ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏମ, ଏ

୧୧୫୬

সূচী-পত্র

গ্রন্থ পরিচয়	১— ২০
প্রথম স্তবক	১১—১০৬
দ্বিতীয় স্তবক	১০৭—২২৪
তৃতীয় স্তবক	২২৫—২৪৬
চতুর্থ স্তবক	২৪৭—২৭২
পঞ্চম স্তবক	২৭৩—৩০২
ষষ্ঠ স্তবক	৩০৩—৩১২
সপ্তম স্তবক	৩১৩—৩২০

উৎসর্গ

সপ্ত ঋষির ত্রায় যে সাতটি মহাত্মা সুদূর উত্তরপাড়া
হইতে যাত্রা করিয়া শত্নুনিবাস কাশীধামে
অকাম দীন বৎসল শরণান্তিহর
শ্রীবৈষ্ণব শিরভূষণের
শ্রীপাদপদ্মপরাগ রূপ
তীর্থবারিতে—

সাদর প্রেমবাগহন পূর্বক অভয় মন্তরাজ জয় সিয়রাম জয়
জয় সিয়রাম নামে দীক্ষিত হইয়া বিমল আনন্দ সাগরে
ভাসিয়াছেন সেই পরম আরাধ্য ভগবৎ প্রেমী—

- ১। উষাদাত্ত (৩শ্রীউষানাত্ত মুখোপাধ্যায়)
- ২। সুধাদাত্ত (৩শ্রীসুধানাত্ত মুখোপাধ্যায়)
- ৩। মেজ জ্যঠামঠাশয় (৩শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)
- ৪। পিতৃদেব (৩শ্রীসুরেন্দ্রনাত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)
- ৫। রাখালবাবু (৩শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষাল)
- ৬। রজনীবাবু (৩শ্রীরজনী কুমার গাঙ্গুলী)

ও

- ৭। দিদিমা (শ্রীইন্দুপ্রভা দেবী)

’র শ্রীকর কমলে সর্বদোষছুষ্ট দীনান্ত সেবকের
নিষ্কলন পূজোপহার ।



১। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল

কৃত

শ্রীসীতারাম নাম বৈভব

(শ্রুতি, स्मৃতি, পুৰাণ, উপপুৰাণ, সংহিতা, তন্ত্র, যামল,
ডামর, সাহিত্য, রহস্য, নাটক, রামায়ণাদি শাস্ত্র
গ্রন্থ সমূহের প্রমাণ দ্বারা শ্রীরাম নাম মহিমা
বর্ণিত হইয়াছে)



২। অধ্যাপক শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ

কৃত

শ্রীসীতারাম নাম বিলাস

সঙ্কন মধ্যে বিতরণের জন্য অল্প কয়েকখানি কপি আছে ।
আগ্রহশীল পাঠক অনুসন্ধান করিতে পারেন ।



ପରା ବାଣୀ



ମଧୁରମ୍ ମଧୁରମେତଂ ମଞ୍ଜଳଂ ମଞ୍ଜଲାନାମ୍ ।
ସକଳନିଗମବଲ୍ଲୀ ଯଂ ଫଳଂ ଚିଂସ୍ବରୂପମ୍ ॥
ସକୃଦପି ପରଗୀତଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ହେଲୟା ବା ।
ସ ଡବତି ଡବପାରଂ ଶ୍ରୀରାମନାମୁଡାବାଂ ॥

*

ଞୁନହ୍ ଓମା ତେ ଲୋଗ ଅଡାଗୀ ।
ହରି ତ୍ୟଜ୍ଞି ହୋହି ବିଷୟ ଅମୁରାଗୀ

*

ରାମ ସିନ୍ଧୁ ଘନ ସଞ୍ଜ୍ଞନ ଧୀରା ।
ଚନ୍ଦନ ହରି ତରୁ ସନ୍ତୁ ସମୀରା ॥
ସବ କର ଫଳ ହରି ଡଗତି ସୁହାହି ।
ସୋ ବିନ୍ନୁ ସନ୍ତୁ ନ କାହ୍ ପାହି ॥

ସାଧବୋ ହ୍ରଦୟଂ ମହଂ ସାଧୁନାମ୍ ହ୍ରଦୟସ୍ବହମ୍ ।
ମଦନ୍ତୁତ୍ତେ ନ ଜ୍ଞାନନ୍ତି ନାହଂ ତେଡ୍ୟୋ ମନାଗପି ॥

*

ବଥୋପଶ୍ରୟମାପନ୍ତ୍ୟ ଡଗବନ୍ତୁଂ ବିଡାବନ୍ନୁମ୍ ।
ଶୀତଂ ଡୟଂ ତମୋହିପ୍ୟୋତି ସାଧୁନ୍ ସଂସେବତନ୍ତୁଥା

*

ଅନିତ୍ୟମନ୍ନୁଷଂ ଲୋକମିମଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଡଞ୍ଜସ୍ବ ମାମ୍ ।

মহৎ স্মরণে

এই গ্রন্থ প্রণয়নে সতৃষ্ণ কাতর নয়নে কল্পিতরূপ সদৃশ যে গ্রন্থরাজিরা
বার বার শরণাপন্ন হইয়াছি—সেই সৰ্ব্ব মঙ্গলদায়ক পবিত্র সদৃশ গ্রন্থের
নামোচ্চারণে ধন্য হইলাম ।

- ১। .শ্রীরামচরিতমানস—গীতা প্রেস, (গোরখপুর) প্রকাশিত ।
- ২। শ্রীরামচরিতমানস – শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত ।
- ৩। বিনয় পত্রিকা—গীতা প্রেস, (গোরখপুর) প্রকাশিত ।
- ৪। হনুমান চালিশা—গীতা প্রেস, (গোরখপুর) প্রকাশিত ।
- ৫। মানস পীষুষ—অঞ্জনী প্রসাদ, অযোধ্যা ।
- ৬। মানস শঙ্কা সমাধান—জয়রাম দীন ।
- ৭। শ্রীমদ্ভাগবৎ—শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ।
- ৮। শ্রীমদ্ভাগবৎ পরিচয় ও আলোচনা—
অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণতি সান্যাল ।
- ৯। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম বিজ্ঞান—তরণ তারণ অনন্তশ্রী সিয়রঘনুনাথ
শরণজী মহারাজ ।
- ১০। শ্রীসীতারাম নাম বৈভব—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- ১১। গীতা মধুকরী—শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী ।
- ১২। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা—কান্তিক চন্দ্র ব্যাকরণ জ্যোতিষ তীর্থ
সম্পাদিত ।
- ১৩। উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরণজিৎ কুমার লাহিড়ী সম্পাদিত ।
- ১৪। স্তোত্র রত্নমালা—শ্রীসারদা প্রসাদ বিদ্যাভিনোদ সংকলিত ।
- ১৫। স্তব-কুসুমাজলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত ।
- ১৬। বাঙ্গলার ধর্ম গুরু—শ্রীরাঙ্গেন্দ্র লাল আচার্য্য ।
- ১৭। প্রেম ধর্ম—শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত ।
- ১৯। সদৃশ-চরিতম্—শ্রীজানকীনাথ শরণ ।
- ২০। শিবম্—স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ আশ্রম, হরিদ্বার ।
- ২১। কল্যাণ—গীতা প্রেস, গোরখপুর ।

মোরে মন শুভু হই বিশ্বাস্য ।
 রাম তে আশ্রয় রাম কব দাস ॥



শ্রীমদল কবি কবিতা লিখিত রামায়ণ, শ্রীমদল কবি, শ্রী
 পদ্মচন্দ্র, বালকচন্দ্র, শ্রী, বালকচন্দ্র, শ্রী
 মহাশয় কবি কবি মহাশয় লিখিত প্রচারক,
 মহাশয়, কবিদত্তক, লিখিত শ্রী স্বামী
 শ্রী মহাশয় "প্রজ্ঞা মহাশয়"
 "প্রজ্ঞা মহাশয়"

শ্রীসদ্‌গুরুবে নমঃ
শ্রীসীতারামাভ্যাম্‌ নমঃ
শ্রীহনুমতে নমঃ

ঃ গ্রন্থ পরিচয় ঃ

মঙ্গলাচরণ :—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শ্রুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমান্‌ক্‌র্ষজ্জায়াঃ ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্ট্বাংসস্তনুভির্ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ ॥

বিবুধ বিপ্র বৃথ গুরু চরণ বন্দি কহউ কর জোরি ।
হোই প্রসন্ন পুরবহু সকল মঞ্জু মনোরথ মোরি ॥

পরম কৃপালু সদ্‌গুরু ভগবান অনন্তশ্রী সিয়ন্নন্দনাথ শরণজী মহারাজের নিহেঁতুক আশীষ, অনুকম্পা ও কৃপাকটাক্ষে সঞ্জন সমাজে এই দীন গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল । সর্ব প্রকার সাধন বিবক্ষিত ও সংসঙ্গ রহিত হইয়াও মৎসদৃশ মদাভিমাত্রী স্বারা কী করিয়া এই গ্রন্থটি বিরচিত হইল—তাহা আজ ভাবিতে বিস্ময় লাগিতেছে । জ্ঞান-বুদ্ধিহীন—মূঢ়মতি—আমার পক্ষে এই মহৎ চরিত্রটি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস দঃসাহসিকতার কার্য্য সন্দেহ নাই । ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু কৃপা-করুণায় গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত—এই জ্ঞানটুকু আমার ছিল—তাই আমি গ্রন্থ রচনার আদৌ প্রচেষ্টা করি নাই ।

দীনদয়াল, করুণাময় শ্রীবৈষ্ণবের ইচ্ছায় সামান্য ক্রীড়নক সম আমার হস্তে লেখনী যেরূপ লিখিয়াছে—রচনা সেইরূপই হইয়াছে। উপস্থিত ভাল-মন্দের বিচারের ভার সুধী পাঠকবৃন্দের হস্তে তুলিয়া দিয়া আমি ক্ষান্ত হইলাম।

এই গ্রন্থখানি রচনার পশ্চাতে যে সুখ স্মৃতিটুকু ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে—এবং যাহা ব্যক্ত না করিলে এই কাব্যটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—সেই চিন্তাধারার বিষয়ে—দুই এক কথা লিখিতে ইচ্ছা জাগিতেছে।

আজ হইতে প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে সন্ত শিরোমণি বৈষ্ণবাচার্য্য সিদ্ধশ্রী সিয়রঘনানাথ শরণজী মহারাজ—হিন্দী ভাষায় বিরচিত—তাহার শ্রীগুরু মহারাজের (শ্রীপ্রেমলতাজীর) ‘বৃহৎ জীবন চরিত্র’ নামক অপার সুখদায়ী সদগ্রন্থখানি—কৃপা পরবশ—আমার হস্তে তুলিয়া দিয়া মধুর প্রসন্নময় দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন—বাছা! এই গ্রন্থখানি পাঠ করিও। গ্রন্থখানির প্রকাশক উপরি উক্ত ভগবৎ কৃপাপাত্র নিষ্কণ্ঠন দীন বৈষ্ণব স্বামী এবং লেখক হইলেন ভাগ্যবান শ্রীগুরুপাদপদ্মাপ্রিত শ্রীসিয়রামস্বরূপ শরণ। এই গ্রন্থটির পূর্ববর্ধে বৈষ্ণবাচার্য্য অনন্তশ্রী সিয়রঘনানাথ শরণজী মহারাজের সুশিষ্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজ্ঞানকীনাথ শরণজী বিরচিত সংস্কৃত ভাষায় ‘সদগুরু চরিতম্’ নামক পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ।

এই দীনদয়াল মহাত্মার নিকট ইহার পূর্বেও আমার বহুবার যাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে—কতদিন তাহার মধুময় শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিবার সু-অবসর হইয়াছে—এবং যখনই তাহার ত্রিতাপনাশন সুশীতল মধুর মুক্তিখানি দর্শন হইয়াছে—তখনই তাহাকে নিরন্তর ভগবৎ ভজনে মগ্ন থাকিতে দেখিয়াছি। সেদিন হঠাৎ কেন তাহার

শ্রীগুরুমহারাজের জীবন চরিতখানি স্বহস্তে তুলিয়া দিয়া আমার পাঠ করিতে বলিলেন—সে কারণটি আজ—তাহারই অশেষ কৃপায়—যৎকিঞ্চিৎ অনদ্ভব করিতে পারিতেছি—অবসর মিলিলে কথ্যটি বলিবার চেষ্টা করিব।

যাহা হউক সেদিনের কথাই বলা যাক। গ্রন্থখানি হিন্দি ভাষায় রচিত—আর হিন্দি ভাষা সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও অল্প—নাই বলিলেই চলে—পুস্তকখানি আমার কী হইবে?—তখন আমি ঠিক বুদ্ধিতে পারি নাই। ভগবৎ ইচ্ছায় ও মহৎ প্রেরণায় পুস্তকখানি আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম এবং তৎপর দিন হইতে গ্রন্থটি পাঠ আশ্বাদন করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পাঠ করিয়া দেখিলাম যে গ্রন্থখানি হিন্দি ভাষায় রচিত হইলেও—তাহার বেশ কিছু অংশের আমার আক্ষরিক জ্ঞান হইয়াছে এবং অল্প কয়দিনেই আমি বুদ্ধিতে পারিলাম—চরিত্র নায়কের মধুর চিত্রটি আমার মন-প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানযুত চিদানন্দময় ভক্ত চরিতটি এত মধুময় ও আকর্ষণীয়—যে আমি স্থানে স্থানে ভক্তসমাজে গ্রন্থখানি পাঠ কীৰ্ত্তন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছি। যাহারা কৃপা করিয়া আমার পাঠ শুনিয়াছেন—তাহারা সকলেই এই মহৎ চরিত্রের আনন্দরসে মজিয়াছেন এবং পাঠ শ্রুতিবার পর অনেকেই প্রেমপুলক কণ্ঠে বলিয়াছেন—এরূপ অপূৰ্ব প্রেমময় মধুর চরিত্র খানি বাংলা ভাষায় রচিত হইলে—বঙ্গ ভাষাভাষী ভজনশীল সঙ্জনবৃন্দের প্রভূত উপকার হইবে সন্দেহ নাই। সুদী প্রোত্বৃন্দের মধ্যে একজনের কথা বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন—ইনি হইলেন—পরহিতব্রতী—সদাচারী—জ্ঞানী ও প্রেমী-ভক্ত—শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নাড়ুদা)। বস্তুতঃ এই

পুস্তক রচনা কার্যে তাঁহার সরস প্রাণের উৎসাহ ও প্রেরণা আমার মতিকে বহুলাংশে যথাপথে চালিত করিয়াছে। আজ পুস্তক রচনার অন্তে আমি তাঁহার চরণ কমলে সশ্রদ্ধ বিনীত প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

মহৎচরিত্র রচনা ও আশ্বাদন সম্যক মহৎ কৃপা সাপেক্ষ। কারণ মহৎ চরিত্র অতি গূঢ়,—অব্যক্ত—অবর্ণনীয়। ভজনশীল সন্তের স্থান—বেদেরও উপরে। বেদ—প্রীতগবানের নিঃস্বাস-প্রস্বাস স্বরূপ—আর ভগবৎ-জন ও ভগবান—এই দুই বস্তু—এক অপৃথক সত্ত্বা। এক অবয়ব তন্ত্বেবর লীলা পার্থক্যে—দুই নাম—বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোন অন্তর নাই। এই কথাই ধ্বনিত করিয়া ভক্ত কবি বলিতেছেন—

ভগতি ভগত ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।

তিস্থ কে পদ বন্দন কিয়ে নানৈশ বিঘ্ন অনেক ॥

অর্থাৎ—

ভক্তি-ভক্ত-ভগবান ও গুরু—এক তমু চারি নাম।

তাঁহার প্রীতরণ বন্দন করি লহ মন সুখ-বিশ্রাম ॥

সামান্য বিদ্যা-জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা অস্পষ্ট জীব কী করিয়া সর্বজ্ঞ, সর্বহৃদয়েকনিবাসী মহৎ চরিত্রের কার্যকলাপগুলি অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে? ইহা ভাবমুখী কথা নহে—সৎ-সৎগ সেবী যে কোন সজ্জন—সর্বান্তঃকরণে এই কথার অনুমোদন করিবেন—সন্দেহ নাই। মহৎ চরিত্র—বেদেরও অগম—যথার্থ বলিতে বলিতে

কী—মহৎ চরিত্রই বেদের প্রাণ—অপর পক্ষে—একমাত্র মহৎ চরিত্রই—বেদের অমোঘ ভাষা ও প্রতিপাদ্য বিষয় ।

ভগবৎ চরিত্র ও ভক্ত চরিত্র রচনা ও আশ্বাদনের মধ্যে যে দুল্লভ্য প্রাচীর—লেখক ও পাঠকবৃন্দকে সত্য বস্তু উপলব্ধি হইতে পুঙ্খক করে—তাহা ভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে সহজে অপসৃত হয় না । সকল জীবেরই ভগবৎ সন্তান সম্পর্কে সামান্য ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য মিশ্রিত জ্ঞান আছে ; বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবানের লীলা—মন-বাণী পার—ইহা পাঠকবৃন্দ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ হয়ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন—কিন্তু সেই ভগবান যখন নরবন্দু ধারণ করতঃ সন্তরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া অসম্ভব সম্ভব করেন—তখন তাহার ‘কার্য্যগূলি’কে সাধারণ জন অবাস্তব বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন । যদিপি ইহাতে ভক্তজনের বিভবের হানি হয় না বা সাধারণ জনের মূঢ়তারও অধিক পরিচয় দেওয়া হয় না—সাধারণ জন অতিসাধারণের ন্যায়—যাহা বলিতে হয়—তাহাই বলিয়াছেন । বস্তুতঃ ঈশ্বর চরিত্র রচনা—ভক্ত-চরিত্র রচনা অপেক্ষা—কিঞ্চিৎ সহজসাধ্য । ভক্ত চরিত্রের চিত্রাংকন দঃসাধ্য বলিলে অতুক্তি হয় না । ভক্তজনের ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপদেশ মহৎ কৃপা ব্যতিরেকে সাধারণ জন কখনই অনুধাবন করিতে পারিবেন না—তাহার কারণ নির্দেশ করিতে গেলে শ্রীমৎভাগবতের অননুকরণীয় ভাষায় বলিতে হয়—

যোগেশ্বরীণাং গতিমন্ধুবৃদ্ধিঃ কথং বিচক্ষীত গৃহানুবন্ধঃ ।

—কি করিয়া আপনাকে চিনিতে অথবা আপনার কথা বুদ্ধিতে পারিব ! আমার মত বদ্ধজীবের বুদ্ধি আপনার মত যোগেশ্বরের কথ্য ও স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ ।

মহৎ চরিত্রের অনেক লীলাই অলৌকিক পদবাচ্য—বিচারশীল পাঠকবৃন্দ যুক্তি তর্কের দ্বারা সেগুণের কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে না পারিয়া হয়তো হতাশ হইবেন—এবং যদি বলি যাহা—প্রেমাজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিলে ইহার পূর্ণ উপলব্ধি হইবে—তাহা হইলে তাহার বলিবেন—এ একটা ভাবের কথা। ভাবের কথা সম্ভেদ নাই—বস্তুতঃ মানব মন—অনন্ত ভাব ছাড়া আর কী? কতকগুলি ভাব স্থায়ী আর কতকগুলি অস্থায়ী পদবাচ্য। জীব জীব যে এক অখণ্ড ভগবৎ সত্ত্বা বিরাজমান—শ্রুতি যাহাকে—রসো বৈ সঃ বলিয়াছেন—যিনি রসরাজ—রসরূপ—সেই রস-স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত জীবের এই অনন্ত আনন্দ লীলা—এবং সেই সচ্চিদানন্দ অচ্যুত রসের সত্ত্বা-অবিদ্যা মায়ায় সংগ করতঃ মানব মনে অনন্ত ভাব রাজি রূপে—অগণন সাগর লহরীর ন্যায় সদাই উঠিতেছে ও পড়িতেছে—মানব মন, তাই, সদাই চঞ্চল—সদাই অস্থির। যে সৎ-চিত্ত-আনন্দময় বস্তুটিকে কেন্দ্র করিয়া মানব মনের এত লীলা—সেই অচঞ্চল স্থির বস্তুটিকে অবহেলা করতঃ দূরে রাখিয়া মানব মনের—বিমল সুখ সম্ভানে যাইবার মিথ্যা অভিযান।

ভক্ত তথা ভগবৎ চরিত্রের আশ্বাদন যে মোটেই অবাস্তব বা অলৌকিক নহে—এই কথা বস্তুবাদীগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ প্রেম পাগলিনী মীরাবাই—বর্ষাঋতুর নয়নে বলিতেছেন—(বঙ্গ ভাষায় রূপান্তরিত)

ওরা হাসে আর বলে

হায়রে মধুর স্বপন,

কৃষ্ণ কথা কল্পনা

কবি কখন।

ওরা জানে না তাই হাসে
ওরা মানে না তাই হাসে
আমি মানি তাই জানি
আমি অন্তরে তার বাঁশরী শুনেছি
তাই বধু আমি জানি ॥

ষথার্থই সত্য সত্য ভালবাসিলে জড়ও চেতন হয়—অব্যক্তও ব্যক্ত হয়—নিগূঢ়ও সগূঢ় হয়—অলৌকিক মোটেই অলৌকিক পদবাচ্য হয় না—বরং সত্য অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ইহার জন্য অন্তরে বাঁশরী ধ্বনি শুনিতে হয়—জন্ম জন্ম ধরিয়া—সেই মোহন বাঁশরী ধ্বনি শুনিলার জন্য কাণ্ডালা হইয়া পথে পথে ঘুরিতে হয়—সর্ব বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া—সেই চির অচঞ্চল—চির প্রেমময় সন্দরতমের চরণাবিন্দে—সমগ্র মন খানিকে অর্পণ করিতে হয় । এই দুষ্কর কার্য্যটি একমাত্র ‘মহৎপাদ-রজোহভিষেকের’ অপেক্ষা রাখে ।

এই চরিত্র নায়কের জীবননাট্যে বহু সুখপ্রদ ঘটনার সমাবেশ আছে । কতকগুলি হয়ত সাধারণ পাঠকের নিকট অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে—কিন্তু পুস্তক পাঠককে আশা হয়—পাঠক ও মহৎ চরিত্রের মধ্যে—দুস্তর আবরণীটি—যাহা উভয়কে পৃথক করিতেছে—মহৎ রূপায় তাহা অপসৃত হইবে—এবং আশা করি পাঠক চরিত্র পাঠে সরস আনন্দ পাইবেন ।

আজ সারা বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্ব এক যুগ সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়া একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে । দিকে দিকে আজ প্রাচীন ভারতের লুপ্ত মন্দির নতুন

পরিবেশে—নূতন সুরে—উগীত হইতেছে। ভারতবাসী তথা বাঙালীর কথা বলিলে বলিতে হয় যে নিরবধি অভাব-অভিযোগ অন্ধকণ্ঠ, অর্ধকণ্ঠ ও দাসত্ব করিয়া আজ বিশেষতঃ বাঙালী ভাই-বোনেরা কিসের যেন এক শাম্বত আত্মানে সাড়া দিতেছে। আজ যেন সকলের মধ্যে এক নূতন চেতনার বাণী অনুরীণিত হইতেছে—এই নব চেতনার ময়লানিলে অনেকেই বুদ্ধিতে পারিতেছেন—যে—ইহ-জীবনের যত কিছু অভাব-অভিযোগ—যত কিছু জঞ্জাল—যত কিছু হতশ্রী—যত কিছু অসারত্ব—তাহা নশ্বর ধন-দৌলৎ বা মান-প্রতিষ্ঠা বা দৈহিক সুখ-বিলাসে দূর হইবার নহে। ইহার জন্য চাই সত্যের অনুসন্ধান—চাই মহৎ আশ্রয় লাভ—চাই আত্ম-অনাহু বিবেক এবং সর্বোপরি চাই—চিরমঙ্গলময়ের প্রতি পূর্ণ প্রেমাবলোকন। যাঁহার সামান্য কৃপা কটাক্ষে সর্ব রিজতা দূর হইয়া যায়—সর্ব মলিনতা অপসৃত হয়—সর্ব অভাব মিটয়া যায়—শ্রুতির শাম্বত বাণীতে বলিলে বলিতে হয়—যাঁহার করুণায়—

ভিত্তিতে হৃদয় গ্রন্থিচিহ্নে সর্ব সংশয়াঃ

ক্ষয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥

অর্থাৎ যাঁহার দর্শনমাত্রেই সাধকের অহংকার রূপ সমস্ত গ্রন্থি (বন্ধন) ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সন্দেহের নিরসন হয় এবং জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—চাই সেই মঙ্গলময় মুরতির চরণারবিন্দে আত্ম-সমর্পণ।

মহা ভাগ্যে বাংলাদেশের সর্ব রিজতায় মধ্যে আট্টবীর্ষ্য সম্পন্ন—অগাধবোধ—সাক্ষাৎ ভগবৎ জন—দিকে দিকে মানুষের দুঃখ

দূর করিবার জন্য দিবানিশি ঘরে ঘরে সেবা করিয়া ফিরিতেছেন। ইহার পরিচয় সংবাদ পত্রের সভা-সমিতির বিজ্ঞপ্তির প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলে বুদ্ধিতে পারা যাইবে। বিশ্ব প্রেমিক মহাত্মাগণ—আপনি আচরণ করিয়া—জনগণকে শাস্বত আনন্দের পথ উপদেশ করিতেছেন। অলোকসামান্য জ্যোতি উদ্ভাসিত শীর্ণ দেহখানি লইয়া বৃন্দ তপস্বী শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঁকারনাথজী—সকলকে আপনার অভয়বক্ষে আশ্রয় দিবার জন্য কাতর আহ্বান করিতেছেন—ওদিকে পূর্ণ প্রেমস্বরূপ জগৎবৃন্দ সন্দরের—মানস পুত্র—জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের ত্রিবেণী সংগম সদৃশ মহামানব ডাঃ মহানামরত ব্রহ্মচারী মহাশয়—শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম তথা সাধন রহস্য ও গীতা-ভাগবৎ-উপনিষদের মন্ত্রগুণি আপন প্রাণের সরসতায় মনোরম করিয়া—সহজ সরল ভাষায়—ঘরে ঘরে পরিবেশন করিতেছেন—কত সুবৈষ্ণব মধুর কণ্ঠে ভাগবৎ কথা নিত্য জনগণকে পান করাইতেছেন এবং তাঁহাদেরই অনুগামী হইয়া সামান্য গৃহস্থ ও মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীগণ ট্রেন পথে ভগবৎ নাম কীর্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছেন। এ সকল বস্তু সেই একই অম্বয় তন্তুর পরম আনন্দময় লীলার অংশ—এবং এই দিব্য ভাগবৎ লীলা—বোধ হয় বঙ্গদেশের সুভগ বঙ্গমঞ্চে অধিক স্থান লাভ করিয়াছে।

এই চরিত্র নায়কের মধুর কথা বোধ হয়—সেই রসিক চুড়ামণির ইচ্ছানুযায়ী বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল।

এই মধুর জীবন নাটকের একটি বিশেষ দিক আছে। চরিত্র নায়ক শ্রীবৈষ্ণব চুড়ামণি নাম রসিক সন্ত। সন্তগণের একমাত্র আধার হইল—ভগবৎ নাম। মহাত্মা মধুর রসের প্রেম উপাসক—মধুর রসের উপাসকগণের সাধন তথা মন্ত্র, জপ প্রভৃতি—ভগবৎ

নামেই লয় প্রাপ্ত হয়। মহাত্মার সমগ্র জীবনটি একটি মধুর ভজনের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। মহাত্মার জীবনের স্তবকে স্তবকে মধুর ভজনের সরস ও সাবলীল ধারাটি সর্বত্র বিদ্যমান। এই চরিত্রের বিশেষ আকর্ষণ হইল যে অনন্তকালান্ত রস স্বরূপ ‘ভগবৎ নাম’ রূপী পটভূমিকায় একান্ত নামাশ্রয়ী রসিকা নাগরী সদৃশ শ্রীবৈষ্ণব সন্তের কী অপূর্ণ লীলা। বস্তুতঃ মহাত্মার সমগ্র জীবনটি ভগবৎ নামের সৌগন্ধ ও উৎকর্ষে লালিত-পালিত এবং জীবন চিত্রাঙ্কণও ভগবৎ নামের মধুর জয়গানে অতৃপ্ত।

নাম জাপক সন্তকে অনেক সঙ্কীর্ণমনা বিদ্যাভিমानी মূঢ়গণ হেসে করিয়া দেখিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের দূর্ভাগ্যেরই পরিচয় বলিতে হইবে। তাঁহারা মনে করেন—বেদ-উপনিষদ-পুঁরাণ-ইতিহাস পাঠ না করিলে বোধ হয় কেহ মহাত্মা হইতে পারেন না। তাঁহারা জানেন না একমাত্র ভগবৎ নামেই সম্পূর্ণ ভগবৎ সত্ত্বা বিদ্যমান এবং ভগবৎ নামই বেদ-উপনিষদ-পুঁরাণ-ইতিহাসের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। ভগবৎ তত্ত্ব বা ব্রহ্ম তত্ত্ব উপনিষদের বিচারাধীন—ভগবৎ লীলা পুঁরাণ ইতিহাসের বিষয়—কিন্তু এই দুই বস্তুই ভগবৎ নামেরই ভিন্ন প্রকাশ। মাত্র ‘রা’ ও ‘ম’ এই দুই বর্ণকে আশ্রয় করিয়া আদি কবি বাঙ্গালীকি শত কোটি রামায়ণ গাহিয়াছেন। বস্তুতঃ ভগবৎ নামাতিরিক্ত অধিক আর কিছুই নাই। ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষের কথা নহে—ইহা অনাদি সত্য—চিরন্তন—ধ্রুব। ভক্ত-শিরোমণি তুলসীদাসের অমৃতময় বাণীতে বলিতে হয়—

নাম জীহ জপি জাগহি যোগী।

বিরতি বিরক্তি প্রপঞ্চ বিরোগী ॥

ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖାହି ଅମୃତବାହି ଅନୁପା ।

ଅକଥ ଅନାମସ୍ୟ ନାମ ନ ରୂପା ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗ୍ୟବାନ ଯୋଗୀ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିয়া ରସମାୟ ନାମ ଝପ କରିয়া ମୋହାନ୍ଧକାର ରୂପୀ ସଂସାରେ ଜାଗିଲା ଥାକେନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ଜିହ୍ଵାୟ ନାମ ରଟନ କରିয়া ଅନାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହୈତେ ନିଜେକେ ରକ୍ଷା କଲେନ— ଏବଂ ଏହି ନାମ ରଟିନେ ଅନୁପମ ବ୍ରହ୍ମସଦୃଶ ଲାଭ କରିয়া ଥାକେନ । ସେ ସଦୃଶ ସେ—କୌରୁପ—ତାହା ବଳିତେ ପାରା ସାମ୍ନ ନା—କାରଣ ସେହି ବିସମ୍ଭବ ସଦୃଶେର ନା ଆଛି ରୂପ—ନା ଆଛି ନାମ ।

ଏହି ତୋ ଗେଲ ଯୋଗୀର କଥା । ସକଳେହି ଯୋଗୀ ନହେନ । ସାହାରା ସଂସାର କାରାୟ ଆବନ୍ଧ—ସାହାରା ନିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରହୀ ପାଇତେଛେନ— ତାହାରା ଯଦି ଆର୍ତ୍ତ ହୈୟା ଭଗବତ୍ ନାମେର ଶରଣ ଲହେନ—ତାହା ହୈଲେ ତାହାଦେରଓ ସକଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହସ୍ତ—

ଜପାହି ନାମୁ ଜନ ଆରତ ଭାରୀ ।

ମିଟାହି କୁସଂସ୍କଟ ହୋହି ମୁଖାରୀ ॥

ଚାରିପ୍ରକାର ଭକ୍ତେର ମଧ୍ୟେ ସଂସାର—ଆର୍ତ୍ତ—ଅର୍ଥାର୍ଥୀ—ଜିହ୍ଵାସନ୍ଦ ଓ ଜ୍ଞାନୀ—ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ନାମାନ୍ତରୀ ହୈଲେ କୌ ଲାଭ ହସ୍ତ ତାହା ସମ୍ଭା ହୈଲ । ଏକ୍ଷଣେ ଇହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଆରଓ ଦୂର ପ୍ରକାରେର ସେ ଭକ୍ତ ଆଛେନ— ତାହାରା ନାମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ସେ ପରମାନନ୍ଦ ପାଇବେନ—ଈହାତେ ଆର ସନ୍ଦେହ କୌ ?

ବସ୍ତୁତଃ ବିନି ନିରାଭିମାନୀ ନାମ ଜାପକ ତିନିହି ପ୍ରକୃତରୂପେ ଶ୍ରୀଗବତ୍ ସନ୍ତାନ ଆସ୍ବାଦନ କରିଛାଛେନ—ଅନ୍ୟାଧ୍ୟାୟ—ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭାର୍ଥେ—ବେଦ ଉପନିଷଦେର ଆକର୍ଷକ ଜ୍ଞାନ—ତାହା ସତ୍ତ୍ଵେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହଉକ ନା କେନ—

মানুষের মদ্যভিমান দূর করিবার পরিবর্তে বৃদ্ধি করিয়া থাকে । ভগবৎ নামের প্রতাপে নাম জাপক সন্তের নিকট—সম্বন্ধান-বিজ্ঞান ও পূর্ণ ব্রহ্ম তত্ত্ব আমলকবৎ করতলগত হইয়া থাকে । বিমল বিচার সম্পন্ন লোক একথা শুনিলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইবেন না । ভগবৎ তত্ত্বের মত এত সহজ, সরল ও সুন্দর আর কিছুই নাই এবং ভগবৎ নামই সেই অপূৰ্ণ প্রেমময় সত্ত্বার ম্বন্দরহিত প্রতীক । অহংকৃত মানব মন নানারূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সহজ সরল সত্যসার বস্তুটিকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া প্রকাশ করতঃ আপন হৃদয়ের অস্বচ্ছতার পরিচয় প্রদান করে ।

সম্বৎ বিষয় মুক্ত ভগবৎ জন কোন দেশ-কাল দ্বারা পরিমিত নহেন । তাঁহাদের বিশেষ কোন দেশ নাই—বিশেষ কোন ভাষা নাই—বিশেষ কোন নাম-রূপ নাই । সম্বৎদেশই তাঁহাদের আপন—সম্বৎ সম্প্রদায়েরই—তাঁহারা স্বয়ি । অনিস্বৎচনীয় ভগবৎ লীলা হেতু—ভগবৎ পরিকরগণ কাল ও সময়োপযোগী নাম-রূপ গ্রহণ করতঃ ভগবৎ লীলার স্ফুটি করিয়া থাকেন । সেই হেতু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিশেষ লীলা হেতু মঙ্গলময়ের ইচ্ছানুযায়ী বাংলাদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন—কিন্তু তাহা হইলে যদি আমরা তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া মনে করি—তাহা হইলে—তাহা আমাদের অস্বচ্ছতারই পরিচয় হইবে । বিশুদ্ধ ভগবৎ জন সম্বৎ পাশ মুক্ত—তাঁহার সকলের জন্য—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জন্য তাই এই চরিত্র নামক—বিশেষ লীলা কারণে—পশ্চিম ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—শুদ্ধ সেই কারণে আমরা তাঁহাকে পশ্চিমী বা হিন্দুস্থানী বলিতে পারি না । তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন দেশেই অবতীর্ণ হইতে পারিতেন বা যে কোন ভাষাতেই কথা বলিতে পারিতেন—কিন্তু তাহা করেন নাই—একমাত্র স্বামী ইচ্ছানুযায়ী ।

এই পশ্চিম ভাষাভাষী মহাজনের জীবনচরিত হিন্দি ভাষায় রচিত—তাহা পদ্যেই বলা হইয়াছে। হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় যে দুই মহাত্মা এই মহৎ জীবনখানি রচনা করিয়া জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া আমার সম্বন্ধেতোভাবে ঋণী করিয়াছেন—সেই দুই পরম প্রেমী ভক্তকে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ। সেই হিন্দি গ্রন্থখানিকে আশ্রয় করিয়া এই গ্রন্থখানি উপযুক্ত অবসরে আত্মপ্রকাশ করিল। মূল গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু এই গ্রন্থের ভরকেন্দ্র স্বরূপ হইলেও বর্তমান গ্রন্থখানি মূল গ্রন্থ হইতে রূপে, রসে, ভাবে, ভাষায় ও ঘটনা পরিবেশে—সম্পূর্ণ নূতন। সদগুরু ভগবান ও নাম মহারাজ—চরিত্র চিত্রাঙ্কনে যখন যেমন রং ও তুলিটি জোগাইয়াছেন—চিত্রেও সেই রং ও সেই ঢং প্রকাশ পাইয়াছে।

পশ্চিম ভাষাভাষী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নব কলেবর ধারণ করিলেও বহু পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থখানি স্থানে স্থানে হিন্দি ভাব ঘেঁসা বলিয়া মনে হইবে এবং সূচী বাঙ্গালী পাঠক বিশেষ করিয়া কতকগুলি পরিভাষা অতি কষ্টের সহিত স্বীকার করিবেন বদ্বিতে পারিয়াও তাহাদের কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারি নাই। সেগুলির সম্বন্ধে পদ্যেই হইতেই একটু সচেতন করিয়া দিতে চাই বলিয়া উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি পরিভাষা গ্রহণ করিয়া দেখাইতেছি।

প্রথমেই ধরা যাউক ‘যুগল সরকার’—এই শব্দটি শ্রীসীতারামের মধুর যুগল মস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ‘সরকার’ কথাটি আবাদন করিলে তাহার মধ্যে অভিনব মাধুর্য্যের প্রকাশ পাইবে এবং অপর পক্ষে যিনি এই কথাটি বলিতেছেন তাহার দীন দাসত্বাবে সেবারও সূক্ষ্ম পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সেইরূপ লখনলাল বা হনুমান্তলাল শব্দটি লক্ষণ বা হনুমানকে মধুরভাবে আখ্যান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনেক দেব-দেবী বা মহাত্মার নামের শেষে জী শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দি ভাষাভাষীর নিকট 'জী' শব্দটি মৰ্য্যাদা স্বাপক—মধুর শব্দ। সেই শৈলীকেই এস্থলে বজায় রাখিয়াছি।

আখ্যায়িকার ভাষা সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়—ইহা সাহিত্যের বা কাব্যের বা কাহিনী বা গল্প বা চরিত্র রচনার ভাষা নহে—বস্তুতঃ আমি সাহিত্যিক বা গল্প লেখক নহি—সমগ্র কাহিনীটি সন্ত সমাজের ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাহিত্যের দৃষ্টিতে বা ব্যাকরণের তুল্যদণ্ডে বিচার করিলে রচনা স্থানে স্থানে দোষদৃষ্ট মনে হইতে পারে এবং ভাষার দীনতায় ও প্রকাশ ভঙ্গির অক্ষমতায় চরিত্র অঙ্কনও বহু ক্ষেত্রেই দুর্বল হইয়াছে। কিন্তু প্রারম্ভেই বলিয়াছি—কোন এক অলক্ষ্য বস্তুর নির্দেশে লেখনী যাহা লিখিয়াছে শৃঙ্খলাশৃঙ্খলির মাপকাঠিতে তাহাকে আর বিচার করিয়া দেখি নাই। সুধী-পাঠকগণ এই দোষত্রুটি মার্জনা করিবেন—এই আশায়—নির্ভর্যে সং-সমাজে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম।

চরিত্র নায়ক স্বয়ং অম্বিতীয় সুরসিক কবি—তাহার সকল রচনাই মধুর কাব্যের স্নিগ্ধ প্রেমের আলোয় ঝলমল করিতেছে। এই রচনার মধ্যে তাহার কয়েকটি কবিতাবলী বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছি—মূল কবিতার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিবার দিকে লক্ষ্য থাকিলেও—বহু স্থলে অনুবাদ ভাবানুযায়ী হইয়াছে—তা ছাড়া যে কবিতাগুলি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছি—সেগুলি ভাব গাম্ভীর্য ও সরস প্রাণবন্ততার এত উচ্চ কোঠার—ভাবে-ভাষায়-মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এত উজ্জ্বল—যে তাহাদের অন্য কোন ভাষায় তুল্য

করিলে—সেগদুলির অন্তঃনিহিত মনস ফলগ্ন ধারাটি অনেকাংশে শুকাইয়া যায়—এবং বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এতম্ব্যাতীত কবিতাগুলির বিষয় বস্তুও বড় উচ্চ মার্গের—সন্তের অনুভবলব্ধ—মধুর ভজনের স্ফুট রূপ। কয়েকটি কবিতার কোন অনুবাদ করি নাই—মূল কবিতাটিই উদ্ধৃত করিয়াছি—ভাষার সরলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাঠকদের বিচারের উপরই রাখিয়াছি। মহাত্মার কবিতাগুলি ‘প্রেমলতা’ অথবা ‘সিয়লাম’ নাম অঙ্কিত—এই দুইটি নামের মধ্যে যে কোন একটি—কবিতার শেষ পংক্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মহাত্মার কবিতা ছাড়া কবিরজী, তুলসীদাসজী প্রভৃতির কবিতার সংকলনও আছে—যথামতি তাহাদের বঙ্গ ভাষায় রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অনেকাংশে মহাত্মার মূল কবিতাটি আর উদ্ধৃত করি নাই একেবারে তাহার অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। হিন্দি ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যতদূর সম্ভব সর্ববস্তু বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মংলিখিত শ্রীসীতারাম নাম বিলাস গ্রন্থখানি ষাঁহার পড়িয়াছেন—সীতারাম ও সিয়রাম নামে কী প্রভেদ—তাহা তাঁহাদের জানা আছে—ষাঁহার সে পুস্তকটি পাঠ করেন নাই কৃপা করিয়া এই পুস্তকে ২৯৮ পাতায় দেখিয়া লইবেন।

বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থখানি যুগল সরকার—শ্রীসীতারামের—মধুর ভজনের সংকলন এবং ইহার মধ্যে যদি কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে—তাহা হইল—মধুর সিয়রাম নাম ও সংসঙ্গ মহিমা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তাহা হইল—চরিত্র নায়কের সাথের শ্রীশঙ্কর ভগবানের সেবকমুদ্রি

(শঙ্কর ভয়েউ হনুমান) পবন-নন্দন শ্রীহনুমানজীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । বস্তুতঃ এইরূপ নামজ্ঞাপক সন্তগণ—হনুমানজীর পরিকর । হনুমানজী রামনন্দী বৈষ্ণব সন্তের—দেবতা । শ্রীরামোপাসকগণের নিকট হনুমানজী হইলেন—মাথার মুকুট । তিনি হইলেন—রামভক্তির সরস উৎস—মারুতি মহারাজের কৃপা-কটাক্ষ ব্যতিরেকে কেহ শ্রীরামভক্তি লাভ করিতে পারিবে না । এই কারণে সন্তমস্তবকে বিশেষ করিয়া হনুমানজীর ও হনুমানজীর প্রাণ-প্রিয় সিরাম নামের বন্দনা করা হইয়াছে ।

মহাত্মার সাথে আমার যে সম্পর্ক তাহা বড় মধুর । তাঁহার প্রেমময় চরিতামৃত পাঠ করিয়া—তাঁহারই আশীর্বাদে—মহাত্মার পরম কৃপাপাত্র, ভগবৎপাদ, বৈষ্ণব কুল শেখর, দীন, অমান, নিষ্কিঞ্চন, বৈষ্ণব প্রেমিক অনন্তপ্রী সিরামগুণ নাথ শরণজী স্বামী মাহারাজকে শ্রীগুরুরূপে লাভ করতঃ—এ দীন সর্ব্ববিজ্ঞের জীবন সার্থক হইয়াছে—মহাত্মার সহিত আমার ‘নাতির’ সম্পর্ক—তিনি আমার পরম গুরু । বাল্যে পিতৃদেবের সহিত মহাত্মাকে বছবার দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল—কিন্তু তখন কিছুই বুদ্ধিতাম না—জানিতাম না এবং বথার্থ বলিতে কী এখনও কিছুই জানি না ও বুদ্ধি না—সর্ব সাধন রিঙ্ক হইয়া কেবলমাত্র মহৎ আশ্রয়ের ভরসায় পড়িয়া আছি ।

এখন মহাত্মার কথা মনে হইলে বার বার এই কথাই মনে উদিত হয় (ভক্ত কবি অতুল প্রসাদ সেনের ভাষায়)

আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে

তুমি অভাগারে চেয়েছো ।

না চাহিতে আমি হৃদয় মাঝারে

নিজ হৃদয়ে দেখা দিয়েছো ॥

বাস্তবিকই মহাত্মা নিহেতুক কৃপা পরবশ হইয়া নিজেরে ধরা না দিলে কে তাঁহাকে ধরিবে ? তাঁহার কৃপায় আমি এখন তাঁহাকে বিশেষ আপনার জন রূপে ভাবিতে শিখিয়াছি ।

মহাত্মার সুশীতল কৃপাবারির কথা চিন্তা করিয়া শ্রীমৎভাগবৎ কথিত নবযোগীন্দ্র সংবাদে দেবমি নারদের প্রতি বাসুদেবের অভিষাদন উল্লিখিত করিতে বাসনা জাগে—

ভগবন্, ভবতো যাত্না স্বস্তয়ে সৰ্ব্বদেহিনাম্ ।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃ শ্লোকবৰ্ণনাম্ ॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবো অপিতথৈব তান্ ।
ছায়ের কৰ্ম্মসচিবাঃ, সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥

—হে ভগবান্, পিতামাতা যেমন সন্তানগণের কল্যাণকামী, সেইরূপ নিখিল জনগণের কল্যাণকামী ভগবৎভক্ত মহাজনগণের আগমন দীনচিন্ত গৃহিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে ।

যাঁহারা যে প্রকারে দেবতাগণের ভজনা করেন, আশ্রয়ানুসারিনী ছায়ার ন্যায় কৰ্ম্মসাপেক্ষ দেবগণও তাঁহাদিগকে সেইরূপ ফলদান করিয়া থাকেন । সাধুগণ কিন্তু দীন বৎসল—তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে লোকের মঙ্গল বিধান করেন ।

গ্রন্থপাঠের আর একটি বিশেষ লাভ হইল যে সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠক মহাত্মার প্রায় দশ হাজার বার ভগবৎ নাম রটন করা হইবে ।

গ্রন্থ রচনার অন্যান্য বহু সদৃশ্যের আশ্রয় লাভ করিয়া খন্যাতিখন্য হইয়াছি । সেই সকল ভগবৎ বিগ্রহ স্বরূপ গ্রন্থরাজের

সান্নিধ্য সুখ হইতে প্রাণ-পুষ্ট লাভ করতঃ এই পুস্তকখানি বৈষ্ণব সন্ত সমাজে দীনাতিদীনের ন্যায় সমাগত ! শ্রীবৈষ্ণব সন্তের উচ্ছিষ্টান্ন ব্যতিরেকে আর কোন কামনা নাই ।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহারা সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়া আমায় চিরঋণী করিয়াছেন প্রেমপূলক হৃদয়ে আজ তাঁহাদের কথা স্মরণ করি। প্রথমেই মনে পড়ে সর্বজন আদৃত—সুবৈষ্ণব ভজন-রসিক নরোত্তমদাস (শ্রীনরোত্তমদাস মদ্বোপাধ্যায়) কথা । এই দীন লেখকের প্রতি অধিক স্নেহ বশতঃ এই মহাত্মা বারে বারে আমার নিকট আসিয়া এই গ্রন্থের প্রথম দুইটি স্তবক সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ করতঃ গ্রন্থ রচনা কার্যে আমায় বিশেষ উৎসাহিত করেছেন । আমি তাঁহার নিরবধি স্নেহাশীষ কামনা করিয়া তাঁহাকে আমার বিনীত প্রণাম জানাই ।

অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত ত্রিপাটী মহোদয় সংস্কৃত ও দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত । এই গ্রন্থ রচনা কার্যে আমি তাঁহার নিকট বহুবিধ মূল্যবান সাহায্য পাইয়াছি । অধ্যাপক ত্রিপাটী মহোদয় একজন নিরভিমानी সুবৈষ্ণব—তাঁহার নিষ্কপট হৃদয়ের সহযোগিতা—আমায় সর্বতোভাবে ঋণী করিয়াছে ।

অকাম বাল্যবন্ধু শ্রীশম্ভুনাথ মন্সী—গ্রন্থরচনা কার্যে আমায় সর্বদা উৎসাহ দিয়াছে এবং প্রথম স্তবকের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছে এবং স্থানে স্থানে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া রচনার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে । শম্ভুর সহিত আমার যে সম্পর্ক তাহাতে তাহাকে বিশেষ কিছু বলিবার নাই—মহাত্মার পূর্ণ কৃপা দৃষ্টি শম্ভুর উপর পতিত হউক—ইহাই আমার একমাত্র কামনা ।

আমার ভাগিনের শ্রীঅশ্বিন্দুকুমার মদ্বোপাধ্যায় (রাজা) যথার্থ

সাহিত্যানুরাগী। বয়স অল্প হইলেও ভগবৎ ইচ্ছায় রাজা জ্ঞানার্জন পথে ও জীবনে অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতায় বেশ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। রাজা মাঝে মাঝে হাওড়া হইতে আসিয়া এই গ্রন্থের রচনার শৈলী সম্বন্ধে অনেক সরস আলোচনা করিয়াছে। অভাবনীয় দৃঃখ কষ্টে রাজা মানদ্বয় হইয়াছে—মহাত্মার আশীর্বাদে—সত্যাপ্রয়ী এই যুবকটির স্বর্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক—ইহাই আমার প্রার্থনা।

গ্রন্থের মদ্রদ্রকারী শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম-এ ও শ্রীঅত্রিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতা না পাইলে এই গ্রন্থ প্রকাশে নানাবিধ অসুবিধা হইত। শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় আমার অগ্রজ প্রতিম ও অত্রিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অগ্রজ। তাঁহাদের সম্বন্ধে কেবল মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সাধু-সম্মত নহে। তাঁহাদের বিনীত প্রণাম জানাইয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

প্রেসের অন্যান্য কৰ্মচারী—যাঁহারা এই গ্রন্থ রচনা কার্যে সাহায্য করিয়াছেন—আমি তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

সতর্কতা সত্ত্বেও ছাপায় কিছু কিছদ ভুল রহিয়া গেল। দেখছি প্রেসরূপী মায়ার হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন সাধন সাপেক্ষ। সূখী পাঠকগণ নিজ গুণে এই ভুল ত্রুটিগুলি মাফনা করিবেন।

পরিশেষে গোস্বামী তুলসীদাসের অমিয় নির্ঝরিনী বাণীতে মহৎ চরণারবিন্দে অন্তিম বাসনা জানাইয়া গ্রন্থ পরিচয়ের কার্য শেষ করি—

কমিহি নারী পিয়ারী জিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাম।

তিমি রঘুবংশ নিরন্তর প্রিয় লাগছ মোহি রাম ॥

অৰ্ঘ্য—

কামিনী প্রিয় যথা কাম পরায়ণে
 কুপণে প্রিয় যথা কাঞ্চন
 আমারও সেইরূপ হউক প্রাণ প্রিয়
 রঘুবংশমণি রাম নবঘন ॥

* * *

জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥
 জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥
 জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥
 জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥
 জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥

* * *

ইতি—

শ্রীসীতারামার্পমন্তু

কৃপাজীবী : শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরুদত্ত নাম : শ্রীসিয়রাম শরণ



শ্রীপ্রেমলতা চরিত স্মৃতি

প্রথম স্কন্ধ

— — —

ঃ মঙ্গলাচরণ—শুভজন্ম—বাল্যবিনোদ
ভজন-প্রচেষ্টা—শ্রীগুরুলাভ ঃ

মঙ্গলাচরণঃ—

ব্রহ্মাস্তোত্র-সমুদ্ভবং কলিমল-প্রধ্বংসিনং চাব্যয়ম্ ।
শ্রীমং শত্ৰুযুধেন্দু-সুন্দরবরং সংশোভিতং সর্বদা ॥
সংসারাময়ভেষজং স্নমধুরং শ্রীজ্ঞানকীর্জীবনম্ ।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্ ॥

নীলাস্তোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাম্ ।
শ্যামাঙ্গীং দ্বিভূজাং প্রসন্নবদনাং বিশ্বেষ বিম্বাধরাম্ ॥
কারুণ্যামৃতবর্ধিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাম্ ।
বন্দে ভক্তজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জ্ঞানকীম্ ॥

রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমন্ত্বেভসিংহম্ ।
 যোগীন্দ্রজ্ঞানগম্যং গুণনিধিমজ্জিতম্ নিগুণং নির্বিষকারম্ ॥
 মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৈন্দকদেবম্ ।
 বন্দে কন্দাবদাতং সরসিজনয়নং দেবমুর্বীশরূপম্ ॥

অতুলিতবলধামং স্বর্ণশৈলাভদেহং
 দলুজবনকুশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্ ।
 সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশম্
 রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥

সর্বশক্তি শিরোরত্ন-সমুদ্ভাসিত-মূর্ত্যুয়ে ।
 বেদামুজ-সূর্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
 শোষণং ভবসিঙ্কোচ প্রাপণং সারসম্পদঃ ।
 যস্য পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীগুরু চরণ সরোজ রজে নিজ মন করি সমর্পণ ।
 শ্রীপ্রেমলতা চরিত সুধা সজ্জনে করি বরিষণ ॥

ভারতভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত ছোট্ট গ্রামটির নাম পানিয়র ।
 গোয়ালিয়র পানিয়র হইতে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে । গোয়ালিয়র
 উত্তর পশ্চিম ভারতের একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সহর-নানাপ্রকার
 ব্যবসার কেন্দ্র । সহরের উত্থান-পতন, আড়ম্বরগর্ভ পণ্য সম্ভার,
 নিত্য নূতন বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন—সরল-বিশ্বাসী আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র

গ্রামটির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বেশ কয়েকঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বল্প ব্যবসায়ী কায়স্থ এবং আবাদী চাষীর সাত পুরুষের ভিটে-মাটি—এই লইয়া পানিয়র গ্রামে প্রায় দুই আড়াই হাজার লোকের বসতি। ছায়া স্ন শীতল ঘননিবিড় আম্রকুঞ্জ-বিস্তৃত মাটির দেওয়ালে আটচালার ঘর, শীর্ণকায়া গ্রাম্য নদী এবং উত্তরে কালো পাহাড়—পানিয়রের অন্তরের শালীনতা ও স্নিক্ততার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। গ্রামের মাঝে হাট-বাজারের রোয়াক—তাহার পার্শ্বে ছোট্ট ডাকঘর এবং দক্ষিণে নদীর ধারে দুইটি মন্দির মৃৎখোমৃৎখি অবস্থিত। একটিতে শ্রীসীতারামের যুগল মূর্তি এবং অপরটিতে স্থাপিত আছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ রামদাস পবন-নন্দন শ্রীমহাবীরভী। পশ্চিম ভারতে মহাবীরের মূর্তি প্রায় সম্বৎসর দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্তি অপেক্ষা অঞ্জনি—নন্দন হনুমানজীর অক্ষয় মূর্তির সংখ্যাধিক্য এই অঞ্চলে লক্ষিত হয়। মহাবীরের মূর্তির প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিবন্ধ করিলে যুগপৎ তিনটি রূপ পর পর উন্মোচিত হয়। একটিতে বিরাটরূপে সম্বৎসাপী ভগবান শংকর—দ্বিতীয় রূপে কর কমল দুইটি বন্ধ করিয়া প্রভুর স্তুতি-ধ্যান ও সেবামগ্ন রামদাস এবং তৃতীয় রূপে সাকেতবিহারী শ্রীসীতারামের অষ্টযাম সেবানিপুণ লীলা-সহচরী রূপে চারুশীলা বিদ্যমান। চারুশীলাই পবন-নন্দনের শ্রীসাকেত সম্বন্ধীয় আত্মিক নাম এবং রূপ। মন্দির দুইটি দেখিলে মনে হয় যেন ভক্ত ও ভগবান, সেবক ও সেব্য—এক অখণ্ড প্রেমের আতিশয্যে বিহ্বল ও বাকাহীন হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া অনাবিল আনন্দ একে অন্যের মধ্যে লীন হইয়া স্তব্ধ হইয়াছেন। এই দুই মন্দিরের মধ্যস্থলে যে বাঁধানো জায়গাটুকু পড়িয়া আছে—প্রত্যহ সম্ভাষ্য ভক্ত সমাবেশে তাহা পূর্ণ হইয়া যায় এবং তৎপরে ভক্ত শিরোমণি গোস্বামী তুলসীদাস কৃত

শ্রীরামচরিত মানস গ্রন্থের নিত্য পাঠ হয়। ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া বক্তা যখন অশ্রুসিক্ত নয়নে ও প্রেম বিহ্বল কণ্ঠে দিব্য দোঁহা ও চোপাইগুলি ব্যাখ্যা করিতে করিতে বার বার বলেন—

অতি বিচিত্র রঘুপতি চরিত জানহি পরম সূজ্ঞান—

শ্রোতার মধ্যে অনেকেই তখন দেশ ও কালের অনুশাসন ভুলিয়া চিত্রাপিতের ন্যায় স্থির হইয়া শ্রীরাম-কথা রূপ সুধা পান করিতে করিতে অন্তরের আনন্দ ও সরসতা চক্ষের তন্ত অশ্রুতে প্রকাশ করতঃ মনে মনে যেন বলিতে থাকেন—

নাগুদ্ বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি

নাগুৎ স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।

ভক্ত্যা ত্বদীয় চরণাস্মুজমস্তুরেণ

শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্তম্ ॥

অর্থাৎ, ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পাদপদ্ম (আশ্রয়) ভিন্ন আনি অন্য কিছু বলি না,—অন্য কিছু জানি না—অন্য কিছু শুনি না—অন্য কিছু চিন্তা করি না—অন্য কিছু স্মরণ করি না এবং অন্য কিছু আশ্রয় করি না—হে শ্রীমান্ শ্রীনিবাস, হে পুরুষোত্তম, আমায় তোমার প্রতি দাস্যভক্তি দাও।

এইভাবে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যায় গ্রাম্য হৃদয়খানি রঘুপতি ভক্তি চন্দনে সরসিত হইয়া সরল সাবলীল পল্লী জীবনটিকে স্নিগ্ধ ও সুমধুর করিয়া রাখিত।

গ্রামের পার্শ্ববর্ মোজারাম নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। মোজারাম কথার অর্থ—আনন্দেই যিনি সর্ব্বদা রমণ করেন অর্থাৎ

সদানন্দ । সরল—সুন্দর মানুষ মোজারাম । পূজা-গাঠ অধ্যয়ন লইয়াই থাকিতেন । এই পরিবার বংশ পরম্পরায় শ্রীরামোপাসক । ‘পণ্ডিত’ মোজারাম বংশের উপাধি । বস্তুতঃ সর্বোপাধিশূন্য হইয়া মোজারাম পরমার্থবিদ নিরভিমानी ভক্ত । জ্যোতিষ এবং ধর্মশাস্ত্রে মোজারামের দখল ছিল সুনিপুণ । কত লোক আসিতেন মোজারামের কাছে । কাহারও তিনি কুষ্টি বিচার করিতেন—কাহারও বা শূভ কর্মের লগ্ন বলিয়া দিতেন—কখনও আবার গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ভগবৎ ভজনলব্ধ আশ্বিনভূতির বিমল সুবাসে নিগূঢ় ভগবৎ লীলা কীৰ্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের মন হরণ করিতেন । সরল পবিত্র জীবনে বাহ্যিকের কোন বালাই ছিল না—যথালভেই সন্তুষ্ট—তাই মোজারামের কোন অভাব বোধ ছিল না । ভজনানন্দে দিনগুলি স্বপ্নের মত সুখে—স্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়া যাইত ।

পতিগতপ্রাণা মোজারাম পত্নী—দয়াবতী—বাল্যাবস্থা হইতেই অত্যন্ত ভক্তিমতী রমণী । স্বামীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন । পরম ভাগবৎ মোজারাম—দম্পতি নিজেদের সর্বতোভাবে শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে সমর্পণ করিয়াছিলেন । আত্মত্যাগ ভজন-নিরত এই দম্পতিটিকে গ্রামের সকলেই সজীব ‘হর-পার্বতী’ বলিতেন । সত্য বলিতে কি মোজারাম দম্পতি যেন ভগবৎ ভক্তি ও সেবার মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন ।

দয়াবতী অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ছোট্ট গৃহাঙ্গনের প্রাতঃকালীন সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন এবং তৎপরে নদীতে স্নানাদি করিয়া গৃহসংলগ্ন বাগানে যে ফুল ফুটিত তাহাই সংগ্রহ করিয়া স্বামীর পূজার ব্যবস্থা করিতেন এবং সারাদিন নিরলস

ভগবৎ সেবা—পূজা, ভোগ—আরতি এবং স্বামী-সেবার সুখাস্বাদনে তৃপ্ত থাকিতেন। সংসারে মাত্র দুইজন-মৌজারাম এবং দয়াবতী সুখে-দুঃখে, দিবা-দাম্পত্য প্রেমে দুইজনে দিনগুলি কাটাইতেন।

দয়াবতীর সাতটি সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু ভগবৎ ইচ্ছায় একটির পর একটি করিয়া সাতটি সন্তানই পিতামাতার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অমৃত লোকের যাত্রী হইয়াছে। এই কারণে দয়াবতীর হৃদয়ব্যাপী এক অতি গভীর ব্যথা ছিল। একটির পর একটি করিয়া সাতটি সন্তান মাতৃকোড় হইতে চলিয়া গিয়াছে— এই মর্মান্তিক হৃদয়পীড়া সন্তানের জননীকে পাগল করিয়া দেয়।

ভজন-নিপুণ মৌজারাম ভগবৎ কৃপায় শ্রীরামচন্দ্রের অনির্বচনীয় লীলামধুরীর কথঞ্চিৎ পান করিয়াছিলেন। তিনি শোক সন্তপ্তা দুঃখিনী স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়া বলিতেন—দেখ দয়াবতী! এ সংসারে সুখ-সম্পত্তি, মান-প্রতিষ্ঠা, পুত্র পরিবার প্রভৃতি ভক্তি পথের কষ্টক স্বরূপ - যথার্থ ঈশ্বর—প্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য ভগবান এই সকল ক্ষণস্থায়ী সুখ-সামগ্রী একটির পর একটি করিয়া ভক্তের নিকট পাঠাইয়া দেন। সামান্য ভক্ত এই সকল সুখাভাসে মগ্ন বুদ্ধি অর্পণ করিয়া চিরতরে পরমার্থতত্ত্ব হইতে দূরে চলিয়া যান। অনন্য ভক্তের নিকট ভগবৎ-লীলার নিত্য সহচরী দাস্তর মায়া কিছুমাত্রও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না এবং সেইরূপ কামাদি বিবজ্জিত শূন্য চিন্তেই ভগবানের নিবাস কুঞ্জ। বস্তুতঃ সুখ বলিয়া আমরা যাহা বুদ্ধি - তাহার কোন অস্তিত্ব নাই—তথাকথিত সুখ মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চ ছাড়া কিছুই নহে। যাহা নাই তাহার জন্য যত্ন করা বিমূঢ়ের কার্য। শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব - একমাত্র অব্যয় সত্য এবং অনন্তৈক মাধুর্য্যামণ্ডিত স্বর্গ-সুখালয়। শ্রীরামচরণাবিসন্দ লাভ করিতে

পারিলেই স্বৰ্গ-সুখ স্বৰ্গ-বস্তু—স্বৰ্গকালের জন্য লাভ করা হয়। ‘হৌইহি সৌই যৌ রাম রচি রাখা’—অর্থাৎ ভক্ত বৎসল—অশেষ কল্যাণ-ধাম শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছাই বলবান। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বের একটি তুণও নড়ে না, বায়ু প্রবাহিত হয় না, সূর্য্য কিরণ দেয় না। কোশলেন্দ্র শ্রীরাম অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত মংগলময়। বিশ্বের কীটানুকীট হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বৃহৎ হইতে বৃহত্তরের তিনি নিরন্তর কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ভগবান স্বৰ্গান্তৰ্গামী—কখন কাহার কী প্রয়োজন—কাহার কিসে মংগল হয়—ইহা তাঁহার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছে। আনন্দ-কন্দের মধুর মেলায় দঃখের কোন স্থান নাই। আপাত দঃখের স্বরূপে তিনি ভক্তকে সন্নিবিড় প্রেমাজন দান করিয়া থাকেন। ভগবৎ কারুণ্যে যে সন্তানগুণি তোমায় ক্ষণিক সুখ দান করিতে আসিয়াছিল ভগবৎ-লীলা পূর্ণ করিয়া তাহারা স্বধামে ফিরিয়া গিয়াছে। যাহা তোমার নহে তাহার উপর মিথ্যা অহংকার বৃদ্ধি আরোপ করিয়া বৃথা শোক করিও না।

এই ভাবে দীনা—মাতৃহৃদয়ে মৌজারাম অমৃতস্রাবিনী প্রেম ও ভগবৎ নিষ্ঠার পুনীত বাণী সিঞ্জন করিয়া দয়াবতীর ক্ষিন্ন মন শান্ত করিতেন।

স্বামীর স্নিগ্ধ সান্নিধ্য ও মধুর ঈশ্বরানুরাগে দয়াবতী সাময়িক ভাবে সকল বিষয় যথাযথ অনুধাবন করতঃ অধিকতর গভীর ভাবে ভগবৎ সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। কিন্তু—কৈতুক নিধির মায়ী দুরত্যয়া দুষ্টতর ভগবৎ মায়ার প্রভাব হইতে মাতৃ হৃদয় কী করিয়া দূরে থাকিবেন? সাত সাতটি স্নেহের পদন্তুলি-শিশু সন্তানের সন্দর মুখচ্ছবি জননী কী করিয়া ভুলিবেন? গাঝে মাঝে—তাই-অধীর-ব্যাকুলহৃদয়ে দয়াবতী ভগবৎ চরণে একটি সন্দর, যশস্বী, পরম ভাগবৎ, দিব্বিজয়ী, তেজস্বী সন্তানের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেন। পুত্র

কামনায় মৌজারাম-পত্নী আরো ও কত রকমের বারবত উৎসবাদি পালন করিতেন।

গ্রামের সকলেই এই ভক্ত পরিবারটিকে ভালবাসিতেন এবং অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। বৃন্দেয়া মৌজারামের নিকট পদ্য-শ্রুতি আলোচনা করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন এবং গ্রামের মেয়েরা দয়াবতীর কাছে শিখিতেন পাতিব্রতের সুন্দর আদর্শটি। সকলেই বলিতেন— এমন সুখের সংসারে যদি একটি শিশুর কলকণ্ঠ ভাসিয়া বেড়াইত—আহা—না জানি—তাহা কত আনন্দেরই হইত।

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। মৌজারাম বান্ধবের দ্বারে উপনীত। নিঃসন্তান গৃহে সকল সুখই বিস্মাদ লাগে। একটি সন্তানের জন্য দয়াবতীর ব্যাকুলতা নিত্য তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। সকল কার্যের মধ্যে দয়াবতী এখন যেন একটি শিশু কণ্ঠের—‘মা-মা’—ডাকে উদ্মনা হইয়া যাইতেন এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণ কমল নয়ন জলে ধোত করিয়া তাঁহারই ন্যায় একটি পুত্রের জন্য অহোরহ কামনা করিতেন। এইরূপ ব্যাকুল কাতরতায়—নিষ্কলুষ হৃদয়ের প্রার্থনায় আত্মহারী করুণাৰ্ণব ভক্তবৎসল ভগবানের হৃদয় দ্রবিত হইল। ভগবান তো প্রেমের ভিখারী—প্রেমের সহিত যে তাঁহাকে ডাকে—তাহারই দ্বারে তিনি নিরন্তর উপস্থিত। এই প্রেমের পূজায় জাতি-ধর্ম-বিদ্যা-জ্ঞান-রূপ-অর্থ—কিছুরই স্থান নাই। প্রেমের মর্যাদায় সকল বস্তুই ভাসিয়া যায়। কবির ভাষায়—

রাম কেবল প্রেম পিয়ারে।

জানে সোই যো জান নিহারে ॥

রাম কেবল প্রেমের বশ,—এ তথ্য যাহার কাছে তিনি প্রকাশ করেন তিনিই জানেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ড-নায়ক পুরুষোত্তম কোশলেশ্বর

স্কীরোদশায়ীও নহেন—বৈকুণ্ঠবাসীও নহেন—ভক্ত হৃদয়ের অটুট প্রেমের পিঞ্জরে তিনি চির—আবদ্ধ। এতদিনে ভক্তের অশ্রুর সহিত ভগবানের অশ্রু মিশিয়াছে। এই দুই অশ্রুর পুণ্য সংগমে ভক্ত ও ভগবানের মহামিলন।

একদিন রাত্রে দয়াবতী গভীর নিদ্রায় একটি সুখস্থানে মগ্ন। স্বপ্নে নীল-নবঘন পদ্মপলাশ-লোচন ধনুসধারী ভক্ত-বাহু-কম্পতরু পরম কৃপালু ভগবান শ্রীরাম দয়াবতীকে বলিতেছেন—ওরে, তুই আমাকে কেন এত ডাকিস্। তোর ডাকে আমি স্থির থাকিতে পারি না—তুই ধৈর্য ধর—তোর মনোবাহু পূর্ণ করিতে আমি তোর গর্ভে আসিতেছি। তুই আর আমার কাঁদাসনি। এই বলিয়াই স্বপ্নেই মৃত্তি কোথায় মিলাইয়া গেল! হঠাৎ দয়াবতীর নিদ্রা ভংগ হইল। তাঁহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। দয়াবতী ভাবিতেছেন—আমি এ কী স্বপ্ন দেখিলাম? ভগবান আমার মত দীন! পাপিষ্ঠার গর্ভে—না—আমি ভাবিতে পারি না। অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ভয়ে-বিস্ময়ে ও আনন্দে দয়াবতী যেন কী রকম হইয়া গেলেন! ভাল করিয়া চিন্তাও করিতে পারিতেছেন না! পার্শ্বের শয্যায় মোজারাম ঘুমে অট্টেতনা। দীপের স্তিমিত আলোকে দয়াবতী স্বামীর শান্ত মুখমণ্ডল দেখিতে পাইতেছেন। বাহিরে রাত্রের ঘনান্ধকার অভূতপূর্ব—স্বপ্ন—এই দুইটিতে দয়াবতীর নিকট একটি অস্পষ্ট কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছে। নয়নে আনন্দাশ্রু-কণ্ঠ বাক্যহীন। দয়াবতী মনে মনে ভাবিতেছেন এ কী স্বপ্ন না সত্য? এক একবার মনে করিতেছেন—স্বামীকে এক্ষনি এক নিঃশ্বাসে সব বলিয়া হালকা হইয়া যান—আবার পরক্ষণেই স্বামীর সুখ-নিদ্রার কথা চিন্তা করিয়া এইরূপ কাৰ্য্য হইতে বিরত হইতেছেন। দয়াবতীর চিন্তার

যেন কোন শেষ নাই। বার বার ভাবিতেছেন এ কী-সত্যি? মন যেন আনন্দে বিগলিত হইয়া বলিতেছে—সত্যি! সত্যি! সত্যি!

স্বতন্ত্র ঘরের কোণে ছোট্ট সরীসৃপের টিক্-টিক্-টিক্ শব্দে দয়াবতীর কিছুটা যেন সাহস হইল। অসহায় অবস্থায় ছোট্ট তৃণ কুটিটিও সাহস ও বিশ্বাসের পরম আশ্রয়। দয়াবতী শয্যায় বসিয়া অলক্ষ্যে করুণাঘন দেবতার প্রতি কোটি প্রণাম জানাইয়া শব্দইয়া পড়িলেন—এবং অলপক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রা-সদৃশে মগ্ন হইলেন। যখন ঘুম ভাঙিল তখন মৌজারম প্রেমাশ্রু নয়নে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে গাহিতেছেন—

প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথ—মুখারবিন্দম্।

মন্দস্মিতং মধুরভাষি বিশালনেত্রম্।

কর্ণাবলম্বি চক্রেকুণ্ডল শোভিগণ্ডম্।

কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্॥

প্রাত ভজ্যামি রঘুনাথ-করারবিন্দম্।

রক্ষাগগায় ভয়দং বরদং নিজেভাঃ।

ষদ্রাজ-সংগদি বিভজ্য মহেশচাপং

সীতাকর-গ্রহণমঙ্গলমাপ সত্বাঃ।

প্রাত নমামি রঘুনাথ-পদারবিন্দম্।

পদাঙ্কশাদি-শুভরেখি সুখাবহং মে।

যোগীশ্বর-মানস-মধুভ্রত-সেব্যামানম্।

শাপাপং সপদি-গৌতম ধর্ম্মপত্ন্যাঃ॥

প্রাত বদামি বচসা রঘুনাথ-নাম ।
 বাক্‌দোষহারি সকলং কলুষং নিহন্তি ।
 যৎ পার্শ্বতী স্বপতিনা সহ ভোক্তুকামা ।
 সহস্র-হরিনাম সমং জজাপ ॥

প্রাতঃ শ্রয়ে শ্রুতিস্মৃতাং রঘুনাথ মূর্ত্তিং ।
 নীলাম্বুজোৎপল-সিতেতর-রত্ননীলাম্ ।
 আমুক্ত-মৌক্তিক-বিশেষ-বিভূষণাঢ্যাং ।
 ধৈর্য্যং সমস্ত-মুনিভিজ্জেন মুক্তিহেতুम् ॥

দয়াবতী প্রত্যহ স্বামীর পদ্বেষেই শয্যা ত্যাগ করিতেন । আজ তাঁহার কত দেৱী হইয়া গিয়াছে ! লজ্জায় তাড়াতাড়ি দয়াবতী গৃহ কার্য্যে মন দিলেন ।

দয়াবতী যেন আর সে মান্দ্য নয় । সকল কাজে সকল সময়ে যেন কোন অজানা আনন্দের স্খল্পর্শ অনুভব করিতেছেন । দয়াবতীর এই আকস্মিক পরিবর্তন সকলেরই লক্ষ্যে পড়িল । মোজারাম পত্নীর অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-উচ্ছ্বল ভাব দেখিয়া যুগপৎ শংকিত ও আনন্দিত হইলেন—তিনি এই নতুন আনন্দের কোন ইঙ্গিত লাভ করেন নাই । শারদ পুর্ণিমার মেঘমন্ডল স্খলকরের ন্যায় স্ত্রীর সুপ্রসন্ন মূখচ্ছবি তাঁহার কানে কানে কত কথা कहিয়া গেল ! দয়াবতীর আনন্দে মোজারামও আনন্দিত । মোজারাম ভাবিতেছেন হয়তো বা ইহা আশ্চর্য্য ভগবৎ কৃপায় অকুপণ সুলক্ষণ । আবার কখনও সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তায় শংকিত হইয়া উঠিতেছেন । গ্রাম্য নারীগণ—যাহারা অপরের

সুখে সৰ্ব্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশন অনুভব করিতেন এবং যাঁহারা অপরকে জ্বালাইয়া নিজেদের মনের সাধ মিটাইতেন—তাঁহারা দয়াবতীর পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া পরস্পরে মধ্যে বলাবলি করিতেন—এই বৃড়ে বয়সে আবার বাড়াবাড়ি দেখিয়া বাঁচি না—সবেরই একটা সীমা আছে । দঃখীর মা নামে পরিচিত মহিলাটি—যিনি ঘরে ঘরে হাসিয়া—গান গাহিয়া—ছেলে ভুলাইয়া - সংসারের কাজ করিয়া সকলের ঠাকুর্মা হইয়াছেন—দয়াবতীর লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন—নাত বো আমি এর আগে এক্রপ লক্ষণ দেখিয়াছি । ঘর আলো করিতে আসিতেছেন নব দঃখীদল—তুমি ভাই মনে মনে ভগবৎ চিন্তা করো—সাধু সঙ্কনের সেবা করো । এই প্রকার কত আদরের সহিত কত আত্মীয়তার সহিত—দঃখীর মা দয়াবতীকে বৃদ্ধাইতেন । দঃখীর মা সার্থক নাম । সকলেই সুখ চায়—সুখ সংগ চায়—সুখের ভাগ চায়—দঃখীর মা বড় ভাগ্যে হওয়া যায় ।

এমনি করিয়া কয়েকমাস কাটিয়া গেল ।

সুখ যুত কিছুকাল গয়েউ

যব প্রভু প্রগট সুঅবসর ভয়েউ ॥

যোগলগ্ন গ্রহ বার তিথি সকল ভয়ে অনুকূল ॥

প্রভুর আসিবার সময় হইল । আলোক-বিহারী, অজ-অনাদি-অব্যক্ত জনগণের উদ্ধার হেতু মংগলময় ইচ্ছিত লীলাতনু ধারণ করিয়া অবতরণ করিবেন । প্রেমের পূজায় ভগবান অবতরণ করেন এবং ভক্ত উদ্বেদ গমন করেন । মধ্যপথে দঃখীজনের প্রেমালিঙ্গন । আনন্দকন্দের শৃভাগমনের বাতী জানাইতেছে দক্ষিণের মন্দ মন্দ সুবাসিত মলয় বায়ু-নক্ষত্রগণের অতি অনুকূল সমাবেশ

প্রকৃতির সন্মুখের অকুপণ দান এবং ঘরে ঘরে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাস।

সেদিন ছিল মংগলবার। সর্বোত্তম শুভ ভাদ্রপদ মাস, বিক্রমাদিত্যানুসারে ১৯২৮ সাল এবং খৃষ্টাব্দানুসারে ১৮৭১ সন। মৌজারাম গৃহে পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলারা আসিয়াছেন। দঃখীর মা প্রসূতিঘরে দয়াবতীর পার্শ্বে বসিয়া আছেন। বেলা দ্বিপ্রহরে প্রসূতি ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া গেল, এবং একটি নবজাত শিশুর কলকণ্ঠে চারিদিক উদ্ভাসিত হইল। মেয়েরা আনন্দে ছলধ্বনি-শব্দধ্বনি প্রভৃতি করিলেন। দয়াবতীর পার্শ্বে দঃখীর-মার কোলে নবজাতক এক পুত্রসন্তান। শিশুর সুন্দর-নিটোল স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—আকর্ষণ বিস্তৃত দীর্ঘ নয়নম্বল—এই সকল একত্রে মিলিয়া সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এর মূর্ত্তময় শূভাবির্ভাব সূচিত করিতেছে।

পুত্র সন্তানের শুভ-জন্ম সংবাদে মৌজারামের আনন্দ দেখে কে! মৌজারাম দুহাত ভরিয়া ব্রাহ্মণগণকে যৌতুক দিলেন এবং গ্রামের ঘরে ঘরে মিষ্টিান পাঠাইলেন এবং ইহার মধ্যে অনুকূল অবসর পাইলেই একবার সদ্যজাত সন্তানকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতেছেন। পানিয়র গ্রামে আজ আনন্দের বন্যা আসিয়াছে। সকলেই এক অনির্বচনীয় আনন্দ সুখে ভাসিতেছেন। বাহারা অপরের আনন্দে হিংসায় জ্বলিতেন এবং পরনিন্দায় সুখ পাইতেন—তাহারাও আজ সুখের জোয়ারে ভাসিয়া গিয়াছেন। মহৎ আগমনের আনন্দময় বার্তা বিঘোষিত করিয়া—

মধু বাতা ঋতাস্তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

বায়ু মধুর হইল—নদী সকল মধুময় রস ক্ষরণ করিল, দিক, দেশ, কাল, সর্বলোক আজ মধুময় হইল। মধুময় পরিবেশের মধুর সংযোগে মনে হইল যেন নবজাতকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বেদের মন্ত্র উদ্গীত হইয়া বলিতেছেন—

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ব বেদাঃ ।

স্বস্তি নস্তাক্ষ্যে অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অর্থাৎ বৃদ্ধশ্রবা আমাদের মংগল করুন, সর্বজ্ঞানাধার পুষা আমাদের মংগল করুন, হিংসানিবারক গরুড় আমাদের মংগল করুন, বৃহস্পতি আমাদের মংগল করুন। শান্তি-শান্তি-শান্তি।

দয়াবতীর বহুদিনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। দয়াবতী আবার মা হইয়াছেন। মায়ের কোল জুড়িয়া রহিল শিশু সন্তান। দয়াবতী কত রকমেই পুত্রকে দেখিতেছেন! দেখিয়া দেখিয়া যেন তাঁহার সাধ মিটিতেছে না? এই বিমল সন্ধানভূতির মাঝে যখন বিগত শূভরাত্রির স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া যায়—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—ওরে আমি তোরে গর্ভে আসিতেছি—দয়াবতীর অসীম বাৎসল্য প্রীতির অমৃত ধারায় তখন বাধা দেয় ভগবৎ ঐশ্বর্য্য। দয়াবতীর মাতৃস্নেহ গোরব ভয়ে সংকুচিত হইয়া যায়। মন এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অস্বস্তিকর ক্রিয়ায় দ্বন্দ্বল হইয়া যায়। দয়াবতী অন্যান্য জননীর ন্যায় সন্তানের মা হইতে চাহেন—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের জননী নহে। ভগবানকে দয়াবতী করজোড়ে প্রণাম করিবেন—তাঁহার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইবেন এবং পূজার্য্য নিবেদন করিবেন; কিন্তু দয়াবতী আজ যে সন্তানের মা হইলেন—তাহাকে তিনি কোলে

করিবেন—স্তন্যপান করাইবেন—গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইবেন এবং দৃষ্টামি করিলে বকিবেন। মা-ছেলের মধ্যে ইহাই তো চিরন্তন মধুর সম্পর্ক। ইহার মাঝে আর কোন ব্যবধান নাই—কোন উপাধি নাই—অন্য কোন কথার স্থান নাই।

মাতা-পুত্রের নিবিড় সম্বন্ধ সূত্রে দয়াবতী ধীরে ধীরে স্বপ্নের কথা বিস্মৃত হইলেন এবং বহু দিনের রুদ্ধ মাতৃ দয়াবতীর হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে শতদলে বিকশিত হইল।

দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। চন্দ্রকলার ন্যায় শিশু বড় হইতে লাগিল। মোজারাম দম্পতির পূজা-পাঠ ভোগ-আরতি আর পূর্বের মত হয় না। এখন সন্তানই সকলের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

স্বয়ং সীতাপতি যাঁহার ঘরে শিশু সন্তান রূপে চরণের নূপুর নিকণ করিয়া বেড়াইতেছেন—তাঁহার সকল কর্মের শেষ হইয়াছে—তাঁহার সকলই কাজই সারা হইয়াছে!

ক্রমে ক্রমে শূভ নামকরণের সময় উপস্থিত হইল। ছেলের রাশিচক্র—জন্ম পত্রিকা প্রভৃতি বিচার করিয়া নাম রাখা হইল বালারাম অর্থাৎ বালক রাম। মোজারাম দম্পতির অষ্টম গর্ভের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান বালারামই—এই মহান দিব্য চরিত্রের নায়ক।

(২)

বালারাম হইলেন অশ্বের ষষ্ঠি—নয়নের মণি। কত সাধনার ধন বালারাম। পর পর সাতটি সন্তানের মৃত্যুর পর বালারাম সকলের অভাব দূর করিলেন। এ যেন নির্ধন পরশ-মণি লাভ করিলেন। বালারামের অলৌকিক রূপ মাধুর্য্য সকলেই মুগ্ধ হইলেন। একবার

দেখিলে চোখ ফিরাইতে পারা যায় না। সুন্দর স্বাস্থ্য রূপ রাশি যেন সদ্য প্রফুল্লিত পদের ন্যায় টল টল করিত। মুখে দিব্য হাসি—ঘন সন্নিবিষ্ট মৃদুতার মত দশন রাশি—দিব্য ভ্রমর কৃষ্ণ কেশদাম—ফুল্লয়াত নয়নম্বয়—এই সকলে মিলিয়া দর্শকের মনে এক অপকপ বিস্ময়কর মোহের সৃষ্টি করিত। যে দেখিত সে সব ভুলিত।

মোজারাম দম্পতির স্নেহে এবং গ্রামের লোকের কোলে পিঠে চড়িয়া বালারাম কবে যে অসহায় শিশুর অবস্থা অতিক্রম করিয়া পাঁচ বৎসরে পা দিলেন—তাহা যেন কেহ টেরও পাইলেন না। এত বড় কণ্ঠস্বর যেন সকলের অজ্ঞাতসারেই ঘটিল।

প্রতি সন্ধ্যায় মোজারাম পুত্রের নিকট ভক্তমালের গল্প বলিতেন। ভক্তের উপাখ্যান—ত্যাগের মহিমা—ভগবৎ ভজনে বিমল আনন্দের গল্প। কখনও কখনও রামায়ণ, মহাভারতেরও গল্প বলিতেন। বালারাম চুপ করিয়া গল্পগুলি শুনিতেন—তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইত—বালারাম যেন জন্ম জন্মান্তর হইতে এই সকল মধুর আলোচনার সহিত পরিচিত। পিতার নিকট বালারাম যাহা কিছু শুনিতেন—সেগুলি আবার পাড়ার খেলার সাথীদের কাছে বলা চাই। কতকটা যেন বাড়ীতে পড়া তৈয়ারী করিয়া স্কুলে পড়া দেওয়ার মত। বালারামের গল্প বলিবার ভাব-ভঙ্গী এত সুন্দর ছিল যে ছেলের দল খেলা ফেলিয়া বালারামকে ঘিরিয়া বসিত এবং তাহার পর সুদূর হইত একটির পর একটি করিয়া ভক্ত চরিত্রের মধুর আলোচনা। ভক্তের উপর ভগবানের কী কঠিন পরীক্ষা! ভক্তকে কত রকম প্রলোভনে মদু করিবার চেষ্টা!—আর ভক্তের কী অপূর্ব আত্মনিবেদন! কী গভীর ইষ্ট নিভরতা! করুণানিধান মংগলময় কৃপালের আশ্রয়ে—ভক্তের কী দৃঢ় বিশ্বাস! এইভাবে কবীর—দাদু,

তুলসীদাস-মীরাবাই নাভাজী সুরদাস প্রভৃতি ভক্ত চরিতই বালারামের বাল্যের ধ্যান ও জ্ঞান ছিল। সম্বৎসর প্রিয় ছিল বালারামের নিকট সেবকশ্রেষ্ঠ হনুমানজীর চরিত কথা। এই সকল সরস হৃদকর্ণরসায়ণ ভক্ত কথা কীর্তন করিতে করিতে বালকের দেহ জ্ঞান থাকিত না—সম্বৎসরে রোমাঞ্চ ও পদলকাবলী প্রকাশ পাইত এবং চক্ষু দুইটি উষ্ণ জলে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

এইরূপে একদিন শুভ চুড়াকরণের সময় উপস্থিত হইল। মৌজারাম গৃহে উৎসব লাগিল। উৎসব ঠিক লাগিল না—উৎসব যেন মৃদুতম হইয়া আসিল। পাড়ার লোকের আনন্দ—মৌজারাম দম্পতির উদ্দীপনা—ছেলের ভুবন ভুলানো রূপ—এ সকল সুখের বস্তু ছাড়িয়া উৎসব দূরে থাকিতে পারিল না। এমন আনন্দ-বাসরে যে দূরে রহিল তাহার ভাগ্য মন্দ বলিতে হইবে। আনন্দ-মুখর সমারোহে চুড়াকরণ উৎসব সমাপ্ত হইল। কিছুকাল পরে বালারামের আট বৎসর বয়সে শুভ যজ্ঞোপবীত কার্য সমাধা হইল। মৌজারাম দম্পতি যথাশক্তি আয়োজন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঘরে ঘরে মোড়া মিঠাই বিতরণ হইল—দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইল এবং নিষ্কপট সরল গ্রামবাসীগণ বালারামের সম্বৎসরীণ মংগলার্থ ভগবৎ চরণে নীরবে প্রার্থনা জানাইয়া সমগ্র উৎসবটি শ্রুতি ও মাধুর্য্য মন্ডিত করতঃ সদ্য বাল-ব্রহ্মচারীর মধুর মৃদুটি ধ্যান করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বাল্যের খেলা-ধুলার মধ্যে ‘কপাট’, ‘গুলিডাণ্ডা’ প্রভৃতি সরল গ্রাম্য খেলাই বালারামের অধিক প্রিয় ছিল। ঘুঁড়ি উড়াইতেও বালারাম বড় ভাল বাসিতেন। বিস্তৃত মাঠে পাড়ার ছেলেদের সাথে অনেক সময় সারাদিন ঘুঁড়ি উড়াইয়া বালারাম সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেন।

আর ধনুকবাণ খেলায় বালারাম ছিলেন ‘ওস্তাদ’। ধনুকবাণে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। বালারামের ধনুকবাণ চালাইবার ক্ষমতা দেখিলে মনে হইত যেন কত জন্ম জন্মান্তর হইতে বালারাম ধনুকবাণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন! এরূপ অব্যর্থ শরসম্পদ ছিল বালারামের! এই সময়কার আহারের মধ্যে জিলাপী—মুগের জাড্ড—দহি-বড়া প্রভৃতি মৃৎরোচক খাদ্যই বালকের অতি প্রিয় ছিল। হাতে পয়সা পাইলেই বালারাম ঐ সকল খাবার কিনিয়া খাইতেন। এতম্ব্যতীত দয়াবতী বালারামের জন্য আরও কত রকমের সুখাদ্য গৃহে প্রস্তুত করিতেন।

বয়সের সাথে সাথে বালারামের দৈহিক শক্তির উজ্জ্বল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন গ্রামে গ্রামে কুস্তির আখড়া ছিল। পাড়ার একটি আখড়ায় বালারাম কুস্তি শিখিতেন। কুস্তিতে বালারামের সহজাত অধিকার ছিল। সমবয়সীদের মধ্যে বালারামের সাথে কুস্তিতে কেহ পারিতেন না এবং যাঁহারা বালারাম অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন—তাঁহারাও কুস্তিতে বালারামের নিকট পরাজিত হইতেন। বালারামের কলা-কৌশল ছিল অপূৰ্ব্ব। তাঁহার অলৌকিক দৈহিক শক্তি—অটুট মনোবল এবং অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। এই তেজোপদ্মজ দিব্য শক্তিধারী বালকটিকে দেখিয়া সকলের মনেই এই ধারণা দৃঢ় হইল যে—বালারাম—সাধারণ বালক নহে—বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত—ঈশ্বর প্রেরিত—কোন মহাত্মা হইবেন।

এই সময়ে বালারামের আর একটি গুণ লক্ষ্য করিবার ছিল—সেটি হইল তাঁহার বাক্য-সামর্থ্যতা। কুস্তিতে বালারাম যে পক্ষের জয় ঘোষণা করিতেন—অতি অবশ্যই সেই পক্ষই জয়লাভ করিতেন। ইহার কখনও ব্যতিক্রম হইত না। অনেক সময় কুস্তিগিরদের মধ্যে কেহ কেহ

বলিতেন—বলতো বালারাম এবারের খেলায় কে জিতবে? বালারাম কৌতুক করিয়া বলিতেন—যে পক্ষ আমার জিলাপী খাওয়াইবে—সেই পক্ষই জিতবে। অতি আশ্চর্যের বিষয়—বালকের লীলাচ্ছলে কৌতুকই সত্যে পরিণত হইত। পুনরায় যে পক্ষ বারবার হারিতেন, বালারামকে উপহাস করিবার জন্য কখনও কখনও বলিতেন—

বালারাম! আমি তোমায় জিলাপী খাওয়াইব এবং হাতে পয়সাও দিব—বল—তাহা হইলে আমি কি কুস্তিতে অপর পক্ষকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব? বালারাম সানন্দে তাঁহারই জয় ঘোষণা করিতেন এবং তাহার পর সকলেই আশ্চর্যের সহিত দেখিতেন—যে পক্ষের কুস্তিতে কোন দিনই জয়লাভ হয় নাই সেই পক্ষই বালারামের বাক্যানুযায়ী জয়ী হইয়াছেন। বালারামের এই অদ্ভূত ও অলৌকিক শক্তির পরিচয়ে সকলেই বলিতেন—বালারাম নিশ্চয় কোন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ হইবেন।

অতি অল্প বয়স হইতে গোস্বামী তুলসীদাস কৃত শ্রীরামচরিত-মানস গ্রন্থের পাঠ শুনিতেন বালারামের বড় ভাল লাগিত। সাধু-সেবা এবং ভগবৎ আলোচনা পাইলে বালারাম আর কিছুই চাহিতেন না। সৎসঙ্গে যাহা কিছু শ্রবণ পান করিতেন—বালারাম মনে মনে সেই সব কথাগুণি ধ্যান করিতেন এবং তৎপরে অবসর মত প্রসঙ্গগুণি আপন হৃদয়ের সরসতায় সঞ্জীবিত করতঃ অতি প্রেমের সহিত সাথীদের নিকট কীর্তন করিতেন। বালারামের কাছে এই সকল ভগবৎ আলোচনা শুনিতেন ছেলেদের বড় ভাল লাগিত। ছেলেরাও মনে মনে ভাবিত—বালারামের মত এমন কল্যাণকর গুরু তাহাদের আর কে আছে! ভগবৎ-আলোচনা ও ভগবৎ-রসাস্বাদনরূপ পরাবিদ্যায় যিনি প্রেরণা দান করেন তিনিই যথার্থ গুরু। অন্যথায়—

গুরুণ স শ্রাৎ স্বজনো ন শ্রাৎ পিতা ন স শ্রাজ্জননী

ন সা শ্রাৎ ।

দৈবং ন তৎ শ্রাম্ন পতিশ্চ স শ্রাম্ন মোচয়েৎ যঃ

সমুপেতমৃত্যুন্ম ॥

যিনি সংসাররূপ মৃত্যুর কবলে পতিত জীবনকে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে না পারেন—তিনি গুরু হইবার যোগ্য নহেন—পিতা হইবার যোগ্য নহেন—জননী হইবার যোগ্য নহেন—দেবতা হইয়া উপাসকের পূজা গ্রহণ করিবার যোগ্য নহেন—পতি হইয়া পত্নী গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহেন এবং স্বজন হইবার যোগ্য নহেন ।

বালারামকে সঙ্গীরা প্রায় গুরুর মতই শ্রদ্ধা করিত এবং মনে-প্রাণে ভাল বাসিত । বালকদের মাঝে বালারামকে দেখিয়া মনে হইত যেন ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার সাথী পড়িয়া দৈত্য বালকগণকে হরি কথার মাধুর্য্য বর্ণনা করিতেছেন এবং বালকের দল পড়ার বই ফেলিয়া ভক্তরাজের মৃৎখনিঃসৃত অমৃত ধারা পানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছেন ।

শিশুকাল হইতেই কতকগুলি বিশেষ গুণ বালারামকে সাধারণ বালক হইতে পৃথক করিত । সেগুলি ছিল বালারামের স্বাধীন প্রবৃত্তি—চিন্তাবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য—নির্ভীকতা—সত্যে দৃঢ়তা এবং ভগবৎ-আলোচনায় প্রাণের সরসতা । বস্তুতঃ সকল প্রকার দিব্যগুণের আধার ছিলেন বালারাম । গ্রামের সকলেই বালারামকে দেবতা জ্ঞানে মনে মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন । ত্রিতাপদম্ব কোন কোন বৃদ্ধ বালারামকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—বাবা! আমি সারা জীবন দুঃখ-কষ্টে জলিয়া মরিলাম—কখনও সুখ বা আনন্দ পেলাম

না—যথার্থ স্বেচ্ছা কী করিয়া লাভ করিব—বাবা—বল ? আমি জানি এ সকল রহস্য তোমার জানা আছে। বৃন্দেধর সরল কাতরতায় বালারামের বড় কষ্ট হইত। পরম আত্মীয়ের করুণারূপী সহানুভূতিতে বালারামের মৃদুশব্দে মধুর হাসিতে পূর্ণ হইত এবং চক্ষু দুইটি দিব্য জ্যোতিতে জ্বল জ্বল করিত। অতঃপর জিজ্ঞাসা বৃন্দেধকে বালারাম বলিতেন—দেখুন ! ধনী-নিধন, জ্ঞানী-অজ্ঞ, সকলেই তো স্বেচ্ছা চায়। কিন্তু এই অনিত্য পরিবর্তনশীল মায়া সংসারে স্বেচ্ছা কোথায় ? সাধারণ মানব ভাবে স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পত্তি—এই সকল বস্তু মধ্য স্বেচ্ছা আছে—মানব মনে করে—যদি সে এ সকল বস্তুগুলি লাভ করিতে পারে—তাহা হইলে সে স্বেচ্ছা হইবে। কিন্তু এই ধারণাই ভুল—এই সকল বস্তুতে স্বেচ্ছাভাব আছে—স্বেচ্ছা নাই—স্বেচ্ছার স্বেচ্ছাতিস্বেচ্ছা প্রলেপের মধ্যে আছে—দৃষ্টান্তের অনির্বাক্য নিষ্করণ দীপশিখা। একমাত্র স্বেচ্ছার আশ্রয় হইল আনন্দ-ঘন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণাবিন্দ। সীতাপতির চরণ-কমলই হইল সর্ব স্বেচ্ছা-মূল। আনন্দ-কন্দকে ত্যাগ করিয়া কোথায় স্বেচ্ছা মিলাবে ? মাধব্যরস বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের ভজনে দৃষ্টান্ত প্রার্থও ভস্মীভূত হইয়া যায়।

বালারাম এই সকল কথা দিব্য ভাবাবেশে বলিতেন। কথা বলিতে বলিতে বালকের নয়ন দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইত—এবং বালারাম দেহ জ্ঞান হারাইতেন। বালকের বৃন্দেধের ভাষায় বৃন্দেধর মনে গভীর রেখাপাত করিত—বৃন্দেধ প্রেম ও ভক্তির মোহন পরশে অভিভূত হইয়া যাইতেন। বৃন্দেধ মনে মনে ভাবিতেন—এইরূপ আলোচনা—আজ যেরূপ বৃন্দেধলেন—এমনটি কখনও শুনেন নাই—কখনও বৃন্দেধ নাই। আজ যেন সকল কথার মধ্যে বৃন্দেধ নূতন রস আশ্বাদন করিলেন

—কথাগুলি যেন সব জীবন্ত—বৃন্দের মন্মেষ মন্মেষ প্রবেশ করিয়া কী এক অভূতপূৰ্ব্ব আলোড়ন সুরু করিয়াছে। শাস্ত্র-পুরাণের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে—সাধুকৃপা বিনা তাহার সম্যক্ অনুভূতি হয় না। গ্রন্থের কথা নিজীব প্রায়—সাধু আপন নিষ্কাম হৃদয়ের প্রেমরূপী সঙ্গীবনী সূধায় শোধন করতঃ নিগূঢ় রহস্যময় ভগবত-স্বরূপকে সঙ্গম-সুলভ ও সুখদ করিয়া জন সমাজে পরিবেশন করেন—সেই হেতু সাধুর চরিত্রই বেদের অমোঘ ভাষা। বৃন্দ দশ বৎসর বয়স বালকের সহিত অস্পক্ষণের সৎ-সঙ্গে যে দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন—এ জ্ঞান তাঁহার বিগত ষাট বৎসরে লাভ হয় নাই।

বালকের প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে বৃন্দে মন ভরিয়া গেল। বৃন্দ বৃদ্ধিতে পারিলেন—বালারাম যথার্থই মহাপুরুষ। উপস্থিত জীবোন্মাদর হেতু—বেদ ও ব্রাহ্মণ রক্ষা হেতু—ভগবৎ ভজন প্রচার হেতু—নামগোত্রহীন ক্ষুদ্র পানির গ্রামকে তীর্থরাজ করণ হেতু—নরতনু ধারণ করিয়া মোজারাম গৃহে অবতরণ করিয়াছেন।

এইরূপ মধুর চরিত লীলায়—কত অসহায় হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া—কত বহির্দৃষ্টিকে ভগবৎমুখী করিয়া বালারামের কৈশোরের দিনগুলি কটত !

এই সময় হঠাৎ অস্পক্ষণের অসুস্থতায় মোজারামের জীবনাবসান হইল। মোজারাম ভগবৎ ভজন করিতেছিলেন হঠাৎ বৃন্দকে একটা কী রকম অসহ্য ব্যথা অনুভব করিলেন। যেখানে বসিয়া ভজন করিতে-ছিলেন—বৃন্দকে হাত দুটি দিয়া সেইখানেই শূইয়া পড়িলেন। মোজারামকে অসুস্থ দেখিয়া বালারাম এবং দয়াবতী দৌড়াইয়া আসিলেন। বৃন্দের চক্ষু দুইটি তখন বৃন্দ হইয়াছে—দীর্ঘদিন অসার বিশ্বকে দেখিয়া দেখিয়া বোধ হয় এই অন্তিম সময়ে একমাত্র নিত্য বস্তু ছাড়া

অন্য কাহাকেও দেখিতে চাহেন না—সবার অস্তরালে নীল নবঘনের মধুর শান্তিময় ধ্যানে মৃত্তির চক্ষু দৃষ্ট হইয়াছে—আর অপার করুণাময়ের চরণ কমল ধোত করিবার জন্য চক্ষের কোণে ধীর অচঞ্চল মৃদু জল কণা পতিত হইতেছে। মৃথে অক্ষুট স্বরে রাম—শ্রীরাম নাম স্ফূরিত করিতে করিতে অল্প সময়ের মধ্যে মোজারামের সারা অঙ্গ শীতল হইয়া গেল।

মোজারামের মৃত্যু গোস্থামী তুলসীদাস কৃত চক্রবর্তী রাজা দশরথ মহারাজের মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাণপ্রিয় পুত্রের বন গমনে দশরথ মহারাজ বিরহ ব্যথায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রাজার সর্ব মন প্রাণ রাম সীতা ও লক্ষণের চিন্তায় অপিত। মৃথে প্রিয় পুত্রের নাম—রাম—শ্রীরাম নাম উগীত হইতেছে। মহারাজের অন্তিম সময় বর্ণনা করিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন—

রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কহি রাম।

তমু পরিহরি রঘুবর বিরহ রাউ গয়েউ সুরধাম ॥

দ্রষ্টাচারী অজামিল একবার মাত্র ‘নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুমৃথে পতিত হইয়াছিলেন এবং তাহারই অমোঘ ফল স্বরূপ অজামিল পরম পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। দশরথ মহারাজ মনে ভগবৎ চিন্তা এবং মৃথে শ্রীরাম নাম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে তনু ত্যাগ (মৃত্যু নহে) করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

মহৎ-করুণার অধিকারী বিনা অন্তিম সময়ে ভগবৎ নাম স্ফূরিত হয় না। সারা জীবন বিষয় সংগ করিয়া—বিষয় সেবা করিয়া অন্তিম কালে জীব বিষয় চিন্তাই করে—এবং মৃত্যু সময়ে আত্মীয় স্বজন—পুত্র পরিবার—রূপ বিষয়ই ধ্যান করে। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও একবার মাত্রও ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে পারে না। ইহা তো সাধারণ গৃহীর

চিত্র । অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবন কঠিন সাধন করিয়াও সাধক অন্তিম সময়ে ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে পারেন না । এই কথা ধ্বনিত করিয়া ভক্ত কবি তুলসীদাস বলিতেছেন—

জন্ম জন্ম মুনি যতন করাহি ।

অন্তু রাম নাম আওত নাহি ॥

অন্তিমকালে একবার মাত্র তারক-ব্রহ্ম রাম-নাম স্মরণ করিতে পারিলে জীবের জন্ম-মরণরূপ সংস্কৃতি ভোগ চিরতরে নিব্বাপিত হয় ।

নিষ্কলুষ পবিত্র হৃদয় মোজারাম জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুকালে নিরন্তর ভগবৎ নাম স্মরণ দ্বারা দিব্য আনন্দলোক প্রাপ্ত হইলেন— ইহাতে আর সন্দেহ কী ।

মোজারামের মৃত্যুতে গ্রামে নিদারুণ শোকের ছায়া নামিল । মোজারাম ছিলেন গ্রামবাসীগণের পান্থ-পাদপ স্বরূপ—কত আন্তের মুখে তিনি হাসি ফুটাইয়াছেন । কত সংশয়-সন্দেহের তিনি নিরসন করিয়াছেন । দয়াবতীর ভাগ্যে শেষ পর্য্যন্ত ইহাও ছিল । বালারাম মাত্র দশ বৎসরের । সংসারে কেহ নাই—দয়াবতীর সংসার ছিন্-ভিন্ হইয়া গেল । মোজারাম পতিগত-প্রাণা স্ত্রীকে অনাথ করিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিলেন ! দয়াবতী স্বামী বিরহে অতীব কাতর—প্রায় উন্মাদবৎ । দঃখীর মা দয়াবতীকে বুঝাইয়া—সান্ধনা দিয়া—দেখা-শুন্য ও পরিচর্যা করিয়া কতকটা স্দৃষ্টির করিলেন ।

বালারামও অসহায়—এই অবস্থায় কী করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না । অনেক চিন্তার পর বালারাম স্থান পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে মাকে তাঁহার স্বজনালয় গোয়ালিয়রে লইয়া গেলেন—এবং সেইখানে দুই একদিন থাকিবার পর দয়াবতীকে আত্মীয় বাড়ীতে রাখিয়া বালারাম একাকী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন ।

পিতার মৃত্যুতে বালারামের জীবন যাত্রার কিছুই পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। পরন্তু বালারাম মনে করিলেন তাঁহার ভজন পথের একটি বড় কণ্টক সরিয়া গেল এবং দিন দিন বালারাম সাধু সেবায় এবং সংসঙ্গে অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

গ্রামের প্রবীণেরা বালারামকে কত প্রকারে বুঝাইলেন! পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিবার দায়িত্ব—মাকে দেখা শুনান দায়িত্ব এবং সর্ব্বোপরি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁহারা বারবার বালারামকে বলিলেন। কিন্তু কে কাহার কথা কে শুনেন—

রাম চরণ পঙ্কজ প্রিয় জিন্‌হঁ হী।

বিষয় ভোগ বশ করহি কি তিন্‌হঁ হী ॥

যাঁহার নিকট শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল প্রিয় তাঁহাকে কি বিষয় ভোগ বশীভূত করিতে পারে?

বালারামের অন্তরে বিষয়ের গন্ধ অবধি নাই—সদাই প্রেমোন্মত্ত ভাব—জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয় সাথীর আশ্রয় তাঁদের কর্ণে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। বালারামের মানসিক অবস্থা যেন—

কোন হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে, কি করি, কি করি,
ভাবি কুলে রই—
কুলে আর রহিতে না পারি
প্রাণ ধায়, বুঝালে না ফেরে
সদা চায় ঝাঁপ দিতে
অকূল পাথারে ॥

বালারামের সংসার মৌজারামের ক্ষুদ্র গৃহসীমানায় আবদ্ধ নহে ।
বিশ্বের সকলের সাথে-অনন্দ-পরমানন্দ—স্বাভাব-জগৎ,—জড়-চেতন—
সকলের সাথে তাঁহার অন্তরের যোগ সূত্র । সারা সংসার বালারামের—
বালারাম সারা সংসারের । সংসার ও বালারাম এক ও অভিন্ন ।
বালারামের হৃদয়ে যে বিশ্বের সবার তরে গভীর কাতরতা তাহা কে
বুঝিবে? বৃক্ষ-লতা তৃণ-গুচ্ছ জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, সবার তরে
বালারামের অভয় বাণী—

আনন্দেরি সাগর থেকে,

এসেছে এক বান ।

দাঁড় ধরে আজ ব'সরে সবাই

টান রে সবাই টান ।

বোঝা যত বোঝাই করি

ক'রবোরে পার ছুঁখের তরী

চেউয়ের পরে ধরবো পাড়ি

যায় যদি যাক প্রাণ ।

আনন্দেরি সাগর থেকে

এসেছে এক বান ॥

(৩)

কিছুদিন আত্মীয় বাড়ীতে থাকিবার পর দয়াবতী পুনরায় গ্রামে
ফিরিয়া আসিলেন । সংসারে এখন বালারাম এবং দয়াবতী । একজন
সদ্য-বৈধব্য প্রাপ্ত দুঃখিনী মা আর একজন তীব্র বৈরাগ্য-দীপ্ত ভজন-

নিপুণ বালক। মৌজারামের হঠাৎ মৃত্যুতে দয়াবতীর আশা ভরসা সব ভাঙিয়া গিয়াছে—নিজের ভাগ্যের উপর দয়াবতীর আর বিশ্বাস নাই। ইহার পদুশ্বে সাতটি সন্তান বিদায় লইয়াছে এবং উপস্থিত যে সন্তানটি ঘরে আছে সেও আবার অপর পাঁচ জনের মত নহে। বালারাম আবার কখন মাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়—এই অনাগত ভয়ে দয়াবতী মনে মনে সদাই শঙ্কিত থাকিতেন। দুঃখিনী মা পদুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া অহোরহ কত প্রকারই ভগবৎ চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন!

এই সময় গ্রামে একজন বড় জ্যোতিষী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজীর শাস্ত—সৌম্য চেহারা—দেখিলেই ভক্তি হয়। অম্প কয়েকদিনের মধ্যেই পণ্ডিতজীর সুনাম ও সুবশ গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল—অদ্ভুত ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক—কোষ্ঠি বিচার করিয়া ভূত ও বস্তুমান প্রায় সব ঠিক ঠিক বলিয়া দেন। ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির উপরও সুস্পষ্ট আলোকপাত করেন। জ্যোতিষীজীর একটি বিশেষ গুণ ছিল এবং সেইটাই তাঁহার প্রধান বল। সেই বিশেষ গুণটি হইল তাঁহার ভগবৎ ভজন লব্ধ সুক্ষ্ম অন্তঃদৃষ্টি।

জ্যোতিষীজীর প্রতিভার পরিচয় পাইয়া দয়াবতী পদুত্রের জন্ম-পত্রিকার ফলাফল অবগত হইবার জন্য পণ্ডিতজীর কাছে যাইতে মনস্থ করিলেন। এই রূপ মনস্থ করিয়া দয়াবতী একদিন বালারামের সাথে জ্যোতিষীজীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী তখন মন দিয়া একটি জন্ম পত্রিকা বিচার করিতেছিলেন। যথাসময়ে অবসর পাইলে দয়াবতী সসঙ্কোচে জ্যোতিষীজীর নিকট বালারামের জন্ম-পত্রিকাটি বিচার করিয়া দিবার জন্য বিনয় প্রার্থনা করিলেন। বালারামের জন্ম লগ্নে সকল গ্রহের তুঙ্গী অবস্থা—এরূপ বিচিত্র জন্ম

পত্রিকা বড় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। জন্ম পত্রিকার প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করিতেই জ্যোতিষীজীর মৃৎমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। আপন মনের অবস্থা অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত না করিয়া জ্যোতিষীজী গভীর তন্ময়তার সহিত জন্ম পত্রিকাটি বিচার করিতে করিতে বলিলেন—এই বালক সাধারণ নহে—বিশেষ কোন উচ্চ মাগের মহাত্মা হইবেন। এই বলিয়া পণ্ডিতজী বালারামের আপাদমস্তক—প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—নিরীক্ষণ করতঃ আপনার বিচারে নিঃসন্দেহ হইয়া অবশেষে বলিলেন—এই জন্ম পত্রিকার যিনি অধিকারী—তিনি কোন অনন্য সাধারণ অবতারী পুরুষ বিশেষ—জনগণের কল্যাণ হেতু—জীবগণের উদ্ধার হেতু—নরতনু ধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পণ্ডিতজীর কথাগুলি শুনিয়া দয়াবতীর মন পরম আনন্দে নাচিয়া উঠিল এবং এক ঝলকে তাঁহার বিস্মৃত স্বপ্নের কথা মনে পড়িল—স্বয়ং সীতাপতি দয়াবতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তাঁহার গর্ভে আসিতেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দয়াবতীর দৃষ্টি পড়িল বালারামের উপর। বালারাম চুপ করিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া সমস্ত ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছিলেন। বালারামের উপর দৃষ্টি পড়িতেই পুত্রের প্রতি বাৎসল্য প্রীতি দয়াবতীর মন অধিকার করিল এবং তৎক্ষণাৎ মন হইতে স্বপ্নের ক্ষীণ রেখাটি অপসৃত হইল। পরম সন্তোষে তখন দয়াবতী পুত্রের আয়ত্ন বিষয় পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এতক্ষণ পণ্ডিতজীর মূখে উচ্ছ্বল প্রসন্নময় দীপ্তি ছিল—কিন্তু দয়াবতী পুত্রের আয়ত্ন বিষয় প্রশ্ন করিতেই পণ্ডিতজীর হঠাৎ ভাব পরিবর্তন হইল এবং অনেকক্ষণ নীরব থাকিবার পর পণ্ডিতজী বলিলেন—বালকের সতের বৎসর বয়সে একটি অল্‌পায়ত্ন (মৃত্যুযোগ) আছে—যদি সে যোগ কোন প্রকারে কাটাইয়া উঠিতে

পারে—তাহা হইলে ত্রিশ বৎসর বয়সে দস্তুর কঠিন অম্পায়দু যোগ আছে। এই বলিয়া পণ্ডিতজী নীরব হইলেন এবং পদুনরায় কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—যদি কোন উপায়ে দ্বিতীয় মৃত্যুযোগ হইতে রক্ষা লাভ করে তাহা হইলে বালক পূর্ণ আয়দু ভোগ করিয়া জীবগণের অপার দুঃখ মোচন করিবে।

পদুত্রের অম্পায়দু যোগের কথা শুনিয়া দয়াবতীর যেন সকল ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিল। অঞ্চলে মৃদু লুকাইয়া দয়াবতী অশ্রুট স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর অন্যান্য সকলের সান্নিধ্য দয়াবতী কতকটা ধৈর্য ধারণ করিয়া পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবাজী! এই অম্পায়দু যোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার কোন উপায় আছে কী? বিশুদ্ধাত্মা পণ্ডিতজী বলিলেন—প্রারম্ভ বড় কঠিন—প্রারম্ভ অবশ্য ভোক্তব্যম্। কিন্তু একমাত্র তীর ভগবৎ ভজন দ্বারা এই প্রারম্ভ-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। এই দস্তুর প্রারম্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া পণ্ডিতজী বলিলেন—

তাবিউ মেটি সকহি ত্রিপুরারি।

অর্থঃ—প্রবল ভাবী বা প্রারম্ভ হইতে একমাত্র শংকর ভজন দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।

শংকর ভজন কথাটি একটু রহস্যময়। শংকর ভজন করার অর্থ—ভগবান শংকরের কৃপা লাভ করিবার জন্য শ্রীশংকর ভজন করা এবং অন্য একটি অর্থে শংকর যাঁহার ভজন করেন—তাঁহার ভজন করা। ভগবান শংকর দিবানিশি শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করিতেছেন—সমগ্রস্থে ইহার বহু প্রমাণ আছে।

কুম্ভ পদুরাণে শ্রীশংকর-বাক্যং শিবাং প্রতি—

গোপ্যং গোপ্যতমং ভদ্রে সর্বস্বং জীবনং মম ।
 শ্রীরাম-নাম-সর্বেশং অদ্ভুতং ভুক্তি-মুক্তিদং ॥
 জপস্ব সততং রাম-নাম-সর্বেশ্বর-প্রিয়ং ।
 নিয়ামকানাম্ সর্বেষাম্ কারণং প্রেরকং পরম্ ॥
 শ্রীরাম নামৈব সদ্ভিদ্যে সত্যং বচ্মি বরাননে ।
 সমাহিতেন মনসা কীৰ্ত্তনীয়ং সদা বৃধৈঃ ॥

তথা আদিত্য পদুরাণে—

অহং জপামি দেবেশি রাম নামাঙ্করং দ্বয়ং ।
 শ্রীসীতায়াঃ স্বরূপশ্চ ধ্যানং কৃত্বা হৃদিস্থিতে ॥

পার্বতীর প্রতি শংকরের উক্তি—

শ্রীরাম নাম গোপ্য হইতে গোপ্যতম । আমার সর্বস্ব এবং জীবন
 স্বরূপ । শ্রীরাম নাম পরাৎপর ঈশ্বর—জীবের ইহলৌকিক এবং
 পারলৌকিক সৎসদাতা । সকল ঈশ্বরের পরম প্রিয় সেই শ্রীরাম নাম
 সদা কীৰ্ত্তন কর । এই যদুগল নাম সর্বকারণের পরম কারণ এবং প্রেরক ।
 সমাহিত হইয়া সকল বিবেকী ব্যক্তিরই সিয়রাম নাম ভজন করা কৰ্ত্তব্য ।

হে দেবী আমি রা ও ম এই দুই অক্ষর সর্বদা কীৰ্ত্তন করি ।
 পরন্তু হৃদয়ে পদস্ব শ্রীসীতার স্বরূপ ধ্যান করিয়া লই ।

ভক্ত কবি তুলসীদাস মানস রামায়ণে লিখিতেছেন,

তুম্হ, পুনি রাম রাম দিন রাতি ।
 সাদর জপছ অনঙ্গ অরাতী ॥

পার্বতীজী শংকর ভগবানকে বলিতেছেন—হে মদনারি—আপনি তে। দিবানিশি রাম-সিয়রাম নাম প্রেমের সহিত ভজন করিতেছেন।

জ্যোতিষীর কথার খোঁক ছিল বোধ হয় শ্বিতীয় অর্থের দিকে।
বালারামের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি দৃকপাত করিলে তাহাই প্রতীত হয়।

কিঞ্চিৎ অধিক দশ বৎসরের বালক বালারাম এতক্ষণ চুপ করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত পণ্ডিতজীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন। অতঃপর পণ্ডিতজীকে বালারাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! ভগবৎ ভজন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কী?—তাহা আপনি আমায় কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।

আন্তঃহৃদয়ের কাতর জিজ্ঞাসায় পণ্ডিতজী মধুর বচনে বলিলেন—
বাবা! আমি একজন সামান্য জ্যোতিষী—অনন্ত পরশমণি সম ভগবৎ ভজনের কী বুদ্ধি? তুমি—বাবা—এই কথা কোন কৃপাপাত্র ভজনশীল মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিও।

বয়োবৃদ্ধ—ধৰ্ম্মনিষ্ঠ জ্যোতিষীজীর নিকট সকলেই ভজন মাগে'র ইতিগত আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর সাধু হৃদয়ের বিনয় ও দীনতার পরিচয়ে উপস্থিত সকলেই মূগ্ধ হইলেন।

পণ্ডিতজী যথাথ'ই নিরভিমানী ভজনশীল সঙ্জন—সেই কারণে বোধ হয় তিনি ভগবৎ ভজন রূপ অনন্ত রস সাগরের এক বিন্দুরও সন্ধান দিতে আপন অক্ষমতা মধুর দীনতায় জ্ঞাপন করিলেন। পরাবিদ্যার অধিকারীর লক্ষণ হইল বিনয় ও দীনতা। বিনয় ও দীনতারূপ দুইটি তীরের মধ্যে অনন্ত প্রেম সাগর প্রবাহিত। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির অধিকারী হইয়া পণ্ডিতজী যথাথ'ই পণ্ডিত।

পণ্ডিতজীর কথায় বালারামের আনন্দ আর ধরে না। এতদিন কায়মন-বাক্যে যাহা চাহিতেছিলেন—অতি সহজেই আজ তাহা লাভ হইল অথবা লাভ করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল।

পণ্ডিতজীর ভবিষ্যৎবাণী শ্রবণ করিয়া দয়াবতী চিত্রপটের ন্যায় স্থির ও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। চক্ষু দুইটি কেবলমাত্র অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিতেছে। একদিকে পুত্রের মৃত্যুযোগ অপর দিকে ভগবৎ-ভজন প্রচেষ্টায় পুত্রের গৃহত্যাগ। শোকবিদগ্ধা একমাত্র পুত্রের জননীর পক্ষে কোনটাই মনঃপূত হইল না। দয়াবতীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিল এবং কাতর হৃদয় ব্যথায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

দয়াবতীকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া এবং সান্ত্বনা দিয়া ভগবৎ ভজন-ধন লাভ করিবার জন্য বালারাম ভজনানন্দী মহাত্মার অশ্রবণে একাকী যাত্রী হইয়া পথে বাহির হইলেন। ঘর-দুয়ার, আত্মীয়-স্বজন কোথায় পড়িয়া রহিল! তীর বৈরাগ্য দীপ্ত অভীক বালারাম—আপন পথের আপনি পথিক—যাঁহার আশ্রানে পথে বাহির হইলেন—পথ—তিনিই দেখাইবেন।

বালারামের মুখে দিব্য হাসি-নয়নে অনন্ত বিশ্বাস—হৃদয়ে অনাবিল সন্তোষ—দেখিলে মনে হয় যেন শ্মশান বিভূতি মাথা—শিশু ভোলানাথ সংসারের দুঃখ জ্বালা পান করিয়া আপন আনন্দে ত্রিলোক উদ্ভাসিত করতঃ জীবগণকে পরম পবিত্র আশীর্ব্বাণী দান করিয়া বলিতেছেন—

সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্ব্বেষাম্ মংগলমস্তু মা কস্মচিৎ ছুঃখভাক্ ভবেৎ ॥

জগতের জীবগণ সকলে সুখী হউক—সকলেই নিরাময় হউক—
সকলেরই মংগল হউক—কাহার যেন দুঃখ না হয়।

উস্তানপাদ রাজমহিষী সুনীতির পুত্র ধুব—মায়ের কথায় পাঁচ বৎসর বয়সে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভয়াকুল কষ্টকাকীর্ণ জংগলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সংকল্প ছিল—শ্রীহরির সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন। পিতার অবিচার—বিমাতার তিরস্কার—বালকের হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছে। মা বলিয়াছেন—শ্রীহরিই সকল ঐশ্বর্যের খনি—তিনি সর্বস্বদাতা—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন—তাহাই হয়। দীন-দুঃখী, অসহায়-আতুরের একমাত্র আশ্রয় হইলেন—শ্রীহরি। সসাগরী পৃথিবীর রাজ-সিংহাসন কামনা করিয়া দীর্ঘ কঠিন তপস্যায় ব্রতী হইলেন—সুনীতির একমাত্র সন্তান—পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধুব।

ধুবের ন্যায় বালারাম পরমহংস মহাত্মার অশ্বেষণে লোকালয়ের বাহিরে গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। মৃদুখন্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত—তীর বৈরাগ্যে সকল কামনা ভস্মীভূত হইয়াছে—সত্য বস্তু উপলব্ধিই বালারামের একমাত্র কামনা।

চরাচর নায়কের অশ্রুত লীলা—যিনি জীবোন্মাদ হেতু ইন্সিত নরতনু ধারণ করিয়াছেন—আজ লোক শিক্ষার নিমিত্ত—বেদ ও শ্রুতির মৰ্যাদা রক্ষার নিমিত্ত—বিধির অনুশাসন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত—একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া গভীর জংগলে শীতাতপ সহ্য করিতেছেন। অবতারী তিনি পুরুষের আচরণ দৃষ্টবোধ—অবিজ্ঞেয়—অতর্ক্য ও অগম্য।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক ভগবান—ভক্ত-বৎসল—শ্রীরাম শ্রীসীতার বিরহে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মৰ্যাদা-পুরুষোত্তমের মনুজলীলায়

উমার মনে যাহাতে ভ্রম, মোহ ও সন্দেহের অবকাশ না হয় সেইজন্য জগৎগুরু শঙ্কর উমাকে—তথা সমগ্র জীবগণকে—সতর্ক করিয়া সাবধানী বাণী ধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন—

উমা রামগুণ গুঢ় পণ্ডিত মুনি পাণ্ডিহি বিরতি ।

পাণ্ডিহি মোহ বিমূঢ় যে হরি বিমুখ ন ধরম রতি ।

শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অতি গূঢ় অর্থাক্ষ অব্যক্ত । শ্রীরামচরিত-চাক্স সূদৃশ্য পান করিয়া যথার্থ ভজনশীল পণ্ডিতগণ নিবেদিতপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম হয়েন । যাঁহারা অস্ত্র এবং মূঢ়—যাঁহারা শ্রীহরির মধুময় গুণগ্রাম শ্রবণ-কীৰ্ত্তন করেন না—অথবা যাঁহারা ধর্মবিমুখ—তাঁহারা ভগবৎ লীলা হৃদয়গম করিতে না পারিয়া নিজ নিজ জড়তা—চিন্ময় ভগবৎ চরিত্রে আরোপ করতঃ অধিকতর মোহ প্রাপ্ত হয়েন ।

অবিজ্ঞানী অভিমানী মূঢ়গণ জানেন না—

যতো বাচঃ নিরন্তরে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

যিনি মন ও বাক্যের অতীত—কোনরূপ ভাষার দ্বারা তাঁহার চরিত্রের পরিমাপ করা যায় না ।

মহাত্মার খোঁজে বালারামকে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় নাই । বালকের সরল বিশ্বাস ও তীব্র ব্যাকুলতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুন্দর যোগাযোগ উপস্থিত হইল ।

অভুক্ত অবস্থায় একাকী বনে বনে ঘুরিয়া বালারামের তিন দিন ব্যতীত হইয়াছে । চতুর্থ দিনে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রাত্রি যাপনের জন্য বালারাম একটি বট বৃক্ষের প্রশস্ত শাখায় বসিয়া

ঐশ্রাম করিতেছেন—এমন সময় দেখিলেন যে দূরে দক্ষিণ দিক হইতে তেজোপুঞ্জ—পীতবসনধারী—ললাটে উম্মদ্র পদ্ম তিলক শোভিত এক মহাত্মা আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই বালারামের মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইল। মহাত্মা বৃক্ষের নিকট আসিতেই বালারাম দ্রুত বৃক্ষ হইতে নামিয়া সাধুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহাত্মা দূর হইতে বালককে বৃক্ষে তুলিয়া শিরস্পর্শ করতঃ আশীর্বাদ করিলেন। বালারামের মনে হইল যেন এই মহাত্মারই খোঁজে তিনি এতদিন ধরিয়া ঘুরিতেছিলেন। দৈব যোগাযোগে বিনাক্লেশে তাঁহার সহিত অনায়াসেই সাক্ষাৎ হইল।

আনন্দে বালারামের চক্ষু জল আসিল—বিশেষ চেষ্টায় হৃদয়ে ধৈর্য্যধারণ করতঃ বালারাম মহাত্মাকে ভগবৎ ভজনের শ্রেষ্ঠ উপায় কী—তাহা অতি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। বালকের প্রশ্নে মহাত্মার মুখমণ্ডল বিমল হাসিতে উদ্ভাসিত হইল। বালককে সন্নেহে নিকট বসাইয়া মহাত্মা বলিলেন—বাবা! শ্রীহনুমানজীর নিকটে বসিয়া একান্ত মনে যথা-শক্তি রাম-নাম রটনই শ্রেষ্ঠ ভজন পন্থা—ইহা ব্যতীত আমার আর কোন উপায় জানা জানা নাই।

বালক ও বৃক্ষ—দুইজনে—সেই রাত্রি বৃক্ষতলায় বসিয়া ভজনানন্দে অতীত করিলেন এবং অতি প্রত্যুষে মহাত্মা আপন গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহাত্মার উপদেশ পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া বালারাম নিকটেই পাহাড়ের উপর যে হনুমানজীর মন্দির ছিল—সেই নিজ্জন মন্দিরে একান্তে বসিয়া সারাদিন রাম নাম রটন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভজন কার্য্যে বালারাম বাল্যকাল হইতেই নিপুণ—মহাত্মার প্রেরণায় এখন শিবগুণ উৎসাহ লাভ করতঃ আনন্দে শ্রীনাম ভজন করিতে

লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় সামান্য প্রসাদ সেবা করতঃ অনন্যভাবে রাম-নামে লীন হইয়া বালারাম প্রেমের সহিত ভগবৎ ভজনে রতী হইলেন।

মন্দিরে যে সকল ভক্ত বিগ্রহ দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহারা বালকের তপস্যা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মাত্র একাদশ বর্ষীয় বালক—সুন্দর কোমল গৌর অঙ্গ—দীপ্ত নয়নে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু এবং অখণ্ড রাম নাম রটনে কী অলৌকিক তন্ময়তা ! বালারামের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ কত ভক্ত বালরামকে এইরূপ কঠোর সাধন হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন। বালকের কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য নাই—তাহাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। দিন-দিন বালকের সাধন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল ! বালারাম অতঃপর সৎকল্প করিলেন—নীলাম্বুজ শ্যামল কোমলাঙ্গ সীতাপতির দর্শন যতদিন না লাভ হয়—ততদিন অশ্ন-জল—কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

এইরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞায় রতী হইয়া বালক অখণ্ড মনঃসংযোগে রাম নাম রটন করিতে লাগিলেন। বিনা অশ্ন-জলে তিন দিন—তিন রাত কাটিল। চতুর্থ দিনে শ্বিপ্রহরে মন্দিরে যখন আর কেহ নাই—দৃষ্ণ শরীরে বালারাম ঈষৎ নিদ্রামগ্ন হইয়াছেন—এমন সময় বালারাম স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটি হনুমান ছং ছং শব্দ করিতে করিতে তাঁহার সমীপে আসিয়া বলিতেছেন—বালারাম ! তুমি কেন শূন্য রামনাম রটন করিতেছ ? সিয়রাম নাম রটন কর। এই বলিয়াই হনুমানটি ধেরূপ হঠাৎ আসিয়া ছিলেন সেই রূপ হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বালারামেরও তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চারিদিকে চাহিয়া কিন্তু কোথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এই রহস্যময় স্বপ্নের কথা চিন্তা করিয়া বালারামের মন এক অপার বিস্ময়ের অধিকারী হইল।

কে এই হনুমান ? এবং এ স্বপ্নের তাৎপর্য কি ?—বালারাম তাহা যথাযথ বুদ্ধিতে পারিলেন না । কোন ভজন রসিক মহাত্মার নিকট স্বপ্নের রহস্য যথাযথ অবগত হইবার জন্য বালারাম পুনরায় পথে বাহির হইলেন ।

সমীপবর্তী পর্বতের একটি গুহায় শ্রীবলদেবদাস নামে পরিচিত এক কৃপাপাত্র প্রাচীন সন্ত বাস করিতেন । বলদেবদাসের দিব্য ভজন-ভাব ও প্রেমা-ভক্তির কথা চারিপাশের মহাত্মাগণ সকলেই কিছু কিছু জানিতেন । বালারাম তাঁহারই নিকট গিয়া স্বপ্নের সকল কথা যথাযথ বর্ণনা করিলেন । বলদেবদাস পরম-সান্ত্বিক ভজন-রসিক মহাত্মা—বালারামের নিকট সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার ভজন-লক্ষ্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বালকের তীব্র বৈরাগ্য এবং সরল বিশ্বাসের যথার্থ রূপটি অবগত হইয়া—মহাত্মা স্মিত হাস্যে বলিলেন—বাবা—যদিও রাম নাম এবং সিয়রাম নাম তত্ত্বতঃ একই বস্তু—তবু ভজন পার্থক্যে সিয়রাম নাম রাম-নাম অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ এবং অধিক মাধুর্য্য-পূর্ণ । মধুররসের উপাসকগণ যুগল নামই ভজন করিয়া থাকেন । সিয়রাম নাম অঞ্জনি-নন্দন হনুমানজীর বড় প্রিয় । এই বলিয়া বলদেবদাস রামায়ণ হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—দেখ ! শূর্ণ-নখা—জনকনন্দিনী ব্যতিরেকে কেবল মাত্র রামকে ভজন করিয়া-ছিলেন—এই কারণে তাহার নাক ও কান কাটা গিয়াছিল এবং রাবণ শ্রীরামচন্দ্র বিনা কেবল মাত্র সীতাকে ভজনা করিয়াছিলেন—সেই হেতু রাবণও সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ভাল করিয়া চিন্তা করিলে বুদ্ধিতে পারিবে যে, দৃষ্টান্ত দুইটির মধ্যে যুগল ভজনের গুঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে ।

প্রশান্ত মনে বলদেবদাস অতঃপর বালারামের ন্যায় চতুর

অধিকারীর নিকট যদুগল ভজন তত্ত্বের মধুর রূপটি উল্ঘাটিত করিয়া
বলিতে লাগিলেন—

শ্রীসিয় স্বামিনী নাম বিম্ব

জ্ঞে জন সুমিরহি রাম ॥

ভুক্তি মুক্তি সো পাওহি ।

লহহি ন ভেদ ললাম ॥

অর্থাৎ শ্রীসীতা বিনা রাম নাম রটন করিলে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ
করা যায় কিন্তু ভক্তি স্বরূপিনী জনকনন্দিনীর ভজন বিনা কেহ ভুক্তি
ও মুক্তি হইতে সহস্র গুণ বিমল সুখদায়িনী ভক্তি মহারাণীর অধিকারী
হইতে পারে না । সেই হেতু যদুগল-সরকারের মধুময় সিয়রাম নাম
ভজনই ভগবৎ ভজনের শ্রেষ্ঠ উপায় ।

এই প্রসঙ্গে বলদেবদাস শিব পুরাণের কথা উল্লেখ করিয়া
বলিলেন—

নবদুর্বাদল শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য
শিরোমণি ভগবান শংকর সুদীর্ঘ দশ হাজার বৎসর কাল অখণ্ড রাম
নাম রটন করিবার পর ভগবান শ্রীরাম শংকরের উদ্দেশ্যে আকাশবাণী
করিয়া বলিলেন—শংকর ! তুমি কেন কেবলমাত্র রাম নাম রটন
করিতেছে ? আমার হৃদয় স্বরূপিনী জনক-দুলারী ব্যতিরেকে আমার
কোন অস্তিত্ব নাই । শ্রীজানকী বিনা আমি এক মূর্ত্তও থাকিতে পারি
না—শ্রীসীতার ভজন বিনা আমার ভজন কখনও সিদ্ধ হয় না । তুমি
শ্রবণ-সুখ সিয়রাম নাম রটন কর—অচিরেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ
হইবে—কোন সন্দেহ নাই । এই বলিয়া আকাশবাণী স্তব্ধ হইল ।

শ্রীশংকর অতঃপর ভগবৎ-নির্দেশে—রাম নামের পরিবর্তে সিন্ধুরাম নাম ভজন করিয়া ভগবৎ নামে অধিক স্নেহ ও সরসতা লাভ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সাকেতবিহারী শ্রীসীতারামের দর্শন লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইলেন ।

বৈষ্ণব শিরোমণি নাম-রসিক বলদেবদাস পদুমরায় শ্রীজ্ঞানকী বিনোদবিলাস হইতে শ্রীযদুগল ভজন সম্বন্ধে বালারামকে বলিলেন—

সীতাং বিনা ভজ্যেৎ রামং সীতারামং বিনা ভজ্যেৎ ।

কল্প-কোটি-সহস্রস্ত লভতে ন প্রসন্নতাম্ ॥

সীতারামাত্মকং ধ্যানং সীতারামাত্মাকার্কশম্ ।

সীতারামাত্মকং নাম জপং পরতরাং-পরং ॥

অর্থাৎ—সীতা বিনা যিনি রাম-নাম ভজন করেন অথবা রাম বিনা সীতা ভজন করেন—তিনি সহস্র কোটি কল্পেও ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করেন না । সীতারাম যদুগল নাম—সীতারাম যদুগল ধ্যান—সীতা-রাম যদুগল অর্চনাই—পরোপর জপ ।

তথা—

স রামো ন ভবেৎ যা তু সীতা যত্র ন বিদ্যতে ।

সীতা নৈব ভবেৎ সা হি যত্র রামঃ ন বিদ্যতে ॥

সীতা রামং বিনা না হি রামঃ সীতাং বিনা নহি ।

শ্রীসীতারামান্নারেবঃ সম্বন্ধঃ শাস্ত্রতে। মতঃ ॥

অর্থাৎ, যথায় জ্ঞানকী নাই তথায় রাম ও নাই । যথায় রাম নাই

তথায় সীতাও নাই। শ্রীসীতা বিনা রাম—রাম নহে এবং শ্রীরাম বিনা শ্রীসীতা—সীতা নহে। এই অভেদ যুগল স্বরূপই পরম্পরের নিত্য সম্বন্ধ।

জগৎ-জননী জানকী পরাৎপর-পরব্রহ্ম-পরমেশ্বর—অজ-অনাদি, অব্যক্ত—ভক্ত-বাহ্যাকল্পতরু—কৌশল্যা-আনন্দ-বর্ধনকারী—মহা-দাদা-পদ্রুমোত্তম—আনন্দকন্দ শ্রীরাম হইতে অভিন্ন। লীলাস্ফুটী কারণে এক অবিশেষ অম্বয় তন্তুর দৃইটি রূপ—একটি নিগদ্য এবং অপরটি সগদ্য। শ্রীসীতা—পর-ব্রহ্ম শ্রীরামের সগদ্য প্রকাশ। শ্রীসীতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছায়ার ন্যায় শ্রীরাম—শ্রীসীতা—হইতে সম্বদাই অপ্ৰত্যাখ্য। কোন বস্তুর ছায়া কৃষ্ণ বর্ণেরই হয়—সেই হেতু রসিক মহাভাগ শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গশোভা নবধন নীল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। শ্রীসীতার সহিত ভেদ-শূন্য সঙ্গ কামনা করিয়া নিগদ্য-ব্রহ্ম—শ্রীরাম—লীলা বিস্তার ও আশ্বাদন হেতু—তাহার নিগদ্য ত্যাগ করতঃ নিত্য আনন্দ-লীলায় মগ্ন হইয়াছেন। ইহা শ্রীসীতার প্রেমেরই উৎকর্ষ—প্রমাণিক্য—ইহাই অম্বয় আনন্দকরস মূর্তির যুগল প্রকাশ।

সীতা এবং রামের অপ্ৰত্যাখ্য সত্ত্বা বর্ণনা করিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন—

গিরা অর্থ জল বীচি সম কহিয়ত ভিন্ন ন ভিন্ন।

বাক্য এবং তাহার অর্থ—নদীর জল এবং তরঙ্গ—যে রূপ একে অন্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে সন্নিবিষ্ট—সেইরূপ সীতা এবং রাম এক এবং অভেদাত্মা।

প্রথমেই সীতা অর্চনার মাধুর্য ইঙ্গিত করতঃ বলদেবদাস

বলিলেন—শ্রীসীতার ধ্যান-ভজন বিনা শ্রীরামের কৃপা লাভ করা যায় না। শ্রীরাম জানকী-হৃদয়-পদুম-ভরীকের লব্ধ মধুপ। জনকনন্দিনী মিথিলেশ-কুমারীর হৃদয় সিংহাসনে দশরথ নন্দনের নিবাস কুঞ্জ। শ্রীরামচন্দ্রকে লাভ করিতে হইলে শ্রীজানকীর কৃপা-কটাক্ষই হইল একমাত্র অবলম্বন।

প্রেমাশ্রু-প্লাবিত নয়নে বলদেবদাস এই সকল তথ্যগুলি কাতর জিজ্ঞাসু বালারামের নিকট পরমানন্দে প্রকাশ করিলেন।

সরল নিরভিমানী অনন্য ভক্তের নিকট এই অভিনব বাস্তবগুলি সজীব প্রাণবন্ত হইয়া অমৃত ধারার ন্যায় কণ্ঠকুহরে আনন্দে প্রবেশ করিল এবং সাধুর সরস ভাগবতী কথায় বালারামের বিমল হৃদয়াকাশে প্রেম-ভক্তিরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। বালারাম দিব্যানন্দে বিহ্বল হইয়া বলদেবদাসের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

বালারামের মধুর নিষ্কপট দীনতায় বৃন্দের চক্ষে সরল ভক্ত হৃদয়ের একটি সুন্দর—পবিত্র চিত্র চিরতরে গ্রথিত হইয়া রহিল।

বলদেবদাসের আশ্রমে প্রতি সন্ধ্যায় সাধু সমাগম হইত এবং শ্রীরামচরিতমানস-শ্রীমৎ ভাগবত এবং ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ ও আলোচনা হইত। হরি-চর্চায় আশ্রমটি সান্ধ্য গগনে শুকতারার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া সকলকে বিমল আনন্দ দান করিত। বালারাম প্রত্যহ এই সৎ-সৎগ সুধা পান করিতে আসিতেন। সৎ সৎগ সুধার ন্যায় কল্যাণকারী আর কিছুই নাই। বেদ-পুরাণ-ইতিহাস—সৎ-সৎগের মহিমা কীৰ্ত্তনে সমুজ্জ্বল। বস্তুতঃ—

বিষ্ণু সতসঙ্গ বিবেক ন হোই।

রাম কৃপা বিষ্ণু সুলভ ন সোই॥

রাম কৃপা ব্যতিরেকে কেহ সৎ-সৎগ লাভ করিতে পারে না এবং সৎ-সৎগরূপ আচার্য্য ব্যতিরেকে জীবের জ্ঞান-নেত্র অর্থাৎ বিবেকের উদয় হয় না ।

একমাত্র সৎ-সৎগ মহিমায় জীব শ্রেষ্ঠ-গতি—ঈশ্বর-রতি—পদ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাইয়া থাকে এবং অন্যাবধি এই কঠিন কলি কালে ইহাই অবিচল সত্য ।

সৎ-সৎগ মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়া গোস্বামীজী বলিতেছেন—

তাত স্বর্গ অপবর্গ মুখ ধরিয় তুল। এক অঙ্গ ।

তুল ন তাহি মিলি জো লব সত সঙ্গ ॥

—উপরি লিখিত দোঁহাটি লঙ্কা নগরীর প্রবেশদ্বার রক্ষক অশরীরী রাক্ষসী মূর্ত্তি লঙ্কিনী—হনুমানকে বলিয়াছিলেন—হে বৎস ! সন্ত স্বর্গ এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ইহাদের সামগ্রিক ফল ক্ষণ মাত্রের সৎ-সৎগ ফলের সমতুল্য নহে ।

নিকটেই পাহাড়ের উপর যে হনুমানজীর মন্দির ছিল বালারাম তাহারই একটি নিষ্কর্ন অংশে বাস করিতেছিলেন । অখণ্ড সিয়রাম নাম ভজন—বলদেবদাসের সেবা এবং সন্ধ্যায় সৎ-সৎগ সুধা লাভ করা—ইহাই বালারামের তখন নিত্যকার নিয়ম । অল্প কয়েকদিনের সৎ-সৎগে—বালারামের ঈশ্বর-প্রেম ও তপস্যা—অন্যান্য সঙ্কলিতবৃন্দের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে । বালকের অসামান্যত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । বালারাম যে এক বিশেষ কৃপা পাত্র ভগবৎ পরিকর—এ বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না ।

এইরূপ তীব্র সাধনায় বালারামের কিছুকাল ব্যতীত হইল। বালারাম এখন প্রায় বার বৎসরের। বাল্যে পিতামাতার এবং অন্যান্য সকলের স্নিগ্ধ স্নেহাঙ্কুরে মানুষ হইয়াছেন—কোন রূপ বিশেষ কার্যের যত্ন কোন দিনই করেন নাই। আপন ইচ্ছা মত খেলাধুলা এবং ভগবৎ আলোচনায় আনন্দেই সময় কাটাইয়াছেন—লেখা পড়া শিখিবার চেষ্টা কোনদিন করেন নাই। নিজ দীনতায় বালারাম বিবৎ-সমাজে বসিতে বড় সঙ্কেচ অনুভব করিতেন। প্রত্যহ সৎ-সংগে গ্রন্থাদির পাঠ শ্রবণ করিতেছেন অথচ বালারাম নিজে এক বর্ণও পড়িতে পারেন না—এই অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া বালারামের চক্ষে জল আসিল। বালারাম উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ-সন্তান। বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ পশুর সমান। এই কথা চিন্তা করিয়া বালারামের আত্মালাগি ও অনুশোচনার আর শেষ নাই। সৎ-গ্রন্থ পাঠ করিবার কত ইচ্ছা কিন্তু বর্ণ পরিচয় না থাকায়—তিনি কিছুই পাঠ করিতে পারেন না—ইহা অপেক্ষা দঃখের আর কী হইতে পারে !

বালারাম আপনার অসহায় অবস্থায় আপনি প্রমাদ গণিলেন ! কী করিবেন কিছুই বুদ্ধিতে পারিতেছেন না। অবশেষে অনেক চিন্তার পর বালারামের মনে পড়িল স্নেহশীল বৃদ্ধ বলদেবদাসের কথা। বলদেবদাসের কথা শ্রবণ করিতেই বালারামের যেন সর্ব সংশয় দূর হইল—গভীর অন্ধকারে বালারাম যেন প্রভাত-অরুণ সূর্যের অমিত বীৰ্য্যশালী উজ্জ্বল আলোকরাশি দেখিতে পাইলেন। বলদেবদাসের অকুপণ কৰুণার কথা শ্রবণ করিতেই বালারাম যেন সঞ্জীবনী সুধায় নব জীবনে অভিষিক্ত হইলেন।

অতঃপর একদিন অবসর পাইয়া বালারাম অকপট হৃদয়ে বলদেবদাসের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন।

বালারামের কথা শুনিবা মাত্র বৃন্দ বৃন্দ পাহাড়ের উপর হনুমানজীর মন্দির দেখাইয়া বলিলেন—বালারাম ! তোমায় আমি সিদ্ধ হনুমানজীর দরবারে স্থান দিয়াছি । সর্বজ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভক্তির অধিকারী হইলেন—শ্রীশংকর ভগবানের সেবকমুদ্রিত—পবন-নন্দন—মারুতি । সর্বজ্ঞান-সর্বতত্ত্ব ও প্রেম ভক্তির একমাত্র আধার হনুমানজীর তুমি বিশেষ কৃপা পাত্র । আমি জানি স্বয়ং হনুমানজী তোমার যোগক্ষেম বহন করেন । তোমার মনোরথ তুমি হনুমানজীর নিকট প্রকাশ কর—তিনি অচিরেই তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন ।

বলদেবদাসের বাক্যে বালারামের আনন্দ আর ধরে না ! আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে বালারাম পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন এবং মন্দিরে হনুমানজীর পদতলে লুটাইয়া চক্ষের জলে নিজ মনের কথাগুলি কাতরভাবে নিবেদন করিলেন । অতঃপর বালারাম সরল হৃদয়ে হনুমানজীর নিকট নিত্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । ভক্তের কাতর প্রার্থনায় মন্দিরের দেবতা অচিরেই দ্রবিত হইলেন এবং বালারাম ইহার শীঘ্রই ফল লাভ করিলেন ।

একদিন জৈষ্ঠের দৃপদে—মন্দিরে যখন আর কেহ নাই এমত সময়ে শূন্য বস্ত্র পরিহিত এক তেজোপূজ্য ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । নবাগত ব্রাহ্মণের বৈরাগ্যদীপ্ত জ্যোতির্ময় দেহ—যেন দিব্যজ্ঞান স্বরূপ । বালারাম ব্রাহ্মণকে সভক্তি বিনয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । ব্রাহ্মণ বালারামকে সন্নেহে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—বালক ! তুমি বিদ্যা শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা কর—এস—তোমায় বিদ্যা দান করিবার জন্য—হনুমানজী আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন ।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া বালারাম যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন ।

হনুমানজীর কী অপার করুণা—তিনি যথার্থই ভক্ত-বাহ্যাকম্পতরু । মনে মনে হনুমানজীর উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া বালারাম পরম উৎসাহে ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে বসিলেন । সেদিন ছিল মংগলবার । ব্রাহ্মণ প্রথম দিনে বালারামকে প্রথম পাঠ—অ, আ, ক, খ—ইত্যাদি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং একঘণ্টা কাল পড়াইবার পর যাইবার সময়ে বলিলেন—বালারাম ! আমি পুনরায় আগামী মংগলবার আসিব এবং তোমায় একঘণ্টা কাল পড়াইব—বেলা একটা হইতে দুইটা পর্যন্ত । তুমি, কিন্তু একথা কাহাকেও বলিও না—যদি বাহিরে কাহারও নিকট এই কথা প্রকাশ কর—তাহা হইলে আমি আর তোমার নিকট আসিব না । এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেদিনকার মত চলিয়া গেলেন ।

এইরূপে দ্বিতীয় মংগলবার দ্বিতীয় পাঠ এবং তৃতীয় মংগলবারে তৃতীয় পাঠ বালারামের অধীত হইল । চতুর্থ মংগলবারে ব্রাহ্মণ—গোস্বামী তুলসীদাস কৃত শ্রীরাম-চরিত-মানস গ্রন্থের সূন্দর কাণ্ড পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং সমগ্র সূন্দর কাণ্ড (তুলসী-কৃত সূন্দর কাণ্ডটি প্রধানতঃ পবন-নন্দন-মাকতি মহারাজের চরিত সম্বন্ধীয়) পড়াইবার পর বালারামের শিরে কর স্পর্শকরতঃ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—বালারাম ! তোমার এক্ষণে সমগ্র ভগবৎ রহস্য অবগত হইল । ভবিষ্যৎ কালে তুমি একজন দিগ্বিজয়ী যশস্বী কবি হইবে, এবং দোঁহা, চোঁপাই, সোরঠা, ছন্দে—হিন্দি ভাষায় তুমি অনর্গল লোক-সুসংগীত কবিতা রচনা করিবে এবং তোমার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে ।

এই কথা বলিবার পর ব্রাহ্মণ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । অন্যবারের ন্যায় পরবর্তী মংগলবারে

বালারামকে পড়াইতে আসিবার কথা কিন্তু এবার আর তিনি বলিলেন না। বালারাম অনন্য সেবকের ন্যায় ব্রাহ্মণের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে বালারামের হৃদয় আনন্দে উদ্‌গম্‌গ্‌ করিতেছে। কিছুদূর যাইবার পর বালারাম পণ্ডিতজীকে বলিলেন—হে দীনদয়াল ! এই ভিখারী আপনার কৃপার দানে চিরঋণী। আপনি এক্ষণে আপনার যথার্থ পরিচয় দিয়া এই বালককে গৌরবান্বিত করুন। বালারামের সরল বাক্যে ব্রাহ্মণ মৃদু হাসিয়া সজল নয়নে বলিলেন—বালারাম ! আমি একজন শ্রীরামচন্দ্রের দীন সেবক। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রেমভরে ভগবৎ নাম রটন করিতে লাগিলেন।

ইহা শ্রবণ করতঃ বালারাম অতি প্রেমভরে পণ্ডিতজীর পদপ্রান্তে সাশ্রু নয়নে পতিত হইয়া পুনরায় তাঁহার সহিত ক'বে সাক্ষাৎকার হইবে—এই কথা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন—বালারাম ! তুমি কিছু চিন্তা করিও না—তোমার সাথে আমার আবার পরে দেখা হইবে। এই কথা বলিবার পর বালারাম কিছুদূর অবধি পণ্ডিতজীকে যাইতে দেখিলেন এবং তাহার পর হঠাৎ কোথায় তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বালারাম একদৃষ্টে তখনও দীন—অসহায়ভাবে পণ্ডিতজীর শেষ পদপ্রান্তের প্রতি তাকাইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিয়া বলিতেছেন—

আপদামপহর্তারম্ দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ।

লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥

অর্থাৎ যিনি সর্ব্ববিপদ-ব্রাতা এবং সর্ব্বসম্পদ-দাতা সেই নয়নাভিরাম শ্রীরামকে আমি পুনঃ-পুনঃ প্রণাম করি।

এইরূপে বালারামের বিদ্যাপ্রাপ্তি হইল এবং বিদ্যা দান করিলেন
ব্রাহ্মণ বেশে স্বয়ং—

খল বন পাবক জ্ঞান-ঘন ।

যাসু হৃদয় আগার বসেউ রাম শর চাপ ধর ।

দৃষ্ট-নিকন্দন—জ্ঞান-স্বরূপ—পবন-নন্দন—যাঁহার হৃদয়াসনে
খনুর্ধারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা বিরাজমান । দিব্য জ্ঞান এবং
সাক্ষাৎ ভগবৎ কৃপায় বালারামের হৃদয় পরিপূর্ণ—ভক্তি ও প্রেমধারায়
সেই জ্ঞানসিন্ধু সদাই লীলামুখর ।

কিছুদিন পরে বালারাম গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন । বাল্যকাল
হইতেই বালারামের বাক্য-সামর্থ্যতার সুশশ ছিল এবং বয়সের
সাথে সাথে উত্তরোত্তর তাহা অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল । এই
সময়কার কয়েকটি ঘটনা বালারামের দিব্য জীবনের সুন্দর স্বাক্ষর বিশেষ
ভাবে বহন করিতেছে । এই ঘটনাগুলি যথাযথ অনুধাবন করিলে
বালারামের ভজন-উৎকর্ষতা—ভগবৎ নামে অটল প্রেম ও বিশ্বাস
এবং ভক্তজন আশ্রিত করুণাঘন-মন্দির ভগবৎ স্বরূপের আশ্বাদন
গভীর ভাবে অনুভূত হইবে ।

গ্রামে নন্দকিশোর নামে পরিচিত এক বিখ্যাত স্বর্ণকার ছিলেন ।
একবার এক ধনী ব্যবসায়ী কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নন্দকিশোরকে
বহুমূল্যের নানান প্রকার গহনা প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলেন ।

নন্দকিশোর যথাসময়ে অলংকার সমুদয় প্রস্তুত করিয়া দোকান ঘরে সিংধুকের মধ্যে রাখিয়া নিজ বাসায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। দৈববশতঃ সেই রাত্রেই কয়েকজন চোর দোকান ঘর ভাঙিয়া সিংধুক হইতে অলংকারাদি চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। পরদিন প্রাতে দোকানে আসিয়া নন্দকিশোর সিংধুকটি উন্মুক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিলেন এবং অনুসন্ধানের পর সমস্ত অলংকারাদি চুরি গিয়াছে জানিতে পারিয়া আসন্ন বিপদের ভয়ে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। ব্যবসায়ী গহনা না পাইলে কন্যার বিবাহে অথবা লঙ্কায় পড়িবেন এবং নন্দকিশোরকেও বহু টাকা দিতে হইবে। ইতঃপূর্বে নন্দকিশোর বালারামের দিব্য-ভজন প্রভাবের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন—এবং উপস্থিত বিপদে অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া দৈব-বল ও সাহায্যের আশায় নন্দকিশোর ও তাহার ভাই—গোপাল—বালারামের কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং দুইজনেই বালারামের পদতলে পতিত হইয়া আপনাদের দূরবস্থার কথা জানাইয়া কাতরভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বালারাম জ্ঞান-নেত্রে নন্দকিশোরের নিশ্চেষ্টতা সম্যক উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—নন্দকিশোর ! তোমরা চিন্তিত হইও না। হনুমানজীর পদতলে আশ্রয় লইয়া তিনদিন তিনরাত অখন্ড সিন্ধুরাম নাম ভজন কর—দেখিবে চতুর্থদিনে চোর অলংকারাদি সমেত ধরা পড়িয়াছে এবং তোমরা সকল বস্তু পুনরায় ফিরিয়া পাইবে।

নন্দকিশোর এবং গোপাল বালারামের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতঃ হনুমানজীর মন্দিরে বসিয়া অখন্ড সিন্ধুরাম নাম রটন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে তিনদিন—তিনরাত—কী ভাবে কাটিয়া গেল তাহা বৃষ্টিতেও পারিলেন না।

এদিকে সরল নিরভিমानी অনন্য ভক্তের বাক্য সিদ্ধ করিবার জন্য ভক্তবৎসলের হৃদয় দ্রবিত হইয়াছে এবং তাহারই নিদর্শন স্বরূপ চতুর্থদিনে অলংকার সমেত চোর সত্য-সত্যই ধরা পড়িল। নন্দকিশোর এবং গোপাল যখন এই পরম বিস্ময়কর সংবাদটি জানিতে পারিলেন—তখন তাঁহাদের মনের অবস্থা বর্ণনাভীত—কেবলমাত্র ভুক্ত-ভোগী আত্মহৃদয় সামান্য অনুভব করিতে পারেন।

বালারামকে, অতঃপর, সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে দুই ভাই অশ্রুজলে তাঁহার চরণযুগল বিধৌত করতঃ আপনাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার সামান্য পরিচয় দান করিলেন। প্রেমিক আত্মারামের আশীর্ব্বাদে দুই ভ্রাতার ভগবৎ নামে প্রীতির উদ্বেক ও ভগবৎ করুণার কিঞ্চিৎ আশ্বাদন লাভ হইয়াছে। তাঁহারা বুদ্ধিতে পারিয়াছেন যে ভগবৎ-কৃপা সাধু-কৃপা-বাহনা। অতঃপর দুইজনে বালারামের অনুগামী হইয়া ভবিষ্যৎকালে স্মরসিক নাম জাপক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

গ্রামের অনতিদূরে কাশীনাথ নামে একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কাশীনাথের পাণ্ডিত্যের এবং সুদল্লিত কাব্য রচনা করিবার সুখ্যাতি ছিল। বালারামের মধুর নিকপট সরল স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া কাশীনাথ মাঝে মাঝে বালারামের নিকট আসিতেন এবং বালারামকে পরীক্ষা করিবার জন্য কখনও কখনও উচ্চ-ভাবপূর্ণ ভগবৎ-কথা প্রসঙ্গ বালারামের নিকট উত্থাপিত করিতেন। বালারাম স্বাভাবিক মধুর ভাষায় সে সকল গাম্ভীৰ্য্যপূর্ণ সমস্যাগুলির অতি সহজেই সমাধান করিয়া দিতেন।

যিনি সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ—তাঁহার কাছে ভগবৎ প্রসঙ্গ—অতি সহজ ও সরল। সত্যবস্তুর উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার জন্য ভগবৎ কথা ব্যাখ্যা করেন—তাঁহাদের কাছে

ভগবৎ স্বরূপ দর্শনঃ পথস্তদ কবয়ঃ বদন্তি অর্থাৎ অতি দর্শনঃ ।
 দীর্ঘদিনের অধ্যয়নে—শত চেষ্টায়—যাহা তিনি সম্যক অনুধাবন
 করিতে পারে নাই—বালারাম কী করিয়া তাহা এত সহজে ব্যক্ত
 করিতেন—এই কথা চিন্তা করিয়া কাশীনাথের আশ্চর্যের সীমা
 থাকিত না । কাশীনাথ বালারামকে অবতারী পুরুষ জ্ঞানে দণ্ডবৎ
 প্রণাম করিয়া আপন আনুগত্য প্রকাশ করতঃ কৃত-কৃতার্থ হইতেন ।

পণ্ডিত রাধেলাল সুবিখ্যাত শ্রীমৎভাগবৎ বক্তা । কিন্তু বালারামের
 নিকট আসিলেই পণ্ডিতজীর মূখের কথা বন্ধ হইয়া যাইত । বালারাম
 তখন শ্রীমৎভাগবতের গূঢ় রহস্যের কথা ভাববিহ্বল কণ্ঠে কীৰ্ত্তন
 করিতেন । রাধেলাল অধীর আগ্রহে বালারাম-মুখ নিঃসৃত
 কথাগুলি আকণ্ঠ পান করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেন না এবং মনে
 মনে অবাক বিস্ময়ে ভাবিতেন যে শ্রীমৎভাগবতের একরূপ সরস ব্যাখ্যা
 ইহার পূর্বে কখনও কাহারও নিকট শ্রবণ করেন নাই । রাধেলাল—
 নিজ নীরস পাণ্ডিত্য—সুযশ ও অভিমান—বালকের পদরঞ্জে
 বিসম্মত করতঃ আপনাকে পবিত্র ও গৌরবান্বিত মনে করিতেন ।

সুদর্শন নামে একটি মাড়োয়াড়ী যুবক বালারামের কাছে
 আসিতেন । সুদর্শন সার্থক নাম । অতি দিব্য কান্তিময়—সুদর্শনের
 চেহারা । সুদর্শন—বালারামের ভক্ত । সুদর্শন বালারামকে ইহ
 জীবনের উদ্দেশ্যের কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন । সহাস্য বদনে
 বালারাম সুদর্শনকে বলিতেন—

বড়ে ভাগ মানুষ তন পাওয়া ।

স্বর-তুল্য সদ গ্রন্থন গাওয়া ।

সাধন ধাম মোক্ষ কর দ্বারা ।

পাই ন যেহি পরলোক সঁভারা ।

সো পরত্র হুঃখ পাওই শির ধুনি ধুনি পছিতাই ।

কালহি কর্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোষ লাগাই ॥

এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাই ।

স্বর্গ স্বল্প অন্ত হুঃখ দাই ।

নরতনু পাই বিষয় মন দেহী ।

পলটি সুধা তে শঠ বিষ লেহী ॥

অর্থাৎ, ভাই, অনন্ত কৃপালু ভগবৎ কৃপায় এই সদূর-দুর্লভ নরতনু লাভ করিয়াছ । ইহার অন্য নাম সাধন তনু । এই জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য হইল ভগবৎ ভজন করা । অন্য কোন তনুতে ভগবৎ ভজন করা যায় না । এই নর-তনুতে—এই জন্মেই—ভগবৎ ভজন করিয়া জন্ম-মরণ-রূপ দুঃসতর কঠিন সংসৃতি হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে । অবिवেকী জীবগণ অসার নিষ্ফল কর্মে দেহপাত করতঃ প্রারম্ভ লব্ধ দুঃখকণ্ঠের জন্য কাল-কর্ম এবং ঈশ্বরকে বৃথাই দোষ দিয়া থাকেন । ভগবৎ ভজন-রূপ অমৃত আশ্বাদন না করিয়া যে মূঢ় বিষয় ধ্যানে মগ্ন থাকে—সে সত্যই সুধা ভাণ্ড ফেলিয়া বিষ পান করিয়া থাকে ।

সদূদর্শনের রূপ ছিল—পাছে রূপের মোহে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়—এই আশঙ্কায় বালারাম সদূদর্শনকে প্রায়ই জীবন, যৌবন, ও ধন-সম্পত্তির নশ্বরতার কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেন—

ক। তে কাস্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোহয়মতীবো বিচিত্রঃ ।

কশ্চ ত্বং কঃ কুতঃআয়াত স্তৎ তৎ চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ ॥

মা করু ধন-জন-যৌবন গর্বং হরতি

নিমেষাৎ কাল-সর্বম্ ॥

মায়াময়ামিদমখিলং হি ত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশান্তু বিদিত্বা ॥

কে তোমার শ্রী ? কে তোমার পত্ন ? এই সংসার অতি বিচিত্র ॥
 তুমি কাহার, তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ ? হে ভ্রাতঃ এই
 সকল বিষয় চিন্তা কর । ধন, জন, যৌবনের গৰ্ব্ব কখনও করিও না ।
 কাল সমস্তই নিমেষে হরণ করিয়া লয় । মায়াময় এই অখিল জগৎকে
 ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া তাহাতে প্রবেশ কর ।

বালারাম কবীরজীর বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন—

রহনা নেহি দেশ বিরানা হৈ ।

ইহ সংসার কাগদ কী পুড়িয়া বৃন্দ পড়ে ঘুল জানা হৈ ।

ইহ সংসার কাঁট কী বাড়ী উলঝ ফুলঝ মরি জানা হৈ ।

ইহ সংসার ঝাড় আউর ঝাঁখর আগ লাগে বরি জানা হৈ ॥

কহত কবীর শুনো ভাই সাধো সদগুরু নাম ঠিকানা হৈ ॥

অর্থ ৭৭,

এ সংসারে বিদেশে ।

চিরদিন রহে না কেহ—যেতে হয় শেষে ॥

এ সংসার যেন ঠিক কাগজের ভেলা ।

জলে পড়া মাত্র শেষ হয় খেলা ॥

এ সংসার ঠিক যেন কাঠের ভবন ।

অগ্নির সংযোগ-মাত্রে হয় ভস্ম তখন ॥

এ সংসার দুর্গম অতি মায়া-কাঁটায় রচা ।

চলিতে ফিরিতে দুঃখ—বড় দায় বাঁচা ॥

কবীর কহিছে সব সুমতি সজ্জনে

শান্তির সদন পাবে—শ্রীগুরু চরণে ॥

এই রূপে বালারাম সূদর্শনকে অতি মধুর ভাবে—জীবনের উদ্দেশ্য কী—তাহা বুঝাইয়া বলিতেন। সং-সংগে সূদর্শনের দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ হইত এবং অচিরেই সাধু কৃপায় ভগবৎ চরণে সত্য প্রেমের অধিকারী হইয়া সূদর্শন নিম্নলিখিত হৃদয়ের ভজন সূত্র পান করতঃ ইহ জীবনের সার্থকতা লাভ করিলেন !

এই প্রকার অতি মধুর লীলায়—জড়কে চেতন করিয়া এবং চেতনকে নিবেদন দান করিয়া—বালারামের কিছুদিন ব্যতীত হইল। চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে বালারাম এক মহাত্মার নিকট অষ্টাঙ্গ যোগ—যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা ও সমাধি শিক্ষা করিলেন এবং অল্প অভ্যাসের ফলে সমগ্র অষ্টাঙ্গ যোগ বালারামের করায়ত্ত হইল।

বাল্যকাল হইতে বালারামের ভক্ত-চরিত ও ভগবৎ ভজন-পদাবলীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এখন সম্যক বিদ্যালভ করিয়া কাষ্ঠজিহ্বা স্বামীজীর বৈরাগ্য-প্রদীপিকা—গোস্বামী তুলসীদাসের মানস-রামায়ণ—বিনয়-পত্রিকা—পদাবলী—গীতাবলী প্রভৃতি—গিরিধারীজীর কুন্ডলিয়া, কবীরজীর দোহাবলী এবং সুরদাসজীর পদাবলী ইত্যাদি বিবিধ সদ-গ্রন্থ বারবার পাঠ করিয়া প্রায় কণ্ঠস্থ করিলেন। শ্রীহনুমানজীর কৃপা, করুণা ও আশীর্ব্বাদে বালারামের মত কেহ রামায়ণের প্রাণস্পর্শী সরস ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না। বড় বড় পণ্ডিত সমাজ বালারামের অপূর্ণ ব্যাখ্যায় চিত্রাপিতের ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন। বালকের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তি ও বৈরাগ্যের নিরতিশয় সমন্বয়ে পণ্ডিতগণ হতবাক হইয়া এক অনাস্বাদিত বিস্ময়কর রহস্যের কথঞ্চিৎ ইঙ্গিত লাভ করতঃ অপার আনন্দ ভাসিয়া যাইতেন। বালারামের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রোত্বর্গ তখন নিম্নলিখিত শ্রীগীতোক্ত মন্ত্রের মন্ত্র যথাযথ উপলব্ধি করিতেন—

নাহং বৈদৈন' তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
 শক্য এবং-বিধোজ্জুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥
 ভক্ত্যা ত্বনুয়া শক্য অহং এবং-বিধোজ্জু'ন ।
 জ্ঞাতুং জ্জুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরস্তপ ॥

—অর্থাৎ হে অজ্জর্দন তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে
 তাহা বেদপাঠ তপস্যা, গো-সদ্বর্ণাদি দাস অথবা যজ্ঞ সম্পাদনের
 দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না ।

অনন্যা ভক্তির দ্বারা আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ
 করিতে এবং আমাতে প্রবেশরূপ মোক্ষ লাভ করিতে ভক্ত সমর্থ হয়,
 অন্য কোন উপায়ে নহে ।

(৬)

ভগবৎ ভজন ও ভগবৎ আলোচনাই বালারামের একমাত্র সেবা
 একমাত্র ধ্যান । একান্ত-নিজ্জর্নে বাস করিয়া অখণ্ড সিয়রাম নাম
 ভজনেই বালারামের সময় আনন্দেই কাটিত । আহার-নিদ্রা কিছুই
 প্রতি বালারামের লক্ষ্য নাই । বিনা আয়াসে যাহা পাইতেন—ভগবৎ
 প্রসাদ জ্ঞানে তাহাই গ্রহণ করিয়া সদা প্রফুল্লিত থাকিতেন । এইরূপে
 দেখিতে দেখিতে বালারাম—জ্যোতিষীজী কথিত প্রথম অম্পায়ক
 যোগের সময়—সতের বৎসর বয়সে—পদার্পণ করিলেন ।

নিরভিমानी জ্ঞানী-ভক্ত জ্যোতিবীজীর ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা হইবার নহে। কী এক অপদূৰ্ব্ব ঘটনা-পরম্পরায় বালারামের প্রথম মৃত্যুযোগ উপস্থিত হইল তাহা আমরা অচিরেই দেখিতে পাইব।

বালারাম এই সময়ে একটি বিশেষ সংকল্পে ব্রতী ছিলেন। সংকল্প-কার্যের মধ্য পথে বালারাম তীব্র উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। বহু চেষ্টা করা হইল কিন্তু কোন উপায়ে রোগের কিঞ্চিৎ-মাত্রও উপশম হইল না বরং উত্তরোত্তর রোগ বৃদ্ধির পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। মৃতপ্রায় অবস্থায় বালারাম শয্যায় লীন হইয়া শুইয়া আছেন, শরীর কেবল অস্থি-চর্ম্ম সার, জীবন বস্তিকা প্রায় নিভ-নিভ। বালারামের মা দঃখ-শোকে প্রায় প্রমাদ গণিলেন। মায়ের কাতরতা দেখিয়া বালারাম মাকে নিজ ঘরে প্রবেশ করিতে দিতেন না—পাছে দয়াবতী পুত্রের স্তিমিত মন্দ অবস্থা দেখিয়া অধিকতর দঃখ প্রাপ্ত হন। এমত অবস্থায় বালারাম নিজেই মল-মূত্রাদিও পরিষ্কার করিতেন। বস্ত্রাদিও অন্য কাহাকেও ধৌত করিতে দিতেন না। জীবন মৃত্যুর ঘোর সংগ্রামে বালারাম রোগ-শয্যায় শুইয়া শুইয়া সিয়রাম নাম রটন করতঃ শ্রীহনুমানজীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন।

এইরূপে বালারাম অস্তিম ক্ষণের অপেক্ষায় অভয়-মুদ্রায় মৃত্যুর মূর্থোমূখী দণ্ডায়মান হইলেন। এই ক্ষণ ভগ্নদর শরীর ব্যাধি-মন্দিরম্। শরীর ধারণ করিলেই জীবকে জন্ম-বৃদ্ধি-ক্ষয়-নাশ প্রভৃতি শারীরক ধর্ম্মের করতলগত হইতে হয়। বালারামের শরীর জড় দেহ নহে। প্রাকৃত শরীর-ধারীর যে কণ্ট—সাধু-সন্তের শরীর আপাতদৃষ্টিতে সকল প্রকার পরিণামের বশবস্তী হইলেও সাধুর আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। সাধুর মনোরাজ্য—অশোকভবন—সেথায় অভয় সদাই

বিরাজমান—সাধুর মন-মন্দির নিরন্তর আনন্দ-মুখরিত সীমানা।
 বালারামের তীর কামনা—পূর্ণ আয়ু লাভ করতঃ ভগবৎ ভজন সুখ
 আশ্বাদন করা। মহাত্মাগণ ভাগবৎ নাম-রূপ-লীলা-ধাম প্রচার করিবার
 জন্য—ভাগবৎ ধর্ম বিস্তার করিবার জন্য—নরতনু ধারণ করেন।
 তাঁহারা একরূপ ভগবৎ ভজন পিয়াসী যে—

সালোকা-সাক্ষি'-সামীপ্য-সারূপৈকত্বমপ্যুত।

দীযমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

শ্রীহরির সেবা ব্যতীত অন্য কোন মুক্তি গ্রহণ করেন না। সাধু
 চান অখণ্ড অনন্তকাল ধরিয়া শ্রীহরির চরণ-সেবা রূপ আনন্দ।
 অকালে নরতনু ত্যাগ করিয়া এই সান্দ্রানন্দ হইতে বঞ্চিত হইবার
 ইচ্ছা বালারামের আদৌ নাই।

জনদুঃখহারী-ভক্তবৎসল সাধু-সন্তের জীবন—হনুমানজী—আর
 কতদিন তাঁহার অনন্য সেবককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পারেন।
 একদিন রামদাস অঞ্জনি-নন্দন মহাত্মা বলদেবদাসজীর রূপ ধারণ করিয়া
 বালারামের ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলদেবদাসের তেজোপুঞ্জ কলেবর,
 উজ্জ্বল উদ্ভব-পুন্ড্র তিলক—সুবিমল কান্তি—দেখিয়া বালারাম যেন
 সদ্য সর্বরোগ মুক্ত হইয়া আনন্দলোকে ভাসিয়া গেলেন এবং বৃন্দ
 সাধু মুক্তিটিকে অপলক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। বালারাম যেন
 এই প্রথম বলদেবদাসকে দর্শন করিতেছেন। এক অভূতপূর্ব বিস্ময়
 ও আনন্দে বালারাম হতবাক হইলেন এবং চোক্ষের কোণে মূজার মত
 অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। বৃন্দ বালকের শির সন্নেহে আঘাণ
 করতঃ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—

—বালারাম ! তুমি এইবার আরোগ্য হইয়া যাইবে । কোন চিন্তা করিও না ।

বালারাম বৃন্দকে দৃষ্টবৎ প্রণাম করিবার জন্য শয্যা হইতে উঠিবার প্রয়াস করিলে বলদেবদাস বালারামকে শান্ত করিয়া বলিলেন—বালারাম ! তুমি বড় দুর্বল—এখন তোমায় কষ্ট করিয়া উঠিতে হইবে না । অতঃপর যাইবার পূর্বে বলদেবদাস বালারামকে বলিলেন—বৎস ! পরম পবিত্র গ্রীসীতারাম নাম কখনও—কোন অবস্থায় ভুলিও না । এই অভয় মন্ত্রই সাধু-সন্তের রক্ষা কবচ—এই বলিয়া বলদেবদাস বালারামকে ষড়ঙ্কর বিশিষ্ট রাম-তারক মন্ত্র দান করিয়া বলিলেন—বালারাম ! তুমি পরে ইহার সহিত ষড়ঙ্কর সীতা মন্ত্র সমেত আচার্য্যের নিকট ষড়্গল মন্ত্র গ্রহণ করিও । এই রূপ মধুর উপদেশ করতঃ বৃন্দ ধীর পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । বৃন্দের অসীম কৃপা কারুণ্যে অভিসিঞ্চিত হইয়া বালারাম এক অনির্বচনীয় দিব্য লোকে নীত হইলেন । তৎপর দিন হইতেই বালারামের রোগ প্রশমিত হইতে লাগিল এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া বালারাম পূর্ব শক্তি লাভ করিলেন ।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে বালারাম বলদেবদাসের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহার অপার কৃপা-কৰুণার কথা অতি কৃতজ্ঞতার সহিত বারবার বলিতে লাগিলেন । বলদেবদাসজী ইহার কিছুই জানিতেন না—বালারামের কথার অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেন না । অতঃপর বালারামের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি বৃদ্ধিতে পারিলেন যে ভক্তের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং শংকট মোচন হনুমানজী বলদেবদাসের কপ ধারণ করিয়া ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়াছেন । মনে মনে এই সুন্দর চিত্রটি অনুধ্যান করিয়া বৃন্দের শিশু-সুদভ

মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। অশ্রুসিক্ত নয়নে বৃদ্ধ
বালারামকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—বালারাম ! তুমিই ধন্য—
তোমার জীবন ধন্য—ধন্য তোমার ঈশ্বর প্রেম !

আনন্দে দুই ভক্ত-হৃদয়ের প্রেমোত্তর মিলিত হইল—নিবিড় প্রেম-
লিঙ্গনে দুইজনে বন্ধ হইয়াছেন—যেন বহুদিন পরে পিতা-পুত্রের
মিলনে—দুই জনে এক হইয়া গিয়াছেন। বালারাম ও বৃদ্ধ
বলদেবদাস—এই দুইটি অপ্ৰাকৃত প্রেমময় তনুর মিলনে—এক মহা
ভাবময় অবস্থা। ভগবৎ করুণা আশ্বাদনে দুই জনেই সকল প্রকার
জড়ত্বের বিকার হইতে মুক্ত—তাঁহাদের প্রেমালিঙ্গন দেখিয়া মনে হয়
যেন সুবিমল আনন্দ স্বরূপিনী জীবাত্মা যাত্রাশেষে পূর্ণানন্দ-স্বরূপ
পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলনে দেহ-জ্ঞান নাই—
বাক্য নাই—বেদনা নাই—দেশ ও কাল এক মহা-অনন্তে লীন হইয়া
গিয়াছে। বালক ও বৃদ্ধ—ভগবৎ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় নিবিড়
প্রেমরঞ্জেতে বাঁধা পড়িয়াছেন—দুই অনন্য ভক্তের দিব্য নিবিড়
প্রেমালিঙ্গন চিত্রটি কল্পনা করলে মনে পড়ে মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে
রায় রামানন্দের সর্বশেষ উক্তি—

না সো রমণ না হাম রমণী ।

তুঁহ মন মনোভব পেশল জানি ॥

রামানন্দের অপূৰ্ব্ব কথনে মহাপ্রভু আনন্দে গলিয়া বলিয়া
উঠিলেন—সাধ্য বস্তুর অবধি এইখানে ।

কিছুদিন একান্ত-ভজন করিয়া বালারাম পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বন্দ্য মা ও ছেলের সংসার। সংসার ঠিক বলা চলে না। দম্মা-বতীর কাছে ওপারের ডাক আসিয়াছে—স্বামী মৌজারাম তাঁহার জন্য স্বর্গের পথে অপেক্ষা করিতেছেন। প্রিয় পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় দুইজনে অখণ্ড ভগবৎ সেবায় আনন্দরস পান করিবেন। পুত্র বালারাম আপন ভাবেই মগ্ন—সংসার তাঁহাকে কী করিয়া বাঁধিবে? মাঝে মাঝে দম্মাবতীর পুত্রের সাথে অতীত সুখ-দুঃখের গণপ করিতে ইচ্ছা হইত—কিন্তু পুত্রের সাথে যখনই বার্তালাপ হইত—বালারাম বিষয়মুক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় ভগবৎ আলোচনাই করিতেন। বালারাম যেন শ্রীমৎ ভাগবৎ-কথিত কপিলদেবের ন্যায় দেবহুতিরূপ মাতাকে বলিতেন—

চেতঃ স্বস্ত্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনোমতম্ ।

গুণেষু সত্ত্বং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে ॥

অর্থ—জীবের একই চিন্ত-বন্ধন ও মূর্জির কারণ হইয়া থাকে ; বিষয় সমূহে আসক্ত চিন্ত-বন্ধনের কারণ এবং পরমাত্মাতে নিমগ্ন চিন্ত-মূর্জির কারণ।

সুতরাং দম্মাবতী পুত্রের সাথে গ্রাম্য বার্তায় সম্মত বিনোদ করিতে পারিতেন না।

বালারাম দম্মাবতীর ভগ্ন স্বাস্থ্য ও বেদনাক্রান্ত মনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মাকে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে যাইবার স্থির করিলেন এবং

একদিন শুব্ধক্ষেণে পানিয়র গ্রাম ছাড়িয়া তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে মাতা-পুত্রে লঙ্কর সহরের নিকট অনূপ নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পণ্ডিত কাশীনাথের বাসায় কিছুদিন আনন্দ সহকারে বাস করিয়া বালারাম মধুর ভজনে অনূপ সহরে ভক্তির শ্রোত বহাইলেন। বালারামের ভজন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সময় কত লোক বালারামের অনুগামী হইলেন !

সেখান হইতে বালারাম পুনরায় গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোটর বাসে করিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ গোয়ালিয়রের পথে বাস অচল অবস্থায় বন্ধ হইয়া গেল। মাতা-পুত্রে নিরুপায় হইয়া একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। বিপদ কখনও একা আসে না। বালারামের মা - দয়াবতী—এই বৃক্ষতলে অবার কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। অসহায় নিৰ্ব্বাণ্ডব অবস্থায় বালারাম তো অকুল পাথারে পড়িলেন। ডাক্তার নাই—ঔষধ নাই—সেবা করিবার দ্বিতীয় কেহ নাই—মায়ের অবস্থা ধীরে ধীরে মন্দের দিকে যাইতে লাগিল। দয়াবতীর বহু দিনের বাসনা ছিল—তিনি যেন তাঁহার শেষ নিশ্বাস—জন্মভূমি—গোয়ালিয়র সহরেই ত্যাগ করতঃ ইহলীলা সম্বরণ করিতে পারেন। বালারাম জননীর শেষ ইচ্ছার কথা জানিতেন এবং আজ এই ঘোর বিপদে মায়ের অন্তিম বাসনার কথা স্মরণ করিয়া বালারাম সন্তের রক্ষক হনুমানজীর নিকট প্রার্থনা করিয়া মায়ের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

ইহার অব্যবহিতকাল পরেই একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। নাম-গোত্রহীন—কোথা হইতে একটি মোটর গাড়ী বালারামের নিকট আসিল এবং গাড়ীর চালক বালারাম এবং দয়াবতীকে বৃক্ষতলে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া—বলিলেন—আমি গোয়ালিয়র

যাইতেছি—আমার গাড়ী খালিই আছে—তোমরা যদি যাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে গাড়ীতে উঠিয়া বস ।

কোথা হইতে কি হইল ! কোথায় নিষ্কর্জন মাঠে বৃক্ষ তলায় কলেরা রোগে আক্রান্ত বৃদ্ধা নারী এবং তাঁহার সেবন-রত বালক পুত্র ! কোথায় তাঁহাদের ইচ্ছিত স্থানে পেঁছাইবার জন্য দ্রুতগামী গাড়ী ! বালারাম-ব্যাপার কী—তাহা ঠিক বৃষ্টিতে পারিলেন না—যাহা হউক শীঘ্রাতিশীঘ্র যন্ত্রচালিতের ন্যায় দয়াবতীকে গাড়ীতে তুলিয়া নিজে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন । অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী নিরাপদে তাহাদের গোয়ালিয়র সহরে পেঁছাইয়া দিল এবং এবং তৎপরদিনই দয়াবতী সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া নিত্যলোকে যাত্রা করিলেন ।

বালারাম বাল্যকাল হইতে মধুর রসের উপাসক । ভগবানের সহিত কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ ধ্যান করিতেন । অখিল-ব্রহ্মাণ্ড নারী-রূপা—পূর্ণ স্বতন্ত্র একমাত্র পুরুষ ভগবান সীতাপতির ভোগ্য বস্তু । চরাচর নায়ক সীতাপতির সন্মুখস্পর্শ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও স্পর্শ মধুর রসের উপাসকগণ গ্রহণ করেন না । এই কারণে বালারাম অন্য কাহারও দ্বারা ক্ষৌরাদি কার্য্য না করাইয়া পশু-কেশ ধারণ করিতেন । বালারাম দয়াবতীর অন্তেষ্টি ক্রিয়া এক আত্মীয় দ্বারা সন্মুখস্পর্শ করাইলেন এবং আপনি স্বয়ং তেঁহ দ্বিদি অখণ্ড সিয়রাম নাম কীর্তন করিয়া স্নেহশীলা জননীর নিত্য-বাসের জন্য সুরধাম সন্নিশ্চিত করিলেন ।

দয়াবতীর মৃত্যুতে বালারামের ভক্তি-পথের শেষ অন্তরায় তিরো-হিত হইল ! বালারামের তাই আনন্দের সীমা নাই । সংসারে মাতা-পুত্রের বন্ধনের ন্যায় একরূপ নিরতিশয় স্নেহ ও মমতার বন্ধন আর কিছুই নাই । বালারাম এতদিন মায়ের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ

বশতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। শূভ মুহুর্তের জন্য বালারাম এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। উপস্থিত মায়ের মৃত্যুতে দেবষি নারদের ন্যায় তিনিও মাতৃবিয়োগকে ভক্তগণের প্রতি কল্যাণকারী শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিলেন।

ভক্তি পথের শেষ কণ্টক স্বরূপ সামান্য যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহাও আত্মীয় স্বজনকে দান করিয়া বালারাম সর্ব পাশ মুক্ত হইলেন।

দয়াবতীর পরলোকগমনে বালারামের বৈরাগ্য সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত হইয়া চারিদিক কিরণজালে উদ্ভাসিত করিল। আত্মীয় বন্ধুগণ বালারামকে সংসারে থাকিবার জন্য কত বন্ধাইলেন—কেহ কেহ আবার একটি সুন্দরী কন্যার সহিত বালারামের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গৃহে রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সর্ব প্রয়াসই নিষ্ফল হইল। গৃহমেধী আত্মীয়স্বজনগণ বালারামের শূদ্ধ জীবাত্মার কথা জানিতেন না—তাঁহারা জানিতেন না—বালারাম- জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মীরাবাইজীর ভাষায় নিরন্তর গাহিতেছেন—

মেরে তো গিরিধর গোপাল ছুসরা ন কোঈ।

যাকে শির মোর মুকুট মেরে পতি সোঈ ॥

বালারাম নিত্য প্রেমের অনন্ত বিরহিনী নারী। আত্মারামের আনন্দ যথার্থই অবর্ণনীয়।

বালারাম একান্ত যুগল-সরকার—শ্রীসীতারামের। যুগল সরকার এবং বালরাম এক ও অভিন্ন। পূর্ণ প্রেম-নিশ্চিন্ত—বালারাম—মাতৃ-বিয়োগে জীবন-ষাত্রার পথে নূতন সোপানে দৃঢ় পদক্ষেপ করিলেন।

সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বালারাম পাহাড়ের উপর হনু-মানজীর মন্দিরে একান্ত নিষ্কর্মে বাস করতঃ সিয়রাম নাম ভজন ও মানস রামায়ণ পাঠ করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বিনা আয়াসে যাহা কিছু আহারের সামগ্রী মিলিত তাহাই সেবা করতঃ বিমল সন্তোষে দিন নিশ্বাস করিতেন। যখন কোন কিছুই আহাৰ্য্য পাওয়া যাইত না—তখন বেল পাতার রস অথবা ধূনির ছাই জলে গুলিয়া—পান করতঃ আনন্দে ভজন করিতেন। যে সকল সাধু-সন্ত মন্দিরে আসিতেন—তাঁহারাও কখনও কখনও বালারামকে সামান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়া যাইতেন। এইরূপে কখনও রুখ-শুখা কখনও বিনা ভোজনে থাকিয়া ভক্তের গোরবে—বালারাম—তাঁহার ইষ্টকে যেন বলিতেন—

রাজী ছায় হাম উসিমে যিসমে তোরা রজা ছায়।

অর্থাৎ—হে প্রভু! যাহাতে তোমার আনন্দ হয় আমি তাহাই করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। বালারাম নিঃসঙ্গ থাকিতেই ভাল বাসিতেন—বেশী মেলা-মেশি করিলে ভজন-ভাব তরল হইয়া যায়—তাই আত্মারাম আত্মমিথুনেই তুষ্ট থাকেন।

শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সন্নিধ্য—ভকতরাম—এক অপূৰ্ণ ভগবৎ প্রেমিক সাধক। মৃদু হৃদয় হাসি আর নয়নে নয়নে যেন অসীমের সাথে সদাই প্রেমালোচন করিতেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভকতরাম হরিম্বারে গংগার কিনারায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ভকতরামের—ভাব অন্য কেহ ঠিক বুঝিতে পারিতেন না।

একদা গিরিমহারাজ তাঁহার একটি বাঙালী শিষ্যকে ভকতরামের নিকট শাস্ত্র পাঠ হেতু পাঠাইয়া দেন। বাঙালী শিষ্যটি কয়েকদিন ধরিয়া যথাসময়ে ভকতরামের নিকট যাইতেছেন কিন্তু এই কয়দিনে ভকতরামের একটি বাক্যও শুনিতে পান নাই—ভকতরাম সদাই যেন—আপনার মাঝে ধ্যান-মগ্ন—একটিও কথা বলিবার তাঁহার সময় নাই। অবশেষে বাঙালী শিষ্যটি কতকটা হতাশ এবং কতকটা বিরক্ত হইয়া গিরিমহারাজের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার পাঠের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে গিরিমহারাজকে অনুরোধ করিলেন।

গিরিমহারাজ সকল বিষয় অবগত হইয়া ভকতরামকে ডাকিয়া বলিলেন—এ ভকতরাম তুমি কেঁও নেহি বাবুকে পড়াতে? গিরিমহারাজ স্বয়ং প্রশ্ন করিতেছেন ভকতরাম কিন্তু পদ্ব্যবং নিষ্পাক। গিরিমহারাজ পুনরায় একই প্রশ্ন করিলেন। ভকতরাম তখন সজল নেত্রে বলিলেন—সরকার! ফরসং নেহি মিলতা।

কী অপদ্ব্যব উত্তর—সরকার! ফরসং নেহি মিলতা। ভকতরাম ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ কুম্ভ হইয়া নিঃশব্দ হইয়াছেন। ভকতরামের সদাই লীলা-প্রবিষ্ট অবস্থা—কখন কীভাবে দিন ক্ষণের ন্যায় কাটিয়া যায়—ভকতরাম তাহা বুদ্ধিতে পারেন না। ফরসং নেহি মিলতা—অতি স্বপ্ন কথায়—ভগবৎ প্রেমানুরাগীর একখানি উজ্জল চিত্র রচিত হইয়াছে। ধন্য ভকতরাম!

বালারামের অবস্থা প্রায় ভকতরামেরই মত। গৃহ, পিতামাতা আত্মীয় স্বজন, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি সকল প্রকার মমত্বের আধার হইতে মনকে তুলিয়া শ্রীরাম চরণে নিবেদন করিয়াছেন। ভোগ্য বস্তু বিনা ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ ও শিথিল হইয়া অধুনা গতি পরিবর্তন করতঃ উল্টা ধারায় বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধারা কথার

উল্টা হইল রাখা। ইন্দ্রিয় সকল বহিমুখী ধারার পরিবর্তে
অন্তর্মুখী ধারায় বহিতে আরম্ভ করিলে জীব ঈশ্বর প্রেমে ডগমগ
করিতে থাকে।

ধারা পরিবর্তন করাই হইল ঘটক্র ভেদের রহস্য। জীবের গতানু-
গতিক ধারাকে রাখায় পরিবর্তিত করিতে পারিলে ঘট পশ্চের মূখ
উল্টাইয়া বাইবে এবং সংগে সংগে কুলকুণ্ডলিনীও জাগ্রতা হইবেন।

কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি রিপদুল বালারামের নিকট এখন নূতন
দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছে। এই সকল মায়া প্রপঞ্চ বহু প্রকারে
বালারামকে প্রলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দুষ্টের
মায়া-সেনানী হইল সাধন পথে অনন্ত-যৌবনা রম্ভা-মেনকা-উষ্মশী-
সদৃশ—ইহারাই আবার রূপ পরিবর্তন করিয়া ভয়াল দৈত্য-
দানব বেশে সাধককে ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই
মায়াজাল অতি ভয়ংকর। মায়ায় স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অনেক
সাধকই প্রেমানন্দের মার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া যান। বালারাম
রাজ-মরাল—পরমহংস। ভাগবত রস ব্যতীত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ
করেন না! বালারামের নিকট কাম ক্রোধ প্রভৃতি পরাজয় স্বীকার
করিয়া—তাহার আজ্ঞাবশ হইয়াছে। তাহারা এখন বালারামের নিকট
সিয়রাম নাম পড়িতে শিখিয়াছে। শূকপাখী যেমন সাধুর গৃহে
হরিণাম পড়ে এবং দুষ্টের গৃহে গালি দেয়—সেই রূপ বালারামের
আশ্রয়ে দুষ্ট রিপদগণ সম্মার্গে চলিতে শিখিয়াছে।

মাতৃ উপাসক ব্যামাক্ষ্যাপাকে কোন ভক্ত বলিয়াছিলেন—বাবা !
আমরা সংসারী জীব—কাম-ক্রোধ মায়া-মমতার বশ। এই সকল মায়া
প্রপঞ্চ ত্যাগ না করিলে তো সাধন হয় না—তাহা হইলে আমাদের মত
জীবের কী উপায় হবে—বাবা !

মধুর হাসিতে ভরা প্রসন্ন বদনে ব্যামাক্ষ্যাপা উত্তর দিলেন—
ত্যাগ করবি কী রে? কাকে ত্যাগ করবি? কাম-ক্রোধ, মায়া-মমতা
ইত্যাদি তো সব মায়ের দান—ও কী ত্যাগ করবার জিনিষ? মায়া-
মমতা প্রভৃতি যাকে তোরা রিপু বলিস ও গুলিকে মায়ের মন্ত্রে
দীক্ষিত করে তোদের বন্ধু করে নিয়ে মায়ের নাম কর—দেখবি—
দুদিনে তোদের কী রকম উজ্জ্বল ভজন হয়!

বালারামের বৃত্তি দেখিয়া অন্যান্য সাধকগণ প্রেরণা লাভ করিতেন।
এত অল্প বয়সে এত উচ্চ মার্গের সাধক! বালারামের পিছনে যে
জন্ম-জন্মান্তরের তীর সাধন কার্য্য করিতেছে—ইহা তাঁহারা সীমিত
দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা বদ্বিতে পারিতেন না—

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ-ব্রহ্মাতিবৰ্ত্ততে ॥

জন্ম-জন্মান্তরের অতি বলবান অভ্যাস নিচয় অবশ ভাবে সাধকের
চিত্ত হরণ করিয়া লয় এবং সাধক সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া যোগমার্গে
ধাবিত হন এবং সবেমাত্র যোগাবস্থায় আরুঢ় হইয়া সকল প্রকার সকাম
যজ্ঞাদি অপেক্ষা সাধক শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন।

দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে বালারামের বাসনা ক্ষয় হইয়াছে—তিনি ইহ
জীবনে—যোগিনাম্ কুলে ভবতি ধীমতাম্। পবিত্র যোগির কুলে
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সময়ে বালারাম শ্রীবল্লভদাস নামে পরিচিত এক মহাত্মার
সান্নিধ্য লাভ করেন। বল্লভদাস—লোকচক্ষুর অস্তরালে—পাহাড়ের
একটি নিষ্কর্ণ গুহায় বাস করিয়া অখণ্ড সিয়রাম ভজনে পরমানন্দে

দিনাতিপাত করিতেন। তাহার নিত্য এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সিয়রাম নাম রটনের নিয়ম ছিল। বল্লভদাস বালারামের ভজন ভাব-দর্শনে অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কয়েকদিনের সৎ-সঙ্গে দুই সাধকের মধ্যে অতি মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। বল্লভদাস বয়োবৃদ্ধ—সেই কারণে বালারাম তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি ও সেবা করিতেন।

একদিন বালারাম অতি কাতর ভাবে বল্লভদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সরকার! যুগল সরকার দর্শন লাভের উপায় আমায় কৃপা করিয়া বলিয়া দিন। যুগল দর্শন বিনা আমি আর প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না।

বালকের অত্যুগ্র কামনা লক্ষ্য করিয়া মধুর স্মিত হাস্যে বল্লভদাস বালারামকে বলিলেন—ভোজন, শয়ন, জল—এই তিন বস্তু ত্যাগ করিয়া যতদিন না যুগল সরকার শ্রীসীতারামজীর দর্শন হয় ততদিন অখণ্ড সিয়রাম নাম রটন কর। ভগবৎ প্রাপ্তি তথা প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ-কারের ইহাই—একমাত্র উপায়।

সরল বিশ্বাসী বালারাম বৃদ্ধের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া—ভোজন-শয়ন, জল—ত্যাগ করতঃ অখণ্ড সিয়রাম নাম ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে অভুক্ত ও অনিদ্র অবস্থায় তিন দিন-তিন রাত কাটিল। চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন সময়ে—বালারাম অবসাদ বশতঃ কিঞ্চিৎ নিদ্রামগ্ন হইয়াছেন—এমন সময় স্বপ্নে দেখিলেন—কোটি সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় এক অপূর্ব্ব জ্যোতি। সেই জ্যোতি মন্ডলের মধ্যে শোভা-সৌন্দর্য্যের উদধির ন্যায়—শ্রীরাম-সীতা ও লক্ষ্মণ বিরাজমান। আপন ইষ্ট দর্শন করিয়া বালারাম আনন্দে বিহ্বল হইলেন। বালারামের বাক্য স্তব্ধ হইল—নয়নম্বল প্রমাশ্রু মোচন করতঃ নীরবে যুগল চরণ

কমল বিধৌত করিল। মধুর যুগল মৃদু দর্শনে বালারামের
অন্তরাঙ্গা যেন কাঁদিয়া বলিতেছে—

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার।

তুমি অনন্ত চির বসন্ত অন্তরে আমার ॥

অতঃপর, অতি মঞ্জু-মধুর ভাষায়—যুগল সরকার বালারামকে
বলিলেন—বালারাম! আমার দর্শনের জন্য তুমি কেন এত কষ্ট
করিতেছো? তোমার উপর যে কার্যের ভার আছে—তুমি তাহাই
কর। জীবগণের কল্যাণ কর—যুগল নাম ভজন কর এবং জীবগণের
মধ্যে সুমধুর সিয়রাম নাম প্রচার কর। আমার দর্শন লাভের জন্য
তোমায় অধিক কষ্ট করিতে হইবে না। আমি সदैব তোমার সমীপেই
আছি। এই কথা বলিয়া যুগল সরকারের অধর-হাসি কোথায়
মিলাইয়া গেল! বালারাম স্বপ্নে জীবনের নির্দেশ লাভ করিলেন।
আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া বালারাম গদগদ কণ্ঠে করুণানিধানের
জয় গান করতঃ স্তুতি করিতে লাগিলেন—

জয় জয় সুর নায়ক, জন সুখ দায়ক প্রণতপাল ভগবন্ত।

গো-দ্বিজ হিতকারী জয় অমুরারি সিদ্ধু-সুতা প্রিয়কান্ত। ॥

পালন সুর-ধরণী অদ্ভুত-করণী মরম ন জানই কোই।

যো সহজ কৃপালা দীন দয়ালা করউ অমুগ্রহ সোই ॥

জয় জয় অবিনাশী সব ঘটবাসী ব্যাপক পরমানন্দ।

অবিগত-গোতীতং চরিত পুনীতং মায়াহিত মুকুন্দ্য ॥

যেহি লাগি বিরাগী অতি অমুরাগী বিগত মোহ মুনিবৃন্দ।

নিশি বাসর ধ্যাওদি গুণগণ গাওহি জয়তি সচ্চিদানন্দ। ॥

এই দিব্য স্বপ্ন দর্শন করিবার পর আরোও কিছুদিন ব্যতীত হইয়াছে। বালারাম পূর্নবৎ একান্তে অখন্ড সিয়রাম নাম ভজনেই রত। মাঝে মাঝে স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া পূলকানন্দে মগ্ন হইয়া যান এবং স্বপ্নাদিষ্ট ভগবৎ নির্দেশ পালনের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে কালাতিপাত করিতে থাকেন।

একদিন রাত্রে বালারাম পূনরায় এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখিলেন। শ্রীঅযোধ্যা ধাম স্থিত—লক্ষ্মণ কীলা-নিবাসী—সাধক-শ্রেষ্ঠ অনন্তশ্রী-যুগলানন্দ শরণ মহারাজ বালারামকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—বৎস! তোমার ভগবৎ প্রেম ও নিষ্ঠায় আমি পরম প্রসন্ন হইয়াছি। যাহাতে তুমি অধিক মাত্রায় ভগবৎ রহস্য অনুভব করিতে পার—যাহাতে তোমার ভগবৎ প্রেম ও বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়—যাহাতে তুমি শ্রীনাম-রূপ—লীলা-ধাম মহাত্মা—সম্যক অনুভব করিতে পার—সেই হেতু তোমায় শ্রীসীতারাম নাম প্রতাপ প্রকাশ নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দান করিতেছি। তোমারই জন্য এই গ্রন্থখানি আমি বহু পরিশ্রমে সংকলন করিয়াছি। এই গ্রন্থরাজ পাঠ করিলে তোমার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এই বলিয়া স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্তি কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। এই স্বপ্নের অনতিবিলম্বে বালারামের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বালারামের এক অনিশ্চিনীয় ভাব—সারা অঙ্গে পূলকাবলী! এক অপূর্ণ ভাবাবেশে বালারাম কোন প্রকারে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতেই এক ব্রাহ্মণ শ্রীসীতারাম নাম প্রতাপ প্রকাশ নামক গ্রন্থখানি লইয়া বালারামের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বালারাম যেন আনন্দে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না। কোন প্রকারে পণ্ডীতজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য

যথাযোগ্য আসন দিলেন। ব্রাহ্মণ পুস্তকখানি বালারামের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন—হে পুত্র ! তুমি বড় ভাগ্যবান—তোমার যোগক্ষেম—চরাচর-নায়ক স্বয়ং সীতাপতি বহন করিতেছেন। তোমার জন্ম ধন্য ! এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

পুস্তকখানি পাইবামাত্র বালারাম অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যতই পাঠ করেন—ততই পুস্তকের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিব্য গ্রন্থখানি যেন অমৃতের খনি—‘স্বাদু স্বাদু, পদে পদে’। বালারাম পুস্তকখানি বার বার পাঠ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। গ্রন্থরাজে—বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, নাটক, যামল, তন্ত্র, রহস্য, রামায়ণাদি প্রমাণিত শ্রীসীতারাম যুগল নামের মহিমা কীর্ণিত হইয়াছে। শ্রীসদগুরু শ্রীচরণাগ্রিত নাম জাপক সাধকের ইহাই একমাত্র অবলম্বন। নাম জাপক মহাত্মা এই গ্রন্থপাঠে প্রভূত উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। পুস্তকের রচয়িতা শ্রীঅযোধ্যানিবাসী অনন্ত শ্রীযুগলানন্দ শরণ মহারাজকে শ্রীগুরুত্ব বরণ করিবার জন্য বালারামের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইল। অতি দীনান্তর ভাবে বালারাম পরম কৃপালু শ্রীসীতারামকে আপন বাসনা জানাইলেন। অনন্যভক্তের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করাই হইল—শ্রীভগবৎ লীলা। ভক্তবাহুপূর্ণ করিবার জন্য নিগূঢ় ব্রহ্ম সগুণ আনন্দময় লীলা করিয়া থাকেন এবং আপন লীলা মাধুর্য্য আপনিং আশ্বাদন করতঃ অধিকতর রস বিস্তার করিয়া থাকেন।

সেই রাতেই হনুমানজী স্বপ্নে বালারামকে দর্শন দিয়া বলিলেন—বৎস ! তোমায় আমি সবিধি শ্রীরাম মন্ত্র দান করিতেছি। তুমি যে মহাত্মাকে পূর্ব্বে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছ তাহারই শিক্ষা ও সম্প্রদায় পুণ্ড্র অযোধ্যানিবাসী সাধকশ্রেষ্ঠ অনন্তশ্রী রামবল্লভা শরণের নিকট

তুমি পরে বিধিবাং মস্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিও । এই বলিয়া হনুমানজী অস্তহিত হইলেন । সেই রাত্রে বালারাম স্বপ্নে আরোও অনেক দিব্যানুভূতি লাভ করিলেন ।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই বালারামের নিদ্রাভঙ্গ হইল । রাত্রে স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটে নাই । শরীর আছে অথচ তাহার সম্যক ক্রিয়া ঠিক বৃদ্ধিতে পারা যাইতেছে না । কীরূপ যেন ভাবাবেশের শরীর ! ক্ষুধা, তৃষ্ণা কিছুই বোধ নাই । প্রাতঃশৌচ ও স্নানাদি করিয়া বালারাম শ্রীহনুমান প্রদত্ত শ্রীরাম মস্ত্র প্রেমের সহিত জপ করিতে বসিলেন ।

একটির পর একটি করিয়া বালারামের সকল মনোরথ পূর্ণ হইতেছে । স্নেহ মমতার যোগসূত্র—পিতামাতা—স্বর্গে গমন করিয়াছেন—আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পত্তির—বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে—শ্রীহনুমানজীর কৃপা-করুণা লাভ হইয়াছে—স্বপ্নে শ্রীরাম মস্ত্র এবং অযোধ্যা ধামে শ্রীগুরু প্রাপ্তির সঙ্কেত মিলিয়াছে । বালারাম পূর্নস্বৰ্ণ শ্রীহনুমানজীর মন্দিরে অখণ্ড সিয়রাম নাম ভজনেই মগ্ন রহিলেন । সৎ সঙ্গ এবং যুগল ভজন করা—বালারামের জীবনের আধার ।

ইহার কিছুদিন পরে বালারামের শ্রীচিত্রকূট-ধাম দর্শন করিবার প্রবল বাসনা হইল । চিত্রকূটে ভগবান শ্রীরাম—সীতা ও লখনলালের সহিত—বার বৎসরের অধিক কাল বিনোদ করিয়াছেন । প্রকৃতির অকুপণ আনন্দরাশি—চিত্রকূট ধাম—সন্তগণের সুখবিলাস । স্বচ্ছ সলিল । পূর্ণ্যশ্লেখিকা মন্দাকিনী—চিত্রকূটের দিব্য রজকণা—বালারামের মনপ্রাণ আকুল করিল । বালারাম মন্দিরে হনুমানজীর নিকট নিজ মনোরথ প্রকাশ করিলেন । মন্দিরের পূজারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বালারামকে এই বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহিত করিলেন এবং

হনুমানজীর প্রসাদী মালা বালারামের কণ্ঠে পরাইয়া বলিলেন—
বালারাম! তোমার চিত্রকূট ধাম দর্শন মঙ্গলময় হউক—তুমি
পরমানন্দে তীর্থ দর্শনে গমন কর—হনুমানজী তোমার সহায়।

বালারাম এই প্রথম একাকী জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রা
করিতেছেন। জননীর ন্যায় স্নেহশীল। গ্রামটি ছাড়িতে সাধক প্রবরের
হৃদয়ে ব্যথা লাগিতেছে। গ্রামের সকলে বালারামকে ভালবাসিতেন।
বিদায়ের ক্ষণে সকলে বালারামের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।
বালারাম স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বালারামের সহিত হয়তো
আর দেখা হইবে না—এই বিরহ ব্যথা—সকলের পক্ষে দঃসহ।
অত্যধিক স্নেহ-মমতার বশে অনেকেই রোদন করিতে লাগিলেন।
কত লোক বালারামকে—সংকল্প ত্যাগ করিবার জন্য—কাতর অনুরোধ
ও পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্তর্যামীর আহ্বানে
বালারাম আজ চিত্রকূটের পথিক—করজোড়ে সকলের আশীর্বাদ
ভিক্ষা করিয়া তিনি চিত্রকূটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিরহ-
বিধুর বিদায়ের ক্ষণ প্রতিমুহুর্তেই অগ্রসর হইতে লাগিল—সকলেরই
মনের বাসনা—যদি কালের প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়—যদি দৈব
যোগাযোগে বালারাম তাহাদের ছাড়িয়া অন্য কোথায় চলিয়া না যান।
এ যেন বালারামের গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়া নয়—এ যাওয়া সর্ব
গ্রামবাসীর—একটি মহান আত্মায় অসংখ্য ক্ষুদ্রাংশ আত্মার
আশ্রয় লাভ হইয়াছে। বালারামের বিরহে যেন অন্য সকলে আর
প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না। যথার্থই—

বিচুরত এক প্রাণ হরি লেহী।

অর্থাৎ—সর্বভূতে দয়া যার—সে যদি যায় চলি,

একাকী যায় না সে—সঙ্গে চলে অগ্গেরা সকলি ॥

বালারাম যাইবেন—কিন্তু বালারাম একাকী যাইবেন না—
বালারামের সাথে যাইবে—সমগ্র গ্রামবাসীগণের বিরহদগ্ধ প্রাণ-
সম্ভার।

বালারামের চিত্রকূট যাইবার কালে যে করুণ দৃশ্যের সমাবেশ
হইয়াছে তাহা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের তাপস বেশে অযোধ্যা নগরী
ত্যাগ করিয়া বন-গমন করিবার সাথে তুলনীয়। ভগবান বন গমন
করিতেছেন—আর তাঁহার সাথে গমন করিতেছে—অযোধ্যা নগরীর
তেত্রিশ কোটি আবাল-বৃন্দ-বনিতার হৃদয়-পঙ্কডরীক।

বালারামের সাথে অনেকে ষ্টেশন অবধি গমন করিলেন।
বালারাম—সকলকে মধুর সম্ভাষণে বহুবিধ প্রবোধ দিয়া নিজ নিজ
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন। অতঃপর চিত্রকূটগামী ট্রেন
আসিল। বালারাম ট্রেনের দরজায় স্মিত হাস্যে দণ্ডায়মান। আব্রহ্মচারী—
তেজোপুঞ্জ—বৈরাগ্যদীপ্ত বালারামের চন্দ্রানন—ভগবৎকৃপার স্পষ্ট
স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বালারাম করজোড়ে মাভূমি এবং হনুমানজীকে
প্রণাম করিয়া সকলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গাড়ী
ছাড়িল—নর-নারীর অক্ষুণ্ণ ক্রন্দনে ষ্টেশন বিষাদ মগ্ন হইল।
দর্শকবৃন্দ এক সাথে জয় জয় সি-য়-রা-ম ধ্বনি করিলেন। গাড়ী ষ্টেশন
ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। বালারাম বিহনে সারা
পানিয়র গ্রাম যেন অনাথ হইল। পানিয়র গ্রামের মধ্যে কে যেন সহসা
বিষাদ কালিমা ঢালিয়া দিল। তুলসীদাসের ভাষার গ্রামের অবস্থা
হইল—

জিমি ভানু বিম্বু দিম্বু প্রাণ বিম্বু তনু

চন্দ্র বিম্বু জিমি যামিনী।

অর্থাৎ—

ভাষু বিনা দিন যথা—প্রাণ বিনা তমু

চক্ষু বিনা যিমি বিভাবরী ।

বালারাম বিনা তিমি পানিয়র গ্রাম

সর্বহারা—সবার নয়নে ঝরিতেছে বারি ॥

যথা সময়ে বালারাম চিত্রকূটে উপনীত হইলেন । চিত্রকূট ধাম—বালারামের সম্পূর্ণ অপরিচিত । যাত্ৰীদের নিকট জানকী-কুণ্ডের পথ জানিয়া—অতি প্রেম বিহ্বল চিত্তে—বালারাম তাঁহার চির ঈশিত শ্রীজানকীকুণ্ড দর্শন করিয়া মনে করিলেন তিনি যেন সাক্ষাৎ শ্রীজানকী-চরণাবিন্দ দর্শন করিতেছেন—এবং প্রেমের দশায় বালারাম অবশ ভাবে যদুগল সরকারের চরণ-কমল বন্দনা করিয়া বলিলেন—

বন্দে বিদেহতনয়াং পদপুণ্ডরীকং

কৈশোর-সৌরভ-সমাহৃত-যোগীচিন্তম্ ।

হস্তম্ ত্রিতাপমনিশং মুনিহংস-সেব্যম্

সম্মানশালী-পরিপীত-পরাগ-পুঞ্জম্ ॥

দূর্বাদলছাতি-তনুং তরুণাজ্ঞনেত্রম্

হেমাস্বর-বর-বিভূষণ-ভূষিতাঙ্গম্ ।

কন্দর্পকোটি-কমনীয়-কিশোর-মূর্ত্তিম্

পূরকং মনোরথভবং ভজ্জানকীশম্ ॥

বালারামের দিব্য ভাবাবেশ দেখিয়া যাত্ৰীদের মধ্যে অনেকেই বালারামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন । সকলেই মনে মনে ভাবিতেছেন—

বালারাম—উচ্চমার্গের কোন মহাত্মা বিশেষ হইবেন। বালারামকে সেবা করিবার জন্য অনেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু বালারামের চরণ “রাম তীরথ চলি যাই”—রাম তীর্থের কাঙাল—অন্য কিছুই জানে না।

বালারামের একমাত্র লক্ষ্য হইল চিত্রকূট ধাম দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করা। এইভাবে চলিতে চলিতে বালারাম কামদগিরি আসিয়া পৌঁছাইলেন। কামদগিরিতে শ্রীকামদনাথ বিরাজিত। কথিত আছে—মন্দাকিনী নদীতে স্নান করিয়া সপ্রেম কামাদনাথজী দর্শন ও প্রণাম করিলে—কামাদনাথজী ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র—চিত্রকূট পর্বতে বাস করিবার সময়—শ্রীকামাদনাথকে সবিধি পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। কামাদনাথজী শ্রীরামকে বরদান করিয়া বলিয়াছিলেন—হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড-নাথক শ্রীরাম! তুমি অনায়াসেই রাবণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। শ্রীকামাদনাথ দর্শন এবং কামাদগিরি পরিক্রমা করা—চিত্রকূট দর্শনের একটি বিশেষ অঙ্গ।

সিয়রাম নাম রটন করিতে করিতে বালারাম কামদগিরি পরিক্রমা করিলেন। তৎপরে—চিত্রকূট বাস কালে শ্রীরামচন্দ্র যে যজ্ঞবেদীতে আহুতি দান করিতেন—সেই পবিত্র যজ্ঞবেদী দর্শন ও প্রণাম করিয়া মন্দাকিনী তট ধরিয়া শ্রীরামঘাটে (এই ঘাটে ভগবান চিত্রকূট বাসকালে স্নান করিতেন) স্নান করিয়া পুনরায় শ্রীজানকীকুণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় শ্রীজয়রাম শরণ নামে পরিচিত এক মহাত্মা বাস করিতেন। তিনি বালারামের বিশুদ্ধ শীল ও স্বভাব দেখিয়া সস্নেহে বালারামকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন—বালারাম! তুমি নিজ ইচ্ছামত চিত্রকূট ধাম দর্শন কর—কিন্তু আমার অনুরোধ—তুমি দুই

বেলা এই মন্দিরে প্রসাদ সেবা করিও। মহাআর সহজ ও সরল অনুরোধে বালারাম প্রসন্ন চিত্তে তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বালারামের অন্তরের সন্মুখের পবিত্র সৌরভ চিত্রকূটস্থিত অন্যান্য ভক্ত হৃদয়কে আকৃষ্ট করিল—সকল সাধুই বালারামের স্নিগ্ধ ভজন প্রবৃত্তির ও উজ্জ্বল বৈরাগ্যের জয়গান করিতে লাগিলেন এবং বালারামকে দর্শন-প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে নিত্য বাড়িতে লাগিল। অত্যধিক লোক সমাগম হইতেছে দেখিয়া বালারাম অন্যত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মান-প্রতিষ্ঠা রূপ প্রবল মায়ী প্রপঞ্চে পড়িয়া বালারাম ইচ্ছা সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহেন না! একান্তে বাস করিয়া ভগবৎ নাম ভজন করাই হইল সাধকের শ্রেষ্ঠ সাধন। এই প্রসঙ্গে বালারামের একটি দৌহা মনে পড়িল—

তুলসী তাঁহা যাইয়ে য়াঁহা আদর না করে কৈ।

মান মরে—মন ঘটে—রাম স্মরণ হৈ ॥

—তুলসী! যেখানে কেউ তোকে আদর করে না—সেইখানে যা—তাহাতে তোর অভিমান কমিবে—এবং রাম স্মরণ সহজ ও স্বাভাবিক হইবে।

তুলসীর এই সাবধানী বাণী স্মরণ করিয়া বালারাম লোটা কম্বল লইয়া গভীর রাত্রে সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। প্রাতঃকালে কোটি-তীর্থ—দেবাঙ্গনা প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র ছাড়িয়া চিত্রকূট পৰ্ব্বতের সিংহ গুহা (এই সকল গুহায় মূনি ঋষিগণ তপস্যা করিয়া সিংহ লাভ করিয়াছিলেন।) সকল পিছনে

রাখিয়া স্ফটিক-শীলা (এখানে ভগবান শ্রীরাম আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী শ্রীসীতাকে পূজা করিয়া বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন) হইয়া অনন্দসুয়ার নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে—সতী-সাক্ষী অনন্দসুয়ার (অত্রি-মুনির পত্নী) বরদানে মন্দাকিনী সে স্থানে প্রবাহিতা হইয়াছেন এবং অনন্দসুয়ার নাম হইতে এখানে মন্দাকিনীকে অনন্দসুয়া বলা হইয়া থাকে—পূর্বে এখানে কোন নদী ছিল না।

চিত্রকূট ধামের সকল বস্তুই দিব্য—রমণীয়। যথার্থ ভজনশীল অনন্ভবী সাধু-সন্তগণ এখানে অদ্যাবধি যুগল-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। বালারাম, অতঃপর, অনন্দসুয়ার তীরেই আসন করিলেন। নিকটেই এক মহাত্মা থাকিতেন—তিনি বালারামকে সামান্য ছোলার আটা ভোজন করিতে দিলেন। বালারামের গত দুইদিন কিছুই আহার করা হয় নাই—মহাত্মা প্রদত্ত আটাটুকু পাইয়া বালারাম দুইটি রুটি তৈয়ারী করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া সানন্দে বলিলেন—

(অনুবাদ)

জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ॥

সামান্য আহার করি।

যুগল সরকারে স্মরি।

সকল সংশয় পারে সাধুর বিশ্রাম ॥

সাধুর—ভোজন সামান্য—ভগবৎ ভজন—অনন্ত জীবনব্যাপী। অধিক ভোজন—ভজনের অন্তরায়। ভজন করিবার নিমিত্তই সাধুর ভোজনের প্রয়োজন—সাধু ভজনের বশে—ভোজনের বশে নহে। রসনা সংযম করিতে না পারিলে সাধকের সকল প্রযত্নই ব্যর্থ হইয়া যায়।

হনুমানজীর রোমে রোমে রাম নাম অঙ্কিত দেখিয়া দেবতারা অতি বিস্ময় ভরে হনুমানজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে মারুতি মহারাজ ! কোন সাধন বলে আপনি প্রতি রোম কূপে শ্রীরাম নাম স্-অঙ্কিত করিয়াছেন ? ইহার উত্তরে পবন-নন্দন রসনা এবং উপস্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ইহাদের পূর্ণ সংঘমে—ইহা অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছে ।

গংগার তীরে এজটি আনন্দময় লোকের শূভাগমন হইয়াছে । সাধুর সর্বাঙ্গে যেন আনন্দ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে । সাধুকে দর্শন করিলেই আনন্দ হয়—আপন ভাবে মগ্ন হইয়া সাধু ভজন পাঠ করিতেছেন । সাধু দর্শনার্থে কিছু লোক সমাগমও হইয়াছে । কেহ কেহ সামান্য ফলমূল ও মিষ্টান্ন সৎগে করিয়া আনিয়াছেন, বাসনা সাধুকে নিবেদন করেন । কিঞ্চিপরে সহাস্য বদনে সাধু সকলের সাথে মধুর ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন । উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীমৎভাগবৎ গীতা হইতে কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । সাধু পরম-বৈষ্ণব—মধুর দীনতায় বলিলেন—শ্রীমৎভাগবৎ গীতার আমি কী বুদ্ধি ? অতঃপর ভজন-লব্ধ আত্মানুভূতির দৃঢ়ভিত্তি হইতে তিনি শ্রীমৎগীতার উপর অনেক কথা বলিলেন । তিনি যাহা বলিয়াছিলেন—তাহার সূত্র শূদ্ধ কণ্ঠেই জানে—লিখিয়া জানাইবার নহে । শ্রীগুরু-কৃপায় শ্রীমৎগীতার স্বার্থ মস্মজ্ঞ না হইলে এরূপ অপূর্ব ব্যাখ্যা কেহ করিতে পারেন না ।

অবশেষে যে যাহা আনিয়াছিলেন সাধুকে নিবেদন করিলেন । এত খাদ্য সামগ্রী দেখিয়া সাধু বিস্ময়ে বলিলেন—এত ভোজ্য বস্তু কী হইবে ? এইরূপ ভূরি ভোজন করিলে—নিদ্রা-প্রমাদ প্রভৃতি তম গুণের বৃদ্ধি পাইবে এবং আমি মনে করিব জগতের সকল জীবগণই এইরূপ

সুন্দর ভোজন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে। একরূপ রুচিকর ভোজন করিলে অন্যের দঃখ কষ্ট আমি কী প্রকারে বদ্বিব? এই কথা বলিয়া সাধু ফল ও মিষ্টান্নগুলি সকলকে বণ্টন করিয়া নিজে অতি সামান্যই গ্রহণ করিলেন—ইহাই যথার্থ শ্রীগীতোক্ত—

আত্মোপায়োন সর্বত্র সমং পশ্চতি যোহর্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমো মতঃ ॥

অর্থাৎ, হে অর্জুন! যিনি সর্বত্র সমং পশ্চতি যোহর্জুন সহিত সমান করিয়া দেখেন সেই সর্বভূতানুকম্পী যোগী সর্ব শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার অভিমত।

কয়েকদিন পরে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনুসূয়ার তটে বালারামকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন। তাঁহারা বালারামের সহিত কয়েকদিন সৎ-সঙ্গ করিয়া তাঁহার ভজনানন্দী ভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। অতঃপর গৃহে ফিরিবার সময় তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিয়া বালারামকেও তাঁহাদের গ্রামে লইয়া আসিলেন। বালারাম দুই দিন সেই গ্রামে থাকিয়া সঙ্জনবৃন্দকে অপার ভজনানন্দে মগ্ন করতঃ তৃতীয় দিনে প্রত্যুষে—গোদাবরী তীর্থে—দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। গোদাবরী তীর্থে ভরত কুপ বিশেষ দ্রষ্টব্য। কথিত আছে—শ্রীরামচন্দ্রর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ভরত সন্ত-তীর্থে পুণ্যোদক সঙ্গে লইয়া চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রর সহিত মিলিত হইলেন। সত্য-সম্বৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাস করিতে দৃঢ় সংকল্প এবং স্বয়ং রাজ্যাভিষেক গ্রহণ করিবেন না—তখন ভরত রাজগুরু শ্রীবশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে সেই সন্ত তীর্থোদক দ্বারা একটি গুণ্ড কপের জীর্ণোদ্ধার করেন—এবং—অধুনা তাহাই

শ্রীভরত কূপ নামে পরিচিত। এই ভরত কূপের মাহাত্ম্য অন্য যে কোন তীর্থ হইতে কোটিগুণ অধিক।

অতঃপর ভরত কূপ দর্শন করিয়া বালারাম শ্রীরামশয্যায় আগমন করিলেন। চিত্রকূট বাসকালে ভগবান এই স্থানে শয্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবে সাধু-সংগ ও তীর্থ দর্শন করিতে করিতে এবং ভগবৎ ভজনে সর্বস্থান সমৃদ্ধ করতঃ বালারাম চিত্রকূট ধাম পরিক্রমা করিতে লাগিলেন এবং পরিক্রমা শেষে মন্দাকিনী তটে শ্রীবিগ্রাম ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন।

(১০)

শীতের রাত্রি। চিত্রকূটের পাহাড়ী ঠাণ্ডায় রাত্রে আর কেহ ঘাটে থাকে না। মন্দাকিনীর জোয়ার-ভাঁটায় ঘাটও ভিজিয়া থাকে। বালারামের সংগে আছে মাত্র একটি লোটা ও একটি কম্বল। পরি-রাজক মহাত্মার ইহাই রাজবেশ। রাত্রে নিদ্রার কোন চেষ্টাই নাই—নির্জ্ঞান ঘাটে বসিয়া বালারাম সিয়রাম নাম ভজন করিতে লাগিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়া গেল—কত রাত্রি হইল কে জানে! চারিদিকে একটা তমথমে ভাব। হিম-কুয়াশায় ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না। রাত্রের বরফ পড়া ঠাণ্ডায় কোন নিশাচর পশু-পক্ষীর সাড়াশব্দ নাই—ভজন-রসিক বালারাম নামামৃত পানেই তন্ময় হইয়া সিয়রাম নাম ভজন করিতেছেন। হৃদয়—যুগল সরকারকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল। ভগবৎ দর্শনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহার কাছে

শীতাতপ—সুখ-দুঃখ—ক্ষুধা-তৃষ্ণা—সবই অতি তুচ্ছ । সুখ-দুঃখ—
ক্ষুধা-তৃষ্ণা—জন্ম-মরণ—ভয়-শোক—জীব—জন্মে জন্মে—বহু ভোগ
করিয়াছে—এই নরতনুতে—ভগবৎ-দর্শনই—জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ
সাধন ।

বস্তুতঃ ইষ্টানুকূলা হইতে বঞ্চিত হওয়াই জীবনের ব্যর্থতা ।
বালারামের দেহ জ্ঞান নাই—দুঃস্কর তপস্যায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন ।

এমত অবস্থায়—ভক্ত-বৎসল দীনদয়াল ভগবান—ভক্তের আর কত
কষ্ট দেখিতে পারেন ! রাত্রি প্রায় শেষ হয়-হয়—এমন সময়
বালারাম একটি সুস্পষ্ট আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সজাগ হইয়া
বসিলেন । বালারাম যেন শুনিতে পাইলেন—বালারাম ! তুমি
আগে অযোধ্যা ধামে যাইয়া পঞ্চ সংস্কার গ্রহণ কর—তবে তুমি
আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবে । এই দৈব বাণী শুনিয়া বালারাম
চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে
পাইলেন না । বালারাম ভাবিলেন—হয়তো বা এ একটা মনের
ভুল ! পরক্ষণেই বালারাম পুনরায় শুনিলেন—বালারাম ! তুমি
এখনই অযোধ্যায় যাইয়া পঞ্চ সংস্কার গ্রহণ কর—ইহাকে তোমার
মনের ভুল বলিয়া বিবেচনা করিও না ।

অতি স্পষ্ট স্বার্থহীন ভাষায় এই নিশীথ রাত্রে—কে বালারামকে
আজ্ঞা দিতেছেন ? বালারাম এই অদ্ভূত রহস্যময় দৈব বাণীর মর্ম
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না—বার বার, দুই বার—একই আজ্ঞা ।
বালারাম অতঃপর অযোধ্যায় যাওয়াই স্থির করিলেন । গভীর
আবেগ ও উৎকণ্ঠায়—অপার বিস্ময় ও আনন্দে—বালারাম অবশিষ্ট
রাত্রিটুকু—কোন প্রকারে যাপন করিলেন ।

রজনী প্রভাত হইলে—বালারাম মন্দাকিনীর তট ছাড়িয়া নিকটবর্তী

রেলওয়ে স্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলেন। দৈব যোগাযোগে এক সঙ্জন ব্যক্তির সহায়তায় বালারামের ট্রেনের টিকিটও সংগৃহীত হইল।

অযোধ্যার পথে বালারাম কাশ্মী নগরে উপস্থিত হইলেন। এ জায়গাটি বালারামের সম্পূর্ণ অপরিচিত। গণেশ লাল নামে পরিচিত এক ভক্ত—বালারামের ভজন-ভাবে আকৃষ্ট হইয়া—বালারামকে তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন। গণেশ লালের নিষ্কপট সেবায় তুষ্ট হইয়া বালারাম দুইদিন কাশ্মী নগরে বাস করতঃ পুনরায় অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। পথে শ্রীরাঘবদাস নামে এক ভক্ত সাথীর সংগ লাভ হইল। অতঃপর, দুই ভক্তে—পরম সন্তোষে—ভজন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে বহু আশা-আকাংক্ষা বিজড়িত সাধের অযোধ্যা ধামে উপনীত হইলেন।

বালারামের হৃদয় ভগবৎ কারুণ্যে বিগলিত। তিনি ভাবিতে পারিতেছেন না—সত্যই কী তিনি প্রভুর শ্রীধামে উপস্থিত হইয়াছেন? না—বালারাম—তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। শ্রীধামই কৃপা করিয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় আনিয়াছেন। শ্রীধাম প্রেমে বালারামের চক্ষে দরদর ধারায় অশ্রু পড়িতেছে—মুখমণ্ডলে অসীম কৃতজ্ঞতার সুন্দর স্বাক্ষর ফুটিয়া উঠিয়াছে। বালারাম কর-কমল দুইটি বন্ধ করিয়া সাষ্টাঙ্গে শ্রীধাম প্রণাম করিয়া বলিলেন—হে ধাম মহারাজ! তোমার দরবারে কত আতুর হৃদয় স্থান পাইয়াছেন—কত সাধু তোমায় সেবা করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন—তোমার রজকণা কত নরনারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছে! হে যুগল সরকার-সেবিত শ্রীক্ষেত্র! তুমি এ দীন ভিখারীর সকল কামনা পূর্ণ করো। এই বলিয়া বালারাম আন্তর হৃদয়ে শ্রীধাম কৃপা প্রার্থনা করতঃ ভাব-রুদ্ধ কণ্ঠে আপনার মন-বাসনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—

অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চহউ নির্বাণ ।

জনম জনম রতি রামপদ ইহ বরদামু ন আন ॥

—আমি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই চাহি না। জন্মে জন্মে যেন শ্রীরাম চরণ কমলে আমার দৃঢ় রতি থাকে—আমি—কেবলমাত্র এই বরদানই প্রার্থনা করি।

†

(১১)

অযোধ্যায় আসিয়া—বালারাম—মহাত্মা রাঘবদাসের সহিত একটি আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। রাঘবদাস একজন প্রেমী নাম-রসিক ভক্ত—অনুভবী সন্ত। ভগবৎ কৃপায়—স্বরূপ রহস্যের জ্ঞাতা। বালারাম প্রায় একই কোঠার সাধক। ভগবৎ ভেদ-ভক্তি—শ্রীনাম-রূপ-লীলা-ধাম রহস্যের আলোচনায়—দুই মহাত্মা—আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বালারামের নিকট নিত্য নূতন শ্রীধাম রহস্য প্রকটিত হইতে লাগিল এবং তিনি নিত্য নব দিব্যানুভূতির সুখ-সঙ্গ আশ্বাদন করিতে লাগিলেন। শ্রীধামের প্রতি রজকণাই এখন বালারামকে কত কথাই বলিতেছে। ইহার পূর্বে বালারাম স্বপ্নে শ্রীধাম রহস্য সম্বন্ধে দিম্বেদর্শন লাভ করিয়াছেন। সন্ত-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা শ্রীযুগলানন্দা শরণ মহারাজ বালারামকে কৃপা করিয়া শ্রীধাম রহস্য কিঞ্চিৎ জানাইয়াছেন। বালারাম শ্রীধাম প্রেমে মজিয়াছেন। শ্রীধামের সম্বন্ধই যেন বালারাম

যুগল মৃন্তির সম্যক স্ফুটতি ও লীলা বৈচিত্র্য অনুভব করিতে লাগিলেন। এই ভাবে—নবানুরাগের প্রেমের দশায়—বালারামের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অযোধ্যায় আসিয়া অবধি বালারাম বৈষ্ণব-শিরোমণি শ্রীযুগলা-ন্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সরযু তটে লক্ষ্মণ-কিলায় গিয়া জানিতে পারিলেন যে উক্ত মহাত্মা সাকেত-বাসী হইয়াছেন। এই নিদারুণ মর্ৎস্যান্তিক সংবাদে বালারাম শোকে মূহ্যমান হইলেন। বালারামের কত দিনের আশা-লতা আজ বোধহয় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। এ যেন তীরে আসিয়া তরী ডুবিয়া গেল। বালারাম বালকের ন্যায় আত্মনাদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বালারাম অতি দীন ভাবে বলিলেন—হে দয়াল!—এরূপ ভাবে হতভাগ্যকে বঞ্চিত করিবেন জানিতে পারিলে—এ অধম আপনায় পূর্বেই সাকেত ধামে গমন করিত। অকৃত্রিম প্রিয়-সখা রামদাস বালারামকে অনেক প্রকারে প্রবোধ দিয়া কতকটা শান্ত করিলেন।

বালারামের মন ভাঙিয়া গিয়াছে। অতঃপর একান্তে ভজন করিবার উদ্দেশ্যে বালারাম একটি উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অনেক চেষ্টার পর একটি নিষ্কর্জন বাসের সন্ধান পাইলেন।

সরযু তটে—লক্ষ্মণ-কিলার সন্নিকটে—স্থানটি সত্যি মনোরম। চারিপাশেই নিবিড় অরণ্যানীর স্নিগ্ধ ছায়া—দূরে—বিস্তৃত-বক্ষ পর্বতশ্রেণী এবং সম্মুখে পূর্ণ্য-তোয়া সরযু প্রবাহিত। স্থানটি দেখিয়া বালারামের বড় ভাল লাগিল এবং, সেইখানেই বাস করিয়া, অতঃপর, ভগবৎ-ভজন করিতে মনস্থ করিলেন। অযোধ্যানিবাসী রামদাস স্থানটির পরিচয় পূর্বে হইতেই জানিতেন। ভীষণ

বিষধর সপের আবাসভূমি ! তিনি স্থানটির সম্পর্কে বালারামকে সতর্ক করিয়া অন্য কোন নিরাপদ স্থান সংগ্রহ করিতে বলিলেন । স্থানটি দেখিয়াই—বালারামের বড় পছন্দ হইয়াছে—স্থানটি অতি উদার—শিথল ও সুনির্মল—ভজন-রসিক সম্ভার সম্বন্ধকুল্য-দায়ক । বালারাম রাঘবদাসের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না এবং সেইখানেই থাকিয়া ভগবৎ ভজন করিবার জন্য করজোড়ে রাঘবদাসের সহস্র অনুরোধ প্রার্থনা করিলেন ।

ঐ ভয়ঙ্কর বিপদসংকুল স্থানে প্রিয়সখা বালারামকে একাকী ছাড়িয়া যাইতে রাঘবদাসের বড় কষ্ট হইল—তাহার সহিত আগ্রমে ফিরিয়া যাইবার বালারামকে জন্য তিনি কত বৃথাইলেন—কিন্তু কোনও ফল হইল না । বালারামের সম্বন্ধ-প্রাণ ভগবৎ ভজনে অপিত—সেথায় ভয় বা অন্য কিছুই স্থান নাই ।

বালারামের দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া - রাঘবদাস, অগত্যা, বালারামকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া ভগ্ন হৃদয়ে একাকী নিজ আগ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

বালারাম, অতঃপর, স্থানটিকে সুন্দর করিয়া পরিষ্কার করিলেন এবং সন্ধ্যায় সরযুতে স্নান করিয়া একান্ত মনে নাম রটন করিতে বসিলেন । প্রেমাদ্র-চিস্তে ভজন করিতে করিতে কয়েকঘণ্টা অতিবাহিত হইল । রাত্রি গভীর হইয়াছে—অন্ধকারে সরযুর জল ঘন কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে—সহসা দেখিলে দর্শকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে—স্বাপদ সংকুল ভয়ঙ্কর স্থানে বালারাম সিয়রাম নাম কীর্তনে মগ্ন হইলেন ।

হঠাৎ কিসের একটি গম্ভীর শব্দ বালারামের ধ্যান ভগ্ন হইল । চক্ষু খুলিতেই বালারাম দেখিতে পাইলেন যে তাহার পাশে

দুইটি অতিকায় সপ' সুবৃহৎ ফণা বিস্তার করিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতেছে। সপ' দুইটি ভূমির উপর প্রায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বালারামের সম্মুখে রাজকীয় ভাবে হেলিতেছে দুলিতেছে। বালারাম— এক মূর্ত্তে এই নিগূঢ় সপ' লীলার রহস্য জ্ঞাত হইয়া—সপ' দুইটির প্রতি করজোড়ে অভয় মূদ্রায় বলিলেন হে সপ'-রূপ ধারী যোগ-দ্রষ্টা স্বাধি!—আপনারা আমার প্রভু লখনলালের বংশধর (শেষ নাগা লখনলালের এক রুদ্ৰ)—আপনারা শ্রীধামবাসী—অযোধ্যায় আপনাদের সম্বৎ নিবাস মিলিবে—আমি একজন নগণ্য বিদেশী—অতিকণ্টে এই মনোরম স্থানটি লাভ করিয়াছি আমার বড় ইচ্ছা—এই স্থানে কিছু দিন সুখে বাস করতঃ আপনার প্রভু—শ্রীমীতাপতির ভজন করি। এই বিষয়ে আমি আপনাদের শরণাগত—আশ্রয়-প্রার্থী।

অতি দীন-কাতরতায়—এই কথাগুলি বলিয়া—বালারাম চক্ষু খুলিলেন—চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও, কিন্তু, সপের কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন না। ভগবৎ কারুণ্যে—বালারামের হৃদয় বিগলিত হইল এবং নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অতঃপর বালারাম পরমানন্দে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ভগবৎ ভজনে অতিবাহিত করিলেন।

প্রাতঃকালে এই রোমাঞ্চকর সংবাদটি বিদ্যুৎ গতিতে সম্বৎ ছড়াইয়া পড়িল। বালারামকে দেখিবার জন্য কত গ্রামবাসী—কত সাধু—আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালারামের মুখে সেই বিমল হাসি—নয়নে সবার তরে কল্লগার প্লাবন ধারা এবং মুখে সুমধুর জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম। অতঃপর বালারাম যতদিন সেই স্থানে ছিলেন—আর কোনদিন—কোন সপ'—সেখানে আসে নাই।

বালারামের হৃদয় কুজ আনন্দ-কন্দের লীলা নিকেতন। প্রেম

দৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যুগল সরকারের আনন্দ-লীলার নিত্য সঙ্গিনী। বালারামের নিকট ত্রিভুবনে সকলেই যুগল সেবা-রত—
বালারাম সেই শ্রীযুগল-সেবা সুধা নিত্য পান করিতেছেন।
পূর্ণানন্দের আশ্বাদনে বালারাম সম্বৎ রাগ-শ্বেষ-ভয় মুক্ত। সপৎ
দুইটির যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া বালারাম সম্পূর্ণরূপে ভয়হীন।
বস্তুতঃ—

আনন্দং ব্রহ্মেণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

আনন্দ স্বরূপকে জানিতে পারিয়া রস-বেত্তা সম্বৎ এই নির্ভয়—
বালারাম—এই দিব্য-মন্দের—মূর্ত্ত প্রতীক।

(১২)

সৎ গুরুর সম্প্রদায় করিয়া বালারামের দীর্ঘ বার বৎসর কাটিয়াছে।
ইহার পূর্বে কত সাধু-সন্ন্যাসী বালারামকে নিজ নিজ সম্প্রদায়-ভুক্ত
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বালারাম, কিন্তু, এই বার বৎসরে কোন
বৈরাগ্যবান, ধর্মনিষ্ঠ, মস্মজ্ঞ গুরুর সম্প্রদায় পান নাই। বিশেষ পুণ্য
পুঞ্জ বিনা যেকোন সদগুরু মিলে না সেইরূপ সুশিষ্য লাভ করাও
গুরুর সৌভাগ্যের পরিচয়। বালারাম হেন সুশিষ্য লাভ করিতে
কোন সম্প্রদায় না চাহিবেন ?

অষোধ্যায় শ্রীগুরুর সম্প্রদায় করিয়া বালারামের ছয় মাস কাল ব্যতীত
হইল। বালারাম বাল্যাবধি মধুর রসের উপাসক। যোল লক্ষণ-যুক্ত

ভজনানন্দী নাম-রসিক বৈষ্ণব সন্তের সস্থানে বালারাম সাধু সমাজে যাতায়াত করিতেন। সরস্বতীতে লক্ষ্যণ কিলায় প্রত্যহ বৈকালে সন্ত সমাগম ও সৎ-সঙ্গ হইত। বালারাম সেই সমাজে নিত্য যাইতেন। সন্ত সভায় প্রত্যহ তুলসীকৃত শ্রীরামচরিত মানস গ্রন্থ পাঠ হইত এবং পাঠ করিতেন—সদ্রসিক স্বামী শ্রীরঘুবীর শরণ। কয়েক দিন সৎ-সঙ্গ করিবার পর—এক মহাত্মার প্রতি—বালারামের দৃষ্টি পতিত হইল। মহাত্মার তেজোপদ্ম গৌর বর্ণের শরীর—দীর্ঘ ললাটে শ্রীসম্প্রদায়ের উদ্ভব-পদ্ম তিলক—মুখ মণ্ডল দিব্যানন্দে উদ্ভাসিত। মহাত্মাকে বার বার দর্শন করিয়াও বালারাম যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। বালারামের মনে হইল যেন—এইরূপ সাধু ইহার পূর্বে তিনি কোথাও দর্শন করেন নাই। বালারামের এখন গ্রন্থ পাঠ-শ্রবণ করা অপেক্ষা মহাত্মার প্রতিই অধিক ধ্যান। মহাত্মার প্রতি বালারামের আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালারামের মনে হইল—এই মহাত্মার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে—তাঁহার জীবন ধন্য হইবে।

দৈব যোগাযোগে একদিন মহাত্মাকে নিষ্কর্মে একাকী পাইয়া বালারাম নত-জানু হইয়া সজল নেত্রে মহাত্মার নিকট আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ পঞ্চ সংস্কার ভিক্ষা করিলেন। মহাত্মা—প্রসন্ন স্মিত হাস্যে বালারামের মাথার জটায় প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমি জটা ধারণ করিয়াছ কেন? আমাদের সম্প্রদায়ে জটা ধারণ করিবার প্রচলন নাই। এই কথা বলিয়া মহাত্মা বালারামকে আশীর্বাদ করিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

গভীর ব্যথায় বালারামের চক্ষে জল আসিল। তাঁহার এত দীর্ঘ দিনের চেষ্টা—এত কঠোর তপস্যা—এরূপ প্রেমের ভজন কি সব ব্যর্থ হইবে? সামান্য মাথার জটা—শ্রীগুরু প্রাপ্তির পথে

অন্তরায় হইয়াছে। বালারাম—বড় অসহায়—বোধ করিলেন। বালারাম আর যেন নিজের নহে—এই কয়দিনে বালারাম যেন মহাত্মার বশীভূত হইয়াছেন। বালারামের সম্বন্ধ মন-প্রাণ যেন মহাত্মা অকস্মাৎ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। মহাত্মার পরিচয় বিনা বালারাম নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারিতেছেন না। মহাত্মাকে দর্শন করিয়া অবধি বালারামের বার বার শ্রীগীতোক্ত বাণী স্মরণ হইতেছে যে—এই মহাত্মাই তাঁহার—

গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং মুহুঃ ।

মহাত্মাই বালারামের একমাত্র গতি, প্রভু, সাক্ষী, রক্ষক, সন্ধান ও নিবাস ।

মাথার জটা সদৃশ প্রাপ্তির পথে অন্তরায় ! সিয়লাল ভগ্ন হৃদয়ে সরযুর তীরে গমন করিয়া নিজ হস্তে কাঁচির সাহায্যে মাথার জটা-ভার কাটিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। মাথার দিকে কাহারও লক্ষ্য পড়িলেই হাসি পাইবে—লোকে বালারামকে—পাগল ভাবিবে। জটা ভার হইতে মুক্ত হইয়া বালারামের কিস্তু—আনন্দের সীমা নাই। বালারামের সহজানন্দ দেখিলে মনে হয়—বালারাম যেন জীবনের সকল রহস্য ভেদ করিয়াছেন—বালারামের যেন সম্বন্ধ বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে—বালারাম যেন আনন্দময় সত্ত্বা লাভ করিয়াছেন।

অধীর আগ্রহে ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে—বালারাম—সেই দিন বৈকালে মহাত্মার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে—মহাত্মা বালারামকে সন্মানে আলিঙ্গন করিলেন এবং মাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বালারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বালারাম ! তুমি একী করিয়াছ ? তোমার মাথায়

এরূপ অসমান হাস্যোদ্দীপক কেশ কোথা হইতে আসিল—মাথার জট্ট কোথায় ফেলিলে ? অশ্রু-সিক্ত নয়নে—বালারাম—অতি দীন ও কাতর ভাবে উত্তর দিলেন—সরকার ! অপরাধ মার্জনা করিবেন—এতদিন জট্ট আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা স্বরূপ ছিল—আপনার আশীর্ব্বাদে—আমি আজ নিজ হস্তে সেই জজ্ঞাল পরিষ্কার করিয়াছি । বালারামের গভীর আত্মনিবেদাত্মক বাণী শুনিয়া মহাত্মা অতি প্রসন্ন বদনে বলিলেন—বালারাম—তুমি সামান্য ভক্ত নহ—ভজন মাগে' তুমি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছ—তোমার সরলতায়—আমি গভীর আনন্দলাভ করিয়াছি । তুমি—যথার্থই—নিগূঢ় দুল্ভ ভবনের উপযুক্ত পাত্র ।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মহাত্মা বলিলেন—আগামী মঙ্গলবার পঞ্চ সংস্কার গ্রহণ করিবার শুভ দিন । কিন্তু, এই পঞ্চ সংস্কার লাভ করিবার পূর্বে তোমায় চারিটি অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে । এই বলিয়া মহাত্মা, বালারামের উত্তরের প্রতীক্ষায়, নীরব হইলেন ।

মহাত্মার নিকট অঙ্গীকার করণের বাক্য শুনিয়া বালারামের মন পুনরায় শংকাকুল হইল । বালারাম ভাবিলেন—মহাত্মার নিকট কোন সম্পর্ক ? লইয়া তিনি অঙ্গীকার করিবেন ? বালারামের—স্বপ্নই—মহাত্মা অধিকার করিয়াছেন । বালারামের নিজস্ব বলিয়া আর কিছুই নাই । মহাত্মা-প্রাপ্তির পথে বালারাম সকল প্রকার কষ্ট হাসিমুখে, প্রসন্ন চিত্তে—বহন করিবেন । চারিটি কেন, মহাত্মা ইচ্ছা করিলে, বালারাম চারি শত অঙ্গীকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন । অতঃপর—দোদুল্যমান হৃদয়ে ও দীন সজল নয়নে—বালারাম মহাত্মাকে অঙ্গীকারগুলি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন ।

• মহাত্মার সন্তর্গগুলি যথাক্রমে পর পর নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

প্রথম সন্ত : বালারাম ! তোমার যদি কোন তীর্থ দর্শন করিবার বাসনা থাকে—তাহা হইলে পঞ্চ সংস্কার গ্রহণ করিবার পূর্বে তুমি—তাহা—দর্শন করিতে পার—পঞ্চ সংস্কার গ্রহণ করিবার পর সর্ব প্রকার তীর্থ ভ্রমণের বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

বালারামের উত্তর : হে প্রভু ! ভগবৎ ভজন ব্যতিরেকে আর কোন বাসনাই আমার নাই । পঞ্চ সংস্কার গ্রহণ করিবার পর আর আমি কোন তীর্থ দর্শন করিতে যাইব না ।

দ্বিতীয় সন্ত : বালারাম ! ভবিষ্যতে কোন মঠাধ্যক্ষ বা মহন্তের পদাধিকার গ্রহণ করিতে পারিবে না । তুমি ইহাতে স্বীকৃত আছ ত ?

বালারামের উত্তর : হে দয়াল ! আপনার অবিরল কৃপা-করুণা যেন এই দীন সেবককে ঐরূপ বাসনা হইতে সততই রক্ষা করে ।

তৃতীয় সন্ত : পঞ্চ সংস্কার গ্রহণ করিবার পর ক্ষুদ্রবৃত্তির জন্য ভগবৎ নাম লইয়া কখনও ভিক্ষা-বৃত্তি করিতে পারিবে না । তুমি ইহার সীমা কোনদিন লঙ্ঘন করিবে না ত ?

বালারামের উত্তর : না প্রভু ! কখনও ভগবৎ নাম বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিব না ।

চতুর্থ সন্ত : আমৃত্যু প্রেম ও নিষ্ঠার সহিত ভগবৎ ভজন করিবে ত ?

বালারামের উত্তর : অতি অবশ্য প্রভু ! আপনার আশীর্বাদে সর্বোপায় শূন্য হইয়া কেবলমাত্র ভগবৎ-ভজন করিয়া এই তনু যেন আমি ত্যাগ করিতে পারি ।

বালারামের বিনয় ও দৃঢ়তাপূর্ণ এবং নিষ্কপট উত্তরে মহাত্মা পরম প্রসন্ন হইয়া বালারামকে সানন্দে শ্রীসীতা ষড়ঙ্কর মন্ত্র, শ্রীরাম ষড়ঙ্কর মন্ত্র, শ্রীগুরু মন্ত্র, শ্রীহনুমান মন্ত্র, যদুগল শরণাগত মন্ত্র, উম্ম্বপদ্ম তিলক, ছাপ, যদুগলকণ্ঠী ও আত্মনাম দান করিয়া বলিলেন—

(অনুবাদ)

চিত্রকূট মিথিলা অযোধ্যা কাশী এর মাঝে গণিয় না ভেদ ।

মনোমত ধামে থাকি স্মরিও যুগল নাম হইয়া অখেদ ॥

অতঃপর মহাত্মা শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে বহুবিধ উপদেশ প্রদান করতঃ বলিলেন—বালারাম ! দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া কোন লাভ নাই—অনর্থক ভ্রমণ—শুদ্ধ চঞ্চল চিত্তের পরিচায়ক । যে স্থানে বসিয়া সপ্রেম সিয়রাম নাম ভজন করিবে—সেই স্থানই—সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া জানিবে । যে স্থানে ভগবৎ নাম উচ্চারিত হয় তথায় সর্ব তীর্থ আসিয়া মিলিত হয় । একান্তে থাকিয়া যুগল নাম ভজনই সর্ব আনন্দের খনি ।

মহাত্মার বাণী শুনিয়া অনন্য-ভক্ত ব্যামাক্ষ্যাপার একটি গান মনে পড়িয়া যায়—

আপনাতে আপনি থেকো মন

যেও নাকো কারো ঘরে ।

অতঃপর নাম সম্বন্ধে বহুবিধ সরস প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া মহাত্মা বলিলেন—ভগবৎ-নাম অধিক আর কিছুই নাই—নামই সর্ব বেদ-পুরাণের সার বস্তু । নামেই অনন্ত জগৎ ধৃত—এবং নামেই সর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান কুটে কুটে বিরাজমান । অতঃপর শ্রীনাম সম্বন্ধে ব্রহ্মসামল গ্রন্থ হইতে পাম্বতীর প্রতি শ্রীশিব-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মহাত্মা উপদেশ করিলেন—

রাম নাম পরাবেদা রাম নাম পরাগতিঃ ।
 রাম নাম পরাযজ্ঞা রাম নাম পরাক্রিয়া ॥
 রাম নাম সদানন্দো রাম নাম সদাগতিঃ ।
 রাম নাম সদা তুষ্টো রাম নাম সদামলঃ ॥
 রাম নাম পরং জ্ঞানং রাম নাম পরো রসঃ ।
 রাম নাম পরো মন্ত্রো রাম নাম পরো জপঃ ॥
 রাম নাম পরং ধ্যানং সদা সর্বত্র পূর্ণকম্ ।
 রাম নাম সদা সেবাং ঈশ্বরানাম্ মম প্রিয়ে ॥

শ্রীশংকর-ভগবান পাম্বতীকে বলিতেছেন—বেদগণ রাম নাম পর ।
 পরাগতি রাম নামাধীন, শ্রীরাম নাম সদানন্দময়, সম্ভগতি দায়ক—সদা
 তুষ্ট ও নিম্নল । শ্রীরাম নামই পরম জ্ঞান ও পরম রস । শ্রীরাম
 নামই পরম মন্ত্র ও পরম জপ । শ্রীরাম নামই পরম ধ্যান ও সদা
 সর্বত্র পরিপূর্ণ । শ্রীরাম নামই সমস্ত ঈশ্বরগণের সদাসেবা ।

নাম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হউক না কেন—তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর,
 বস্তুতঃ—নাম রহস্য সর্ব-মন-বাণী পার । একমাত্র ভগবৎ নাম ভজন
 দ্বারা এই অপার নাম রসামৃতের কিঞ্চিৎ মাত্র পান করিয়া জীব
 প্রেম-ভক্তির অধিকারী হয় ।

অনন্তর মহাত্মা বলিলেন—এই চতুর্দশ ভুবনের সকল বস্তুই
 শ্রীজানকী কিস্করী—নারী স্বরূপা । একমাত্র পুরুষ হইলেন—অনন্তৈক-
 রস বিগ্রহ মূর্তি—শ্রীরামচন্দ্র । রামঃ পুরুষঃ একঃ স্ত্রিয়শ্চ সকলাঃ ।
 চরাচর জীব শ্রীরামচন্দ্রের ভোগ্য-বস্তু । প্রকৃতি—স্বরূপতঃ—সদা
 শৃংগার-রাগ রঞ্জিত । জীব—নানারূপে—রসরাজ শ্রীরামের সহিত রস

বিহার করিতেছে। শ্রীজানকী—একাধারে—প্রেম ও ভক্তি স্বরূপিনী—
 নিত্য রসলীলার যদুথেশ্বরী ও সম্বৎ জীবাত্মার আশ্রয়স্থল—দার্শনিক
 পরিভাষায় যাহাকে প্রত্যগাত্মা বলা হয় তাহা থাকে। জানকীজীরই
 ইচ্ছানুযায়ী অনন্ত সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়ের নিত্য লীলা চলিতেছে।
 শ্রীসাকেত লীলা শ্রীজানকীজীরই প্রেম বিলাস। আনন্দ-কন্দ ভগবান
 শ্রীরামচন্দ্র তথায় শ্রীজানকী পরতন্ত্র। জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ,
 মুক্ত ও আনন্দরাশি। অবিদ্যা মায়া র সঙ্গ করিয়া জীব নিজ স্বরূপ
 ভুলিয়া জন্ম-মরণ রূপ সংসৃতি ভোগ করিয়া থাকে। শ্রীজানকী কৃপা
 কটাক্ষ ব্যতিরেকে জীব—তাহার স্বরূপ—অস্বাদন করিতে পারে না।
 শ্রীজানকী তত্ত্ব অতি গূঢ়—শ্রীজানকী কৃপা লাভ করিলে জীব
 অনায়াসে রসরাজ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ করিয়া থাকে।

আপনার বাক্যের সমর্থনে মহাত্মা ব্রহ্ম রামায়ণ হইতে শ্রীমদু-বানী
 উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—

শ্রীরাম-বাক্যঃ শ্রীজানকীং প্রতি—

যে ভাং স্মরন্তি সন্তুজ্য। তে মে প্রিয়তমা প্রিয়ে।

তেষাম্ ভাগ্যোদয়ং বক্তুম্ ন শক্নোহম্ কদাচন ॥

কচিদ্ধাং যে স্মরন্তি তে মম পার্শ্বদতাম্ পরাম্।

কোটী-জন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ হর্লভামপি যাস্তি তে ॥

শ্রীসীতারাম-নান্নৈস্ত সর্দৈক্যং নাস্তি সংশয়ম্।

ইতি স্তোত্রা জপেৎ যন্ত স ধনো ভাবিনাম্ বরঃ ॥

জ্ঞানং সীতানাং তুল্যাং ন কিঞ্চিৎ, ধ্যানং সীতানাং
তুল্যাং ন কিঞ্চিৎ ।

তত্ত্বং সীতানাং তুল্যাং ন কিঞ্চিৎ, ভক্তি সীতানাং
তুল্যাং ন কিঞ্চিৎ ॥

একং শাস্ত্রং গীয়তে যত্র সীতা, কৰ্ম্মাপ্যেকা পূজ্যতে
যত্র সীতা ।

একালোকে দেবতাচাপি সীতা, মন্ত্ৰশ্চ কোহপ্যস্তি
সীতেতি নাম ॥

নাশ্রুঃ পশ্বা বিদ্বতে চান্মলকৌ, নাশ্রো ভাবো বিদ্বতে
চাপি লোকে ।

নাশ্রুং জ্ঞানং বিদ্বতে বেদেষেকং সীতা নাম মাত্র
বিহায় ।

সীতেতি মংগল নাম সৰ্ব্বং শ্রুত্বা কৃপাকরঃ ।

শ্রীরাম-জানকী-জানি বিশেষণ প্রসীদতি ॥

শ্রীসীতানাং মাহাত্ম্যং শ্রুগোপ্যং সৰ্ব্বতঃ শুভম্ ।

রসিকা প্রেম-সংমগ্না জানন্তি তদনুগ্রহাৎ ॥

শ্রীরাম বলিতেছেন—হে সীতে । যে স্নেহ সহিত তোমাকে স্মরণ করে সে আমার পরম প্রিয় । তাহার যে কি পুণ্যোদয় হইয়াছে তাহা অদ্বৈতে বলা যায় না । আর যদি কেহ অন্তরের সহিত হৃদয় হইতে তোমায় স্মরণ করে তাহা হইলে সে আমার পার্শ্বদতা প্রাপ্ত হয় । ইহা কোটি জন্ম সদৃশিত্ব দ্বারাও দুর্লভ । শ্রীসীতা ও রাম নাম সদা সৰ্ব্বদা এক । ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই । ইহা

যিনি ভাবনা করিতে পারেন তিনি ভাবদূক শ্রেষ্ঠ । জ্ঞান—সীতা নাম তুল্য কিছু নাই—ধ্যান—সীতা নামের তুল্য কিছু নাই—ভক্তি বা তত্ত্ব—সীতা নামের তুল্য কিছু নাই । সেই পরম শাস্ত্র—যাহাতে সীতা নাম গীত হয়—সেই পরম পুণ্য কর্ম—যাহাতে শ্রীসীতা পূজিত হয় সেই পরম দেবতা—যাহাতে শ্রীজানকী পরম দেবতা । শ্রীসীতা নামই মহামন্ত্র—পরমাত্মা লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই এবং সীতা নাম ভিন্ন বেদে আর কোন জ্ঞান ও গতি নাই । শ্রীসীতা—মহা মংগলময় নাম—কৃপাসিন্ধু শ্রীজানকীবল্লভ শ্রবণ করিলে—বিশেষভাবে প্রসন্ন হন । শ্রীসীতা নামের মহাত্মা অত্যন্ত গুপ্ত । ইহা কেবল মাত্র প্রেম সংমগ্ন রসিক—শ্রীসীতা কৃপায়—জানিতে পারেন ।

অতঃপর মহাত্মা শ্রীবৈষ্ণবের অন্তরংগ এবং বহিরংগ ভজন—বহিরংগে নাম সংকীৰ্ত্তন এবং অন্তরংগে শ্রীযুগল লীলা রসাস্বাদন—বৈষ্ণব লক্ষণ—শরণাগত বৈষ্ণবের দীনতা ও আচরণ—ধাম ও ক্ষেত্র ইত্যাদির ভেদ ও রহস্য সম্বন্ধ—অতি কুশলতার সাথে—বালারামকে দিগ্‌দর্শন করাইলেন । পঙ্কীকৃত সংসারের অসারত্ব বর্ণন করিয়া মহাত্মা বলিলেন—শ্রীবৈষ্ণব বেশ ধারণ—শ্রীগুরু পাদপদ্ম স্মরণ এবং যুগল নাম ভজনই—জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন । বস্তুতঃ মহাত্মা সংক্ষেপে সমগ্র বৈষ্ণব দর্শনের সার-তত্ত্ব অতি সরস ভাবে বালারামের নিকট অবতারণা করিলেন ।

বালারামের—শ্রীগুরু দত্ত নাম হইল—শ্রীসিয়লাল শরণ । সিয়লাল কথার অর্থ যিনি জানকীর প্রিয় অর্থাৎ শ্রীজানকী-বল্লভ । সিয়লাল শরণ—শ্রীজানকী বল্লভের আশ্রিত । সিয়লাল শরণ সর্বোপায়শূন্য হইয়া জানকী-বল্লভের ভজন অর্থাৎ সেবা করিবেন । পূর্ণ শরণাগত হইয়া প্রভুর ভজন সুখ লাভ করিয়া সিয়লাল শরণ কৃত-কৃতার্থ হইবেন ।

বস্তুতঃ বালারাম ও সিয়লাল নামে কোন ভেদ নাই। বালারাম ও সিয়লাল—একই বস্তু—জ্ঞাপক। বাল্য শব্দ সিয়া শব্দের জ্ঞাপক এবং সিয়লাল শব্দে—লাল কথার অর্থ রামও হয়। সুতরাং
বালারাম = সিয়লাল।

অবতারী পুরুষের নাম অনাদি সিদ্ধ—নতুন করিয়া তাহাদের নাম করণ হয় না। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অনাদি সিদ্ধ নাম।

অনন্তর মহাত্মা বালারামকে বলিলেন—বালারাম! তোমার জীবদ্দশায়—অন্য কেহ মহাত্মা ‘সিয়লাল’ নামে বার—পরিচিত হইবেন না।

বৈষ্ণব সন্তের স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় নাম ব্যতিরেকে আত্ম সম্বন্ধীয় নাম করণের রীতি আছে। শ্রীগুরুদেব—শিষ্যের অন্তরংগ ভজন ভাব লক্ষ্য করিয়া—যদুগল সম্বন্ধ পত্র (বা গদ্য প্রণালী) দান করেন। এই সম্বন্ধ—অনাদি সিদ্ধ—শ্রীসাক্ত সম্বন্ধীয়। এই আত্মনাম-সম্বন্ধই—জীবের নিত্য ও সনাতন এবং ইহাই যথার্থ জীবাত্মার পরিচায়ক। বালারামের পূর্ণ শরণাগত ভাব—মঞ্জরী ভাবাপন্ন সেবা—ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধিতে নিত্য নিমজ্জমান অবস্থা—ইত্যাদি যথাযথ অনুধাবন করিয়া মহাত্মা বালারামের আত্ম সম্বন্ধীয় নাম রাখিলেন—প্রেমলতা।

প্রেমলতা—সঞ্চারী রসের মঞ্জরী ভাবাপন্ন সিয়া-সহচরী। শ্রীজ্ঞানকীর্জী অপেক্ষা সামান্য বয়ঃকনিষ্ঠা—জ্ঞানিনী স্বরূপিনী—যদুগল পরায়ণা সেবা-দাসী। যদুগল-আনন্দ বর্ধন এবং যদুগল-প্রেম বিলাসই—প্রেমলতার একমাত্র ভজন-সুখ।

মহাত্মার কী অপূৰ্ব সূক্ষ্ম দৃষ্টি! বালারামের সমগ্র জীবনটি আলোচনা করিলে একটি মাত্র বিরহিনী-তাপসী-নাগিকার সুন্দর

আলেখ্য নয়ন-পথে উদিত হয় এবং সেই অনিন্দ্য-সুন্দর আলেখ্যখানি হইল—বালারামের নিত্য আনন্দময় স্বরূপ—শ্রীপ্রেমলতা।

স্থূল শরীর সম্বন্ধীয় সিয়ল লাল দাস-ভাবে যদুগল সরকারের সেবা করিবেন এবং আত্ম-স্বরূপে—মঞ্জরী ভাবে—সাকেত-বিহারীর নিত্য লীলার সঙ্গিনী হইবেন। ইহাই বৈষ্ণবের যথাক্রমে বহিঃঙ্গ ও অন্তঃঙ্গ ভজন।

শ্রীসাকেত ধামে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। পুরুষ উপাধি যুক্ত জ্ঞান, কৰ্ম্ম অথবা অন্য কোন যোগের—সাকেত ধামের নিত্য লীলায় কোন স্থান নাই। ভক্তিই একমাত্র কিংকরী—ভক্তি মহারাণীই সাকেত ধামে রসরাজের সহিত সু-সুখে রস-বিহার করিয়া অনির্বচনীয় সুখানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। কৰ্ম্ম ও জ্ঞান—ভক্তি পথের একান্ত সহায়—শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম এবং জ্ঞান বিনা যথার্থ প্রতীতি হয় না এবং প্রতীতি বিনা প্রীতি হয় না এবং প্রীতি না হইলে রতি বা ভক্তির সম্যক উদয় হয় না। কৰ্ম্ম ও জ্ঞান সম্পূর্ণ অভিমান-শূন্য হইলে ভক্তি কোঠায় উঠে।

যদুগল সেবার একমাত্র অবলম্বন হইল—ভক্তি মহারাণী। ভক্তিই জীবের স্বার্থ এবং পরমার্থ। ভগবৎ-প্রেম রূপ কাম-গন্ধ-হীন ভক্তি সর্ব-কৈতব বঞ্চিত। ভক্তি লাভ করিবার উপায় স্বরূপ কোন সাধন নাই। ভক্তিই—ভক্তির সাধন এবং সাধন ভক্তির সিদ্ধি হইল—ভক্তি। ভক্তি—স্বতন্ত্র। মহৎ কৃপা ব্যতিরেকে সুদূর-দূর্লভ ভক্তি সুদুর্লভ কদাপি লাভ করা যায় না। এই কথাই ধ্বনিত করিয়া কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

ব্রহ্মাও ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।

পুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিসতা বীজ ॥

মহাত্মা, অতঃপর, ঞ্জালারামকে বলিলেন—জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ - নশ্বর মায়া প্রপঞ্চে গঠিত। এই তিন দেহের সাথে জীবাত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। জীবাত্মা এই তিন দেহ হইতে পৃথক। জীবাত্মা—সম্বন্ধ-কারণ-ময় মহাকারণ দেহ। ইহা নিত্য - সচ্চিদানন্দ—তুরীয় ও একরস বিশিষ্ট এবং শ্রীসীতা তথা শ্রীরামের সহিত অংশ-অংশী সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া স্বরূপতঃ যদুগল সরকার হইতে অভিন্ন।

শ্রীবৈষ্ণব-আচরণ ইতিগত করিয়া মহাত্মা বলিলেন—সাধন সময়ে সম্বন্ধ-প্রকার বিজাতীয় সংগ, স্পর্শ ও সম্ভাষণাদি সম্বন্ধ বর্জনীয়। নিষ্কপট ও সরল ব্যবহার আচরণীয়। কায়-মন-বাক্যে পবিত্র ভাব অবলম্বন করা কৰ্ত্তব্য এবং যথা লাভে সন্তুষ্ট হইয়া সদাই প্রফুল্ল থাকা উচিত। সুখ-দুঃখ, মান-অপমান ইত্যাদিতে সম জ্ঞান করিবে। কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না এবং সম্বন্ধ আত্ম-স্বরূপের চিন্তা করিবে—ইত্যাদি।

বৈষ্ণব আচরণের সূক্ষ্ম-নিয়ম রূপটি ব্যক্ত করিয়া—বালারামের প্রেম-সাধন মাগে নব জীবনের উদ্দেশ্যে স্বস্তি বচন উদ্গীত করিয়া মহাত্মা বলিলেন—

ছোঃ শাস্তিরন্তরিক্ষং শাস্তিঃ পৃথিবী শাস্তিঃ ।

আপঃ শাস্তিরোবধয়ঃ শাস্তিঃ ।

বনস্পত্যঃ শাস্তির্বিশ্বে দেবাঃ শাস্তির্ব্রহ্ম শাস্তিঃ সর্বং শাস্তিঃ

শাস্তিরেব শাস্তিঃ সা মা শাস্তিরেধি ॥

এই স্বস্তি বচনের পর মহাত্মা বালারামের শিরে কর-স্পর্শ করতঃ সন্মেনেহে পুনরায় আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—

রাম-ভগতি অবিরল উর তোলে ।

বসহ সদা প্রসাদ অব মোরে ॥

অর্থাৎ, দ্যুলোকে যে শান্তি, অন্তরিক্ষে যে শান্তি, পৃথিবীতে যে শান্তি, জলে যে শান্তি, ঔষধিতে যে শান্তি, বনস্পতিতে যে শান্তি, সকল দেবতাতে যে শান্তি, পরব্রহ্ম যে শান্তি, সর্ব্বজগতে যে শান্তি, স্বরূপতঃই যা শান্তি (শ্রীরাম কৃপায়) সেই শান্তি আমার অর্থাৎ তোমার হউক ।

আমার আশীর্ব্বাদে তোমার হৃদয়ে অবিরল রাম ভক্তি নিরন্তর বাস করুক ।

বালারাম এতক্ষণ নিরবিচ্ছিন্ন মহৎ কৃপা-করুণা ধারায় খরস্রোতে তৃণ কুটির ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন ! বালারামের শরীরে পদলকাবলী— ললাটে ও মৃদুমুণ্ডলে প্রেমা-ভক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে । মহা ভাগ্যে জীবনে মহৎ কৃপা লব্ধ হয় । মহৎ কৃপা লাভের—অব্যর্থ ফল—সাক্ষাৎ মহৎ কৃপা লাভ করা বহু দূরের কথা—বহু স্নকৃতি ফলে জীবনে ভগবৎ প্রেমিকের দর্শন মাত্রে ভাগ্যবান মনে করেন—

তব সন্দর্শনাদেব ছিন্না মে সর্ব্বসংশয়াঃ ।

আপনার দর্শন মাত্রই আমার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হইয়াছে ।
এইরূপ—‘বৈকুণ্ঠ-প্রিয়দর্শনের’—বার বার বলিহারি ।

বালারাম অতি কাতর ভাবে মহাত্মার চরণ যদুগলে সপ্রেম সান্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন এবং তৎ পশ্চাৎ নতজানু হইয়া সজল নয়নে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বলিলেন—

গুরুাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্ ।

গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীগুরু আদি এবং অনাদি—শ্রীগুরুই পরম দেবতা । শ্রীগুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই—সেই শ্রীগুরু-চরণ-কমলে আমার বারংবার নমস্কার ।

(১৩)

অতঃপর গুরু শিষ্য সরযু তটে শ্রীসিয়া সুহাগ বাস করিতে লাগিলেন । শ্রীগুরু সেবা—যুগল ভজন এবং সৎ-সঙ্গ লাভ করাই—বালারামের জীবনের রত । শ্রীগুরু কৃপায় এবং হনুমানজীর আশীর্বাদে—বালারাম এখন নিত্য নতুন রহস্যময় আনন্দানুভূতি লাভ করিতেছেন । এই দিব্যানুভূতির ব্যক্ত ফল-স্বরূপ বালারামের অবিরল মধুর কবিত্বের স্ফূরণ হইতে লাগিল । বালারামের দশা দেখিলে মনে হয় ঈশ্বরানুগ্রহে মৃদু হঠাৎ বাচাল হইয়াছেন । এই সময়ে বালারামের দ্রুত দৈহিক পরিবর্তনও বিশেষ লক্ষ্যনীয় । অতি উজ্জ্বল অন্তরঙ্গ ভজনের সর্ব লক্ষণ বালারামের সারা অঙ্গে যেন আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইত ।

শ্রীগুরু লাভ করিয়া বালারাম—বর্ষার অমিত ধারার ন্যায়—খরশ্রোতা মন্দাকিনীর ন্যায়—নব নব রহস্যের পথে—অনন্তানন্তের পথে—পূর্ণানন্দের পথে—বীর-বিক্রম গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।

অতঃপর বালারাম—গৃহস্থ নামের পরিবর্তে শ্রীগুরু-দত্ত সিয়লাল অথবা প্রেমলতা নামে সর্বত্র পরিচিত হইলেন।

নিম্নে ষোড়শ লক্ষণ যুক্ত বালারামের সম্প্রদায়-বিবরণ পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লিখিত হইল—

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ১। সম্প্রদায়—শ্রী | ৯। ক্ষেত্র—শ্রীধনুক্ষেত্র জী |
| ২। আচার্য্য - শ্রীলক্ষ্মী জী | ১০। স্নানবিলাস—শ্রীচিত্রকূট জী |
| ৩। দেবতা—শ্রীহনুমান জী | ১১। আখাড়া—শ্রীদিগম্বর |
| ৪। ঋষি—শ্রীবিশ্বমিত্র জী | ১২। দ্বারা - শ্রীকুয়া জী |
| ৫। ইষ্ট—শ্রীসীতা জী | ১৩। মন্ত্রারস—শৃঙ্গার |
| ৬। বৈষ্ণব—শ্রীরামানন্দী | ১৪। তিলক—উর্ধ্ব পদ্ম |
| ৭। ধাম—শ্রীরামেশ্বর জী | ১৫। গুরু দ্বারা—শ্রীঅযোধ্যা জী |
| ৮। ধর্মশালা—শ্রীঅযোধ্যা জী | ১৬। শাখা—অনন্ত |

এই প্রসঙ্গের যবনিকা পাত করিবার পূর্বে সিয়লালের শ্রীগুরুদেব অনন্তশ্রী রামবল্লভা শরণজীর একটি সুন্দর আলেখ্য নয়ন পথে পতিত হইয়া সন্ধানদ দান করিতেছে। ঘটনাটি বিগত কয়েক বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। শ্রীরামবল্লভা শরণ তখন অশীতি-পর বৃদ্ধ—উজ্জ্বল গৌর বর্ণ—গলিত শ্বর্ণের রূপ ধারণ করিয়াছেন—শ্বেত-পক গন্ধফরাশি ও লম্বমান শ্বেত শ্মশ্রু—মুখ মণ্ডল আনন্দ উন্মাদিত—শ্রীঅযোধ্যা ধামে—হনুমানজীর মন্দিরে নিঃসঙ্গ একাকী বসিয়া সিয়রাম নাম ভজন করিতেছেন। এমত সময় তাঁহার অতি কৃপাপাত্র শ্রীসিয়লাল শরণের সাথে শ্রীসিয়লাল শরণের স্ন-সেবক শ্রীজানকীবল্লভ শরণ (উত্তরপাড়া নিবাসী ৩শ্রীসুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যাপাধ্যায়) —দুইজনে—মহাত্মা দর্শন ও সং-সঙ্গ কামনায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং মহাত্মাকে দণ্ডবৎ করিয়া উভয়ে পৃথক পৃথক আসন গ্রহণ করিলেন ।

মহাত্মা অভ্যাগতগণের কুশলাদির প্রশ্নের পর কিঞ্চিৎ দূরে উপবিষ্ট শ্রীজ্ঞানকীবল্লভের উপর দৃকপাত করতঃ বলিলেন—হিঁয়া কৌন্ কাম্ তুম্‌হার্ । অর্থাৎ এখানে তোমার কী প্রয়োজন ?

মহাত্মা বিরাট গাম্ভীৰ্য্যপূর্ণ—সহজে—কেহ তাঁহার সমক্ষে কথা বলিতে সাহস করেন না । শ্রীসিয়লাল শরণের ইচ্ছিতে শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া ভয় ও সঙ্কোচে কতকটা আমতা, আমতা করিয়া বলিলেন—সরকার ! এক সোয়াল হয়—আপ কৃপা কর উসিকো জেরা মূঝে বোধ করা দিজিয়ে । অর্থাৎ হে প্রভু ! মনে একটি সমস্যা আছে—ঠিক বোধ হইতেছে না—আপনি কৃপা করিয়া আমার সংশয় দূর করিয়া দিন ।

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—তুম্‌ লোগ্ পণ্ডিত আদমী হয়—হামতো মূর্খ্‌ হয়—হামসে তুম্‌হার কাম্‌ নেহি হোয়েগা । অর্থাৎ তুমিতো পণ্ডিত—আমি মূর্খ—আমার দ্বারা তোমার কার্য্যসাধার হইবে না ।

এই বলিয়া মহাত্মা নীরব হইলেন । কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় জ্ঞানকীবল্লভের উপর কৃপাদৃষ্টি করতঃ বলিলেন—বোল—কৌন্ চিজ পছনা হয় । অর্থাৎ বল—তোমার জিজ্ঞাস্য কী ?

বৃদ্ধের অভয়-সূচক বাণীতে জ্ঞানকীবল্লভ মহা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত বোধ করিয়া বলিলেন—হে প্রভু ! শ্রীমৎ-ভাগবৎ গীতায় ভগবান অর্জুনকে উপদেশ করিয়া বলিতেছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ॥

হে অর্জুন—দুর্নির্ব্বার চণ্ডল মনকে স্থির করিবার দুইটি মার্গ আছে—একটি অভ্যাস যোগ অপরটি বৈরাগ্য ।

সরকার ! আমরা গৃহস্থাশ্রমে বাস করি—সন্ন্যাস বৈরাগ্য—মায়ার সংসারে কদাচিৎ মহা-ভাগ্যবানের লাভ হয়—অভ্যাস যোগের সাধনায় মনকে স্থির করিতে পারা যায়—এই অভ্যাস যোগ বলিতে কী বুঝায়—তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমায় উপদেশ করুন ।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা দীপ্ত আবেগে বলিয়া উঠিলেন—সর্ব্বদা আত্ম-স্বরূপকা চিন্তা করনা হি অভ্যাস-যোগ হয়—অর্থ'৭ সর্ব্বদা আত্ম-স্বরূপের চিন্তা করাই—অভ্যাস যোগ । আত্ম-স্বরূপ অর্থ'৭ 'আমি' নাম-রূপ বিশিষ্ট শরীর ধারী জীব নহি 'আমি' জীবাত্মা । 'আমি' আমার স্থূল দেহ নহি—'আমি' আমার সূক্ষ্ম বা কারণ দেহ নহি—'আমার' স্বরূপ হইল নিত্য-সনাতন-বিমল আনন্দ রাশি । 'আমি'—জীবাত্মা—সর্ব্বদা এই ধ্যান করাই হইল—অভ্যাস যোগ । 'আমি' সূক্ষ্ম নহি—দৃঃখী নহি—'আমি' জরা-মৃত্যু হীন—দেশ-কাল অপরিমিত বিমল আনন্দ-ঘন সুখরাশি । এই বোধ হইতে বিচ্যুত হইলেই জীব চিদ্রুজ-প্রস্থি প্রাপ্ত হইয়া সুখ-দৃঃখের ভোজ্য হয় এবং বারংবার চুরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় । 'আমার' বর্গ হইল নারী এবং সাধন হইল—অনন্য শরণাগতিতে যুগল সরকার শ্রীসীতারামের—মধুর উপাসনা ।

অতঃপর মহাত্মা জানকী বস্ত্রভকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—
I gave him my cane—ইসকা অর্থ লাগাও ।

হঠাৎ পশ্চিম ভাষা-ভাষী অশীতি-পর বৃদ্ধের মধ্যে শব্দ ইংরাজী শুনিয়া জানকীবল্লভ চকিত হইলেন। জানকীবল্লভ সদৃশ-পণ্ডিত—কিন্তু আজ এই সামান্য ইংরাজীর তর্জমা করিতে তাঁহার মধ্যে ভাষা আসিতেছে না। হঠাৎ শীতকালে জানকীবল্লভের মৃদুশব্দে ঘর্মের শ্বেত বিন্দু দেখা দিল।

মহাত্মা জানকীবল্লভকে পুনরায় বলিলেন—অর্থ লাগাও অর্থ—তর্জমা কর। জানকীবল্লভ অতিকণ্ঠে বলিলেন—হাম উনো নে মেরা দণ্ড দে দিয়া।

অর্থ আমি ঠেকে আমার দণ্ড অর্থ লাঠি দিয়াছি।

জানকীবল্লভ ইংরাজী cane শব্দের অর্থ দণ্ড অর্থ লাঠি করিয়াছেন বুদ্ধিতে পারিয়া বৃদ্ধ লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—দণ্ড নেহি—দণ্ড নেহি—কহ মেরা অবলম্বন দে দিয়া। অর্থ দণ্ড নয়—দণ্ড নয়—বল আমার অবলম্বন দিয়াছি।

এই কথা বলিয়া মহাত্মা সান্ত্বনয়নে এবং কম্পিত কণ্ঠে হনুমানজীর মূর্তির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন—উহি মেরা অবলম্বন হ্যায়—হনুমানজীক। সিয়রাম নাম বহুত মিঠা লাগতা—ম্যয় সিয়রাম নাম সিওয়া কুছ নেহি জানতা। মধ্যে কুছ মং পুছ। যো কুছ পুছনা হ্যায় হনুমানজী সে পুছ লেও। অর্থ হনুমানজী আমার একমাত্র অবলম্বন—সিয়রাম নাম হনুমানজীর বড় প্রিয় আমি সিয়রাম নাম ছাড়া আর কিছুই জানি না। তোমার বাহা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—হনুমানজীর নিকট জানিয়া লও। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ মধুর স্বরে সিয়রাম নাম ভজনে রত হইলেন।

মহাত্মার অনুগ্রহে জানকীবল্লভের সর্ব সংশয় দূর হইল। পরম প্রেমিক মহাত্মার বাক্যে ছিল—পূর্ণ শরণাগতের সদৃশ স্মৃতি স্বাক্ষর

এবং বিমল আত্মানুভূতির সমগ্র প্রকাশ। স্বৰ্বেদা আত্ম-স্বরূপের চিন্তা করাই হইল—অভ্যাস যোগ। এই যোগাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইলে জীব অবিদ্যা মায়ার করায়ত্ত হইয়া কতৃৎসিদ্ধিমান প্রসূত বার বার জীবনান্তক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

মহাত্মার সহিত সামান্য সন্-সংগ করিয়া জানকীবল্লভের নিকট বহু অনাস্বাদিত রহস্যের স্বার উন্মোচিত হইল এবং মহাত্মার পবিত্র পরিবেশের সন্-স্পর্শে জানকীবল্লভের স্বৰ্বেশ্ব দূর হইল। জানকীবল্লভ বুদ্ধিলেন যে—যথার্থ প্রেমানুরাগীর—অবিরল ভক্তি লাভ হইলে—তবেই cane কথার অর্থ ‘অবলম্বন’ করা সম্ভব—নচেৎ কদাপি নহে। ইহা ঘট শরণাগত প্রেমানুরাগীর ভজন মাগের অর্থ।

এই ঘটনার পরেও বৃন্দের প্রেরণোদ্দীপক মহা-বাণী জানকীবল্লভের কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছে—স্বৰ্বেদা আত্ম-স্বরূপক চিন্তা করনা হি অভ্যাস যোগ হয়। জানকীবল্লভ যতবার এই মন্ত্রটি ধ্যান করিয়াছেন—তত-বারই—মনে মনে মহাত্মার পদরজে নিজের স্বৰ্বে আবিলতা বিধৌত করিয়া সহজানন্দে ভাসিয়া গিয়াছেন এবং যদ্ব্যম করে শ্রীসীতারামজীর চরণ কমলে আত্ম নিবেদন করতঃ সজল নেত্রে প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

যাবৎ তে মায়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কৰ্ম্মভিঃ।

তাবৎ ভবৎ-প্রসঙ্গানাম্ সঙ্গঃ স্যাত্ নো ভবে ভবে ॥

অর্থাৎ—হে প্রভু! আমরা যতকাল আপনার মায়ায় মোহিত হই এই সংসারে ভ্রমণ করিব ততকাল জন্মে জন্মে আমাদের যেন আপনার অনন্যভক্তগণের সঙ্গলাভ হয়।

ইতি শ্রীপ্রেমলতা-চরিত সুধায়াম্ বিমলসুখ-সম্পাদনো নাম

প্রথম : সোপান : সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় স্তবক

: মঙ্গলাচরণ—সাধক-জীবন—দ্বিতীয় অষ্টাষ্ট-যোগ—
মহৎ-সঙ্গ লাভ—যুগল দর্শন—অন্যান্য দেবদেবী
দর্শন—শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম প্রচার :

মঙ্গলাচরণ :—

পেয়ং পেয়ং শ্রবণপুটকৈঃ রামনামামি রামম্ ।
ধোয়ং ধোয়ং মনসি সততং তারকম্ ব্রহ্মরূপম্ ॥
জল্পং জল্পং প্রকৃতি-বিকৃতৌ প্রাণিনাম্ কর্ণমূলে ।
বীথ্যাং বীথ্যাং অটতি জটিলঃ কোহপি কাশী-নিবাসী ॥

বন্দে প্রেমলতাং শরৎবিধুমুখীং সন্তপ্ত-হেমপ্রভাম্
শ্রীসাকেত-বিহারিনীং ধরনীজা-জ্ঞানেঃ প্রমোদকুলাম্ ।
মুদ্রাং পঞ্চবিধারিণীং মধুরিমামাপঞ্চসংস্কারিনীম্
শ্রীরামেতি-পরেশ-নাম-নিরতাং শ্রীকেলিকুঞ্জেশ্বরীম্ ॥

শ্রীরামদূত শরণাগতদীন বন্ধো !
বজ্রাঙ্গদেহ করুণাকর রুদ্রমূর্ত্তে !
শ্রীরামনাম জাপকৃতাত্ম শক্ত শ্রীরামদূত !
সততং হনুমন্তমস্তে ॥

পরম-বিজ্ঞানী সুরসিক বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীরামবল্লভা শরণ রূপ
 আচার্য্য প্রেমাম্বুদ্বারে তীর বৈরাগ্য সম্পন্ন ভগবৎ নাম পিপাসু-
 ধর্মনিষ্ঠ-সত্যব্রত-তরুণ প্রেমিক তপস্বী সিয়লাল আসিয়া মিলিত
 হইয়াছেন। শ্রীগুরু-শিষ্যের—এই মিলন হঠাৎ সংঘটিত হয় নাই—বহু
 জন্ম জন্মান্তরের দুল্লভ্য কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলের বোগাযোগে—দুই
 মহাত্মার পুনর্মিলন হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জীবনের ভজন-লক্ষ্য
 বিচিত্র রহস্যময় আনন্দ-পরিপ্লুত ভাবধারাগুলি বংশ পরম্পরায়
 আশ্বাদন ও বিস্তার করণ হেতু—আচার্য্য এতদিন ধরিয়া এইরূপ পূর্ণ
 শরণাগত সাধকের প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতেছিলেন এবং শিষ্যও
 এইরূপ সম্বৎসর মূল শ্রীগুরু পাদপদ্ম অশ্বেষণ করিতেছিলেন।
 আচার্য্য এবং শিষ্যের মৈত্র সম্বন্ধ—পারম্পর্য্যার্থক—পারমাণবিক নহে।
 শ্রীগুরু এবং শিষ্যের লীলা অনাদি-সম্ব—যিনি এক ও অবিশেষ—
 লীলা মাধুর্য্য তিনি দুই বা বহু হইয়াছেন—লীলা শেষে—দুই সন্তান
 পুনরায়—একে মিলন। জীবনের ঘাটে ঘাটে—কত বেশে—কতরূপে—
 কত আনন্দ ঘন পটভূমিকায়—গুরু-শিষ্যের নিত্য নূতন চতুর কৌতুকা-
 ভিনয় এবং পূর্ণাঙ্গ লীলা বিস্তার করিয়া দেশ-কাল-হীন আনন্দ-
 লোকে দুই মহান আত্মার—নিত্য বিরাম। আচার্য্য এবং শিষ্যের এই
 চির-মধুর সম্বন্ধ ইঙ্গিত করিয়া ভক্ত কবি তুলসীদাস বলিয়াছেন—

তোহি মোহি নাতে অনেক।

তোর এবং আমার মধ্যে বহু এবং বিচিত্র সম্বন্ধ !

শ্রীগুরু সেবা সূত্র এবং শ্রীনাম ভজনানন্দে সিয়লাল সরস্ব তীরে
 শ্রীগুরু আশ্রম—সিয়া-সুহাগ বাগে রহিলেন। রাগ-শ্বেষ বিবক্ষিত
 বিশুদ্ধ-সুন্দর রূপ সিয়লালের নিম্নলিখিত হৃদয়াকাশে জ্ঞান-ভক্তি বৈরাগ্য বিধু

দিন দিন বশ্টিত হইয়া শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া সুধা-সরিৎ-ধারায় জন-মন রঞ্জিত করিতে লাগিল এবং সিয়লাল নিত্য নূতন আনন্দময় রহস্য লোকের সম্মান অনন্ভব করিতে লাগিলেন। পারমাথিক মাগে সিয়লালের দ্রুত উন্নতি দেখিয়া মনে হইল যেন একখানি বেগবতী তরুণী অনুকূল পবনে পাল তুলিয়া স্রোতের মুখে তর তর গতিতে ধাবিত হইতেছে। বস্তুতঃ মহৎ অনুগ্রহ লাভের পূর্ণ লক্ষণ সিয়লালের মুখমণ্ডল ও সম্বাঙ্গে অতোজ্জলরূপে প্রকাশিত হইল।

অকাম শ্রীগুরু-সেবায় কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর সিয়লালের পুনরায় শ্রীচিত্রকূট ধাম দর্শন করিবার জন্য প্রবল বাসনা হইল। আচার্য্যের নিকট মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিতেই তিনি সানন্দে শ্রীচিত্রকূট দর্শন করিবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর সিয়লাল তিলকের সামান্য সাজ সাথে করিয়া অযোধ্যা হইতে চিত্রকূটে ধামে যাত্রা করিলেন।

সিয়লাল তখন ত্রিশ-বৎসরে পদাপর্ণ করিয়াছেন। জ্যোতিষী মহারাজ কথিত দ্বিতীয় অম্পায় যোগের সময় আগত। ইহার পূর্বে—সতের বৎসর বয়সে প্রথম অম্পায় যোগ সম্বন্ধে জ্যোতিষীজীর ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় অম্পায় যোগ কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করে—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চিত্রকূটের পথে তীর্থরাজ প্রয়াগ দর্শন করিয়া সিয়লাল কয়েকজন সহযাত্রী সাধুর সহিত আনন্দিত মনে গ্রাম নগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। ভগবৎ ভজন ও পারমাথিক আলোচনায় সমগ্র পথ আনন্দে মুখরিত করিয়া—জনগণকে ভগবৎ ভজনে প্রেরণা দান করিয়া—কয়েকজন আত্মতৃপ্ত সাধু যাইতেছেন! সাধু—বিশুদ্ধ আনন্দ ভবন—শান্ত রসের প্রতীক। তাহার সম্বাঙ্গে বিমল আনন্দ

ধারা যেন নৃত্য করিতেছে—তাহার মৃদুমন্ডলের স্নিগ্ধ মধুর ভাব—
নয়নের ককুণা-রাশি—জনগণের ত্রিতাপ জ্বালাকে শীতল করিয়া দেয়।
যে দেশে শ্রীবৈষ্ণবের পদরজ পতিত হয়—সে দেশ ধন্য—যে কর্ণে
তাহার বাণী প্রবেশ করে—সে কর্ণ ধন্য। সাধুর কৰ্ম্ম লোক-সংগ্রহার্থে
—জনগণের সৰ্ব্ব দুঃখ পান করতঃ—আপন হৃদয়ের নিত্য সূধা দান
করিবার জন্য—সাধুর ভগবৎ সেবা। এইরূপ নিষ্কাম সাধুগণ—

প্রায়েন তীর্থাভিগমাপদেষ্টৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি
পুনস্তি সন্তুঃ ।

প্রায়ই তীর্থযাত্রাচ্ছলে—তাহারা তীর্থ সমূহ পবিত্র করিয়া থাকেন।

এইভাবে কিছুদিন যাইবার পর সিয়লাল হঠাৎ বিকার জরে আক্রান্ত
হইলেন। শরীর উত্তাপে পুড়িয়া যাইতেছে—মুখ, চোখ লাল
হইয়াছে—শিরঃপীড়ায় মাথা তুলিতে পারিতেছেন না। চলৎ-শক্তি
রহিত হইয়া সিয়লাল বাধ্য হইয়া একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন।
সংগের অন্যান্য যাত্রীগণ অধিক অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আপন
আপন যাত্রাপথে চলিয়া গেলেন।

কঠিন জরে কী ভাবে দিন কাটয়া যায়—সিয়লাল তাহা বৃষ্টিতে
পারেন না। অনেক সময় তাহার কোন জ্ঞান থাকিত না—
আবার যখন একটু স্বেচ্ছা অনুভব করিতেন—তখন হনুমানজীকে
স্মরণ করিয়া সিয়লাল ভগবৎ নাম করিতেন।

এইভাবে জীবন মৃত্যুর ঘোর সংশয়ে সিয়লাল একদিন দেখিলেন
যে তাহাকে লইবার জন্য কয়েকজন বিকটাকার যমদূত আসিতেছেন।
যমদূতগণের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সিয়লাল অবশ ভাবে হনুমানজীর

নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—হে বিপদ তারণ সংকট মোচন ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ।

এই কথা বলিবামাত্র সিয়লাল দেখিলেন যে হুং হুং শব্দ করিতে করিতে গদা হস্তে একটি বিশালাকার হনুমান যমদূতগণের প্রাতি সবেগে ধাবিত হইতেছেন । প্রত্যক্ষ সংহার মূর্ত্তির প্রতীক স্বরূপ মহাবীরকে দেখিয়া যমদূতগণ ভয়ে কম্পিত কলেবরে সে স্থান ত্যাগ করতঃ যম মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া ভয় ব্যাকুল কণ্ঠে সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন—

হে প্রভু ! আমরা এতদিন জানিতাম চরাচরে আপনিই জীবগণের দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র স্বামী । কিন্তু অদ্য ঐ দূরে বটবৃক্ষ তলে যে সাধুটি মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছেন এবং অঙ্গপক্ষণের মধ্যেই যাঁহার মৃত্যুযোগ ছিল—তাঁহাকে যথাসময়ে আপনার সকাশে আনিতে গিয়া আমরা এক ভীষণাকৃতি হনুমানের হস্তে লাক্ষিত—তিরস্কৃত এবং প্রহৃত হইয়া রুদ্ধশ্বাসে আপনার ধামে উপস্থিত হইয়াছি । আমরা এই বিশালকায় হনুমানটির কার্য্য-কলাপ-রহস্য কিছুই বুদ্ধিতে পারিতেছি না—আপনি কৃপা করিয়া আমাদের সম্বন্ধ সংশয় দূর করুন ।

ভূত্যাগণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া যম মহারাজ যদুম করে শ্রীসীতাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—প্রিয় সেবকগণ ! সিয়লাল পরম-ভক্ত—বৈষ্ণব চুড়ামনি—স্বয়ং শঙ্কর মারুতি তাঁহার যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন এবং সীতাপতি তাঁহার প্রভু । সিয়লাল—আমার কণ্ঠস্থাদীনে নহে । যম মহারাজ, অতঃপর, প্রণতচিত্তে বাম্পাকুল নয়নে দূতগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

দূত। স্মরতঃ চাপি রাম নামাঙ্কর-দ্বয়ং ।

তদা ন মে দম্বনীয়ো তয়োঃ সীতাপতি শ্রুত্ব ॥

হে দূতগণ বাঁহারা শ্রীরাম নাম জাপক—তাঁহাদের ঘরে তোমরা কখনও প্রবেশ করিওনা—সে সকল মহাত্মাগণ আমার দণ্ডাধীন নহে—স্বয়ং সীতাপতি তাঁহাদের রক্ষা করিয়া থাকেন।

মৃত্যু-দূতগণ সে স্থান ত্যাগ করিলে পর পবন নন্দন মারুতি সিয়লালকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—সিয়লাল তোমার আর কোন ভয় নাই—অচিরেই স্বেস্থ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া হনুমানটি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

সিয়লাল যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—কোথা হইতে কি হইয়া গেলে! হনুমানজীর অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া বাস্পাকুল নয়নে সিয়লাল জীবনের কণ্ঠার সম মারুতির মহারাজের উদ্দেশ্যে বিনম্র স্তুতি করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব।

ত্বমেব বিত্তা ত্রিভুবনং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বম্ মম দেবদেব ॥

হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু তুমিই সখা, তুমিই ঐশ্বর্য্য, তুমিই আমার সর্বস্ব।

সিয়লালের ক্ষীণ স্মরণ পথে আর এক তপস্বী ব্রাহ্মণের কথা উদিত হইল। বেদোক্তা বুদ্ধি এবং পরাভক্তির অধিকারী—ইনি হইলেন—বাল্যের পরিচিত—জ্যোতিষী মহারাজ। জ্যোতিষী মহারাজ বলিয়াছিলেন—ত্রিশ বৎসর বয়সে বালারামের প্রচণ্ড অস্পায়ু যোগ আছে। একমাত্র তীর ভগবৎ ভজন দ্বারা—তাহার প্রকোপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারা যায়—ইহা ছাড়া—এই দ্বিতীয় অস্পায়ু যোগ হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই। যদি

ভগবৎ-ইচ্ছায় বালারাম যদি এই দৃষ্টের মৃত্যুযোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে—তাহা হইলে বালক পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিবে।

সিয়লাল এই মহা জ্ঞানী ব্রাহ্মণের চরণ কমলের উদ্দেশ্যে মনে মনে সভক্তি প্রণাম করতঃ তাঁহার আশীষ্যাদ ভিক্ষা করিলেন।

ইহার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সিয়লাল সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া পুনরায় চিত্রকূটের যাত্রী হইলেন। ইহার পূর্বে তিনি একবার চিত্রকূট ধাম দর্শন করিয়াছেন—তখন পঞ্চ সংস্কার লাভ হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার বহু পরিবর্তন হইয়াছে—দৈহিক এবং মানসিক—উভয় ক্ষেত্রেই। সিয়লাল চিত্রকূটে যাইতেছেন যেন স্বপ্নের ঘোরে। মনে মনে স্মরণ করিতেছেন যুগল সরকার শ্রীসীতারামের—মাধুর্য্য লীলাক্ষেত্র—শ্রীচিত্রকূট ধাম।

সাধকের মন প্রাণ সততই এই লীলা ধামে থাকে। সাধকের দেহের সাথে যেন মনের কোন যোগাযোগ নাই। মন যেন স্বর্ষ্যদাই 'চলে চিত্রকূট চাকু'। অধীর প্রেমানন্দ যেন বায়ুর সহিত মিশিয়া সিয়লাল চলিতেছেন—চিত্রকূটে। পথপ্রম-আহার-নিদ্রা কিছুই প্রতি লক্ষ্য নাই। চরণ যুগল চলিতে না চাহিলেও মনে যে গতি আছে তাহারই টানে সিয়লাল অবশ্য ভাবে—চিত্রকূট পথের পথিক।

কত রকমের অনধ্যান আজ সাধুর মনে জাগিতেছে। এই চিত্রকূট ঘাটে শ্রীসীতারামের প্রেম-ভক্তির মূর্ত্ত প্রতীক—সম্প্রশ্রুত পূজাপাদ গোস্বামী তুলসীদাস—তাঁহার ইস্ট লাভ করিয়াছেন। রাম ভক্তির ভান্ডারী—হনুমানজী—তুলসীকে বলিয়াছেন—তুলসী! চিত্রকূটে তোমার সাথে প্রভুর সাক্ষাৎকার হইবে। সাধক শ্রেষ্ট রামদাস—অঞ্জনি-নন্দনের বাক্য বৃথা হইবার নহে। তুলসী আচার্য্যের নির্দেশ অনুযায়ী চিত্রকূটের ঘাটে বসিয়া চন্দন ঘসিতেছেন এবং মনে প্রভুর

ধ্যান—মধুখে মধুর স্বরে সিয়রাম নাম কীৰ্ত্তন করিতেছেন। হঠাৎ কোথা হইতে দুইটি অতি অপকৃপ কিশোর কুমার—একটির গাত্ৰের বর্ণ গোর এবং অপরটির শ্যাম—মধুচন্দ্র মৃদু হাসি—কর্ণে মকর কুণ্ডল—চরণে মধুর নুপূর গুঞ্জন করিতে করিতে তুলসীর নিকটে আসিয়া বলিলেন—সাধু! আমাদের চন্দন দাও—আমরাও তোমার মত ললাট চন্দন শোভিত করিব।

তুলসী আজ কাহার কণ্ঠ শুনিলেন!—একরূপ বীণা বিনিমিত মধুর কণ্ঠ তুলসী ইহার পূর্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই!—কী স্নিগ্ধ নব-দুর্বাদল এবং কুসুমদীবরের ন্যায় বালক দুইটির রূপ দেখিলে মৃদুনি-রাজেরও চিত্তে বৈকল্য উপস্থিত হয়। তুলসীর হৃদয় এক অজ্ঞাত আনন্দে পূর্ণ হইল। তুলসী কিশোর দুইটিকে একবার চকিতে দেখিয়া অধিকতর মনোযোগ সহকারে আপন কার্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর, কিশোর-স্বয়ং, চির-সুন্দর কর স্ফারা চন্দন লইয়া আপন আপন ললাটে তিলক করিতে লাগিলেন।

তুলসী তখন সজ্জল নয়নে আচার্য্যের বাণী শ্রবণ করিতেছেন—তুলসী! দুইটি অতি অপকৃপ সুন্দর কিশোর কুমার তোমার হস্ত হইতে চন্দন লইয়া যখন তিলক করিবেন তখন বুদ্ধিবে—দুইটির মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ—তিনি আমার প্রভু সীতাপতি শ্রীরাম এবং অপরটি সেবক শ্রেষ্ঠ—অনুজ লক্ষ্মণ।

তুলসীর বহু ঈশ্বিত শ্রুতি ক্ষণে ক্ষণে আজ আসিয়াছে। প্রেমাস্রব্দে তুলসীর হৃদয় বীণা প্রভাতের ভৈরবী রাগে গুঞ্জন করিতেছে—নয়নে প্রেমাস্রব্দ বহিতেছে এবং বদনে মধুর স্বরে তুলসী গাহিতেছেন—

চিত্রকূট কী ঘাট পর বৈঠন্ তন্ কি ভীড়।

তুলসীদাস চন্দন ঘিষে তিলক করে রঘুবীর ॥

চিত্রকূট ঘাটে কী শোভা হইয়াছে । তুলসীদাস চন্দন ঘষিতেছেন
এবং তিলক করিতেছেন—মাধুর্ষ্যরস বিগ্রহ মস্তি সীতাপতি—রঘুবীর ।

যাঁহার অনিশ্চয়চরিত্র মায়ার ইতিগতে ত্রিলোক-পূজ্য ত্রিদেব সামান্য
নটীর ন্যায় অষ্ট প্রহর নাচিতেছেন—সেই মায়ামীশ রঘুপতি রামচন্দ্র
ভক্ত-মায়ার স্বেচ্ছায় মোহিত হইয়া নিজ জন হস্তে বন্দী হইলেন ।
জ্ঞানকী মায়ার কী বিচিত্র গতি ।

সিয়লাল চলিয়াছেন, মধুখে নিরস্তর, সিয়রাম নাম । সাধুগণ—
আপন আচরণের দ্বারা বিমুখী জীবগণকে একমাত্র সত্যের পথ—
একমাত্র আনন্দের ভবন—ইসারা করিয়া বলিতেছেন—ইহ জীবনে—
ভগবৎ নামই—একমাত্র অবলম্বন । ভগবৎ নাম—সুদৃঢ়, সুগম ও
সুখদায়ক—তথা সম্বন্ধার্থদায়ক । ইহা যে কেবলমাত্র কলির জীবের
উপজীব্য তাহা নহে—বস্তুতঃ সত্য, ত্রেতা, ত্রাপর, কলি—চারি যুগেই
ভগবৎ নামের বিজয় ভেরী নিনাদিত । পরন্তু, এই কলি কালে, ভগবৎ
নাম ছাড়া আর গতি নাই । এই নিগূঢ় তত্ত্ব ধ্বনিত করিয়া গোস্বামী
তুলসীদাস অমৃতময়ী বাণীতে বলিতেছেন—

চ'ছ যুগ তিন কাল তিছ' লোকা ।

ভয়ে নাম জপি জীব বিশোকা ॥

বেদ পুরাণ সন্ত মত এহ ।

সকল শুক্ত ফল রাম সনেছ ॥

চারি যুগে তিন কালে ও তিন লোকে জীব এই নাম জপ করিয়া
বিশোক হইয়াছেন । বেদ, পুরাণ ও সাধুগণেরও এই মত । সকল
শুক্তের ফল স্বরূপ—জীবের ভাগবৎ নামে প্রীতি হইয়া থাকে ।

সিয়লাল একাকী পথ চলিতেছেন—সঙ্গে কেহ নাই। পথের দুর্যোগ—বিপদ-বিপত্তি—কিছুই চিন্তা করিতেছেন না। এখানকার মত পথ ঘাট নহে। চিত্রকুটের পথ ছিল দূর্গম—হিংস্র বন্য জন্তুর নিবাস স্থল। স্বয়ং প্রীতিরই অনন্য সেবকের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ নাম জাপক অশোকাশ্রা-বিধেয়াশ্রা-সন্তোষধীঃ। সিয়লাল ষট্ শরণাগত সম্পদ সিদ্ধ—সর্বাবস্থায় ইষ্টের অভয় কর সুরোজ তাঁহার চারিধারে দূর্ভেদ্য বস্ম রচনা করিয়াছে—তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবার—সাহস—কাহারও নাই।

মহাবলী রাজা হিরণ্যকশিপু ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে বিরাট অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ভাবিতেছেন—প্রহ্লাদ এইবার অগ্নি তাপে দগ্ধ হইয়া অচিরেই পিতৃবাক্য অনুসরণ করিবে। হিরণ্যকশিপু মনে মনে আপন কৌশলের প্রশংসা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রহ্লাদ ! তোমার সর্বাঙ্গ অগ্নি প্রদাহে দগ্ধ হইতেছে তো ? রাজ আজ্ঞার প্রতিকূল আচরণের সম্যক ফল পাইতেছ তো ? হিরণ্যকশিপু মনে মনে আশা করিতেছেন যে প্রহ্লাদ হয়তো এইবার আত্ম সমর্পণ করিবে। প্রহ্লাদের নিকট এইরূপ ব্যবহার আশা করিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কী পুনরায় আমার ভ্রাতৃহৃতা—আমার পরম শত্রুর নাম—মুখে আনয়ন করিবে।

অভয় মূদ্রায় মধুর হাসিতে ভরা মুখে ভক্তরাজের বিনীত উত্তর হইল—

রাম নাম জপতাম্ কুতঃ ভয়ম্।

সর্বতাপ শমনৈক ভেষজং ॥

পশু তাত মম গাত্র সঙ্গতঃ।

পাবকোহপি সলিলায়তেহধুনা ॥

হে পিতা ! শ্রীরাম নাম জাপকের ভয় কোথায় ? যেখানে রবির দ্যুত প্রকাশ সেখানে রাত্রে অঁধার কি থাকিতে পারে ? অভয় মন্তরাজ সিয়রাম নাম যাঁহার জিহ্বা সদাই উচ্চারিত হইতেছে—কোন ভয়ই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে পারে না । দেখুন পিতা—আমার গাত্রে স্নেহ স্পর্শ লাভ করতঃ অগ্নিও তাহার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শীতল হইয়াছে ।

ধন্য প্রহ্লাদ ! কী অপূর্ব কথা ! কী অভয় বাজক বাক্য ! ভগবৎ নামের কী সুন্দর মহিমা প্রকাশ !

(২)

বহু বাধার সঙ্কটীন হইয়া সিয়লাল অবশেষে চিত্রকূট ধামে পৌঁছিয়াছেন । সিয়লাল এবারে যেন এক সম্পূর্ণ নূতন চিত্রকূট দর্শন করিলেন । চিত্রকূটের স্নেহ স্পর্শে সিয়লাল আনন্দ ধারায় ভাসিতেছেন ! চিত্রকূটের শ্রীরজে সিয়লাল যেন যুগল সরকারের পদচিহ্ন দেখিতে পাইতেছেন । সিয়লাল প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া কখনও বিটপী শ্রেণীর স্পর্শ লইতেছেন—কখন আবার মন্দাকিনীর পদনীত ধারায় নিমজ্জিত হইতেছেন । এইরূপ উন্মত্তবৎ অবস্থায়—কেবল মাত্র স্নেহধর সিয়রাম নাম অবলম্বন করিয়া—সিয়লাল মন্দাকিনীর তটে—একটি নিষ্কণ্টক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ।

এইভাবে তিনদিন অতীত হইল । এই তিনদিনই সিয়লালের বিনা প্রসাদ-ভোজনে কাটিয়াছে । মাধুকরী বা ভিক্ষা বৃত্তি—সিয়লাল

অবলম্বন করিবেন না। ভগবৎ ইচ্ছায় অবলীলা ক্রমে জীবন নিৰ্ব্বাহের জন্য যাহা পাইতেন—তাহাই—পরমানন্দে ভোজন করিয়া সিয়লাল ভজনানন্দে বিনোদ করিতেন।

ভগবৎ রক্ষায় যাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে তিনি জীবিক নিৰ্ব্বাহের জন্য ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করেন না। যথার্থ শরণাগত অনন্য সেবকের প্রতি রোম কূপে—অমোঘ ভগবৎ বাণী মূর্ত্ত হইয়া সগোরবে ঘোষণা করিতেছে—

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।

তেষাম্ নিত্যভিযুক্তানাম্ যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ।

যাঁহারা অনন্য চিন্তার স্বারা আমার উপাসনা করেন আমি সৰ্ব্বদা আমাতে একনিষ্ঠ সাধকগণের যোগ ও ক্ষেম বহন করি।

সৎ-কৃপায় ভগবৎ চরণে অনন্য শরণাগতি লাভ করিলে ভগবৎ-রক্ষায় পূর্ণ বিশ্বাস অচল হয়। সেই বিশ্বাসের ফলে সাধক সৰ্ব্বাবস্থায় নিশ্চিন্ত ও খেদ-শূন্য থাকেন। নিষ্কপট ও শরণাগত ভাবই—সাধুর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এইরূপ প্রেমিক সন্ত—ক্ষুণ্ণবৃত্তির জন্য কোন রূপ ভোজন না পাইলেও ‘উহ ভি রামকে কৃপা’ মনে করিয়া সন্তোষানন্দে ভগবৎ-আরাধনায় মগ্ন থাকেন। যিনি ‘ঘট ঘট বাসী’—যিনি জীবে জীবে—

শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ বাচো বাচঃ স উ প্রাণস্ত প্রাণ ।

অর্থাৎ—যিনি কর্ণের কর্ণ, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ রূপে বিরাজিত—কোন কিছুই—তাঁহার জ্ঞান বা দৃষ্টির বাহিরে নহে। ইষ্ট কারুণ্যে সাধকের নির্ভরতা কীরূপ?—তাহা পরীক্ষা করিবার

জন্য—ইহ জীবনের শোক তাপ ও দঃখের নাট্যাভিনয় । আপাত-
 তিস্ত—এই সকল লীলাভিনয়ে—ভক্তের প্রতি—ভগবানের যে মহৎ কৃপা
 লুকাইয়া আছে—তাহা যথার্থ অনন্য সেবকের সৎকৃত্য দৃষ্টি এড়াইতে
 পারে না । সামান্য তাপ দিয়া ভগবান ভক্তকে আরও নিকটতম নিজ
 জন করিয়া লন । দঃখের কঠোরঘাতে ভক্ত ভগবানের করুণা-রস পান
 করিয়া প্রেম ও ভক্তিতে পবিত্র সুরধণীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকেন ।
 তাই ভক্ত কবি প্রেমলতা গাহিয়াছেন—

(অনুবাদ)

ভক্ত কাছে হৃথের রাতি

স্নিগ্ধ মধুর কত ।

ক্লিষ্ট করি ছুঁই রিপু ।

করে যুগল নামে রত ॥

হৃথের দিনে সু-দীন হ'য়ে চক্ষে ঝরে বারি ।

সরস করি মলিন হিয়া বোঝায়—হৃথ পরের ভারি ॥

এই সৎ-কঠিন অন্তরের পরীক্ষায় সাধক যদি শ্রীগুরু কৃপায়
 স-সম্মানে উত্তীর্ণ হইতে পারেন—তাহা হইলে—সাধক পদরক্ষার
 স্বরূপ—ভগবৎ নাম-রূপ-লীলা-ধামের—অনন্ত বৈভবের কিঞ্চিৎ মাত্র
 আশ্বাদন করিয়া অপার আনন্দে নিচ্ছামিত হইবেন এবং সাধন মার্গের
 যথার্থ সৎসুদ স্বরূপ অতীত দঃখকে মৎগলময়ের পরম আশীর্বাদ রূপে
 গ্রহণ করিয়া থাকেন ।

ক্ষুধার পীড়া ভুলিয়া সিয়লাল হরি গুণগান করিতে করিতে
 চিত্রকূটের নিচ্ছান বনপথে একাকী যাইতেছেন । সিয়লালের কণ্ঠ

নিনাদিত জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম ধ্বনি নিবিড় বনানীর শাখা
 প্রশাখায়—লতায় পাতায়—গদ্জিত হইয়া—ফিরিতে লাগিল। ভয়াল
 বনরাজ্যের পশু-পক্ষী—কীট-পতঙ্গ—ও অন্যান্য স্বাপদ সমূহ—এই
 অপূৰ্ব মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া—সকলে নিজ নিজ ধৰ্ম ত্যাগ করতঃ
 অবাক বিস্ময়ে নবীন পথচারীর মূখ পানে দৃষ্টি নিবন্ধ করিল।
 সিয়লাল বন-পথে কোথায় দেখিলেন—হরিণযুগ্ম তাঁহার দিকে অপলক
 দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—কোথায় ময়ূর-ময়ূরী অসময়ে পেখম তুলিয়া
 মৃদু তালে নাচিতেছে—কোথায় তৃষ্ণার্ত সিংহ শাবক সামান্য জলাশয়ে
 জলপান করিতেছে। সিয়লালের—এই সকল প্রাকৃতিক শোভাগুলি বড়
 ভাল লাগিল। সিয়লালের মনে হইল যেন—সকল বনবাসী তাঁহাকে
 স্বাগত জানাইতেছি। এই কথা মনে হওয়ায় সিয়লাল অধিকতর প্রেমের
 সহিত ভগবৎ নাম করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইভাবে
 যাইতে যাইতে সন্ধ্যার প্রাকালে—দূরে বনানীর এক প্রান্তে—একটি
 ছোট্ট কুঠীর তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। কুঠীরটি দেখিয়া সিয়লালের মন
 বড় প্রসন্ন হইল—ভাবিলেন রাত্রি যাপনের সুন্দর উপায় মিলিবে।
 কুঠীতে উপস্থিত হইয়া সিয়লাল দেখিলেন যে এক তপস্বী নিম্নলিখিত
 নয়নে ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন,—সাধকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মন্দির—
 তাহার মধ্যে হনুমানজীর বিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সাধকে দণ্ডবৎ করিয়া
 সিয়লাল সাধুর নিকটেই রক্ষিত একটি আসনে উপবেশন করিলেন।
 সিয়লালের মনে হইল যেন আসনটি পূৰ্ব হইতে তাঁহার জন্যই পাতা
 ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাধকের ধ্যান ভগ্ন হইল এবং অঙ্গপঙ্কণের মধ্যে
 সিয়লালের সহিত মধুর পরিচয়ে স্বজাতীয় নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত
 হইল। অতঃপর, দুই প্রেমিক সন্তের মিলনে—হরি কথার সুধা রক্ষণ
 হইতে লাগিল। এই অন্তরঙ্গ ভজনে দুই জনেই অপার প্রেমানন্দ

লাভ করিলেন। স্বপ্নকাল পরে মহাত্মা সিয়লালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সাধু তোমার তো তিন দিন আহার হয় নাই—ঐ মন্দিরের কোণে একটি পাত্র আছে—তাহা লইয়া আইস। সিয়লাল পাত্রটি আনিলেন এবং দুইটি পৃথক পাত্রে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। অতি সুস্বাদু ও সুগন্ধ-যুক্ত গরম খিচুড়ি ! মহাত্মার স্থানে কোন চন্দ্রীর চিহ্ন নাই—সিয়লাল বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—মহাত্মা কোথা হইতে জানিলেন যে তাঁহার তিন দিন যাবৎ আহার হয় নাই এবং সাধু এইরূপ দিব্য স্বাদ বিশিষ্ট গরম খিচুড়ি কোথা হইতে পাইলেন ? ভগবৎ প্রসাদে সিয়লাল এই কথার মর্ম সহজেই উপলব্ধি করতঃ আনন্দ স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। প্রসাদ পাইয়া সিয়লালের মনে সান্ত্বিক ভাবের উদয় হইল এবং সিয়লাল অনুভব করিলেন যে ইহা হনুমানজীর—ভক্ত প্রতি অহেতুক করুণার অতি সুন্দর নিদর্শন। অনন্য সেবকের যোগ-ক্ষেম বহন করিবার জন্য দূর বনাকীর্ণ স্থানে ছোট্ট কুঠীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জলিয়া তিনি ভক্তের পথ চাহিয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। ধন্য হনুমানজীর ভক্ত-বৎসলতা !

অতঃপর গভীর রাত্রি অবধি দুই মহাত্মার মধ্যে রহস্যময় জ্ঞান-ভক্তির সরস আলোচনা হইল। মহাত্মার সহিত সামান্য সংসঙ্গে সিয়লাল—ভগবৎ ভজনে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিলেন এবং পরদিন প্রাতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্বে মহাত্মাকে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—সরকার ! আমি বুদ্ধিতে পারিয়াছি আপনি জানকীজীর মহাকৃপাপাত্র সন্ত। এই অধীনকে—দীন সেবক জ্ঞান করিয়া—প্রীজানকী কৃপা লাভ করিবার কিছু অবলম্বন দান করিয়া কৃতার্থ করুন।

সিয়লালের মধুর বিনীত বচনে দ্রবিত হইয়া মহাত্মা বলিলেন—সিয়লাল ! সরকারী নাম—জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম অপেক্ষা

জ্ঞানকীজীর অধিকতর প্রিয় কিছুই নাই । তুমি এই ভগবৎ নামে সদা-
সম্বাদা লয়লীন হইয়া আছ । তথাপি তোমার অধীর আগ্রহ এবং দীনতায়
আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি । তোমায় যথার্থ অধিকারী জ্ঞান করিয়া
অতি গদগত হইতে গদগততম শ্রীজ্ঞানকী স্তোত্র উপদেশ করিতেছি—মন
দিয়া শ্রবণ কর—

জপ ত্বং পদ্মপত্রাঙ্কীং জপ ত্বং রাঘবপ্রিয়াং ।

জগন্মাতৃ-মহীর্লক্ষ্মী-সংসারার্ণবতারিণি ॥

মহাদেবি নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং সুরেশ্বরি ।

রামপ্রিয়ে নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং দয়ানিধে ॥

পদ্মালয়ে নমস্তভ্যং নমস্তে রাঘবপ্রিয়ে ।

জগন্মাত নমস্তভ্যং কৃপাবতি নমস্ততে ॥

দয়াবতি নমস্তভ্যং নমো বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ে ।

নমঃ ক্ষীরার্ণবসুতে নমস্ত্রৈলোক্যধারিণি ॥

বিশ্বেশ্বরি নমস্তভ্যং রক্ষ মাং শরণাগতম্ ।

রক্ষ ত্বং দেবদেবেশি দেবদেবেশবল্লভে ॥

দরিদ্রং ত্রাহি মাং দেবি কৃপাং কৃতা মমোপরি ।

নমস্ত্রৈলোক্য জননি নমস্ত্রৈলোকাপালিনি ॥

ব্রহ্মদয়ো নমস্তি ত্বাং জগদানন্দদায়িনি ।

রামপ্রিয়ে নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং জগদ্ধিতে ॥

আৰ্ত্তিহরে নমস্তভ্যং সমৃদ্ধিকারিণ্যৈ নমঃ ।

অজবাসে নমস্তভ্যং চপলায়ৈ নমো নমঃ ॥

নমস্তে শীঘ্রগামিন্যৈ চঞ্চলায়ৈ নমো নমঃ ।

পরিপালয় মাং মার্তদাগং মাং শরণাগতম্ ॥

শরণং ত্বাং প্রপন্মোহস্মি কমলে-কমলাননে ।
 ত্রাহি ত্রাহি মহাদেবি পরিভ্রাণ-পরায়ণে ॥
 কিং বহুক্ষেণ ভো সীতে নমস্তেস্ত পুনঃ পুনঃ ।
 অশ্রুং মে শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম ॥
 শ্রীসীতা স্তোত্রমিদং পুণ্যং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ ।
 শ্রোষ্যন্তি যে মহাভক্তা তেষাম্ দাস্তামি সম্পদম্ ॥
 যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমস্থিতঃ ।
 সুখ-সৌভাগ্য-সম্পন্নো বুদ্ধিমান্ ঋদ্ধিমান্ ভবেৎ ॥
 পুত্রবান্ গুণবান্ শ্রেষ্ঠো ভোক্তা ভবতি মানবঃ ।
 ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং মহা-দারিদ্র্য-নাশনম্ ।
 ক্ষিপ্রং প্রসাদ-জননং চতুঃবর্গ-ফলপ্রদম্ ।
 যঃ পঠেৎ সততং প্রেমা প্রত্যক্ষো জায়তে ধ্রুবম্ ॥

মহাত্মা এই দিব্য স্তোত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—সিয়লাল ! ছয়
 মাস কাল ভক্তি সহকারে এই স্তোত্র নিরন্তর পাঠ করিলে নিশ্চিত
 শ্রীজানকী-কৃপার অধিকারী হইবে ।

অতি প্রেমের সহিত অবনত মস্তকে স্তোত্রটি গ্রহণ করিয়া
 সিয়লাল চিত্রকূটের পথে পুনরায় অগ্গসর হইলেন । বনপথ
 দিয়া একাকী যাইতেছেন—কোথায় লোকালয়ের চিহ্ন অবধি নাই ।
 পুনরায় সিয়লালের বিনা আহারে তিন দিন ব্যতীত হইয়াছে—সিয়লাল
 মনে মনে ভাবিতেছেন এই বিশ্বব্ধরের রাজত্ব—সকলের আহারের পর
 বিশ্বব্ধর স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করেন—কিন্তু এখন কী সেই নিয়মের
 ব্যতিক্রম হইয়াছে ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কিছুদূর অগ্গসর

হইতেই সিয়লাল দেখিলেন—পথের এক ধারে স্তম্ভপীকৃত ভাবে কিছু ভাজা ছোলা পড়িয়া রহিয়াছে ।

ছোলাগুণ্ডির উপর দৃষ্টি পড়িতেই সিয়লালের মনে হইল—এই বনালয়ে কোথা হইতে এমন সমর ছোলা আসিল? সামান্য চিন্তার পর—এই রহস্যটির পশ্চাতে—অন্য সেবকের প্রতি ভক্ত-বৎসল ভগবানের অশেষ অনুগ্রহ লক্ষ্যগত রহিয়াছে—তাহা সম্যক বুদ্ধিতে পারিয়া—সিয়লাল অভূতপূৰ্ব্ব প্রেমপদকে সকল জীবের ভরণ-পোষণের একমাত্র ভঁরতা - জগন্নাথের উদ্দেশ্যে—যত্ন করে প্রণতি করিয়া বলিলেন—

মাধব বহুত মিনতি কর তোয়
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জম্ম ছোড়বি মোয় ।
গণইতে দোষগুণ লেশ ন পাওবি
যব তুঁছ করবি বিচার ।
তুঁছ জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগ বাহির লহ মোঞে ছার ॥

সিয়লাল আজ মস্মেঁ মস্মেঁ বুদ্ধিতে পারিলেন যে এই দূর বনপ্রান্তে যে দয়াল তাঁহার ক্ষুদ্রবৃত্তির জন্য সম্যক ব্যবস্থা করিয়াছেন—তিনি অতীন্দ্রিয়—তিনি সর্ব্ব বুদ্ধি পর—তিনি—

বিহু পগ চলই শুনই বিহু কানা ।
কর বিহু করম কটর বিধি নানা ॥
আনন্দ রহিত সকল রস ভোগী ।
বিহু বাণী বক্তা বড় যোগী ॥

তন্ বিম্ব পরশ নয়ন বিম্ব দেখা ।
 গ্রহই ভ্রাণ বিম্ব বাস অসেখা ॥
 অস সব ভাঁতি অলৌকিক করণী ।
 মহিমা জামু জাই নেহি বরণী ॥

বিনা পদে তিনি দ্রুতগামী—তিনি কণ্ বিনা শ্রবণ করেন—জিহ্বা বিনা সকল রসের ভোগী এবং বাক্য বিনা শ্রেষ্ঠ বক্তা । তিনি বিনা তনুতে স্পর্শ করেন এবং চক্ষু বিনা সকল বস্তু দেখিতে পান । এই প্রকারে তিনি সববিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকেন ।

ইহার অল্পক্ষণ পূর্বেই জগৎ-নিয়ন্তা বিশ্বম্ভরের বিচারের উপর সিয়লাল সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন । এখন নিজের আচরণে অনন্ত হইয়া সিয়লাল বুদ্ধিতে পারিলেন—যে বিপদে—ভগবৎ স্মরণ এবং ভগবৎ অনগ্রহ লাভ হয়—তাহা বিপদ রূপে জীবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । ভগবৎ-প্রসাদ রূপ—বিমল আনন্দ লাভ করিবার পূর্বে সাধককে যে সকল বাধা, বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়—অন্তিমে তাহাই সুখের কারণ হয় । আপাত-মধুর বিষয় ভোগ রূপ সুখ—জীবের স্ব-স্বরূপ ভুলাইয়া দেয় এবং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সুদূর কঠিন প্রাচীর উত্তোলন করিয়া—দুইটির মধ্যে সহজ সম্বন্ধ-সুখ চিরতরে ছিন করে ।

এই প্রসঙ্গে সিয়লালের শ্রীমদ্ভাগত গীতার মন্ত্রটি মনে পড়িল—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিমামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥

অর্থাৎ যাহা প্রথমে বিষম এবং অন্তে অমৃতোপম—তাহাই সাত্ত্বিক-সুখ—সেই সুখাস্বদনেই আত্মবুদ্ধি প্রণোদিত হয় ।

সিয়লাল যথার্থই এইরূপ পরীক্ষা মূলক বিপদের ভিখারী ।

বাস্তবিক—

যদ্বিনং হরিসংলাপ-কর্ণ-গীষ্ম-বর্জিতম্ ।

তদ্বিনং হৃদ্বিনং মন্ত্রে মেঘাচ্ছন্নং ন হৃদ্বিনম্ ॥

যে দিন ভগবৎ কথালাপ জীব শ্রবণ করে না সেই দিনই দৃশ্বিন
:মেঘাচ্ছন্ন দিন দৃশ্বিন নহে ।

এই প্রসঙ্গে পান্ডব-জননী কুন্তী দেবীর শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি স্মরণীয়—

বিপদঃ সঙ্ঘ তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদগুরো ।

ভবতো দর্শনং যৎ স্রাদপুনর্ভব দর্শনম্ ॥

অর্থাৎ ! হে কৃষ্ণ—যে বিপদ উপস্থিত হইলে তোমার দর্শন লাভ
হইয়া থাকে সেই সকল বিপদ জন্মে জন্মে আমাদের নিত্যই হউক ।

সিয়লালের যদিও প্রত্যক্ষ ভগবৎ-দর্শন লাভ হয় নাই তথাপি
আনন্দ-কন্দের অবিরল করুণা ধারার সম্যক আশ্বাদন লাভ হইয়াছে ।

(৩)

চিত্রকূটের অনতিদূরে রাজাপুর গ্রাম—সন্ত শিরোমণি তুলসীদাসের
জন্মভূমি । সিয়লাল চিত্রকূটের পথে—ভক্ত বিভূষণ তুলসীর জন্মভূমি
দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন । সিয়লালের সঙ্গে কেহ নাই—
একাকী যাইতেছেন । চারিধারে পর্বত শ্রেণী, তাহার মধ্যে নিবিড়
বনানী এবং মধ্যে বীচিসংকুল যমুনা নদী প্রবাহিতা । সিয়লাল যমুনায়

‘তট বাহিনী ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে আপন মনে রাজাপুত্র
‘তীর্থে’ যাইতেছেন। কিছুদূর যাইবার পর, সন্ধ্যার সময়, একটি কাষ্ঠ
ব্যবসায়ীর সহিত সিয়লালের দেখা হইল। এই সন্ধ্যার সময়—গভীর
জংগলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সিয়লালকে দেখিয়া—কাষ্ঠ ব্যবসায়ী কিঞ্চিৎ
বিস্মিত হইলেন—পরক্ষণেই সাধুর শোভা সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া—
লোকটি সিয়লালকে বলিলেন—মহারাজ ! এই সময় কোথায় একাকী
যাইতেছেন ?

সিয়লাল সহাস্যে উত্তর করিলেন—মহাত্মা তুলসীর জন্মভূমি
রাজাপুত্র তীর্থ দর্শন করিবার মানসে যাইতেছি—উপস্থিত রজনী
অগতপ্রায় দেখিয়া এইখানে কোথায় রাত্রি-বাস করিব ভাবিতেছি।

সিয়লালের কথা শুনিয়া লোকটি হাসিয়া বলিলেন—মহারাজ ! এ
বড় ভীষণ স্থান—ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির লীলা নিকেতন। আমি
এখানে দিন-মানে কাষ্ঠ সংগ্রহ করি এবং সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ী ফিরিয়া
যাই। রাত্রে কেহ এখানে থাকিলে পরদিন প্রাতে আর তাহাকে জীবিত
অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনি আজ রাত্রের মত আমার
গ্রামে ফিরিয়া চলুন—কাল, পুনরায়, আপনার গন্তব্য স্থানে যাত্রা
করিবেন।

কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর ভয়সূচক বাণীতে সিয়লালের কিন্তু কিছুই পরিবর্তন
লক্ষিত হইল না। পূর্বেই তাহাকে আনন্দময়ই মনে হইল। সিয়লাল
নির্জন একান্ত বাস পছন্দ করিতেন—নির্জনে সবার অস্তরালে
উদ্ধল ভগবৎ ভজন হয়—সাধক সর্বোপায়শূন্য হইয়া তাহার সমগ্র
মনটিকে ভগবৎ চরণ কমলে সমর্পণ করতঃ নিত্যানন্দে বিরাজ করেন।

সিয়লাল লোকটির সহৃদয় ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া
বলিলেন—বাবুজী ! আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরিয়া যান—

আপনার কোন ভয় নাই—আপনি আবার আগামীকাল প্রাতে যখন এখানে আসিবেন—পুনরায় আমাকে দেখিতে পাইবেন । আমি আজ এই স্থানেই রাত্রি বাস করিব ।

সাধুর অভয় আশ্রয়—ভগবৎ চরণারবিন্দ । বিষয়-কীট ব্যবসায়ী তাহা বুদ্ধিতে পারিলেন না । সাধারণ গৃহীর মত ব্যবসায়ীক মন স্থির হইতে পারিল না । সাধুকে দর্শন মাত্র—কোন অলক্ষ্য কারণে—ব্যবসায়ীর মন সিয়লালের চরণ কমলে পড়িয়াছে । সাধুর কথায় স্বস্তি লাভ করিতে না পারিয়া লোকটি আপনার দুইজন কর্মচারীকে সিয়লালকে পরিচর্যা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া রাত্রি সমাগমে আপন গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

রাত তখন সাতটা হইবে । লোক দুইটি তামাক কিনিবার অছিলায় গ্রামের বাজারে যাইতেছি বলিয়া—সিয়লালের নিকট হইতে চলিয়া গেল—এবং সারা রাত্রের মধ্যে আর তাহারা ফিরিল না । এইরূপ অজ্ঞানতাহারা মগিব চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই খুঁজিতেছিল—এই ভূত-প্রেতের হাতে কে প্রাণ দেয় ? সাধুর কথায় তাহাদের বিশ্বাস হয় নাই ।

গৃহমেধীগণ—আপন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের উপর বিশ্বাস করেন । নিরক্ষর সাধু-সন্তের আচরণ অলৌকিক—তাহাদের উপর সহজে বিশ্বাস হয় না ।

সিয়লাল ঠিক ইহাই চাহিতেছিলেন—নিঃসঙ্গ একাকী অবস্থা । আপন মনে হাসিয়া সিয়লাল ভাবিলেন—ওরাও ভূত প্রেতের হাত হইতে বাঁচিল—আমিও ওদের হাত হইতে বাঁচিলাম । সিয়লাল, অতঃপর, শ্রীগুরু পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া সিয়রাম নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন ।

রাত্রি তখন গভীর হইয়াছে—চারিদিকে ঘন অন্ধকার—হিংস্র পশু ও নিশাচর ভূত-প্রেত ও পিশাচরের বিহার করিবার উপযুক্ত সময়। অস্পৃশ্যের মধ্যেই ভূত প্রেতের লীলা আরম্ভ হইল। সিয়লাল দেখিলেন—কয়েকটি ভয়ংকর মূর্তি—তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছং ছং শব্দ করিতে করিতে—তাহার দিকে আসিতেছে। এই বিপদে—সিয়লাল আর কী করিতে পারেন? নাম জাপক বৈষ্ণবের—সুখের সম্পদ এবং দুঃখের একমাত্র নির্ভর আশ্রয় হইল—ভগবৎ নাম। তিনি হনুমানজীকে স্মরণ করিয়া মধুর স্বরে জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম রটন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভূত-প্রেতের দল আজ এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিল। তাহারা বুদ্ধিতে পারে নাই—কাহার সহিত আজ তাহারা যুদ্ধ-রত। একটি ফকির সাধু—আশ্রয় একমাত্র সিয়রাম নাম। ইহার পদস্বর্ষ—তাহারা কত পথচারীকে বধ করিয়া রক্ত পান করতঃ তৃপ্ত হইয়াছে। আজ কে—তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত? তাহারা এক অদ্ভুত ধ্বনি শুনিতে পাইতেছে! ইহার পদস্বর্ষ তো তাহারা ভয়সূচক ধ্বনি ব্যতীত অন্য কিছুই শুনেন নাই—আজ যে ধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে—কী জানি তাহার কী অপদূর্ষ মাদকতা! সাধুর তো কোন অস্ত্র নাই—কোন মন্ত্র বল নাই—তথাপি তাহারা কেন আজ সাধুর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না? এইরূপ চিন্তা করিয়া ভূত-প্রেতের দল বড় বিস্মিত ও লজ্জিত হইল। তাহারা যে এই বনানীর একছত্র অধিপতি—এই ধারণা যেন—আজ তাহাদের শিথিল হইল। অতঃপর, পৃথক পৃথক আক্রমণে সর্বতোভাবে ব্যর্থ হইয়া তাহারা এক সাথে সিয়লালকে—গোলাকারে ঘিরিয়া—আক্রমণ করিতে লাগিল—সিয়লালের শ্রীঅঙ্গ তাহারা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—কেবলমাত্র

উৎকট শব্দ করিয়া—দূর হইতে হাত-পা ছুড়িয়া—সিয়লালের উপর উপদ্রব তাহারা করিতে লাগিল। সিয়লাল এই সকল আক্রমণ—সিয়রাম নাম নামক অমোঘ বাণ দ্বারা নিরস্তর প্রতিহত করিতে লাগিলেন।

এইভাবে রাত্রি প্রায় বারটা অবধি দূই পক্ষই ভীষণ যুদ্ধ হইল। বারটার পর ভূত-প্রেতের দল কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। সিয়লাল ভাবিলেন—যাক্ ! বিপদ দূর হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নদীতে কিসের আওয়াজ হইতেছে বৃদ্ধিতে পারিয়া—তিনি সজাগ হইয়া বসিলেন—অনুমানে বৃদ্ধিলেন—দুইটি নৌকা তাঁহার দিকেই আসিতেছে। নৌকা দুইটির কথা চিন্তা করিয়া সিয়লাল যেন নিশ্চিত হইলেন—ভাবিলেন নিশ্চয় কোন যাত্রীর সহিত তাঁহার দেখা হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধিতে পারিলেন যে নৌকা দুইটি করিয়া ভূত-প্রেত প্রভৃতির সর্দার লোক সব আসিয়াছে। সর্দারগণের আগমনে ভূত-প্রেতের মনে নূতন বলের সঞ্চার হইল এবং তাহারা পুনরায় সিয়লালের উপর ভীষণ আক্রমণ আরম্ভ করিল। সিয়লাল পুনরায় ‘ভয়ং ভয়ানাম্—ভীষণং ভীষণানাম্’ যিনি ভয়ের ভয় এবং ভীষণের ভীষণ—সেই সিয়রাম নাম দ্বারা—তাহাদের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন।

এইভাবে দুইপক্ষ ভীষণ যুদ্ধ চলিল। অতঃপর ক্রিয়াক্ষণ পরে, উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন—যুদ্ধের গতি ক্রমে ক্রমে মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। রাত্রি তখন দুইটা হইবে—সিয়লাল অঞ্জনি-নন্দন শংকট-মোচন হনুমানজীর স্মরণে গিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—হে পবন-নন্দন—‘আপ সাধু সন্তকো রাখোয়ারে’—হে প্রভু—আপনি সাধু সন্তের একমাত্র রক্ষক—আমায় রক্ষা করুন।

হনুমানজীর নাম স্মরণ করিতেই সাধুর সকল ক্রেশ দূর হইয়া গেল এবং ভূত-প্রেতের উপদ্রবও শান্ত হইল।

এতক্ষণ ভীষণ পরিশ্রম করিয়া সিয়লাল ক্লান্ত হইয়াছেন। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু পরম নিভায়ে—সুখ নিদ্রায় যাপন করিলেন।

অতি প্রত্যুষেই—সিয়লালের কণ্ঠের জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম ধ্বনি বনভূমি মধুরিত করিল। অকাম প্রেমিক সন্তের নাভি প্রদেশ মথিত করিয়া যে সুমধুর পবিত্র ধ্বনি নিনাদিত হইল তাহার অমোঘ রূপশে' চতুর্দশ ভুবন পুনীত হইয়া প্রভাতের নবাক্ষণ কিরণমালা রূপ কুসুম নিচয়—সাধুর চরণ বন্দনা করিল। সিয়লাল কণ্ঠ-নিনাদিত সুমধুর শব্দে—বসন্তের কোকিল প্রেরণা লাভ করিল এবং বায়ু মন্দ মন্দ ও সুবাসিত হইয়া—বনভূমিকে ব্যাজন করিতে লাগিল।

বেলা আটটা নাগাদ কাষ্ঠ ব্যবসায়ীটি তাহার লোকজন সমেত পুনরায় কাষ্ঠ সংগ্রহে বনভূমিতে আসিয়া—সিয়লালকে জীবিত দেখিয়া অতি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। গতকাল রাতে কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর ভাল নিদ্রা হয় নাই। সাধুর কথা চিন্তা করিয়া তাহার মন উন্মিগ্ন ছিল। অন্য দিন অপেক্ষা—কাষ্ঠ ব্যবসায়ী—আজ বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই আসিয়াছেন। সিয়লালকে পূর্ববৎ প্রফুল্লিত দেখিয়া কাষ্ঠ ব্যবসায়ী বুঝিলেন যে সাধু—সামান্য নহে—কোন মহাপুরুষ—অবতার বিশেষ হইবেন। নচেৎ কী করিয়া তিনি এই ভূত-প্রেতের আলায়ে জীবিত থাকিতে পারেন? বহুদিন ধরিয়া—তিনি এই বনে কাজ করিতেছেন—ইহার পূর্বে—তাঁহার একরূপ অভিজ্ঞতা—কখনও লাভ নাই। ব্যবসায়ীর মন, পূর্বেই, সাধু দর্শনে দ্রবিত হইয়াছিল—উপস্থিত সাধুকে পরম মহাত্মা জ্ঞানে—আশীর্বাদ ভিক্ষা করতঃ তাঁহার চরণ তলে লুটাইয়া পড়িলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সংবাদ—বায়ুর ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নিকটবর্তী গ্রাম হইতে দলে দলে নরনারী—মহাত্মা দর্শন করিতে আসিলেন। সকলেই মহাত্মার চরণ কমল অশ্রুজলে

বিস্মিত করতঃ শিরে পদ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মাকে—
সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিয়া—সরল গ্রামবাসীগণ সাধুকে মনোমত ভাবে
পূজা-আরতি করিয়া—প্রার্থনা করিলেন—হে সরকার ! আমরা এই
বনালয়ে ভূত-প্রেতের উপদ্রবে সদাই সশঙ্কিত থাকি—আপনি কৃপা
করিয়া এই স্থান হইতে চিরতরে ভূত-প্রেতের বাধা দূর করিয়া দিন।

নিষ্কপট গ্রামবাসীগণের সরল আচরণে সিয়লাল পরম সন্তোষ
লাভ করিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—ভাই !

যত্র যত্র রঘুনাথ-কীর্তনং তত্র তত্র নতমন্তুকাঞ্জলিম্।

বাস্পবারি পরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসানাস্তকম্ ॥

যত্র যত্র প্রীরঘুনাথের গুণগ্রাম কীৰ্ত্তিত হয়—তত্র-তত্র মারুতি
মহারাজ অঞ্জলিবন্ধ হইয়া নতমস্তকে এবং বাস্প বারি পরিপূর্ণ
লোচনে উপস্থিত থাকেন। এইরূপ রাক্ষসান্তকারী পবন-নন্দনকে
নমস্কার কর।

সিয়লালের আশীর্ব্বাদে ছিল শান্তির সুশীতল বারি—গ্রামবাসীগণ
সাধুর অভয় দানে—তৎক্ষণাৎ যেন সর্ব্ব উপদ্রব মুক্ত হইল। সাধু কন্ঠ
নিদাদিত ভগবৎ নাম প্রসাদে—ক্লিষ্ট, উৎপীড়িত পিশাচ যোনির ভূত
সকলও মণ্ডলময় ধাম প্রাপ্ত হইল। গ্রামবাসীগণ, অতঃপর, সেইস্থানে
হনুমানজীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মারুতি-দেবের নিত্য পূজার ব্যবস্থা
করিল।

হনুমানজীর—অতি গঢ় এই ভূত লীলার তাৎপর্য্য—মনে মনে
অনুভব করিয়া সিয়লাল সাম্ভ্রানন্দে বিহ্বল হইলেন। তিনি বুদ্ধিতে
পারিলেন যে তাহার সহিত যে ভূত-প্রেতের যুদ্ধ-লীলা হইল—ইহা
পদ্প হইতে অজনি-নন্দন তাহার জন্য রচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অব্যক্ত ভগবৎ-নামের কিঞ্চিৎ মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য—এবং লোক সমাজে তাঁহার সূচ্য প্রচার করিবার নিমিত্ত—ভূত-প্রেতের এই নাট্যাভিনয় । মারুতি মহারাজের করুণা ধারায় বিগলিত হইয়া সিয়লাল গ্রীহনদ্রুং পাদপদ্ম স্মরণ করতঃ যদ্রুং করে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—

শ্রীরামহৃদয়ানন্দং ভক্তকল্প-মহীকুহলম্ ।

অভয়ং বরদং দোভ্যাং কলয়ে মারুতাস্তজম্ ॥

ভক্ত-বাহ্যাকম্পতরু শ্রীরাম হৃদয়-নন্দনকারী তথা দুই হস্তে যিনি অভয় এবং শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি দান করেন—এরূপ মরুতাস্তজকে আমি বন্দনা করি ।

(৪)

অতঃপর, লোক-সুসংগল—সিয়রাম নাম রটন করিতে করিতে সিয়লাল রাজাপদ্র গ্রামে উপনীত হইলেন । শ্রীরাম ভক্তির মূর্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ তুলসীদাসের জন্মভূমি—রাজাপদ্র গ্রাম—সাধু-সন্তের তীর্থভূমি । রাজাপদ্রের—প্রতি ধূলিকণাই যেন তুলসীর কথায় মদ্রুত । ষাট্রীগণের নিকট—তুলসীর সূচ্য কীর্তন করিবে বলিয়া—রাজাপদ্রের গ্রাম্য বিহংগদল অধীর আবেগে অপেক্ষা করিতেছে—তুলসী বিরহে কাতর হইয়া কুসমিত বনলতা তুফীভাব অবলম্বন করিয়াছে !

প্রেমের দশায় সিয়লাল পথ চলিতেছেন ! পথে এক ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের ঘরে—তুলসীর স্বস্থ লিখিত—শ্রীরামচরিত মানস গ্রন্থরাজের অষোধ্যাকাণ্ড দেখিয়া—সিয়লাল—তুলসী-প্রেমে বিকল হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইলে—তিনি যেন স্বয়ং তুলসী ও তাঁহার পরম আরাধ্য শ্রীসীতারাম দর্শন করিতেছেন। প্রেম-বিবশ্বে দেহে—সিয়লাল কোনক্রমে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন প্রাতে চিত্রকূট যাত্রা করতঃ—অল্প কয়েক দিনের মধ্যে যথাস্থানে উপনীত হইলেন।

কতদিন পরে সিয়লাল পদুমরায় চিত্রকূটে আসিয়াছেন! যদুগল দর্শন কাতরতায়—সিয়লাল ব্যাকুল। চিত্রকূট—যদুগল সরকারের সুখ-বিলাস। সিয়লাল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—যতদিন না ভগবৎ দর্শন হয়—ততদিন চিত্রকূট ত্যাগ করিয়া—তিনি অন্যত্র কোথাও যাইবেন না।

এইরূপ দৃঢ় সংকল্প করিয়া সিয়লাল তীর বৈরাগ্যে অখণ্ড নাম কীর্তন করতঃ চিত্রকূটের পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন এবং এই ভাবে কিছু দিন পরে অননুসূয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর দুই পাশেই নিবিড় জঙ্গল—সিংহ এবং অন্যান্য হিংস্র পশুর নিবাস স্থল। সিয়লালের স্থানটি বড় ভাল লাগিল—একান্ত নিষ্কর্ষ এবং শান্তিময় স্থান। অতঃপর সিয়লাল একটি বৃক্ষতলে আসন করিয়া সেইখানেই রহিয়া গেলেন এবং আপন ইচ্ছামত সামান্য ফলমূল ভোজন করতঃ—পরমানন্দে ভজন-সুখ পান করিতে লাগিলেন।

একদিন অতি প্রত্যুষে নদীর কিনারায় একটি স্ফটিক শীলার উপর বসিয়া আছেন এমন সময় সিয়লাল দেখিলেন যে কমণ্ডল হাতে করিয়া এক তেজোময় দিব্য মহাত্মা খড়্গের গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে নদীতে নামিতেছেন। মহাত্মার দিব্য রূপ এবং জ্যোতি উদ্ভাসিত মৃদুখণ্ডে আকৃষ্ট হইয়া সিয়লাল তাঁহার চরণ কমলে

সাক্ষাৎ প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন। মহাত্মা সন্মুখে
সিয়লালকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং মস্তকে কর স্পর্শ করিয়া
আশীর্বাদ করিলেন।

মহাত্মা, অতঃপর, সিয়লালকে চিত্রকূট ধামের দিব্য মহিমার কথা
বলিতে লাগিলেন। এই চিত্রকূট ধামে পরাৎপর পরব্রহ্ম ভক্তবৎসল
দশরথ নন্দন রাঘবেন্দ্র শ্রীরাম বার বৎসর কাল বিনোদ করিয়াছেন।
অদ্যাবধি কৃপাপাত্র প্রেমী ভক্ত—সেই দিব্য লীলা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া
পরমানন্দে মগ্ন হয়েন। সিয়লাল মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে
প্রভু! আমি কবে যদুগল সরকার—শ্রীসীতারামের—দর্শন লাভ করিব?

সিয়লালের কাতর প্রশ্নে দুঃখিত হইয়া মহাত্মা বলিলেন—সিয়লাল।
মিথিলায়—জ্ঞান-কূপের নিকট তোমার সহিত যদুগল সরকারের
সাক্ষাৎকার হইবে। যদিও অযোধ্যা—চিত্রকূট এবং মিথিলায়—সম্বৎসর
তিনি রস-বিহার করিয়া থাকেন—তথাপি মিথিলা ধাম—যদুগল সরকারের
অখণ্ড বিহার-কুঞ্জ। পরম হ্লাদিনী শক্তি—শ্রীজানকীজী—মিথিলা ধামে
প্রগট হইয়াছেন। মিথিলা ধামের শ্রীবিহার-কুণ্ড—যদুগল সরকারের
মুখ্য বিনোদ স্থল—এই সকল দিব্য ভূমির পূর্ণ রসাস্বাদন—জানকী
কৃপা ব্যতিরেকে—কেহ কোনদিন লাভ করিতে পারে না। শ্রীজানকীজীর
কৃপাপাত্র—সীতামাড়ি নিবাসী—শ্রীসিদ্ধাবা—তোমায় সম্যক ভাবে
শ্রীধামের দিব্য ভেদ সকল পান করাইবেন। যদুগল সরকারের দর্শনের
জন্য—তুমি যদি অধীর ও কাতর হইয়া থাক—তাহা হইলে অচিরেই
নিশ্চিন্ত মনে মিথিলা ধামে যাত্রা কর। এই বলিয়া মহাত্মা সজল নেত্রে
মিথিলে। মিথিলে। বলিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

ত্রিকালদর্শী মহাত্মাকে সিয়লাল অতঃপর বলিলেন—হে প্রভু! আমার

আপনার দীন দাস জ্ঞান করিয়া—জ্ঞানকী কৃপা লাভ করিবার কিঞ্চিৎ
অবলম্বন দান করুন।

এই অনুরোধের উত্তরে মহাত্মা সহাস্য বদনে বলিলেন—জয়
সিঙ্গরাম জয় জয় সিঙ্গরাম নাম হইতে বড় অবলম্বন আর কিছুই নাই।
তুমি ত সর্বদাই এই উজ্জ্বল নামে লীন হইয়া আছ। তোমার উপর
জ্ঞানকীর কৃপা সততই অবিরল ধারায় বর্ষিত হইতেছে। শ্রীজ্ঞানকী
কৃপা ব্যতিরেকে—শ্রীজ্ঞানকীর ভজন ব্যতিরেকে—শ্রীরাম কখনও দ্রবিত
হয়েন না। ভজন রসিক নাম জাপক—সর্বদাই জ্ঞানকী কৃপা প্রার্থনা
করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাত্মা গদগদ কণ্ঠে জ্ঞানকী রত্ন
মাগিক্য হইতে নিম্নোক্ত পদটি স্মরণ করিলেন—

সীতাং বিনা যে সখি কোটিকল্প
সমাস্ত রামং জনকায়জ্ঞানু।
ধ্যায়ন্তি নিন্দাশ্রয়ভাগিনস্তে।
রামপ্রসাদাৎ বিমুখা ভবন্তি ॥
রামস্তবশ্চো ভবতীহ সীতা।
প্রোচ্চরণা যে তু জপন্তি সীতাম্।
ভূতানুগামী ভজতে জনাংস্তান্
ব্রহ্মেশ-শক্তার্চিতো রাজপুত্রঃ ॥

অর্থাৎ হে সখি—সীতা বিনা কোটি বৎসর রামনাম জপ করিলে
রঘুনন্দন প্রসন্ন হন কিনা সন্দেহ—পরন্তু, নিন্দা ও বিমুখতার ভাগী
হইতে হয়। অতএব শ্রীসীতারাম যুগল উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ।

বিশেষতঃ পরম স্নানাদিনী শক্তি—শ্রীজানকীজী—শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়তম প্রাণ স্বরূপিণী । ‘সী’ উচ্চারণ মাত্রেই শ্রীরাম বশীভূত হন—এবং সীতা সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মা-শক্রাদি পূজিত সাকেতাধীশ শ্রীরামচন্দ্র—স্বয়ং নাম জপকের অনুগামী হন ।

সিয়লালের পুনঃ পুনঃ কাতার প্রার্থনায় দ্রবিত হইয়া এবং তাহাকে উপযুক্ত অধিকারী জ্ঞান করিয়া মহাত্মা বলিলেন—সিয়লাল ! অনন্য রামোপাসক—মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য মহারাজকে—তাহার সৎসেবক স্নাতীক—তোমারই মত প্রশ্ন করিয়াছিলেন । স্নাতীক ছিলেন উগ্রতপা এবং শ্রীরামচরণ কমল মধুপ । তাহার প্রশ্নের উত্তরে মহাজ্ঞানী অগস্ত্য যাহা বলিয়াছিলেন—অদ্য সবিধি সেই শ্রীজানকী অষ্টোত্তর শত নাম তোমায় বলিতেছি । প্রেম ও ভক্তি সহকারে এই স্তোত্রটি চল্লিশ দিন পাঠ করিলে—নিশ্চিত শ্রীজানকী কৃপা লাভ করিবে ।

শ্রীজানকী অষ্টোত্তর শতনামানি ।

অগস্ত্য উবাচ—

এবং স্নাতীক ! সীতায়্যাঃ কবচং তে ময়েৱিভম্ ।

অতঃপরং শৃণুযাত্ৱ সীতায়্যাঃ স্তোত্রমুত্তমম্ ॥

যস্মিন্শ্লোত্তরশতং সীতানামানি সন্তি হি ।

অষ্টোত্তরশতং সীতাদায়্যাং স্তোত্রমুত্তমম্ ॥

যে পঠন্তি নরাস্তত্র তেষাম্ চ সফলো ভবঃ ।

তে ধন্যা মানবা লোকে তে বৈকুণ্ঠম্ ব্রজন্তি হি ॥

ও অস্যা শ্রীসীতা-নামাষ্টোত্তরশতমস্ত্রস্যাগন্তি ঋষিরনুষ্ঠয়ছন্দো
রমেতি বীজং মাতুলিগীতি শক্তিঃ পশ্মাক্ষজেতি-কীলকম্ অবনিজে-

তাস্মৈ জনকাজেতি কবচং মূলকাসুন্দরমন্দিরনীতিপরমো মন্ত্র শ্রীসীতা
রামপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ । অথ করন্যাসঃ শ্রীসীতায়ৈ
অঙ্গদৃষ্টাভ্যাম্ নমঃ । ওঁ রমায়ৈ তজ্জর্নীভ্যাম্ নমঃ ওঁ মাতুলিঙৈঃ
মধম্যভ্যাম্ নমঃ ওঁ পশ্মক্ষজায়ৈ অনামিকাভ্যাম্ নমঃ শ্রীঅবনিজায়ৈ
কনিষ্ঠিকাভ্যাম্ নমঃ ওঁ জনকজায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ । অথ
হৃদয়াদিন্যাসঃ ওঁ শ্রীসীতায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ওঁ রমায়ৈ শিরষে স্বাহা ওঁ
মাতুলিঙৈঃ শিখায়ৈ বষট্ ওঁ পশ্মক্ষজায়ৈ নেত্রাভ্যাম্ বষট্ ওঁ
জনকজায়ৈ অস্ত্রায় ফট্ ওঁ মূলকাসুন্দর-মন্দিন্যৈ বোষট্ । ইতিদিস্বন্দঃ
অথ ধ্যানম্ ॥

বামাজে রঘুনায়কস্য রুচিরে যা সংস্থিতা শোভনা

যা বিপ্রাধিপ-যানরম্যানয়না যা বিপ্রলাপনেনা

বিহ্বাদপুঞ্জ-বিরাজমান-বসনা—ভক্তার্তিসংখণ্ডনা

শ্রীমদ্রাঘবপাদপদ্ম-যুগলশ্চস্ত্রেক্ষণা সাবতু ॥

শ্রীসীতা জ্ঞানকী দেবী বৈদেহী রাঘবপ্রিয়া ।

রমা-অবনিস্মৃতা রামা রাক্ষসাস্তপ্রকারিণী ॥

রত্নগুপ্তা মাতুলিঙ্গী মৈথিলী-ভক্ততোষদা ।

পদ্মাক্ষজা কঞ্জনেত্রা-স্মিতাস্মিতা নূপুরস্বনা ॥

বৈকুণ্ঠনিলয়া মা শ্রীমুক্তিদা-কামপূরণী ।

নৃপাঅজ্ঞা-হেমবর্ণা মৃদুলাঙ্গী স্তভাষিণী ॥

কুশাস্বিকা দিব্যদা চ লবমাতা মনোহরা ।

হনুমদ্বন্দিতপদা মুক্তা কেয়ুরধারিণী ॥

অশোক-বন-মধ্যস্থা রাবণাদিক-মোহিনী ।

বিমান-সংস্থিতা সুদ্রঃ সুকেশী রসনাস্থিতা ॥

রজ্জোরূপা সত্ত্বরূপা তামসী বহ্নি-বাসিনী ।

হেমমৃগাসক্তচিত্তা বাল্মীকিশ্রম-বাসিনী ॥

পতিব্রতা মহামায়া পীত-কৌশেয়-বাসিনী ।

মৃগনেত্রা চ বিষোষ্ঠী ধনুর্বিদ্যা-বিশারদা ॥

সৌম্যরূপা দশরথস্নুষা-চামরবীজিতা ।

সুমেধা-তুহিতা দিব্যরূপা ত্রৈলোক্য-পালিনী ॥

অল্পপূর্ণা মহালক্ষ্মীধীর্লজ্জা চ সরস্বতী ।

শাস্তিঃ পুষ্টিঃ শমার্গোরীপ্রভাযোধ্যা-নিবাসিনী ॥

বসন্তশীতলা গৌরীস্নান-সন্তুষ্টমানসা ।

রমানাম-ভঙ্গসংস্থা হেমকুন্তপয়োধরা ॥

সুরাচ্চিতা ধৃতিঃ কাস্তিঃ স্মৃতির্মেধা বিভাবরী ।

লঘুদরাবরারোহা হেমকঙ্কনমণ্ডিতা ॥

শ্রীরাম-সেবনরতা রত্ন-হতাটঙ্ক-ধারিনী ।

*শ্রীরাম-সেবনরতা রত্ন-তাটঙ্ক ধারিনী ॥

রামবামাজসংস্থা চ রামচন্দ্রৈকরঞ্জিনী ।

সরযু-জলসংক্রীড়া-কারিণী রামমোহিনী

* চিহ্নিত পংক্তিটি পর পর দুইবার লিখিত হইয়াছে । মনে হয়
আদি পদ্যস্তকে ছাপার ভুল ক্রমে ইহা হইয়াছে । আদি পদ্যস্তকে
যে রূপ পাইয়াছি—সেই রূপই লিখিয়াছি ।

সুবর্ণা-তুলিতা পুণ্য। পুণ্যকীর্তিঃ কলাবতী ।
 কলকঠা কঙ্ককঠা রন্তোরু-গজগামিনী ॥
 রামার্পিতমনা রামবন্দিতা রামবল্লভা ।
 শ্রীরামপদচিহ্নকা রামরামেতি ভাষিণী ॥
 রামপর্যাক্ষশয়না রামাজিঘ্রাক্ষালিনী-বরা ।
 কামধৈষ্মনসম্ভুষ্টা মাতুলিঙ্গ-করৈর্ধৃতী ॥
 দিব্য-চন্দনসংস্থা শ্রীমূলকাসুরমর্দিনী ।
 এবমষ্টোত্তরশতং সীতানাম্নাং সুপুণ্যদম্ ॥
 যে পঠন্তি নরা ভূম্যাং তে ধন্বাঃ স্বর্গগামিনঃ ।
 অষ্টোত্তরশতং নাম্নাং সীতায়্যাঃ স্তোত্রমুত্তমম্ ॥
 জপনীয়ং প্রযত্নেন সর্বদা ভক্তিপূর্বকম্ ।
 সন্তি স্তোত্রাত্মনেকানি পুণ্যদানি মহাস্তি চ ॥
 নানেন সদৃশানৌহ তানি সর্বাণি ভূমুর ।
 স্তোত্রাণামুত্তমং স্তোত্রং ভুক্তি-মুক্তি-প্রদং নৃণাম্ ॥
 এবং স্মৃতীক্স তে প্রাক্তোমষ্টোত্তর-শতং শুভম্ ।
 সীতানাম্নাং পুণ্যদং চ শ্রবণাম্মঙ্গল-প্রদম্ ॥
 নরৈঃ প্রাতঃ সমুথায় পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ ।
 সীতাপূজনকালেহপি সর্ববাহিত-দায়কম্ ॥

মৃদুনিবয়ের পরম অনুগ্রহে—সিয়লাল দিব্য প্রসাদ স্বরূপ—শ্রীজানকী
 অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়া অপার সন্তোষ লাভ করিলেন ।
 মহৎ কৃপায় সিয়লালের মনে হইল—তিনি যেন সাক্ষাৎ শ্রীজানকী

চরণাবিসদ দর্শন করিতেছেন। মহাত্মার মধুপঙ্খ নিঃসৃত স্তোত্রটি—
অপূর্ব প্রেম রস পূর্ণ—জানকী-মহারাগীর ঐশ্বর্য ও মাধুর্য
রসের—দিব্য সম্ভব। সাকেতাধীশ শ্রীরামচন্দ্র সেবিত—শ্রীসীতার
প্রেমে—সিয়লালের হৃদয়-সমুদ্র উন্মিলিত। মহাত্মা-উদ্গীত স্তোত্রটি
সিয়লালের নিকট কেবলমাত্র কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি নহে—সাধুর
নিষ্কপট পবিত্র হৃদয় স্পর্শে—স্তোত্রটি মিথিলেশ-কুমারীর প্রত্যক্ষা
বাঙময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। যাহা—

সেবনাং শ্রবণাং পাঠাং দর্শনাং পাপনাশিনী।

অর্থাৎ, যাহার সেবা-শ্রবণ-পঠন বা দর্শনে সদ্য সর্ব পাপ
বিনষ্ট হয়।

ভাবে গদগদ হইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে—সিয়লাল মূনিপদুগবের
চরণ যুগল নিজ মস্তকে ধারণ করতঃ অতি আগ্রহে মহাত্মার আশ্র-
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা যে একজন পরম প্রেমিক
শ্রীযুগল পরিকর—এ বিষয়ে সিয়লাল নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। মহাত্মার
প্রেম-ভক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য—সিয়লালের প্রাণে প্রাণে—সেই কথাই
বলিতেছে।

কাতর জিজ্ঞাসুর নয়নের প্রতি দৃকপাভ করতঃ মধুর স্মিত হাস্যে
মূনিবর বলিলেন—সিয়লাল! আমি অতি দীন শ্রীরাম কিংকর—পিতামহ
ব্রহ্মার মানস-পুত্র—অত্রি নামে খ্যাত। মহাত্মা অতঃপর সিয়লালকে
পরম স্নেহে বক্ষে আলিঙ্গণ করতঃ নদীর উপর দিয়া পদব্রজে নিজ
আশ্রমে গমন করিলেন। সিয়লাল—দীন অসহায় কাতর চক্ষে
কিছুদূর অবধি মূনিশ্রেষ্ঠকে যাইতে দেখিলেন—তাহার পর কোথায়
যেন তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বিবেক-চুড়ামণি অত্রির সুসংগ লাভ করিয়া সিয়লাল এক অপূৰ্ণ পুঙ্কানন্দ ভাসিয়া চলিলেন। দীন বৎসল সাধুর কৰুণার কথা স্মরণ করিয়া—সিয়লালের মন—প্রেমে বিকল হইল। সিয়লাল বদ্বিধিতে পারিয়াছেন যে তাঁহাকেই অনুগ্রহ করিবার জন্য—তাঁহাকে যুগল সরকারের সন্ধান দিবার জন্য—মহাত্মার শ্রুভাগমন। দীনদয়ালের বাক্য অনুধ্যান করিতেই সিয়লালের মনে পড়িল—যদি তুমি যুগল দর্শনের জন্য অদীর ও কাতর হইয়া থাক—তাহা হইলে এখনই নিশ্চিন্ত মনে মিথিলাধামে যাত্রা কর। সেথায় তুমি শ্রীযুগল-সরকার শ্রীসীতারামের দর্শন লাভ করিবে। শ্রীকিশোরীজীর কৃপাপাত্র—সিদ্ধ-বাবা—তোমায় শ্রীধাম রহস্য সম্বন্ধে সম্যক রূপে অবগত করাইবেন।

মহাত্মার এই কথাগুলিই—সিয়লালের বার বার মনে পড়িতে লাগিল। একরূপ আশার বাণী—একরূপ সাক্ষাৎ দর্শনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—সিয়লাল ইহার পূৰ্ণ পান নাই। সিয়লালের মন বলিল—ইহা সাক্ষাৎ সরকারের বাণী—তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্যই—এই অপূৰ্ণ যোগাযোগ। এই কথা চিন্তা করিয়া সিয়লাল অসীম আনন্দে সায়রে নিমজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার মনে হইল—তিনি যেন শ্রীযুগল দর্শন সুখ লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছেন।

শ্রীমিথিলাধামে যাইবার সু-অবসরের অপেক্ষায়—সিয়লাল পরমানন্দে চিত্রকুটেই রহিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পূৰ্ণ শ্রীদিবাকরদাস নামে পরিচিত—এক প্রেমিক সন্তের সহিত সিয়লালের পরিচয় হইয়াছে। মন্ত্রী স্বজাতি বন্ধুর নিকট—সিয়লাল অত্রি-মুনি সম্পর্কিত সকল ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। সিয়লালের ভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া—দিবাকর দাস পরমানন্দে সিয়লালকে মিথিলা যাইবার

জনা উৎসাহিত করিলেন । অতঃপর স্থির হইল দুই বন্ধু এক সাথে
পরদিন মিথিলাধামে যাত্রা করিবেন ।

মহৎ লাভের পূর্ব লক্ষণ—সিয়লালের মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ
পাইয়াছে । আনন্দই—ব্রহ্মের স্বরূপ । সিয়লাল পূর্ণানন্দে ভাসিতেছেন
এবং সেই আনন্দ সুধা স্তবকে স্তবকে নিরন্তর মধুর কাব্যে স্ফূর্তিত
হইতে লাগিল । গোপ-রমণীর ন্যায় সিয়লালের ভাব । প্রেমের
দশায় সিয়লাল দিবাকরদাসকে—শ্রীজানকী-নন্দিনী জ্ঞান করতঃ—
তঁাহার চরণ দুইটি ধরিয়া দরদর ধারায় গাহিতে লাগিলেন—

ভজুমন জনকললী গুণধাম ।

উমা রমা রতি শচী শারদা সেবত যেহি বনুধাম ॥

পালত হরত সৃজত যেহি রুখ লখি বিধি হরিহর তিঁহু গ্রাম ।

যুগবৎ কৃপা কটাক্ষ রহহি নিত রঘুকুল মণি ঘনশ্যাম ॥

সদা স্বতন্ত্র সকল উর বাসিনী অখিল লোক অভিরাম ।

তথাপি অধিক জন কী রুচি রাখহি সববিধি পূরণ কাম ॥

যেন কেন বিধি বিবশহ বারক জপত জীহ যেহি নাম ।

পাওত অধমৌ অভয় উচ পদ গতি মতি পরম ললাম ॥

ঋষি সিধি সব চরণ পলটোহি ভুক্তি মুক্তি বহু বাম ।

বিপুল রূপ ধরি সিয় আয়সু শির ব্যাপি রহি সব ঠাম ॥

পালহি পোষকহি নাম জাপকিনী সিয় সম হরি ভবধাম ॥

ইচ্ছিত ফল জন লহহি যায় যাহা বিহু কোড়ি বিহু দাম ॥

প্রগট প্রভাব বিলোকহু জন হিত ফরত ববুরণি আম ।

শ্রীপ্রেমলতা তে অঙ্ক সিয় ত্যজি সেবত চাম ॥

কী মধুর শরণাগতের ভজন ! মন ! জানকীজীর গুণগান কর ।
 উমা, রমা, শচী, শারদ যাঁহার নিত্য সেবায় রত থাকিয়া অপার
 আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন—যাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বিধি-হরি-হর সৃজন
 পালন এবং সংহার করিতেছেন—যাঁহার কৃপাকটাক্ষ রঘুবুল মণি সদাই
 চাহিতেছেন । যিনি পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সর্বজীবে অবস্থিত—সেই
 জনকললী—ভক্তের সর্ব মনোবাঞ্ছা সদাই পূর্ণ করিতেছেন । একবার
 মাত্র প্রেমের সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিলে—অধম জনও গতি,
 মতি এবং সুদৃঢ় ভক্তি উচ্চ মার্গ লাভ করিয়া থাকে । তাঁহার চরণ কমলে
 শত শত ভুক্তি, মুক্তি রূপ দাসী লয়লীন হইয়া আছেন এবং
 যাঁহার অংশ স্বরূপ—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত—জড় চেতন স্থাবর
 জঙ্গম প্রভৃতি বিবিধ রূপ ধারণ করতঃ জনকললীর আজ্ঞা পালনে
 রত আছে । তাঁহার ভক্ত—বিনা আয়াসে ঈশিত ফল লাভ করে—
 এবং যাঁহার ইচ্ছায় অতি সাধারণ কণ্টকাপূর্ণ বৃক্ষেও আম্রফল ফলিয়া
 থাকে—এইরূপ ঐশ্বর্য্য দাত্রী—প্রেম ভক্তি প্রদায়িনী—জানকীজীর
 সেবা ত্যাগ করিয়া—যে কামিনী কাণ্ডনে রত থাকে—সে দূর্ভাগা
 যথার্থই অন্ধ ।

অন্য ভক্তের চিন্ময় কণ্ঠে ভজন পদটি—ভাবে, ভাষায় ও মাধুর্য্যে,
 গায়ক ও শ্রোতার-উভয়েরই মন হরণ করিল । দুইজনেরই মন অবলীলা
 ক্রমে শ্রীজানকীচরণ কমলে মগ্ন হইয়া পরম সুখানন্দ লাভ করিল ।

এই ভাবে শ্রীজানকী প্রেমের মধুর রসাস্বদনে দুই জনের সময়
 কীভাবে কাটিয়া গেল তাহা কেহ টেরও পাইল না ।

সিয়লালের দিব্য ভাবোন্মেষলতায়—দিবকারের মন আজ বিশেষ-
 ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে । এতদিন দিবাকরদাস—সিয়লালের কোন
 পূর্ব পরিচয় জানিতেন না । সিয়লালের পরিচয় জানিবার জন্য

তাহার মন আজ বড় অধীর হইয়াছে। অতঃপর প্রিয়তম সাথীর
বারবার অনুরোধে বন্ধুর কোতুহল চরিতার্থ করতঃ সিয়লাল ছন্দ-বন্ধ
ভাষায় আপন পরিচয় দান করিলেন। শ্রীগুরু সম্পর্কিত পরিচয়ই—
সাধুর পরিচয়।

(অনুবাদ)

সংস্কার করি পঞ্চ-ভূত মম শ্রীসদগুরু ভগবান।
নাশিলেন অতি শীঘ্র নর-জড়ত্ব অভিমান ॥
বার বার আমি কহিব সুখে সদগুরু দীনদয়াল।
উপদেশ করি সিয়রাম নাম—দিলেন যুগল ভজন রসাল ॥
চুরাশী লাখ যোনির মাঝে—বহু রূপে বহু তনু ধরি।
দৃষ্ট কপট সম ভ্রমিলাম বহু—সদগুরু এবে নিলেন স্মারি ॥
শ্রীসিয়লাল শরণ আর প্রেমলতা—এই দুই হয় মোর নাম।
বহিরঞ্জে সিয়লাল—অস্তরে প্রেমলতা কিঙ্করী ললাম ॥
সাজাইয়া হৃদয় সু-কুঞ্জ মম প্রেম-রূপী মালতী কুশুমে।
স্থাপিলেন রসরাজ যুগল সরকার—কীবা কব শোভা

অনুপমে ॥

যুগল সু-ধ্যান করি—ভজন করহ শুধু সিয়রাম নাম।
উপদেশ করিলেন—সদগুরু স্বামী রসিকরাজ সুখধাম ॥
শ্রীধাম অষোধ্যা মাঝে মনোহর অতি—শ্রীজানকী সুবাগ।
সেখায় লভিলু শ্রীগুরু পাদপদ্ম সহিত প্রেম ও অনুরাগ ॥
অকাম প্রেমিক সন্ত সদগুরু মম—পরম সুজান।
রচিলেন সরস্বতটে—সদগুরু সদন—ধরাধামে বৈকুণ্ঠ সমান ॥

শৃঙ্গার ভজন সাথে ভেদ-ভক্তির চরিত মধুর ।
 শিখাইলেন কৃপা করি গুরুদেব মোর—শ্রীবৈষ্ণব চতুর ॥
 মঞ্জু মধুর সু-কাব্য-কলায় রচি গ্রন্থ বৈষ্ণব অমান ।
 সজ্জনে সু-সুখ দিবে—অমোঘ শ্রীমুখ বাণী—অতীব মহান ॥
 জাতি-বর্ণ কাম-ক্রোধ কপট-দম্ভ-মদ-অভিমান ।
 চকিতে শীতল হইল—লভি গুরু কাছে দিব্য-আত্মজ্ঞান ॥
 কর্ম-জ্ঞান, ব্রত-দান, ধ্যান-মনন ও নিয়ম ।
 পুরুষ প্রধান হয়—ভকতি—পূর্ণ শশী স্নিগ্ধ অমুপম ॥
 যুগল সরকার তুষ্ট—পরা-প্রেম—প্রণয় লীলায় ।
 উপাসনা প্রেম মার্গ—বুঝিবে সু-দীন জীব—সাধুর কৃপায় ॥
 বালক বয়স যবে—পিতামাতা বন্ধু ভ্রাতার অতীব ললাম ।
 শ্রীহুমৎপাদ পূজি—ভজন করি সুখে—সিয়রাম নাম ॥
 শ্রীরাম-কমল-ভৃঙ্গ জনক-জননী মোর—শংকর-পার্বতী সমান ।
 ভবের বন্ধন নাশি চলিলেন সুরধামে চড়ি সুন্দর পুষ্পিত
 বিমান ॥
 বিষয় প্রপঞ্চ ত্যজি শ্রীচিত্রকূট ধাম পরে লভিয়া আশ্রয় ।
 যুগল ভজন করি উপজিল প্রেম হিয়ার কানায় কান'য় ।
 অঞ্জলি-নন্দন তবে নিজ জন জানি—পাঠাইলেন শ্রীধাম
 অযোধ্যায় ॥
 দীননাথ পরম কৃপালু—শর্গ রাম বল্লভা—দিলেন মোরে
 শ্রীচরণ-আলয় ॥
 শ্রীসদগুরু মোর দয়ার সাগর—মন-বাণী-চিৎ-বুদ্ধি পার ।
 যুগল স্বরূপ জানি—নমি তাঁর পাদপদ্ম—বারবার শত কোটি বার ॥

সিরলালের মহৎ আশ্রয়ের পরিচয় পাইয়া দিবাকরদাস পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অতঃপর দুই প্রেমিক সাধক পরমানন্দে মিথিলা ধামে যাত্রা করিলেন। সমগ্র যাত্রাপথে ভগবৎ নাম সংকীৰ্ত্তন করিয়া—জনগণকে সুমধুর ভগবৎ-ভজনে প্রেরণা দান করিয়া—দুই বন্ধু সীতামাড়িতে—লক্ষ্মণা নদীর কিনারায়—সিদ্ধ বাবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সিদ্ধবাবার আশ্রমটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যমন্ডিত মনোহর পরিবেশের প্রতীক। আশ্রমটিতে পদার্পণ করিলেই মন প্রফুল্লিত হয়। লক্ষ্মণা নদীর তীরে—জন-বিরল স্থানে—একখানি ছোট্ট মাটির ঘর—সামনে একটু রোয়াকের মত—আর কুঠীরের চারিধারে নানান রংএর ফুলের বাগান। চারিদিকে সুন্দর পবিত্র ভাব বিরাজান—দেখিলে মনে হয় যেন কাম ক্রোধাদি রিপু দলের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই।

সিদ্ধবাবার কী নাম তাহা জানা নাই। বহু দিন হইতে তিনি সর্বত্র সিদ্ধবাবা বলিয়া পরিচিত। সিদ্ধবাবার বয়স কত—তাহাও কাহারও সঠিক ধারণা নাই। কেহ বলিতেন একশত—আবার কেহ বা বলিতেন তাহার অনেক অধিক। অথচ দেখিলে মনে হইত ষাটেরও কম। সদাই হাস্যোচ্ছ্বল আনন্দময় মুখমণ্ডল—দীর্ঘ ললাটে সৌভাগ্যের পূর্ণ লক্ষণ—চক্ষু দুইটি করুণায় ভরা—সুপুরু কেশ ও শ্মশ্রু-গুচ্ছ—তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়াছে। সিদ্ধবাবাকে—ঐ অঞ্চলে সকলেই জানিতেন। বহু প্রকারের আবদার লইয়া লোকে তাঁহার নিকট আসিতেন! সিদ্ধবাবা কাহাকেও বিমুখ করিতেন না—সর্বভূতে তাঁহার সমান দয়া। নিকটেই একটি শ্রীজানকীজীর মন্দির—লক্ষ্মণা নদী হইতে জল বাহিয়া—শ্রীমন্দির মাচ্ছন করা—সিদ্ধবাবার নিত্যকার সেবা। সিদ্ধবাবা জানকীজীর বড় কৃপাপাত্র। লোকে

বলিত—জানকীজীর সহিত তাঁহার নিত্যই কথালাপ হয়। জানকীজীও সিদ্ধবাবার সেবা বিনা সন্তোষ লাভ করিতেন না।

একদিন বর্ষায়—নদীর পথ পিচ্ছিল হইয়াছে—প্রবল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষার জন্য সিদ্ধবাবার মন্দির মার্জ্জন করিতে বিলম্ব হইয়াছে। সিদ্ধবাবা দুইটি কলসী লইয়া নদীতে আসিলেন। কলসী দুইটি জল পূর্ণ করতঃ সিদ্ধবাবা নদীতে স্নান করিতে নামিলেন। স্নানান্তে কলসী দুইটি যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া সিদ্ধবাবা বড় চিন্তিত হইলেন। সিদ্ধবাবা ভাবিলেন—অন্য কেহ তো নদীতে সেদিন স্নানার্থে আসে নাই—কলসী দুইটি গেল কোথায়? অনেক চিন্তার পর সিদ্ধবাবা, অগত্যা, দৃঃখিত মনে শ্রীমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতেই মন্দিরের পূজারী সিদ্ধবাবাকে বলিলেন—কী বাবা! আপনার এতটুকু দয়া-মায়া নাই—একটি ছোট্ট মেয়েকে দিয়ে এই বর্ষার দিনে পূর্ণ কুম্ভ দুইটি মন্দিরে পাঠাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সিদ্ধবাবা বড় বিস্মিত হইলেন—তিনি ইহার বিষয় কিছুই জানেন না—পূজারী মহাশয়ের কথা ঠিক বুদ্ধিতে পারিলেন না। অতঃপর সব ঘটনাটি শুনিয়া সিদ্ধবাবা বুদ্ধিতে পারিলেন যে, পাছে বর্ষার দিনে সিদ্ধবাবার জল আনিতে কষ্ট হয়, এই মনে করিয়া জানকীজী স্বয়ংই কলসী দুইটি বহন করিয়া আনিয়াছেন। জানকীজীর সন্তান-বাৎসল্যতায় সিদ্ধবাবার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। পূজারী মহাশয়কে প্রেমালিঙ্গন করিয়া সিদ্ধবাবা বলিলেন—ভাই তুমিই ধন্য!—বালিকা বেশে জগৎ-জননী—আজ তোমায় কৃপা দর্শন দান করিয়াছেন।

আর একবারের একটি ঘটনা—সেদিন জানকীজীর সেবার সামগ্রী

কিছুই নাই। পূজারী মহাশয় সিদ্ধবাবাকে বলিলেন—বাবাজী
মায়ের ভোগ কিসে হইবে? ঘরে—আজ কিছুই নাই।

এই কথা শুনিয়া সিদ্ধবাবা জানকীজীর মন্দিরে গিয়া বলিলেন—মা
ঘরে আজ কিছুই নাই। তোমার ভোগ না দিতে পারিলে—আমরাও
প্রসাদ পাইব না। তুমি ইহার বশ্বেদাবস্ত করিয়া দাও। এই কথা বলিয়া
সিদ্ধবাবা পূজারী মহাশয়কে বলিলেন—পূজারীজী! আমি জানকীজীকে
সমস্ত জানাইয়াছি। তিনি ইহার সকল ব্যবস্থা এখনই করিয়া দিবেন।

অতি আশ্চর্যের বিষয়, ইহার কিছুক্ষণ পরেই, ভারে ভারে খাদ্য-
সামগ্রী লইয়া কয়েকজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা
বলিলেন—জমিদার বাবুর বাড়ীতে ছেলের শুভ বিবাহ উপলক্ষে—
জানকীজীর পূজার জন্য মা এই সকল উপকরণ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পূজারী মহাশয় তো ব্যাপার দেখিয়া অবাক। তিনি এতদিন
মন্দিরে সেবা করিতেছেন—কখনও কেহ এইরূপ সেবা পাঠায় নাই।
আজ হঠাৎ কাহার প্রেরণায়—এই খাদ্য-সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইল?
অবশেষে তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন যে, শ্রীজানকী-কৃপা-সিদ্ধ—
সিদ্ধবাবা—যথার্থই সিদ্ধ।

সিদ্ধবাবার কাছে আর একজন ভজন-সিদ্ধ সাধক আসিয়া উপস্থিত
হইয়াছেন। সিয়লালের ভাব-বেশ ও ভজন-নিপুণতা লক্ষ্য করিয়া
সিদ্ধবাবা বড় প্রসন্ন হইলেন। দুই কৃপা পাত্রের মধ্যে অল্প দিনেই
মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। সিদ্ধবাবার তখন নিত্য সওয়া লক্ষ
সিয়রাম নাম রটন করিবার নিয়ম ছিল—সওয়া লক্ষ নাম করিতে সময়
লাগিত—প্রায় পনের ঘণ্টা। সিয়লাল বয়ঃকনিষ্ঠ—সিদ্ধবাবাকে গুরু
ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। সিদ্ধবাবা—সিয়লালকে পরম অধিকারী
জ্ঞানে—শ্রীধাম রহস্য এবং যুগল বিহার স্পল সম্বন্ধে সম্যক বোধ

করাইলেন। মিথিলার গদ্য-রহস্যের সম্বন্ধ এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়া সিয়লাল পরমানন্দে সিদ্ধবাবার সেবায় মগ্ন রহিলেন।

একদিন স্বপ্নে—শ্রীজানকীজী সিদ্ধবাবাকে বলিলেন। বৎস ! সিয়লাল আমার বড় প্রিয়—জীবোদ্ধার হেতু সিয়লাল নরতনু ধারণ করিয়াছে। তুমি সিয়লালকে—নাম-রূপ-লীলা-ধাম রহস্য অনুভব করাইয়া দিও, এবং বৈষ্ণব প্রধানের শিরের টোপ (মুকুটের ন্যায় টুপি) এবং সূদীর্ঘ পীত জামা দিও।

স্বপ্নে জানকীজীর আদেশ জানিতে পারিয়া—সিদ্ধবাবা পরমানন্দে সিয়লালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—সিয়লাল ! তুমি বড় ভাগ্যবান - তুমি জানকীজীর পরম আপনার জন—তোমার সংগ লাভ করিয়া আমি কৃত-কৃতার্থ। এই কথা বলিবার পর সিদ্ধবাবা স্বপ্নের সকল কথা সিয়লালকে বলিলেন।

জানকীজীর নির্দেশ মত সিদ্ধবাবা সিয়লালকে মাথার টোপ এবং ‘আলখান্নার’র মত সূদীর্ঘ পীত বসন উপহার দিলেন। কী করিয়া উক্ত বেশ দুইটি লাভ করিতে পারা যায় ?—এই সম্বন্ধে গত কয়েকদিন ধরিয়া সিয়লাল মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন। সব হৃদি-বাসিনী জানকীজী তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। শ্রীজানকীজী আচরিত শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম প্রচার হেতু—জানকীজী আপন প্রিয়তম সহচরীকে—রাজবেশে সাজাইয়া—বিশেষ দরবারে পাঠাইয়া দিলেন।

সিদ্ধবাবাব—বিমল সং-সঙ্গে সিয়লাল যে অপার প্রেমানন্দ লাভ করিলেন—তাহা সংসারের জনগণের মধ্যে অকাতরে বিলাইয়া দিবার জন্য সিয়লাল ব্যাকুল। অকাম, প্রসন্নাত্মা সিয়লালের হৃদয়-মন্দিরে প্রেমপ্রবাহ উছলাইয়া পড়িতেছে—দিব্য ঢল ঢল গতিতে। সিয়লাল—যে সুধা-তরুণীতে নিমগ্ন—তাহার এক বিস্মৃতে জীবের সর্ব

মলিনতা দূর হয় এবং জীব সহজানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করে ।

স্বন্দ-মান রহিত আশ্রাম সিয়লালের অবস্থা যেন—

নির্মাণমোহাজিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাঅনিত্যাবিনিবৃন্তকামাঃ ।

দ্বৈর্দৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসজ্জৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াপদমব্যয়ং তৎ ॥

অর্থাৎ,

প্রিয়ে বা অপ্রিয়ে যার নাই রাগ দ্বেষ,

ভোগের লালসা যার হইয়াছে শেষ ।

সংসারের মোহ নাই, নাই অভিমান,

আত্মজ্ঞান লাভে যিনি নিত্য যত্নবান ।

নাই হৃদে দম্বভাব সুখ দুঃখ নামে,

সেই জ্ঞানী যায় চলি সেই নিত্যধামে ।

—এই শ্রীগীতোক্ত মন্ত্রের জীবন্ত প্রতীক ।

দিব্য পরাজ্ঞানের সম্যক অনুভূতিতে সিয়লালের হৃদয়ে যেন কোটি সূর্যের প্রকাশ হইল । মহৎ-অনুগ্রহে সিয়লাল এখন যথার্থই সূর্যের শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া সাধনশীল জীবগণকে পরম প্রেরণা মূলক বাণীতে বলিতে পারেন—

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাস্তুমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নাশুঃ পশুা বিজ্ঞতে অনন্য ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ

যস্মান্নাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কচ্চিৎ ।

অর্থাৎ আমি পরিপূর্ণ সর্বাধিক,—স্বয়ং প্রকাশ ও অবিদ্যার অতীত ইহাকে (আনন্দ) জানিয়াছি । তাহাকেই মাত্র জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন ; (সংসার) উত্তরণের অন্য কোন মার্গ নাই । যাহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অপর কিছুই নাই, যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নাই ।

এই আত্মজ্ঞানের শাস্বত দীপ্তিতে জীবের সর্ব হৃদয়ান্বকার দূরীভূত হয় এবং জীব আনন্দ স্বরূপে স্ফুটতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করেন—

রসো বৈ সঃ—রসানাম্ রসতমঃ

আনন্দরূপং অমৃতং যদ্ বিভাতি ।

তিনি (শ্রীরাম) রস স্বরূপ—সকল রসের অতিশয় প্রেষ্ঠ—নিত্য আনন্দ স্বরূপরূপে বিরাজমান ।

সিদ্ধবাবার নিকট হইতে সিয়লালের বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত ! সিয়লাল নতজান্দ হইয়া সিদ্ধবাবার চরণতলে বসিয়াছেন—বৃন্দেধর দীর্ঘ নয়নম্বয় সজল হইয়া উঠিয়াছে—সিয়লাল কাতরভাবে সিদ্ধবাবার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন—হে প্রভু জীবনের পাথেয় স্বরূপ কিঞ্চিৎ মহৎ অবলম্বন দান করুন ।

সিয়লালের সরল কাতর প্রার্থনায় সিদ্ধবাবা দ্রবিত হইয়াছেন—তিনি সন্মেনহে বলিলেন—সিয়লাল !—তুমি পূর্ণ কুন্ত—তোমার কিছুই অভাব নাই—তোমার আচরণ লোকশিক্ষার নিমিত্ত—তোমার নিজের জন্য নহে । আমার জীবনের একমাত্র সাধন—শ্রীজানকীকৃপা কটাক্ষ স্তোত্র—তোমায় পরম অধিকারী জ্ঞানে উপদেশ করিতেছি । আমি জানি তোমার পারম্পার্যার্থে এই মহান স্তোত্র জনগণের অশেষ কল্যাণ করিবে ।

এই বলিয়া সম্ভাব্য সিয়লালকে শ্রীজানকী কৃপা কটাক্ষ স্তোত্র
দান করিলেন ।

শ্রীজানকী কৃপাকটাক্ষ ।

মুনীন্দ্রবন্দ-বন্দিতে ! ত্রিলোক-শোক-হারিণী ।
প্রসন্নবক্র-পঙ্কজে ! নিকুঞ্জ-ভূ-বিলাসিনি ।
বিদেহ-ভূপ-নন্দিনী ! নৃপেন্দ্র-সুহৃ-সঙ্গতে !
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

অশোকবৃক্ষবল্লরী-বিতানমণ্ডপস্থিতে ।
প্রবালজালপল্লব-প্রভাফণাঙ্ঘ্রিকোমলে ।
বরাভয়ক্ষুরঙ্করে ! প্রভূতসম্পদালয়ে !
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

তড়িৎসুবর্ণচম্পক-প্রদীপ্তগোর-বিগ্রহে ।
মুখপ্রভাপরাস্ত-কোটিশারদেন্দু-মণ্ডলে !
বিচিত্রচিত্রসংকরচ্চকোরশাবলোচনে ।
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

অনঙ্গরঙ্গমঙ্গল-প্রসঙ্গরঙ্গমুদ্রবা
সুবিভ্রমসসম্মমদ্বিগন্তবাণপদ্মনৈঃ ।
নিরন্তরং বশীকৃতাবশেষভূপনন্দনে ।
কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্

মদোন্মদাসি-যৌবনে প্রমোদমান-মণ্ডিতে !

প্রিয়ামুরাগরঞ্জিতে ! ক্রিয়াবিলাস-মণ্ডিতে !

অনন্ত-কুঞ্জরাজি-কামকেলিকোবিদ্যুতমে !

কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

বিশেষহাবভাব-ধীর-বীরহাসভূষিতে !

প্রভূতশাস্ত-কুস্তকুস্ত-কুস্তিকুস্তমুস্তনি !

প্রশস্ত-মন্দ-হাস্য-চূর্ণ-পূর্ণ-সৌখ্য-সাগরে !

কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

মৃণাল-বাল-বল্লরী-তরঙ্গ-রঙ্গ-দোয্যুত !

লতাগ্রলাস্ত-লোল-নীললোচনাবলোকনে !

ললল্লুলনিলম্মনোজ-মুগ্ধ-মোহকাবতে !

কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

সুবর্ণ-মল্লিকাঞ্চিতে ত্রিরেখকম্বু-কণ্টিকে !

ত্রিসূত্রমঙ্গলী-গুণাভি-রত্ন-দূর-দীপিতে !

সলীল-নীল-কুন্তলে-প্রসূন-গুচ্ছ-গুচ্ছিতে !

কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

নিতম্ব-বিশ্ব-লম্বমান-পুষ্পমেখলাগুণে !

প্রশস্ত-রত্ন-কিঙ্কিনী-কলাপ-মধ্য-মঞ্জুলে !

করীন্দ্রশুওদণ্ডিকাবরোর শৌভ-গৌরকে !

কদা করিষ্যসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

অনেকমঞ্জুনাদ মন্দ-নুপুরশ্রুতি ! সুরাজ্ঞে !

রাজহংস-বংশ নিক্ষুণ্ণোতি-গৌরবে !

বিলোল-হেম-বল্লরী-বিড়ম্ব-চারু-চংক্রমে !

কদা করিগ্রাসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

অনন্ত-কোটি-বিষ্ণু-সজ্জ-শত্ৰু-পদ্যাজ্ঞাচিহ্নে !

হিমাঞ্জিকা-পুলোমজা-বিরিঞ্চিজাবরপ্রদে !

অপার-সিন্ধি-বুদ্ধি-দিগ্ধসদ্পদাজুলীনথে !

কদা করিগ্রাসীহ মাং কৃপা-কটাক্ষ-ভাজনম্ ॥

মহেশ্বরী ত্রিয়েশ্বরী সুধেশ্বরী সুরেশ্বরী !

ত্রিবেদ-ভারতীশ্বরী ত্রিলোক-শাসনেশ্বরী !

প্রমোদ-কাননেশ্বরী রসেশ্বরী ক্ষমেশ্বরী !

বিনোদ-কাননেশ্বরী বিদেহজা ননোন্ততে ॥১২

ইতীদমভূতস্তবং নিশম্য-ভূমি-নন্দিনী

করোতি সততং জনং কৃপা-কটাক্ষ ভাজনম্

ভবত্যনেক সংভাতি-স্তিরূপ-কর্ম্মনাশনম্

তথা ভবেল্পপেত্র-মু-সুমণ্ডল-প্রবেশম ॥১৩

একায়াং বা নবম্যাং বা দশস্ত্যামপি শুদ্ধধীঃ ।

একাদশ্যাং ত্রয়োদশ্যাং য পঠেৎ সাধকঃ স্তবং ॥

যং যং চিস্তয়েৎ কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ।

সীতা-কৃপা-কটাক্ষেণ ভক্তিঃ শ্রীং প্রেমলক্ষণা ॥

নাভিমাভ্রোরুমাভ্রে চ হুমাভ্রে-কণ্ঠমাত্রকে ।

সীতাকুণ্ডলে স্থিত্বা য পঠেৎ সাধকঃ স্তবম্ ॥

তস্ম সৰ্বার্থ-সিদ্ধিঃ স্ম্যাৎ বাক্য-সামর্থ্যাত্মাং লভেৎ ।

ঐশ্বর্য্যং লভতে সাক্ষাৎ দৃশ্য পশ্যতি জ্ঞানকী ॥

সানু সাক্ষাৎ ক্ষণাদেব তুষ্টা দত্তমহাবরা ।

সাধু পশ্যতি নেত্রাভ্যাং সা প্রিয়া শ্যামসুন্দরঃ ॥

নিত্য-লীলা প্রবেশং চ দদাতি শ্রীরঘুসুতমঃ ।

নাতঃ পরতরং স্তোত্রং বৈষ্ণবানাম্ বিধীয়তে ॥

অপূৰ্ব্বে দিব্য মহিমা-মণ্ডিত—সাক্ষাৎ শ্রীজ্ঞানকী কৃপা স্বরূপ—উক্ত
প্রেম প্রদায়িনী স্তোত্রটি—রক্ষা কবচের ন্যায়—হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া
সিয়লাল সীতামাড়ি হইতে পদস্বজে মিথিলায় যাত্রা করিলেন ।

বিদেহরাজ ভূমি মিথিলা ধাম—পরম হ্লাদিনী শক্তি জগজ্জননী
শ্রীজ্ঞানকীর লীলা নিকেতন ।

নিত্য আনন্দ ধাম শ্রীসাকেত পদ্বীতে কনক সিংহাসনে
রসশেখর শ্রীরাম এবং রাসেশ্বরী জ্ঞানকী বিরাজমান । যুগল-
পরায়ণ লীলা সহচরী-বৃন্দ জ্ঞানকী ইচ্ছানুযায়ী বিশ্রাম লাভ
করিতেছেন । হঠাৎ জ্ঞানকীজীর দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে দেখিয়া
রসিক-চুড়ামণি শ্রীরাম বলিলেন—প্রিয়ে ! কী তোমার অভিলাষ ? কী
কার্য্য আমায় সাধিতে হইবে ? কী সুখ-লীলার আশ্বাদন করিতে চাহ ?
এই বাক্য শুনিয়া শ্রীসীতা বলিলেন—প্রিয়তম ! তুমি সৰ্ব্বশক্তিমান—
বড় অভিলাষ জাগিয়াছে—তোমার রণ-কেলি দেখিতে । রাসেশ্বরীর
ইচ্ছানুযায়ী ভানুপ্রভা নামেধোয় এক লীলা সহচরী লঙ্কায় রাবণ রূপে
এবং অনন্ত কোটি অন্যান্য সহচরী-বৃন্দ দুই ভাগে যথাক্রমে দেবতা

ও ব্রাহ্মস রূপে কেহ অযোধ্যায় এবং কেহ বা লঙ্কায় অবতরণ করিলেন। স্বয়ং নীলোৎপল নবঘন শ্যাম শ্রীরাম অযোধ্যায় এবং রাসেশ্বরী শ্রীজানকীজী মিথিলা ধামে প্রগট হইলেন।

ত্রিপাদ বিভূতিময় মিথিলাধাম। সৰ্ব্ব বৃক্ষ তরুলতা—কল্পবৃক্ষ—
সৰ্ব্ব সরিৎ ধারা—সুন্দরিনী। স্বয়ং উমাপতি শঙ্কর মিথিলা নগরীর
রক্ষক এবং পূজ্য দেবতা। প্রেমাঞ্জন দৃষ্টিতে অনুরাগী ভক্তের
কাছে মিথিলা এবং মিথিলার প্রতি রজ কণা দিবা আনন্দের খনি।

প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া সিয়লাল মিথিলাধামে উপস্থিত হইলেন—
শ্রীধাম-মহাশ্রোর নিত্য নূতন রসাস্বাদন হইতেছে এবং রাত্রে সিয়লাল
অতি অনিশ্চিনীয় মধুর স্বপ্নে যুগল স্বরূপের প্রকাশ দেখিতে।
সিয়লালের জীবনে এক অনাস্বাদিত আনন্দের বন্যা আসিল। সিয়লাল,
কিন্তু, অপ্রত্যক্ষ সত্যানুভূতি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন
না। প্রত্যক্ষ যুগল দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে উন্মত্তবৎ শ্রীমিথিলা ধামের
কুঞ্জে কুঞ্জে যুগল লীলা গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দর্শন লাভ
অতি তীব্র—ব্যাকুলতার সীমা—নাই—কাঁদিয়া কাঁদিয়া শূদ্ধ প্রার্থনা
করিয়া বলিতেছেন—হে প্রভু বিরহ কাতরে আমি নিরন্তর দক্ষ হইতেছি—
বিরহানলে আমার সর্বস্ব পুড়িয়া যাইতেছে—তোমার দর্শন সুখ
দান করিয়া—এ কাণ্ডালকে রক্ষা করো। সিয়লালের আহাৰ-নিদ্রা ত্যাগ
হইয়াছে—অষ্টযাম কেবল সিয়রাম নামে রত। বিরহ ব্যাথায় সিয়লাল
কখনও পাগলের মত প্রলাপ বকিতেছেন—কখনও বা শ্রীধাম-রঞ্জে
লুটাইয়া পড়িতেছেন—কখনও বা পুষ্টিপত পাদপতলে বসিয়া মালা
গ্রন্থন করিতেছেন। কতদিন ব্যতীত হইল—কৈ যুগল দর্শন ত হইল
না। অত্যাগ্ন যুগল দর্শন কাতরতায়—সিয়লাল অধীর হইতেছেন। এইরূপ
প্রেমানুরাগীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রীমৎ ভাগবৎকার লিখিতেছেন—

হস্যতোষো রোদিতি রৌতি গায়ত্য়ান্মাদবদ নৃত্যতি লোকবাহুঃ ।

যুগল সরকারে জাতানুরাগী প্রেমী কখনও খিল খিল করিয়া হাসে—কখনও রোদন করে—কখনও চিৎকার করে—কখনও গান করে আর কখনও উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে ।

সিয়লালের অবস্থা যথার্থই তাই । জাতানুরাগের সৰ্ব্বলক্ষণ তাঁহার মধ্যে সুপ্রস্ফুটিত । মুখে নিরন্তর যুগল নাম—চক্ষে দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতেছে । যুগল নামের মধ্যে যে কী গুপ্ত রহস্য লুক্কায়িত আছে, সিয়লাল যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না । তাই যুগল-নামামৃত আশ্বাদন করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না । যতই নাম করিতেছেন—নামের মাদকতা ততই ঘনীভূত রূপ ধারণ করিতেছে—এ কী এক অপূৰ্ব রস—যাহা অনন্তের পর অনন্তে বিস্তার করিতেছে । এ নাম রসামৃতের আদি-অন্ত নাই—যতই শ্যাম রংএ মন ডুবান যায়—মন ততই অনন্তক অনন্ত আনন্দের ইগিত লাভ করে । সিয়লাল যুগল নামের প্রেমে মজিয়াছেন । সিয়লাল প্রেমাস্পদের কোন কুল কিনারা দেখিতে পাইতেছেন না—কী বৈচিত্র্যময়—কী আনন্দময়—কী দিব্য গন্ধযুক্ত সন্ধানভূতি ! এই যুগল নাম সুধা পান করিয়া সিয়লাল যে অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন—সেই অনন্তক সুধা সরিৎ - তিনি হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না—বিশ্বের সকল জীবগণকে সেই আনন্দ ধারায় তিনি নিমজ্জিত করিতে চাহেন ।

যুগল নামের অনন্তক-অনন্ত আনন্দ স্বরূপের কিঞ্চিৎ মাত্র আশ্বাদন করিয়া—সিয়লাল বদ্বিতে পারিয়াছেন—

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্থ পূৰ্ণমাদান্ন পূৰ্ণমেবাশিষ্যতে ॥

(নাম মহারাজ বা পর ব্রহ্ম) পূর্ণ—ইহাও (নামী বা নামরূপস্থ ব্রহ্ম) পূর্ণ—পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপত্ত হয়—পূর্ণের (নামী বা কার্য-ব্রহ্মের) পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে—পূর্ণই (নাম মহারাজ বা পর ব্রহ্ম) অবশিষ্ট থাকেন ।

সিয়লাল এই বেদোক্ত মন্ত্রের সত্য রূপটি পান করিয়া বাক্যহীন হইয়াছেন ।

যদুগল দর্শন লালসায় সিয়লাল যতই কাতর হইতেছেন—ততই অধিকতর নামরূপে নিমগ্ন হইতেছেন । যদুগল নামের রসাস্বাদনে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন । নাম করিতে করিতে তিনি যেন যদুগল সরকারের শ্রীঅংগের স্পর্শ অনুভব করিতেছেন—প্রতি নামের সাথে যেন অনন্ত প্রেম ও ভক্তি স্বরূপিনী জ্ঞানকীর্জী সম্মত—রসনাগর শ্রীরাম—তাহার কণ্ঠ বিবরের হ্রদ পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করতঃ নিভৃত হৃদয়কুঞ্জে মঞ্জু মধুর প্রেম-বিলাস ভোগ করিতেছেন ।

তীর বিরহ আলায় সিয়লাল দগ্ধ হইতেছেন । আশ্রয়—একমাত্র যদুগল নাম রসাস্বাদন । শ্রীনামের মধ্যে যদুগলের বিলাস—নামকেই কুটিয়া-কুটিয়া—চিরিয়া-চিরিয়া—টুকরা করিয়া—সিয়লাল প্রেমের দশায়—যদুগল অব্বেষণ করিতেছেন ।

অন্য ভক্তের সাথে ভগবানের নিত্য লীলা । ভগবৎ রসাস্বাদনে—ভক্ত সর্ব বিষয়ই ভুলিয়া যান । দশেন্দ্রিয় মন—অনুপম ভাগবৎ-রস পান করতঃ—প্রেমের লীলায়—একসাথে নাচিতে থাকে । যদুগল স্বরূপকে পূর্ণাঙ্গভাবে আস্বাদন করিবার জন্য ভক্ত সব কিছু দূরে ফেলিয়া—ছুটিয়া যান—অনন্ত অমিয় সাগর পানে । সেই আনন্দ-সায়র-তীটে দণ্ডায়মান হইয়া—ভক্ত অমৃত-প্রেম লহরীর পলকাদানক সুখস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করেন—দূর হ'তে অনন্তের লীলা

উপভোগ করেন—কিন্তু কৈ অনন্তের প্রীচরণ কমলের সুমধুর স্পর্শ
তো লাভ করিতে পারিতেছেন না। প্রেমের লীলায় তখন ভক্তের
সহিত ভগবানের মান-অভিমানের পালা শুরু হয়। এই অনন্ত
প্রেম-লীলা—যদুগল সরকারের বড় সুখদায়ক। রসনাগর—ভক্তকে কত
ভাবে উপভোগ করিতে চান! তিনি ভক্তের কণ্ঠে শুনিতে চান—

ভূম্‌হারি কারণে সব মুখ ছোড়া

অব পুনি কেঁও তরসাও।

অব ছোড়া নহি বনৈ প্রভুজী

চরণকে পাশ বৃলাও ॥

অর্থ ৭ —

হে প্রাণনাথ! তোমার সঙ্গকাম সব মুখ ছাড়িহু

দরশন দাও এবে দাও।

এমন নিষ্ঠুর কাজ তোমারে সাজে না নাথ

অঙ্গে মোর চরণ বৃলাও ॥

এইভাবে চলে সিয়লালের সহিত যদুগলের লীলা। ভক্তের
বিরহ-সুখ বিস্তার হেতু নামের মাঝে যদুগল সরকার কখন এক বলকে
প্রকাশিত হইয়া পদনরায় নাম সায়ে লীন হইয়া যান। সিয়লাল যেন
প্রেমাস্পদকে ধরিয়াও—ধরিতে পারিতেছেন না। সিয়লাল তখন
প্রেমাত্ম নয়নে নীলাকাশের প্রতি দৃকপাত করিয়া বৈষ্ণব কবি
চণ্ডীদাসের ন্যায় যেন বলিতে থাকেন—

সই কেবা শুনাইল শ্ৰাম নাম ।
 কানৈৰ ভিতৰ দিয়া মৰমে পশিল গো
 আকুল কৰিল মোৰ প্ৰাণ ॥
 না জানি কতক মধু শ্ৰাম নামে আছে গো
 বদন ছাড়িতে নাহি পাৰে ।
 জপিতে জপিতে নাম অবশ কৰিল গো
 কেমনে পাইব সই তাৰে ॥

কখনও আবার নামের প্ৰেমে বিবশ হইয়া সিয়লাল শ্ৰীধাম-রজ
 অগে মাথিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কবি বিদ্যাপতিৰ ভাষায় বলিতে
 থাকেন—

সজনি কে কহ আওব মাধাই
 বিৰহ পয়োনিধি পাৰ কিয় পাওব
 মবু মন নাহি পতিয়াই
 এখন তখন কৰি দিবস গমাওল
 দিবস দিবস কৰি মাসা ।
 মাস মাস কৰি বরষ গমাওল
 ছোঁড়লু জীবনক আশা ॥

কী কৰুণ আত্মনাদ ! কী বুক-চেরা ভাষায় প্ৰাণের আকুলি প্ৰকাশ !
 সিয়লাল আৰু স্থিৰ থাকিতে পাৰিতেছেন না । তাঁহাৰ চাৰি পাশ্বেৰ্
 যেন কাহাৰ যেন নৃপদৰ নিকন তিনি শব্দনিতে পাইতেছেন—কিস্তু কৈ,
 কাহাকেও তো তিনি দেখিতে পাইতেছেন না । ইহাকে নিজের

মনের ভুল মনে করিয়া সিয়লাল পুনরায় মনের গহন তলে ডুব দিতেছেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তা জ্ঞান দাসের ভাষায় সিয়লালের মনের অবস্থা—

রূপ লাগি আঁশি ঝুরে শুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।

পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে ॥

ভগবৎ দর্শন লালসায় সিয়লালের প্রাণ কণ্ঠাগত। ভক্ত—
কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। ভক্তির সাধন পথ সঙ্গম হইলেও—ভক্তি
সহজ লভ্য নহে। ভক্তি একাধারে সাধন ও সিদ্ধি—যদিও
এই সাধন ও সিদ্ধির যোগ সূত্রটি—ক্ষীণতম কেশ হইতেও ক্ষীণ।
সাধন এবং সিদ্ধির যোগাযোগ-পথটি বহু কণ্টকাকীর্ণ—দুর্লভ্য
বাধা বিপত্তি ঘেরা। অতি চতুর ও সজাগ সাধক ব্যতিরেকে এই
যোগসূত্রের সন্ধান—কেহ লাভ করিতে পারে না। প্রেমা ভক্তির
মার্গটি বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন—

প্রেম পথং অতিহী কঠিন সবপৈ নিবহত নাই।

চড়কে মোমকে তুরঙ্গ পৈ চলনা পাবক মাই ॥

প্রেমের পথ অতীব কঠিন—সকলে সেই পথের যাত্রী হইতে পারে
না। এই পথ—মোমে গড়া সাধকের—মোমের ঘোড়ায় চড়িয়া—অগ্নিকুণ্ড
অতিক্রম করিয়া যাইবার তুল্য। ভাগবান—ভক্তকে সম্ববিধ ভাবে
পরীক্ষা করিয়া লন। ভক্ত যথার্থভাবে কী চাহেন—প্রভু চাহেন কী প্রভুতা
চাহেন? সাধারণতঃ—সাধকেরা অশ্রুপ সম্মুখ—সামান্য সিদ্ধাই—

সম্মান্য ক্ষমতা লাভ করাকেই—ইষ্টলাভ সম জ্ঞান করেন। এইরূপ ভক্ত যত উচ্চই পদ লাভ করুন না কেন—

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্য-লোকং বিশস্তি ।

সদৃশি ক্ষয় হইলেই পুনরায় সংসারে পতিত হন ।

প্রকৃত নিষ্কাম প্রেমী ভক্ত নিরন্তর ভগবৎ বিরহে ও নিরন্তর ভগবৎ সান্নিধ্যে ওতোপ্রোত ভাবে বাস করেন। এইরূপ প্রেমাভক্তির সাধক ‘নির্মৎসরানাম্ সতাম্’—অকাম রাগ-শ্বেষ বিবজ্জিত ভক্তগণ—কিছুই কামনা করেন না। প্রকৃত ভক্তের কিছুই কাম্য নাই। এই সকল ভক্তগণ —

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ

শ্রীহরির সেবা ব্যতীত অন্য কোনরূপ মুক্তি গ্রহণ করেন না।

সিয়লাল ভগবৎ প্রেম-ভিখারী। সিয়লালের ন্যায় নিঃশূল বিশুদ্ধ সত্ত্ব—যুগল সরকারের নিত্য লীলা নিকেতন। সিয়লাল ভক্তির ব্যবসায়ী নহেন—সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হৃদয়ে পরমার্থ সেবা করিতেছেন। ভক্ত যখন কিছুই চাহে না—তখন তাঁহাকে দিবার আর কিছুই বাকী থাকে না—ভগবান তখন তাঁহার নিজ স্বরূপকে ভক্তের হস্তে তুলিয়া—নিজে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া যান। ভক্ত-বৎসল ভগবান ‘সাধুভিঃ গ্রস্তহৃদয়ঃ’—সাধুর—হৃদয় কারায় চির আবদ্ধ। এই কারণে ভক্ত বশ্য ভগবান—তখন পরতন্ত্র প্রধান। ভক্ত ভগবানের এই অনির্বচনীয় প্রেমাশ্বাদন-অবাঞ্ছনসোগোচর—বাক্য এবং ইন্দ্রিয়-পার—বিদ্যা, বুদ্ধি, জাতি বা মানের তুলায়—পরিমাপ্য নহে।

সিয়লাল প্রেমের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। একদিন মিথিলাধামে জ্ঞানকূপ ও বিদ্যাকূপের পার্শ্বে যে স্থানে দক্ষমতী নদী প্রবাহিতা, তাহারই তীরে বসিয়া সিয়লাল বিরহ জনিত ব্যথায় য়োদন

করিতেছেন। সময়—সন্ধ্যা কাল। সিয়লাল যেন হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন—
 সমগ্র ঋতুর পরিবর্তন হইতেছে। অসময়ে কোকিল কুহু কুহু শব্দে
 কুঞ্জন করিতে লাগিল—ময়ূর নৃত্য পরায়ণ হইল—বনলতা কুসমিত
 হইল—বসুন্ধরা অগুরু চন্দন স্বেদাসিত হইল—মন্দ সঙ্গীত
 শীতল বায়ু প্রবাহিত হইল—নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল—ধরণী
 আজি নব বধূর সাজে সজ্জিত হইল। এই অপূর্ব পদ্যকদায়ক
 পুষ্প-গন্ধ-জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে রমা-শচী-শারদার ন্যায়
 অনন্ত দিব্য ললনা বৃন্দ বাহিত-মনি-মানিক্য খোচিত কনক
 সিংহাসনে—নীলোৎপল শ্যামল কোমলাঙ্গ নবধন রাম সাথে কোটি
 কাম-রতি দ্যুতি সমন্বিতা শ্রীজানকীজী বিরাজমান। সখীবৃন্দের
 কেহ কেহ চামর বাজন করিতেছেন—কেহ বা বাদ্য-যন্ত্র সুদেব
 লয়-তানে নিনাদিত করিতেছেন—কেহ আবার সুকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত
 করিতেছেন। কী জ্যোতির্ময় আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। এই
 জ্যোতির্ময় আলোকের সামান্য অংশ সম্পাতে কোটি চন্দ্র-সূর্য গগনে
 আলোকপাত করিয়া থাকেন—কী অপূর্ব শোভায় আজ যুগল সরকার
 প্রকাশমান! যুগল সরকারের অধর ময় মন্দ, মন্দ মধুর হাসিতে
 ঈষৎ স্ফুরিত—নয়নে করুণার অমৃত বর্ষণ—দিব্য অঙ্গে—নন্দন
 কাননের পারিজাত গন্ধ। পরিকর সমেত যুগল সরকার—বাক্য ও
 মনের অতীত। সিয়লাল বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় এই শোভা পান
 করিয়া করিয়াও যেন ভ্রান্ত হইতে পারিতেছেন না। আনন্দকন্দের
 শ্রীমুগ্ধ দর্শনে শ্রীসিয়লালের ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ক্রিয়া পরিত্যাগ
 করিয়াছে—তাহার চিত্ত-মন-বুদ্ধি—সকলই—যুগল সরকারের চরণ
 কমলে পতিত হইয়াছে। সিয়লল আর কিছুই ভাবিতে পারিতেছেন
 না—শ্রীমৎ গীতার ভাষায় তাহার অবস্থা যেন—

ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ ।

সাধক এমত (সমাধিস্থ) অবস্থায় কিছুই চিন্তা করিবে না—এই মন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণ । জীব—স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হয় । জীব যে ‘অমৃতস্য পদ্মাঃ’—তখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে । এই অবস্থায় জীব সচিদানন্দ-নিত্য-সনাতন—বিমল আনন্দ স্বরূপ—কৈঙ্কর্য নিপদ—অনন্তানন্ত মাধুর্য্য বিগ্রহের শরণাগত সেবন-রতা সর্বোপাধিশূন্য কিংকরী । সিয়লালের নয়ন জুড়িয়া—সমাজ সহিত যুগল সরকার বিরাজমান । সিয়লাল অবশ ভাবে স্বামী-স্বামিনীজীর যুগল চরণারবিন্দে সভক্তি প্রণাম করিলেন । করুণানিধান ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরাম—সিয়লালের মস্তকে আপন কর কমল দ্বারা স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ দানে ভূষিত করিলেন এবং তাঁহাকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইলেন । সিয়লালের অঙ্গ—শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ লাভ করিয়াছে—এই শ্রীঅঙ্গ স্পর্শের মহিমা যে কী—তাহা তিনিই অবগত আছেন—যিনি এই পরম অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন । সিয়লালের চক্ষে অবিরল ধারায় প্রেমাপ্রদ বহিতেছে—স্বতঃস্ফূর্তভাবে গদগদ কণ্ঠে—অমিয় নিষ্কাত বাণীতে যুগল বন্দনা করিয়া সিয়লাল গাহিতে লাগিলেন—

জয় সিয় রঘুরাসৈ, জন সুখদাই, কীর্তি সুহাই জগছাই ।

গাওহি শ্রুতি-শেষা ব্রহ্ম সুরেশা শমন কলেশা গতি দাই ॥

জয় জয় সুরভূপা অদ্ভূত রূপা, হবিসু অনুপা অধিকাই ।

জয় যুগোল সুজোরী বিমল-অখোরী, শ্যামল-গোরী মনভাই ॥

জয় জয় প্রিয় প্যারী, প্রভু অবতারী, মহিমা ভারী বিস্তারী ।

জয় জয় জগ কারণ ভব-ভয় ঠারণ, পাওহি পার ন শ্রুতিচারী ॥

জয় বহু তনুধারী সংগ স্নকুমারী, জনকহুলারী অতি প্যারী ।
 সেবহি অলিবৃন্দা পূরণ চন্দা দোউ সুখ কন্দা মুদকারী ॥
 স্নর নর মুনি ঝারী সৃষ্টি অপারী শক্তি তুমহারী তিয়রূপা ।
 তেহি সংগ বিহারী রুচি অনুসারী করহ উদারা সিয়ভূপা ॥
 ইহ ভেদ সুগুটা, লখহি ন মুটা, বিষয় অরুটা অঘ কুপা ।
 প্রভু গতি নিরুপাধি হরণ কুব্যাধি বরণত সাধি ঞ্চতি চুপা ॥
 জয় পরম স্জ্ঞানা দেও স্জ্ঞানা জীব-নিদানা হরি মানা ।
 জয় করুণা-সাগর সবগুণ-আগর নটনাগর শ্রীভগবানা ।
 নিজ জন পর দায়া করি রঘুরায়া হরহু স্বমায়া অজ্ঞানা ।
 নিজরূপা সুপাওহি ইহ পুর আওহি প্রভুহি রীঝাওহি বিধিনানা ॥

কী হৃদয় বিদারক শরণাগতের আত্মনিবেদন!—হে ভগবান—আপনার
 প্রবল মায়া হরণ করিয়া আমার সর্ব্ব অজ্ঞান দূর করিয়া—যদুগল
 স্বরূপে আপনি আমার হৃদয়পদ্রে প্রকাশিত হউন ।

সিয়লালের সরকার কী সিয়লালের প্রার্থনা পূরণ করিতে সমর্থ ?
 এই কথা ধ্যান করিয়া সিয়লাল তৎক্ষণাৎ স্তুতি করিয়া বলিলেন—

তুমহ্, সমর্থ সব ভাঁতি প্রভু হেতু রহিত জনপাল ।
 দেহু ভকতি অনপায়নী সন্ত সংগ সব কাল ॥
 নরতা ধারী আত্মা পরি জড় মায়া ফন্দ ।
 তাহি নিবারি মুশরণ নিজ দিঞৈ সিয়রঘুনন্দ ॥

এইরূপ স্বতোৎসারিত মনোহর ছন্দবদ্ধ ভাষায় আত্মনিবেদনাক
 পদ্যপাজলি প্রদান করিয়া সিয়লাল অবশভাবে যদুগল চরণে লুটাইয়া

পড়িলেন। ভক্তের নিদারণ কাতর প্রার্থনায় প্রেমঘন শ্যামসুন্দর
 দ্রবিত হইয়াছেন। জনকনন্দিনী, মিথিলেশ কুমারী—সিয়লালের
 মস্তকে সন্নেহে কর সরোজ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—সখি প্রেমলতে !
 আমি তোমার উপর সাতিশয় প্রসন্ন। তুমি পরমানন্দে আমার
 লীলা-নিকেতন—মিথিলা ধামে বাস কর। জীবের কল্যাণ ও অভ্যুদয়
 হেতু—আমি স্বেচ্ছায় তোমায় নররূপ ধারণ করাইয়া ধরাধামে
 পাঠাইয়াছি। তোমার উপর যে কর্তব্যভার ন্যস্ত আছে—তুমি
 পদূলকানন্দে—তাহাই সু-সম্পাদিত কর। শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম প্রচার কর—
 যদুগল নাম প্রচার কর—ইহাই তোমার পরম কর্ম ও ধর্ম। জীবগণের
 মধ্যে জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম মহাধ্বনি প্রচার করিয়া
 তুমি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াও। তুমি সর্বদা যদুগল নাম রটন
 কর এবং জীবগণকে এই মহানাম সন্নেহে উপদেশ কর। আমার
 আশীষে তুমি এখন হইতে নিত্য নূতন রহস্যানুভব লাভ করিবে এবং
 তোমার মধ্যে নিত্য নব নব দিব্য কাব্যের স্ফুর্তি লাভ করিবে
 এবং আমার প্রেরণায় তুমি শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম—তথা যদুগল নাম-রূপ-লীলা-
 ধাম সম্বন্ধীয় বহু সদগ্রন্থ—মনোহর কাব্য রচনা করিয়া লোক সমাজে
 প্রচার করিবে। আমার জন্য তুমি এত ব্যাকুল হইও না। আমারই
 ইচ্ছানুযায়ী তুমি মহান কার্য্য ব্যাপিত আছ—ইহাকে তুমি
 আমারই এক অনবদ্য লীলা বলিয়া মনে করিও। আমি সর্বদাই
 তোমার অতি সন্নিগড়ে অবস্থান করিতেছি—লীলা শেষ হইলে
 তুমি পদনরায় শ্রীসাক্ষ্যে আমায় সহিত নিত্য লীলায় রসবিহার
 করিবে। আমার দর্শনের জন্য তুমি এত কষ্ট করিও না। এই
 কথামৃত দান করিতে করিতে সমাজ সহিত যদুগল সরকার—কোথায়
 অন্তর্ধান হইয়া গেলেন !

সিয়ালাল এতক্ষণ এক অভূতপূৰ্ব স্বপ্ন কুহেলিকায় মগ্ন ছিলেন— অতি সুখকর রোমাঞ্চকর মধুর স্বপ্ন—নয়নে এখনও স্বপ্নের ঘোর— চিত্ত-বোধি স্বপ্ন রাজ্যে লয়লীন। যুগলের আবির্ভাব যেমন হঠাৎ নিষ্ক্রমণও তদ্রূপ। সিয়ালাল দেহজ্ঞান শূন্য অবস্থায় এক নিঃশ্বাসে যেন পূর্ণপাত্র অমৃত একেবারে শেষ করিয়া পান করিলেন—পাত্রে আর একবিন্দুও পড়িয়া নাই—পাত্রটি বারবার পরীক্ষা করিয়াও সিয়ালাল কিছুই পাইলেন না। কিন্তু এখনও তো তাঁহার অধর, জিহ্বা,—কণ্ঠ, বক্ষ—অমৃত ধারায় সিক্ত—এখনও তো অন্তরে অন্তরে সিয়ালাল—সে রসাস্বাদন পান করিতেছেন! বেশ ছিলেন সিয়ালাল! কতোক্ষণ পরে দেহজ্ঞান ফিরিয়া আসিল! তখন দেখিলেন প্রভাতের অরুণ রেখায় পূৰ্বাকাশ রংগীন হইয়াছে,—বিহঙ্গদল কুজন করিতেছে,—এক ঝাঁক বলাকা—শূভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া নীল গগনে কোথায় উড়িয়া যাইতেছি—প্রাতঃকালীন মন্দ মৃদু শীতল পবন ধারায় পরিবেশটি স্নিগ্ধ ও সুখপ্রদ হইয়াছে।

অতঃপর, সিয়ালাল জ্ঞানকূপে স্নান করিয়া নিত্য-ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিলেন। পূৰ্ব রাত্রির যুগল-দর্শন রূপ প্রেম আশ্বাদন-সুখে সিয়ালাল বিজড়িত। শরীর যেন কীরূপ হালকা বোধ হইতেছে। দিবাকর দাসের নিকট ভগবৎ প্রসাদ কিঞ্চিৎ মাত্র সেবা করিয়া সিয়ালাল ভগবৎ নাম ভজন করিতে লাগিলেন এবং অজস্র ধারায় ভগবৎ-ভজন পদ ও সংগীত—সিয়ালালের হৃদয়কুঞ্জ হইতে উৎসারিত হইতে লাগিল। সিয়ালালকে দেখিলে মনে হয়—মৃক যেন হঠাৎ বাচাল হইয়াছেন! সিয়ালালের হৃদয়ে যে বিমল প্রেমের বন্যা প্রবাহিত—তাহারই অনিশ্চর্য্য লহরী মালা—ভজন ও সংগীত আকারে অনিশ্চরণ ভাবে নিগত হইতে লাগিল।

এই সময় হইতে জীবন-লীলার অন্ত অবধি নিরন্তর দিব্য কাব্য রচনার ফল স্বরূপ এক শত আট প্রসঙ্গ যুক্ত 'শ্রীসদগুরু কৃপা প্রকাশ' নামক বত্রিশ খানি সদগ্রন্থের রচনা হইল। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বহুবিধ আত্মানুভূতি লব্ধ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন রহস্যের সন্ধানপাঠ্য বিষয় বস্তু—সরল-সুন্দর কাব্যে—হিন্দু ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থগুলির নাম পাঠ করিলে—বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সামান্য ইতিগত লাভ হইতে পারে এই বিবেচনায় গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল—

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ১। শ্রীবৃহৎ উপাসনা রহস্য। | ১৪। শ্রীনাম বৈভব প্রকাশ |
| ২। শ্রীপ্রেমলতা পদাবলী। | চালীশা। |
| ৩। শ্রীচৈতন্য চালীশা। | ১৫। শ্রীজ্ঞানকী বিনয় নামাদি। |
| ৪। শ্রীসীতারাম রহস্য দর্শন। | ১৬। শ্রীসদগুরু পদার্থ প্রবোধিকা। |
| ৫। শ্রীনাম রহস্য ত্রয়ী। | ১৭। শ্রীনাম দৃষ্টান্তবলী। |
| ৬। শ্রীজ্ঞানকী স্তুতি। | ১৮। সন্ত প্রসাদী মাহাত্ম্য। |
| ৭। শ্রীনাম তত্ত্ব সিদ্ধান্ত। | ১৯। অনন্য শতক। |
| ৮। ষট বিকার বিমল বিহার। | ২০। নিজাত্ত্ববোধ দর্পণ। |
| ৯। শ্রীসীতারাম নাম রূপ বর্ণন। | ২১। অপেল সিদ্ধান্ত। |
| ১০। শ্রীসীতারাম নাম জাপক। | ২২। ষোড়শ ভক্তি। |
| ১১। শ্রীজ্ঞান পচাসা। | ২৩। সন্ত মহিমা। |
| ১২। শ্রীমিথিলা বিভূতি | ২৪। উপদেশ পেটিকা। |
| প্রকাশিকা। | ২৫। পঞ্চ সংস্কার। |
| ১৩। শ্রীবৈরাগ্য প্রবোধক | ২৬। অষ্ট যাম। |
| বাহন্তরী। | ২৭। শ্রীজ্ঞানকী বধাই। |

২৮। শ্রীপ্রেমলতা বারাতরী ৩০। সার সিদ্ধান্ত প্রকাশ।

২৯। শ্রীনাম সম্বন্ধীয় বহুস্তরী ৩১। নিত্য প্রার্থনা।

৩২। বিশ্ব বিলাস বীসিকা।

অনুভবী এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টা—লীলা-প্রবিশ্ট সন্তের লেখার আশ্বাদন—অতি মধুর। বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য এবং সুন্দর সাবলীল দৃঢ় প্রত্যয় জনিত প্রকাশ ভাগিনা—যে কোন পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করিতঃ তৎক্ষণাৎ তাহার মতি পরিবর্তন করিবার জাদুকরী শক্তি ধারণ করে। গ্রন্থগুলির বিশেষত্বঃ হইল এই যে সম্বন্ধ ভগবৎ নামের উজ্জল মহিমা কীন্তিত হইয়াছে—এবং যত্র যত্র গুঢ় বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনা বর্ণিত হইয়াছে তত্র তত্র সমস্ত দর্শন রহস্যের ভরকেন্দ্র স্বরূপ মহামন্ত্র জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম মহারাজ বিরাজমান।

সাহিত্য এবং বিশুদ্ধ দর্শনের বিচারেও এই সকল গ্রন্থগুলি যে অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মিথিলা হইতে সিয়লাল পদব্রজে কাশীধামে উপনীত হইলেন। পদব্রজে আসিবার বিশেষ কারণ ছিল। ইহার পূর্বে অন্যান্য তীর্থে—সিয়লাল পদব্রজেই গিয়াছেন। সিয়লাল—উচ্চ কোঠার সন্সয়াস-মার্গের সন্ত—কখনও কিছু সংগ্রহ করিতেন না। এইরূপ সাধুগণ অনন্ত বৈভবশালী হইয়াও—সদাই ফকির। রেলপথের মাশুল দিতে অপারক।

দ্বিতীয়তঃ পদব্রজে—বহু গ্রাম ও লোকালয়ের মধ্য দিয়া ধাইতে হয় এবং এই পথ-পর্যটনের সময় জনগণের মাঝে—যুগল নাম প্রচারের অতি অনুকূল অবসর। তৃতীয়তঃ—দীনবৎসল বৈষ্ণব সন্তগণ আপন

নিষ্কলুষ হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে সৰ্ব্বতাপ-বিনাশন ভগবৎ নাম কীর্তন করিতে করিতে যখন পথ অতিক্রম করেন—সমগ্র মানব সমাজের তখন বৃহত্তম কল্যাণ সাধিত হয়। চতুর্থতঃ—বৈষ্ণব সন্তগণ স্বৈর-বিহারী ও শান্ত রসের মূর্ত প্রতীক। অন্য কোন যান অথবা অন্য কাহার মূখ্যাপেক্ষী হইলে শ্রীবৈষ্ণব আপন ইচ্ছামত ভগবৎ নাম-রূপ-লীলা-ধাম জনগণের মধ্যে প্রচার করিতে পারেন না। সৰ্ব্বশেষ এবং সৰ্ব্বপ্রধান কারণ—যথাসম্ভব পদব্রজেই তীর্থ দর্শন করিবার সনাতন ঋষি আচারিত পন্থা—যানবাহন যোগে তীর্থে গমন করিলে তীর্থপতির প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শিত হয় না। এই সকল কারণগুলি সরস হৃদয়ের যোগসূত্রে একত্রিত করিলে যে পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ও কল্যাণকর চিত্রটি রচিত করে তাহা পদব্রজে তীর্থগমন করিবার পক্ষে সৰ্ব্বতোভাবে অনুমোদন দান করিতেছে।

রামনগরে তখন শ্রীঝুলন উৎসব। কাশী নরেশের সাহায্যে—এই ঝুলন উৎসব—মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এক মাসকাল অবধি বহু নরনারী—এই উৎসবে বিমল আনন্দ ভোগ করে। শ্রীঝুলন উৎসব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অতি প্রাণারাম অনুষ্ঠান। সিয়লাল এই সময় এক সন্ত সাথীর সহিত রামনগরের উপকণ্ঠে বাস করিতেছিলেন। উৎসবে নিত্য যোগদান করা তাঁহার চাইই। ভগবৎ লীলাকে—সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ জ্ঞানে—তিনি পূজা আরতি করিতেন। ঝুলন পুণিমায় যুগলের রাসলীলা। পুষ্প, লতা, মাল্যে একটি মনোহর সুন্দর সিংহাসন সাজাইয়া—শৃংগারিত যুগল মূর্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া—অনুরাগী ভক্তগণের আনন্দ উৎসব। যুগল সরকার ঝুলনে সুখাসীন হইলে—ভক্তগণ নাচিয়া গাহিয়া মৃদু মৃদু তালে ঝুলনে দোল দিতে থাকেন। যুগল সরকার ভক্তগণের ইচ্ছানুযায়ী মধুর হাসিতে

এবং প্রেম বিলোল কটাক্ষে একে অন্যের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করতঃ ঝুলন উৎসবটিকে সর্ব্বমাধুর্য্যমণ্ডিত করেন। যুগলপরায়ণ প্রেমানুরাগী ভক্তগণের নিকট—ইহা অপেক্ষা আর কিছু সুখের হইতে পারে না। ভক্তগণ যতই লীলা-সুধা পান করিতে থাকেন যুগল লীলা মাধুর্য্য যেন ততই বিস্তার লাভ করে। এইরূপ প্রেমলীলায় ভক্ত ও ভগবান কোথায় অনন্তানন্তে লীন হইয়া আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়েন !

সিয়লালের উৎসব দেখিয়া তৃপ্তি নাই। যুগলের প্রেমমিলন বর্ণনাতীত। নটনাগর শ্রীরাম স্মিত হাস্যে ও মোহন-কটাক্ষে রাসেশ্বরী মিথিলেশ কুমারীকে দেখিতেছেন। শ্রীমিথিলেশ কুমারী ঈষৎ অধর স্ফূরণে এবং কিঞ্চিৎ বক্ষিকম কটাক্ষে দশরথ নন্দনের প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া জনগণের হৃদয়—অনন্ত প্রেম-ধারায় উদ্বেল করিতেছেন। পরম আনন্দ-মুখর যুগল-লীলা আশ্বাদন করিয়া সিয়লালের অন্তরাঙ্গা যেন বৈষ্ণব কবি-চুড়ামণি গোবিন্দ দাসের ভাষায় গাহিয়া উঠিতেছে—

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম ।

মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম ॥

কনক-লতায় জন্ম তরুণ তমাল ।

নব জলধর জন্ম বিজুরী রসাল ॥

কমলে মধুপ জন্ম পাওল সঙ্গ ।

হুঁহু তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ ॥

হুঁহু অধরামৃত হুঁহু কর পান ।

গোবিন্দদাস হুঁহুক গুণগান ॥

দুই প্রেমধারার মিলন—দেখিলেন সিয়লাল ! এই মিলনে
সিয়লালের মন গাহিল—

এছন বহুত যতনে ছুই মিলল
ছুই হেরি ছুই ভেল ভোর ।
ছুই মন মান সফল ভেল জীবন
ছুইক গলায় প্রেম লোর ॥

সিয়লাল এই অতীন্দ্রিয় যুগলের ঝুলন উৎসব যেন এক চুচুকে
পান করিতেছেন—নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ নাই—পাছে লীলার
কোন অংশ তাঁহার নয়নীভূত না হয়। মনপ্রাণ প্রেমের অসীম
দরিয়ায় পাল মেলিয়া যাইতেছে—জনমে জনমে এই যুগল-মিলন
দর্শন-সুখ লালসায় সিয়লাল যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—

মধু হ'তে মধু তুমি প্রাণ বঁধু
চরণের দাসী করো ।
কিছু নাহি চাহিব চরণ সেবিব
দেহ নাথ এই বর ॥

যাঁহারা যুগল মূর্তির ভূমিকায় অভিনয় করিয়া অগণিত ভক্তগণের
সমক্ষে যুগল লীলার বিস্তার করিতেছিলেন তাঁহাদের সাক্ষাৎ যুগল-
মূর্তি জ্ঞানে—বার বার দণ্ডবৎ করিয়া সিয়লাল প্রেমোন্মত্ত অবস্থায়
কোনক্রমে বিজ্ঞান আশ্রমে ফিরিয়া—মধুর স্বপন-সুখে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু
অতিবাহিত করিলেন ।

এই ঝুলন উৎসব শেষ হইবার পর সিয়লাল রামনগরে—কাশীর এক নিষ্কর্ষন ঘাটে একান্ত বাস করিতে লাগিলেন। একমাত্র ভগবৎ নাম আশ্রয় করিয়া—ভগবৎ স্বরূপে পূর্ণ মগ্ন হইয়া—সিয়লাল আনন্দে নিমজ্জমান। কোনদিন বা সামান্য আহার মিলিত—কোন কোন দিন বা কেবলমাত্র গঙ্গাজল সেবন করিয়া—সিয়লালের দিন কাটিত। এইরূপে এক সময়—চারিদিন ব্যাপিয়া সিয়লালের বিনা আহারে কটিল। শরীর—দুর্বল এবং অবসাদপূর্ণ মনে হইতেছে। আহারের জন্য অন্য কাহারও উপর প্রত্যাশা না করিয়া—কাশী অন্নপূর্ণার ভরসায়—সিয়লাল নির্ভর করিয়া আছেন। সিয়লাল এক একবার ক্ষিণ মনে ভাবিতেছেন যে কলিতে বোধহয় হর-পার্বতীর প্রভাব শিথিল হইয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে কাশী অন্নপূর্ণার রাজত্বে—আমি কী প্রকারে অনাহারে কাল কাটাইতে পারি? অতঃপর শঙ্কর পার্বতীকে উদ্দেশ্য করিয়া সিয়লাল বলিতে লাগিলেন—হে কাশীনাথ, কৈলাসপতি,—এই দীন সেবক আপনার দ্বারে আজ চারিদিন হইল বিনা আহারে কাল যাপন করিতেছে—আপনি—‘এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ’—অর্থাৎ আপনি স্থাবর জগতের আত্মা—প্রতি জীবে অবস্থিত আছেন—আমার হৃদয়ের সকল কথাই আপনার সন্নিবিষ্ট। আপনার রাজত্বে আমি অনশনে দিন যাপন করিতেছি—ইহা আপনার ধামের মৰ্য্যাদাসূচক নহে।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবার সাথে সাথেই ভূত-ভাবন আশ্রিত-বৎসল পরম কৃপালু করুণার অবতার স্বরূপ স্বয়ং কাশীনাথ—ব্রাহ্মণ বেশে সিয়লালের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দ সিয়লালকে সামান্য ছাতু ও দুইটি পাকা আম খাইতে দিয়া বলিলেন—

বাবাজী, আজ চারিদিন হইল তোমার কিছুই আহার হয় নাই—এই লহ—প্রসাদ গ্রহণ কর।

ক্ষুধার সময় যৎকিঞ্চিৎকর ভোজ্য বস্তু দেখিয়া সিয়লাল বৃন্দকে বলিলেন—আমি আজ চারিদিন অভুক্ত—এই সামান্য প্রসাদে আমার কী হইবে? ইহাতে আমার ক্ষুদ্রবৃদ্ধি হইবে না।

ব্রাহ্মণ উত্তরে বলিলেন—বাবাজী, সামান্য গঙ্গার জলে ছাতু মাখিয়া ভোজন করিয়া দেখ—যদি ইহাতে তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হয়—তাহা হইলে আমি এখনই আরও প্রসাদ লইয়া আসিব।

বৃন্দের কথায় সিয়লাল গঙ্গার জলে ছাতু মাখিতে আরম্ভ করিলেন—সিয়লাল যতই ছাতু মাখিতেছেন—ছাতু ততই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অত্যাশ্চর্য্যকর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া সিয়লাল অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অতঃপর ছাতু এবং আম শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিয়া পরম প্রীতির সহিত সিয়লাল প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সিয়লাল দেখিলেন—প্রসাদ দিব্য স্বাদ ও গন্ধযুক্ত—এই সামান্য ছাতু ও আম—কোন মন্ত্রবলে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল?—কাহার দিব্য স্পর্শে এই ভোজ্য বস্তু এইরূপ অলৌকিক স্বাদ-বিশিষ্ট হইল—এই কথা বার বার চিন্তা করিয়া সিয়লাল—ইহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে স্বয়ং জংগলজননী কাশী অন্নপূর্ণা এক তেজোময়ী বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা উভয়েই অতি মধুর ভাষায় সিয়লালকে বলিলেন—বাবা! তোমার সামান্য ধৈর্য্যও নাই? চারিদিন সময় মত আহার না পাইয়াই অন্নপূর্ণার ধামের প্রতি কটাক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছ?

সিয়লাল ইহার পদ্বর্ষে মনে মনে বদ্বিধিতে পারিয়াছেন যে, বৃক্ষ-
ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করতঃ যিনি তাঁহাকে প্রসাদ দিয়াছেন—তিনি গদ্বৃত-
বেশধারী—স্বয়ং বিশ্বনাথ । এই বেশে তিনি শরণাগতের প্রতি কৃপা-
করিতে আসিয়াছেন এবং অধুনা বৃদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া সিয়লাল-
চকিত হইলেন এবং ধ্যানস্থ হইয়া উভয়ের স্বরূপ চিন্তা করিয়া বদ্বিধিতে
পারিলেন যে গদ্বৃত বেশে—ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী—অখিল লোক পিতামাতা-
শ্রীশঙ্কর-পার্বতী । করুণাঘন যুগল মদ্ব্তির স্বরূপ দর্শন করিয়া-
সিয়লাল প্রেমভরে তাঁহাদের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন ।
ইত্যবসরে সিয়লালের ধ্যানের দেবতা—শ্রীশঙ্কর-পার্বতী—কোথায়
অন্তহিত হইয়া গেলেন । শঙ্কর ভগবান শ্রীরাম ভক্তির ভাণ্ডারী ।
শ্রীশঙ্কর কৃপা বিনা কেহ রাম-ভক্তি লাভ করিতে পারে না । স্বয়ং
শ্রীমদ্ববাণী—

শঙ্কর প্রিয় মম দ্রোহী শিব দ্রোহী মম দাস ।

তে নর করহি কল্প ভরি ঘোর নরক মহ বাস ॥

ভগবান সীতাপতি বলিতেছেন—যিনি শঙ্করের উপাসনা করেন এবং
আমাতে দ্রোহ করেন অথবা আমার আরাধনা করেন এবং শিবকে দ্রোহ
করেন—এইরূপ নর—কল্প কল্প ধরিয়া ঘোর নরকে বাস করিবেন ।

শ্রীশঙ্কর—শ্রীরামের স্বামী হইয়াও—শ্রীরামের শ্রেষ্ঠ ভক্ত—ভগবান
শ্রীরাম এবং শঙ্কর এক ও অভেদাত্মা । শ্রীরাম, শঙ্কর পূজন ব্যতীত
সন্তুষ্ট হইবেন না—ভগবান শ্রীরাম দণ্ডক-বন-বাসী মদ্বনিগগকে উপদেশ
করিয়া বলিতেছেন—

যেহি পর কৃপা ন করহি পুরারি ।

সো ন পাও মুনি ভগতি হমারী ॥

অর্থাৎ—পুৱারির কৃপা ব্যতিরেকে কেহ আমাতে নিষ্কাম ভক্তি লাভ করিবে না ।

শঙ্করের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া সিয়লাল শিরে করাঘাত করতঃ আত্মনাদ করিতে লাগিলেন । অবশেষে শ্রীশঙ্কর প্রসাদে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সিয়লাল প্রেম পদলক কণ্ঠে শঙ্কর পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ স্তুতি করিতে লাগিলেন—

নমামীশমীশান-নির্ব্বাণরূপম্ ।

বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্ম-বেদ-স্বরূপম্ ॥

নিজং নিগুণং নির্ব্বিকল্পং নিরীহম্ ।

চিদাকাশমাকাশ-বাসং ভজেহম্ ॥

নিরাকারমোক্ষার-মূলং তুরীয়ম্ ।

গিরাজ্ঞান-গোতীতমীশং গিরীশম্ ॥

করালং মহাকালং কৃপালম্ ।

গুণাগার-সংসারপারং নতোহম্ ॥

তুবারাজিসঙ্কশগৌরং গভীরম্ ।

মনোভূতকোটীপ্রভা-শ্রীশরীরম্ ॥

স্কুরম্মৌল-কল্লোলিনী-চারুগঙ্গা ।

লসন্তাল-বালেন্দু কণ্ঠে ভুজঙ্গা ॥

চলৎকুণ্ডলং ক্র-স্ননেত্রম্ বিশালম্ ।

প্রসন্ননম্ নীলকণ্ঠং দয়ালম্ ॥

মৃগাধীশ-চন্দ্রাস্বরং মুণ্ডমালম্ ।

প্রিয়ং শঙ্করং সর্ব্বনাথম্ ভজামি ॥

প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরেশং ।
 অখণ্ডং অজং ভামু কোটি-প্রকাশম্ ॥
 ত্রয়ঃ-শূল-নির্ম্মূলনং শূল-পাণিম্ ।
 ভজেহম্ ভবানীপতিম্ ভাবগম্যম্ ॥

কলাতীতকল্যাণ-কল্লাস্তকারী ।
 সদা সজ্জনানন্দ-দাতা পুরারি ॥
 চিদানন্দ-সন্দোহমোহাপকারী ।
 প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারী ॥

ন যাবদ্ উমানাথ-পদারবিন্দম্ ।
 ভবন্তীহলোকে পরে বা নরাণাম্ ॥
 ন তাবৎ সুখং শান্তি-সন্তাপনাশম্ ।
 প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাসম্ ॥

ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাম্ ।
 নতোহম্ সদা সর্বদা শস্তু তুভ্যম্ ॥
 জরা-জন্মদুঃখৌষতাতপ্যমানম্ ।
 প্রভো পাহি আপন্নমামীশ শস্তো ॥

কী বিচিত্র মায়ায় গতি । সিয়লাল জীবন্মুক্ত—শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়
 জীবাত্মা । লোক শিক্ষার হেতু নরতনু ধারণ করিয়া লীলা
 করিতেছেন । যাহার সংসার নাই—দুঃখ নাই—জরা নাই—শোক
 নাই—যিনি সর্ব পাপ মূক্ত—তাহার প্রার্থনা হইল—জরাজন্ম-
 দঃখৌষতাতপ্যমানম্ । প্রভো পাহি আপন্নমামীশ শস্তো ।

অবতারি পুরুষ—আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখান। সিয়লালের
কর্ম লোক-সংগ্রহার্থে। কারণ—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তম্ভদেবেতরোজ্জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমুর্বর্ততে ॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন—সাধারণ লোকই তাহাই
অনুসরণ করে। তাঁহারা যাহা প্রামাণিক বলিয়া অনুষ্ঠান করেন
অন্য লোকে তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে।

সর্ব কর্ম বিবজ্জিত—অনন্য ভক্তের চরিত্র—অতি গুঢ়—সাধারণ
লোকের নিকট—

আত্মানং উন্নত-জড়-অন্ধ-বধির স্বরূপেন

দর্শয়ামাস লোকশ্চ—

সর্বজ্ঞ হইয়াও উন্মত্ত জড়বৎ—ত্রিকালদর্শী হইয়াও অন্ধ এবং
বধির বৎ—প্রতীয়মান হইলেন।

(৫)

ভগবৎ চরণে পূর্ণ শরণাগত হইয়া সিয়লাল পূর্ববৎ কাশীর
একটি নিষ্কর্ন ঘাটে ভগবৎ নাম আশ্রয় করিয়া সানন্দে কালাতিপাত
করিতে লাগিলেন। সিয়লাল—কখন পাগলের মত হাসেন, কখন
কঁদেন আবার কখন বা ভগবৎ নাম করিতে করিতে দুই হাত তুলিয়া
নাচিতে থাকেন—কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য নাই। তাঁহাকে দেখিলে
মনে হইত—তিনি যেন সর্বদা কাহার সহিত কথা বলিতেছেন।
এইরূপ প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় সিয়লাল একদিন—আর একটি দেবীমন্দির
দর্শন লাভ করিলেন।

সিয়লাল, একদিন, সন্ধ্যায় ঘাটে বসিয়া ভজন করিতেছেন—রাজি গভীর হইয়াছে—চারিদিকে ঘন অন্ধকার—ঘাটে সিয়লাল ছাড়া আর কেহ নাই। সিয়লাল হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন যে সহস্র দীপাবলী সমন্বিত শত শত সহচরী সাথে একটি পুষ্প শোভিত বিমানে শ্রীকালীমাতা বিরাজিতা—দেখিয়া মনে হইল পরিকর সহিত দেবীমূর্তি যেন তাঁহার দিকেই আসিতেছেন। এই অপরূপ ঐশ্বর্যময়ী ভগবতী মূর্তি দেখিয়া সিয়লালের মনে হইল—তাঁহার মা আজ জননীর বাৎসল্য মূর্তি ত্যাগ করিয়া—সর্বৈশ্বর্যময়ী হইয়া—তাঁহার নিকট আসিতেছেন। মায়ের অঙ্গে অঙ্গে কী মনোহর দিব্য ভূষণ! মস্তকোপরি কী সুন্দর মুকুট! গলে রক্ত জবার ন্যায় নন্দমুদমালা! তাঁহার মা আজ—

বিচিত্র-খট্টাজ-ধরা নরমালা-বিভূষণ।

দ্বীপি-চন্দ্র-পরিধানা শুষ্ক-মাংসাহি-ভৈরবা ॥

অতি-বিস্তার-বদনা জিহ্বা-ললন-ভীষণ।

নিমগ্না রক্ত-নয়না নাদা-পূরিত-দিগ্‌মুখা ॥

এই মহিমা-মণ্ডিত রূপে নিজ সন্তানকে দর্শন সুখ দিতেছেন।

সিয়লাল পথের মাঝে বসিয়া নাম করিতেছিলেন। ইহাতে মায়ের এক সহচরী—তাঁহাকে পথ হইতে সরিয়া অন্য কোথাও বসিতে বলিলেন। এই কথা শুনিয়া—দেবী নিজ সহচরীকে বলিলেন—না—সিয়লাল যে স্থানে বসিয়া ভজন করিতেছে—সেই খানেই বসিয়া থাকিবে—তোমরা ওকে কিছু বলিও না—সিয়লাল—আমার বড় প্রিয়—আমি ওর উপর সন্তত প্রসন্ন

আছি। এই বলিয়া দেবীমূর্তি সিয়লালকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—
সিয়লাল! তুমি নিভয়ে এই স্থানে বাস কর—তোমার কোন বাধা
বিপত্তি হইবে না—এই রাজ্য আমার।

সিয়লাল, এতক্ষণ, বিস্মল নেত্রে—জননীর স্নেহ বিচ্ছুরিত মৃৎখন্ড
দেখিতেছিলেন এবং জননীর অমিয় সম্পদট বাণীগদুলি তাঁহার কণ্ঠে
সুধা স্ফুরণ করিতেছিল। জ্ঞান হইলে পর সিয়লাল জননীর
পদতলে সান্ত্বনা প্রণাম করিয়া করজোড়ে দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা
করিলেন।

অতি মধুর প্রসন্নতা ব্যঞ্জক কণ্ঠে দেবী বলিলেন—আমি
কালীমাতা নামে সু-পূজিতা—উপস্থিত জগদম্বা অম্বপূর্ণার সেবা
করিয়া আপন ধামে ফিরিয়া যাইতেছি। এই বলিয়া দেবীমূর্তি
পার্শ্বস্থিত মন্দিরে নিজ পরিকর সহিত কোথাও অন্তর্ধান হইয়া
গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে সিয়লাল একদিন কাশীর তুলসী ঘাটে
বসিয়া বৈখরী তানেতে (বৈখরীতে নাম ভজন করাই শ্রেয়)
সিয়রাম নাম ভজন করিতেছেন। ঘাটের সন্নিবর্ত্ত একট ভবনে
কয়েকজন পরীক্ষার্থী ছাত্র পড়াশুনা করিতেছিল। ক্রিয়াক্ষণ পরে
ছাত্রদল তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার বৈষ্ণব বৈষ্ণব্য প্রতি
কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—বাবাজী! আমরা তো জানি কাশীধামে
দেহান্ত হইলেই মোক্ষলাভ হয়—আপনি কাশীবাসী—আপনি যদি
এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন—তাহা হইলে আপনি ত—বিনা
পরিশ্রমে পরম পদের অধিকারী হইবেন—আপনি বৃথা কেন এত সাক্ষ
পোষাক করিয়া, একরূপ উচ্চৈশ্বরে ভগবৎ নাম কীৰ্ত্তন করিতেছেন?

বালকদিগের ব্যঙ্গ এবং কথার তাৎপর্য সম্যক্ রূপে

বদ্বিতে পারিয়া সিয়রাম গম্ভীর বাণীতে ভগবৎ নামের গুণগ্রাম
কীর্তন করিয়া বলিলেন—

(অনুবাদ)

যে না রটে সিয়রাম নাম

সে বড় ছুঁটে রে ।

যতাই কর না কেন রুচির মোহন বেশ

ভিতর মলিন অতি মন-ব্যাধি কুঁঠরে ॥

অজ্ঞ বিচার হীন

অভক্ষ্য হইয়া লীন

ভোজন বিলাসী সে চাহে দেহ পুঁটে রে ॥

প্রপঞ্চ মায়ার দাস

অর্থ বিনা নাহি আশ

কামিনীরে প্রেম করি রহে শুধু তুঁটে রে ॥

ইহলোক পরলোক

প্রেমলতা দুঃখ শোক

যে না রটে সিয়রাম নাম সে যে বড় ছুঁটে রে ॥

যে না রটে সিয়রাম নাম

ছুঁটে অপরাধী পুন—সে বড় চোর রে ।

শ্রীনাম ভজন হেতু

নরতনু দৃঢ় সেতু

ভুলি সে পরম ধন—চাহে ভোগ বিলাস রে ॥

গৰ্ভ মাঝে কষ্টে পড়ি
 বার বার শপথ করি
 ভজিব তোমায় হরি—দাও এবিধ মুক্তি রে।
 পারিনা সহিতে জ্বালা এ যে ঘোর নরক রে ॥

আত্ম গোপন করি,
 হেথা হোথা ঘুরি ফিরি
 হরি রে কভু না স্মরি
 হয় আত্মঘাতী রে।
 যে না রটে সিয়রাম নাম
 প্রেমলতা কহে—সে বড় অজ্ঞরে ॥

সিয়লালের সুমধুর কণ্ঠে—জ্ঞান-বিজ্ঞান ঘন পরমার্থ তত্ত্ব
 উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইয়া ছাত্রদের মন হরণ করিল।
 ছাত্রেরা নিজেদের আচরণের জন্য লজ্জিত এবং দণ্ডিত হইল এবং
 নিজেদের ভ্রম বদ্বিতে পারিয়া নতজানু হইয়া মহাত্মার নিকট
 ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সিয়লাল তাহাদের সর্ব অপরাধ মার্জনা
 করিয়া অমিয় নিশ্চিন্ত বাণীতে পুনরায় বলিলেন—

(অনুবাদ)

শুনরে মানুষ ভাই।
 সবার উপরে শ্রীনাম সত্য
 তাহার উপরে নাই ॥
 শ্রীনাম রটন কর—হ'য়ে লয়লাই।
 আপনি ভজন করি দেহি অগ্নরে শিখাই ॥

কল্পতরু সম সিয়রাম নাম—কামদ সুগাই ।

ভজন করিহে ভুঞ্জ সুখ অধিকাই ॥

রটন করিয়া নাম লভ বিত্তা বৃদ্ধিতাই ।

বিনা শ্রমে বিনা দামে লহ লহ ভাই ॥

ধনের কামনা করি যে রটে সিয়রঘুরাঙ্গি ।

মিলিবে অমিত ধন কভু শেষ নাই ॥

শ্রীতির সহিত করি ভজন সুখদাই ।

ভুক্তি মুক্তি লাভ কর অতি সহজাই ॥

সুপুত্র কামনা করে যে নারী সুহাই ।

নাম রটি লাভ কর যাহা চাহ তাই ॥

কামনা যাহার হয় স্বামী স্মৃত মান-পরাই ।

বাঞ্ছাকল্পতরু সিয়রাম নাম রট—রট ভাই ॥

যে চাহে নিরোগ দেহ বল ও পুষ্টিই ।

সিয়রাম নাম বিনা আর অন্ত পথ নাই ॥

কুষ্ঠ রোগী চাহে যদি সুন্দর কায়া ভাই ।

সিয়রাম নাম ভজি লভ রূপ মোহন পরাই ॥

এইরূপে—স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের ভাষায়—সিয়লাল ভগবৎ নামের সুন্দর বৈভব কীর্তন করিতে লাগিলেন । সিয়লালের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ভগবৎ নামের—অভিনবদ্বন্দ্ব—চমৎকারিত্ব—মনোহারিত্ব এবং সর্বোপরি প্রেম-ভক্তি দান করিবার পূর্ণ সামর্থ্য ।

মহাত্মার কণ্ঠে সুমধুর পংক্তিগুলি ঝঙ্কৃত হইয়া ছাত্রগণের মস্তিষ্ক স্পর্শ করিল। সাধুর মুখপদ্ম হইতে ভগবৎ নাম উপদিষ্ট হইলে তাহা অব্যর্থ মস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। ভগবৎ নাম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে সিয়লালের অঙ্গে পূলকাবলী প্রকাশ পাইয়াছে এবং চক্ষু দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে। বালকেরা মহাত্মার প্রেমাভাব দর্শনে কতকটা বিহ্বল হইয়াছে—কোন সুকৃতির ফলে আজ মহৎ অবমাননার ফল স্বরূপ—অনন্ত নরক ভোগ করিবার পরিবর্তে—তাহারা প্রসন্নাত্মা দীনদয়াল সন্তের আশীর্বাদ লাভ করিল এবং নাম মহারাজের কৃপায় বালকদের নিকট পরবিদ্যার রাজপথ উন্মুক্ত হইল। ছাত্ররা, অতঃপর, মহাত্মার আশীর্বাদ লাভ করিয়া আপন আপন কার্য্যানুষ্ঠানে মনঃসংযোগ করিল।

কাশীধামে থাকা কালীন মহাত্মার আর একটি দেবী মূর্তির দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ঐ দেবী মূর্তিটি হইলেন শ্রীবিষ্ণু পদরজ সম্ভূতা—শংকর-মৌলি-বিহারিণী—ত্রিলোক-পাবনী—সুদর্শনী গংগা।

একদা সিয়লাল গংগার কিনারে বসিয়া নাম কীৰ্ত্তন করিতে-
ছিলেন। গত কয়দিন তাহার কিছুই প্রসাদ মিলে নাই। অনাহার জনিত
পীড়ায়—ভজনে বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। সন্মুখে কুল কুল শ্রবণে
গংগা প্রবাহিতা—শব্দ তরঙ্গ শুনিয়া মনে হয় তাহারা যেন সিয়লালকে
বলিতেছে—সিয়লাল ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর। সিয়লালের নিকট—
গংগার এই আনন্দ-কেলি—যেন বিদ্রুপ ও পরিহাসের রূপ ধারণ
করতঃ—তাঁহার মন বিক্ষেপের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল।
সিয়লাল লোকবৎ লীলাভিনয় করিতেছেন—যোগমায়ার নিগূঢ়
আবরণীর অন্তরালে। তাই সিয়লাল ক্ষুধায় কাতর হইতেছেন—

জনগণের আচরণের উদ্দেশ্যে চরিত লীলা করিলে তাঁহার নিকট কেহ আসিবে না—শুধু তাঁহাকে মহামানব জ্ঞান করতঃ দূর হইতে পূজা করিবে। সিয়লাল জনগণের দৃষ্টি ভোগ করিয়া—জনগণের সহিত এক হইয়া—জনগণকে শ্রেয়ের পথ—কল্যাণের পথ—পরম আত্মীয়ের ন্যায় বলিবেন। তাঁহার উপর—ইহাই সরকারী আজ্ঞা।

সিয়লাল কতকটা অবসাদ যুক্ত মনেই ভজন করিতেছেন। এক্ষণে সময় হঠাৎ এক দিব্য লীলা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রকটিত হইল। সিয়লাল যেন দেখিলেন তিলক ও কণ্ঠা পরিহিতা এক অপূৰ্ব তেজোময়ী বৃন্দা রমণী একটি হিরন্ময় পাত্রে নানাবিধ অন্ন ও ব্যঞ্জন লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সিয়লালকে সন্মুখে বলিলেন—

বাবা! তোমার তিন দিন আহার হয় নাই—অনাহারে গিয়াছে—বড় কষ্ট পাইয়াছ। এক্ষণে এই প্রসাদ—সুখে ভোজন করতঃ তৃপ্তি লাভ কর।

অতি সাগ্রহে ভোজন পাত্র গ্রহণ করতঃ সিয়লাল শ্রীগুরু দেবকে নিবেদন করিলেন এবং তৎপরে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। প্রসাদ অতি দিব্য স্বাদ-গন্ধ-যুক্ত—সামান্য গ্রহণ করিলেই পূর্ণ সন্তোষ লাভ হয়। ইহার পূৰ্ব্বেও—সিয়লালকে কখন কখন অনাহারে থাকিতে হইয়াছে—এবং তদপ্ৰসূত এক দিব্য যোগাযোগে অপূৰ্ব স্বাদ-গন্ধ-বিশিষ্ট ভোজন তাঁহার লাভ হইয়াছে। নূতন পরিবেশে—নূতন কৌশলে—সিয়লালের আর একটি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল।

অতঃপর অতি প্রেমভরে সিয়লাল এই দিব্য রূপ ধারিণী বৃন্দা রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সিয়লালের কাতর নয়নের প্রতি দৃকপাত করিয়া বৃন্দা বলিলেন—বাবা! আমি বেদ-পুরাণ খ্যাত

সদরসরি গঙ্গা। আমি নিরন্তর শ্রীকাশীধামে বাস করি এবং সাধু-সন্তের সেবাই—আমার একমাত্র বৃত্ত। এই কথাগুলি বলিয়া দেবীমুক্তি কোথায় অস্তহিত হইয়া গেলেন।

ত্রিতাপনাশিনী সদরধনী গঙ্গার স্নেহ সান্নিধ্য-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া সিয়লালের মন-প্রাণ বিকল হইয়া গেল। এতক্ষণ কী তিনি সুখ-অশ্রু মগ্ন ছিলেন?—না, সত্য সত্যই ত্রিদেব পূজ্য পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গার স্নেহাঙ্কলে বাৎসল্য-প্রীতি ভোগ করিতেছিলেন?—তিনি ইহা ঠিক বুদ্ধিতে পারিলেন না। কিন্তু দেবীর অস্তর্ধানের সাথে সাথে সিয়লাল যেন এক মহৎ আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার অভাবে কাতর হইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে অসহায় শিশুর মত দেবী যে পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন—সেই পথেই—বিহ্বল নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

জননীর স্নেহের দানে সিয়লালের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ—কন্ঠ বাক্যহীন—নয়ন দুইটি সজল হইয়া যেন বাঙ্‌ময়ী রূপ ধারণ করিয়াছে! কতক্ষণ এই ভাবে অতীত হইল—সিয়লাল তাহা জানিতে পারিলেন না। জননীর কৃপায় সিয়লালের ভজন ব্যাঘাত দূর হইয়াছে—সিয়লাল, অতঃপর, নিশ্চিত মনে ভজনানন্দে মগ্ন হইলেন।

কাশীতে গঙ্গার তীরে কিছুদিন বাস করিবার পর সিয়লাল কুরুক্ষেত্র ধাম দর্শন করিবার মানসে কাশীধাম হইতে পদব্রজে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। প্রাবণ মাসে—শ্রীকুলেন পূর্ণিমায়—কুরুক্ষেত্রে বহু জন সমাগম হয়। দূর-দিগন্ত হইতে বিবিধ সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ত কুরুক্ষেত্র তীর্থে—পূজ্য স্নান উপলক্ষে একত্রিত হন।

শ্রীভগবানের চরণ রজ় স্পর্শে উষর মরুভূমি সদৃশ কুরুক্ষেত্র

ধাম—মধুর শান্তির সদন । শ্রীধামের পদ প্রক্ষালন করতঃ শীর্ণকায়া জাহ্নবী প্রবাহিতা—চারিপাশেব' পশ্চত মালা—শ্রীধামের দর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করিয়াছে—মধ্যস্থলে শ্রীমন্দির—পূর্ণ গৃহাশ্রম ও ছোট্ট সহরের—প্রয়োজনীয় ঘর-বাড়ী ।

নদীর তটে বহিরাগত সাধু-সন্তের আখড়া বসিয়াছে । সৎ-সৎ অভিলাষে সিয়লাল নদীর একটি নিষ্কল'ন কিনারায় আশ্রয় লইয়াছেন । ভগবৎ নামই তাঁহার একমাত্র আধার । নিম'ৎসর বৈরাগ্যবান সাধুর সমাগমে সর্বত্র আনন্দের মলয় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে । নিষ্কল'ষ পবিত্র হৃদয়-মন্দিরের প্রেম রূপী সুরভি - পূর্ণ'কাম পরব্রহ্মকে যেন আকর্ষণ করিতেছে ।

গঙ্গার তটে একটি উন্মুক্ত স্থানে চার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মেলা বসিয়াছে । সিয়লাল দীনতম দীনের ন্যায় সেই বৈষ্ণব পাদপতলে উপস্থিত হইয়াছেন । সৎ-সৎগেই—হরি কথার আলোচনা—এবং সৎ-সৎগেই—চির-আনন্দময় সূধার ক্ষরণ । ভক্তিমাগের—অনন্ত অলি-গলির পারে—আনন্দকন্দের নিত্য ধাম । নিরভিমানী-প্রাচীন সন্তগণ এই অনন্ত-বিস্তৃত মাগের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন । এই সকল মহাস্মাগণ ভগবৎ নাম-রূপ-লীলা-ধাম সম্বন্ধে আপন আপন ভজনলব্ধ অনুভূতির কথা—পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতঃ—অধিকতর ভজন প্রেরণা লাভ করেন । হরি-কথার মত মধুর আর কিছুই নাই । এই প্রাণস্পর্শী—অতি সুখকর আলোচনায় শ্রোতা-বক্তা এবং প্রশ্নকর্তা-সকলেই সমভাবে বিমল আনন্দ উপভোগ করেন ।

কুসুমিত পদ্প যেরূপ চারিদিক গন্ধে আমোদিত করিয়া থাকে—মৃগমদ যেরূপ বিমল সুবাসে মৃগের সন্ধান বলিয়া দেয়—সিয়লালের

নিষ্কিঞ্চিন দীন-ভাব সেইরূপ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।
মধুর রসের উপাসনায় সিয়ালালের অন্তর এবং বাহির—গ্রীকৃষ্ণ
গ্রীচরণাশ্রিত। গোপ রমণীর ন্যায়—মধুর মূর্তি ধারণ করিয়াছে।
সিয়ালালকে দেখিলেই ভক্তি সদুদধনী স্বতঃই নামিয়া আসেন। সিয়ালাল
এতই মধুর।

সিয়ালালের ভজন-ভাব আশ্বাদন করিয়া বৈষ্ণব সন্তগণের মন দ্রবিত
হইয়াছে—সিয়ালাল যেন তাঁহাদের মন-প্রাণ বিকল করিয়াছে।

ভজন ভেদ-ভাব সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য সন্তবদ্ একদিন
সিয়ালালকে প্রেমভরে অনুরোধ করিলেন। সন্ত প্রবীণগণের
অনুরোধ বাক্য শিরধারণ্য করতঃ বৈষ্ণব-কুল-শেখর সিয়ালাল মধুর
কণ্ঠে বলিলেন -। সিয়ালাল যাহা কিছু বলিতেন বা লিখিতেন—
সে সকলেই ছন্দবদ্ধ ভাষায় কথিত বা লিখিত হইত।

(অনুবাদ)

সিয়রাম নাম সম নহে তুল্য পরাংপর রাম
সিয়া সম শক্তি নাই কাল সম নাহি বলধাম ॥
ভরত সম ভ্রাতা নাই দাস নাই সম হনুমান ।
দয়াল নাই সন্ত সম নূপ নাই জনক সমান ॥
ভক্তি সম মধুময় আর—কিছু নাহি হয় ।
জ্ঞান নেত্র সম নহে কভু বাহু নয়ন দ্বয় ॥
ত্যাগের সমান সুখ—কেহ দিতে নারে ।
মোহজাল সম শোক নাহি বসুন্ধারে ॥
ভব সিদ্ধ তারিতে নাহি কেহ শ্রীগুরু সমান ।
কথা নহি ভক্তমাল সম—কহে প্রেমলতা অমান ॥

সাধু সঙ্গ সম নাহি—রাম রূপ মন বাণী পার ।
 সুরসরি সম ধারা মিলিবে না কহি বারেবার ॥
 সিয়রাম নাম সম হয় নাই—হইবে না—বেদের বচন ।
 অতিগূঢ় রাম লীলা—তীর্থ নাই শ্রয়াগ যেমন ॥

ষড়ক্ষর রাম মন্ত্ৰ সৰ্ব্ব মন্ত্ৰ সার
 উর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক হয় প্রধান সবার ॥
 শ্রীরাম চরিত মানস সৰ্ব্ব গ্রন্থ সেরা ।
 রচিয়াছে তুলসী যাহা দিয়া ভাষা বৃক-চেরা ॥
 জীবের উদ্ধার হেতু প্রেমলতা নরতনুধারী ।
 সেইরূপ অলৌকিক মিথিলার দিব্য রজ্জ ভারী ॥

এই মধুর নাম-রূপ-লীলা-ধাম সমন্বিত দিব্য বৈষ্ণব পদ শ্রবণ করতঃ সমাজ সহিত সন্তব্দ অপার আনন্দ লাভ করিলেন এবং সাধু-বক্তাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । সিয়লালের প্রাণস্পর্শী ভাব—দিব্য সূকণ্ঠ—মধুর অথচ মৰ্যাদাপূর্ণ—জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য দীপ্ত মধুমণ্ডল—এবং সর্বোপরি ভক্তি ও জ্ঞানের অপূৰ্ব সমন্বে রচিত পদটি সকলের মন হরণ করিল । সাধুগণ, অতঃপর, সিয়লালের গণগ্রাম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে আপন আপন আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

কিছুদিন সুখপূৰ্বক কুরুক্ষেত্র ধামে বাস করিয়া সিয়লাল পুনরায় কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন । কাশীধামের নাগোয়া অঞ্চল তখনও অশ্রমলাকীর্ণ ছিল । এই নাগোয়া গ্রামের গভীর জংগলে গোস্বামী

তুলসীদাস কতৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীসংকট মোচন হনুমানজীর মন্দির বৈরাগ্যবান সন্তের বিশেষ আকর্ষণীয়। মন্দিরের বিগ্রহদেব যে জাগ্রত সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বহু শৃঙ্খলিত ভজনশীল বৈষ্ণব সাধু-সন্ত—হনুমানজীর সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করিয়া ধন্যাতিথ্য হইয়াছেন। তুলসীদাসজীর সময় হইতে অদ্যাবধি এই মন্দিরে হনুমানজীর প্রাণাধিক প্রিয় জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম নিরন্তর (রাত্রি ১২টা হইতে প্রাতঃ ৪টা অবধি—এ চারি ঘণ্টা বাদে) কীৰ্ত্তন হইয়া থাকে। একবার মাত্র—মন্দিরে পদার্পণ করিলে—যে কোন ভক্ত—এই দেবায়তনের বিশেষ মাহাত্ম্য অনুভব করিবেন—সন্দেহ নাই।

একদিন মন্দিরে হনুমানজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার সময় সিয়লাল দেখিতে পাইলেন যে হনুমানজীর দক্ষিণ নয়ন হইতে জ্যোতির্ময় এক দিব্য প্রকাশ পাইতেছে এবং হনুমানজীর অধরম্বল করুণারসে ঈষৎ স্ফুটিত হইয়াছে এবং উত্তোলিত কর-সরোজ দ্বারা তাঁহাকে অভয় দিতেছেন। সিয়লাল, ইতঃপূর্বে, হনুমানজীর সিদ্ধ মূর্ত্তির কথা শুনিয়াছিলেন—কিন্তু এক্ষণে সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন করতঃ কৃত কৃতার্থ হইলেন। মহৎ অনুকম্পার নিদর্শন স্বরূপ—স্বতোৎসারিত কাব্যে সিয়লাল শ্রীহনুমাং স্তোত্র রচনা করিয়া প্রেম পূলক কণ্ঠে মারুতি মহারাজের চরণ কমলে নিবেদন করতঃ সাশ্রু নয়নে গাহিতে লাগিলেন—

জয় জয় কপি-নায়ক, জন সুখদায়ক, মহাবীর বলবন্তা।

জয় শংকট মোচন, পঙ্কজ-লোচন, শঙ্কট সহর্হী সুসন্তা ॥

জয় জগদীশা, করি হৃৎখ খীসা, রামদাস হুমুস্তা ॥

জয় অবিনাশী, আনন্দ রাশি, ভব-ভয়-হরণ অনন্তা ॥

জয় জয়তি কৃপালা, দীন দয়ালা, সুর নর-মুনি হিতকারী ।
 জয়গুণ আগর, করুণা সাগর, হরহু কু-সংকট ভারী ॥
 জয় খল-দল গঞ্জন, বিপতি বিভঞ্জন, মরুৎ-সুত অঘহারী ।
 জয় জয়তি উদারা, তেজ অপারা, সমর ধীর অমুরারি ॥
 জয় অঞ্জনি নন্দন, দুষ্ট নিকন্দন, পরমার্থ সুখরূপা ।
 জয় জয় নভচারী, মহিমা ভারী, অবহু বেগি কপি ভূপা ॥
 জয় জয় প্রিয়নীতা, ইন্দিয়-জিতা, জ্ঞান বিবেক অনুপা ।
 সিয়রাম সুজাপক, ঘট ঘট ব্যাপক, হরহু নাথ ভব-ধূপা ॥
 জয় জয় নিরদূষণ, ভক্ত-বিভূষণ, শ্রীসিয়রাম উপাসী ।
 জয় অভিমত দাতা, গুরু-পিতৃ-মাতা, শরণাগত ভয়নাশী ॥
 জয় জয় বজ্রঙ্গী, জয় সৎ-সঙ্গী, সিয়বর চরিত প্রকাশী ।
 জয় জয়তি সুজানা, মোদ নিধানা, প্রেম সুলতা বিলাসী ॥

এইরূপ দীন ও শরণাগত ভাবে শ্রীহনুমাৎ পদারবিন্দে প্রেমরূপী
 পদ্মপাঞ্জলি দান করতঃ সিয়লাল পরমানন্দে আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন
 করিলেন ।

(৬)

জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম পরাকাস্তা বৈষ্ণবসম্মত শিরোমণি সিয়লালের
 শ্রীগুরুদেব শ্রীরামবল্লভা শরণ তখন অযোধ্যাধামে বাস করিতে ছিলেন ।
 শ্রীরামবল্লভার বংশাবস্থা হইয়াছে । প্রভু-ভক্ত সেবক বংশ হইলে স্বামীর
 সহিত প্রায় এক আসনে উপবেশন করতঃ বিগত কালের স্বর্ণোজ্জ্বল
 দিনগুলি স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের অপেক্ষায় সুখে কালাতিপাত

করিয়া থাকেন। শ্রীরামবল্লভা দীর্ঘ আশি বৎসর কাল ব্যাপিয়া একনিষ্ঠ সেবকের ন্যায় যুগল ভজন করিতেছেন—হনুমানজীর নিত্য সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। শ্রীধাম ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও তিনি যাইতেন না। ভজন-নিপুণ করুণাময়—এই সাধুটি—নিরন্তর সিয়রাম নাম ভজন করিয়া ভগবৎ স্বরূপের সন্ধানন্দ লাভ করতঃ পরমানন্দে বিনোদ করিতেন। সিয়লাল তাহার অতি প্রিয়পাত্র। কাশীধামে সিয়লালের সহিত পত্রে অতি বিচিত্র রহস্যলাপ হইত। গুরু-শিষ্য উভয়েই সিদ্ধ কবি ; অতি মনোহারী ছন্দবন্ধ ভাষায় এই পত্রগুলি রচিত। পত্রগুলি—সরসতা এবং দার্শনিক গাম্ভীৰ্য্য অতুলনীয়। গুরু-শিষ্যের মধ্যে পত্রোত্তর বিনিময়ের একটি নিদর্শন নিম্নে অনুবাদাকারে গ্রথিত হইল। এই পত্রটি এবং তাহার উত্তরগুলি সমগ্র বৈষ্ণব ধর্মের ও মধুর উপাসনার দিব্য প্রতীক স্বরূপ। শ্রীরামবল্লভা প্রশ্নকর্তা এবং স্বেচ্ছানী সিয়লাল প্রশ্নের উত্তর দাতা।

(অনুবাদ)

(১) প্রশ্ন :—কে তুমি ? কিবা বর্ণ তব ? কোন জাতি ?

কিবা ধর নাম ?

ধীর বুদ্ধি প্রেমলতা—কহ সত্য কিবা তব কাম ?

উত্তর : দীন নারী বর্ণ মোর—সেবা ত্রিপুর দাস

জাতি মোর ।

প্রভু অংশী আমি অংশ—জীবাশ্মা পরিচয় মোর ॥

কর্ম জ্ঞান ধ্যান যোগ ত্রত দান কিছুই বুঝি না ।

নিশিদিন লয়লীন সিয়রাম নাম রটন—মোর

একক সাধনা ।

(২) প্রঃ—কোথা হ'তে এলে তুমি ? কোথা যাবে ?
নিবাস কোথায় ?

কী দেখিলে ? কী শুনিলে ? কী कहিলে ?
এ সংসারে বল প্রেমলতা ?

উঃ—আমি শুদ্ধ জীবাত্মা—নিত্য সনাতন ।

অকাম অমান আমি—নাহি মোর সংসার ভ্রমণ ॥
কিঙ্করী স্বরূপে থাকি নুটি নিত্য আনন্দ বিহার ।
শ্রীরাম ভজন সত্য—বাকি সব প্রপঞ্চ মায়ায় ॥

(৩) প্রঃ—কী শিখিলে ? কী कहিলে ? ধ্যান কিবা
ধর অষ্টধাম ?

সত্যধাম প্রেমলতা কিবা প্রিয় ? কিবা তব
মুখ্য বিশ্রাম ?

উঃ একমাত্র শিক্ষণীয় শ্রীরাম চরিত ।
শুনিবার হয় শুধু প্রভুর শ্রবণ ললিত ॥
রসনা সার্থক রটি নাম সিয়রাম ।
সংসঙ্গ অতি প্রিয়—প্রভুর স্মরণ বিশ্রাম ॥

(৪) প্রঃ—কিবা পেলো ? কিবা দিলো ? কি সংগ্রহ ? কি
করিলো ত্যাগ ?

নিদ্রা জাগরণ কী ? প্রেমলতা বল ভূরি ভাগ ?

উঃ গুণের সংগ্রহ আর অবগুণ ত্যাগ ।

রটি নাম কর যথা শক্তি দান ॥

শ্রীরাম ভজন-বিনা নিদ্রায় মগন ।

নিরন্তর স্বরূপ ধ্যান—জাগ্রতের লক্ষণ প্রধান ॥

(৫) প্র :—প্রভুর স্বরূপ শ্রেষ্ঠ কিবা সর্বোপরি ?

কেবা হয় অতি উচ্চ মহান ?

কারে কহ নীচ অতি ?

কেবা প্রেমলতা—বিপুল শক্তিমান ?

উ : অবলা মায়া প্রবলা অতি পর দম্পতি সিয়রাম ।

যে না ভজে সিয়রাম সে অতি নীচ,

উত্তম—সন্ত অকাম ॥

(৬) প্র :—ভজন বিলাসে কে দেয় বাধা ?

উ :—আলস্য, নিদ্রা ও প্রমাদ ?

(৭) প্র :—নরকের পথ—কী প্রেমলতা ?

উ :—নিন্দা—চুরি ও কুবাদ ॥

(৮) প্র :—রাম-ভজন ধন কে হরি লয় ?

উ :—মান—প্রতিষ্ঠা—বাম ।

(৯) প্র :—কেবা মন্দমতি কহ প্রেমলতা ?

উ :—যে না রটে সিয়রাম ॥

(১০) প্র :—ভক্তি পথের কণ্টক কী ?

উ :—কপট—দম্ভ—অভিমান ।

(১১) প্র :—প্রেমলতা কে অতি অধম নর ?

উ :—যে না ভজে ভগবান ॥

(১২) প্র :—কেবা হয় সর্বাধিক জ্ঞানী ?

উ :—নিরভিমানী যে নাম রত ।

- (১৩) প্র :—কে ত্যাগী কহ প্রেমলতা ?
উ :—যে হয় বাসনা রহিত ॥
- (১৪) প্র :—দুঃখদায়ক কহ কে প্রেমলতা ?
উ :—সুত-বনিতা-ধন মোহ ।
- (১৫) প্র :—সদগুরু কে কহ প্রেমলতা ?
উ :—ইচ্ছা রহিত, বেদবিজ্ঞ, ধর্ম্মিষ্ঠ ॥
- (১৬) প্র :—সেবক কেবা হয় কহ প্রেমলতা ?
উ :—যে করেছে শ্রীগুরু পদ ইষ্ট ।
- (১৭) প্র :—ইহলোক পরলোকে কে পায় মুখ ?
উ :—যে রটে সিয়রাম নাম ত্যজি দশ দোষ ॥
- (১৮) প্র :—ধনবান কেবা হয় কহ প্রেমলতা ?
উ :—যে ধরে হৃদয়ে ধীর পরম সন্তোষ ॥
- (১৯) প্র :—সাধু তুমি কাহারে কহ ?
উ :—যে হয় সর্ব-ভূতহিতে রত ।
- (২০) প্র :—পণ্ডিত কহ—কারে প্রেমলতা ?
উ :—ত্রিগুণ বর্জিত হ'য়ে—যে সমচিন্ত ।
- (২১) প্র :—কেবা অতি সুচতুর নর ?
উ :—যে রটে সিয়রাম নাম ত্যজি সব বিস্ত ॥
- (২২) প্র :—কে হয় রোগী ?
উ :—যে ভোগ রত ॥
- (২৩) প্র :—কে বা হয় যোগী ?
উ :—যে জিতিল মনের আশ ।

- (২৪) প্র :—কেবা ধর্ম রত কহ প্রেমলতা ?
উ : - যে সেবিল অকাতরে শ্রীহরির দাস ॥
- (২৫) প্র :—কেবা হয় জ্ঞানী ?
উ : - যে হরি ভজে
- (২৬) প্র :—কেবা হয় অজ্ঞ ?
উ :—যে নারী রত ॥
- (২৭) প্র :—কেবা হয় শূর শ্রেষ্ঠ ?
উ :—যে জয় করিল মন ।
- (২৮) প্র :—নিহেতুক পরহিত কেবা প্রেমলতা ?
উ :—শ্রীসীতারাম নাম স্ম-ধন ॥
- (২৯) প্র :—প্রেমলতা কে ধন্য নর ?
উ :—যে রটে সদা সিয়রাম ।
- (৩০) প্র : - সবা হ'তে সত্য কী কহ প্রেমলতা ?
উ :—মঞ্জুল মংগল নাম সিয়রাম ॥

কী অপদূর্ব্ব প্রশ্ন মালিকা! কী অপদূর্ব্ব সুন্দর সুঠাম দৃঢ় প্রত্যয় ব্যঞ্জক নিঃসংশয় উত্তর প্রদান! কত অল্প পরিসরের মধ্যে কত শত আচার্য্যের দীর্ঘ দিনের সাধন-লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক অবতরণ। প্রশ্ন এবং উত্তর শ্রেণীর মধ্যে ফলগদ নদীর ন্যায় মধুর উপাসনার যে রূপখানি লঙ্ঘ্যিত আছে তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। বস্তুতঃ মধুর ভজনের পটভূমিকায়—উপরি লিখিত গুরু-শিষ্য—সংবাদ—স্তবকে স্তবকে স্ফুটিত কুসুমের প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার সম্যক উপলব্ধি সাধকৃপা সাপেক্ষ।

সিয়লালের সুনাম ও সুশশ—এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিম ভারতের সহরে সহরে—গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রীগুরু কৃপাকরুণায় সিয়লাল সৰ্ব্বত্র বিজয় সম্মান লাভ করিয়াছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা সুরসিক বৈষ্ণব সন্তের সাধন লব্ধ প্রোঢ়কের নিকট পণ্ডিতাভিমানী দার্শনিক—কখনই সমকক্ষ নহেন। নিরন্তর ভজন-নিরত সিয়লাল শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম তথা ভগবৎ-নাম-রূপ-লীলা-ধাম রহস্য সৰ্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে জাত্যাভিমান বা কোনরূপ দূর্বল চিন্তের—প্রতিষ্ঠা মোহ নাই। এই প্রচার কার্য্য-প্রচার হেতুই—ইহার মধ্যে অন্য কোন প্রশ্নের স্থান নাই।

মিথিলাধাম—সিয়লালের অতি প্রিয়। এই মিথিলা ধামেই—তাহার সহিত যুগল সরকারের সাক্ষাৎকার হইয়াছে। সৰ্ব্ব রিক্ত সিয়লাল কাশীধাম হইতে পদব্রজে মিথিলায় উপনীত হইলেন। পথে বক্সার দানাপুর—পাটনা—শোনপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের বিজয় তোরণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। গঙ্গা নদীর তটবর্তী গ্রামবাসীগণের মধ্যে জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নামের বহুল প্রচার করিলেন। সিয়লালের কার্য্যের সাফল্য লক্ষ্য করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে সকল বস্তু যেন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল—কেবল মাত্র—সিয়লালের মোহন স্পর্শে পূর্ণ রূপায়তন পাইয়া সকলে ধন্য হইল। এই প্রচার কার্য্যে দৈব যোগাযোগ এত অধিক মাত্রায় ছিল যে একদিনের জন্যও তাহাকে প্রতিকূল অবস্থার সন্মুখীন হইতে হয় নাই। উত্তর প্রদেশের পূর্ব প্রান্তীয় এবং বিহারের পশ্চিম প্রান্তীয়—গঙ্গাতটবর্তী সহর ও গ্রামবাসীগণ—অনেকেই সিয়লালের অনুগামী হইলেন। এইরূপে

ভগবৎ-নাম ও শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে করিতে সিয়লাল মিথিলার পদপ্রাপ্তে উপস্থিত হইলেন ।

মিথিলা পদুরীর প্রতি গ্রামে গ্রামে সিয়লাল ভগবৎ নাম কীর্তন করিতে করিতে ভ্রমণ করিলেন এবং গ্রামবাসীগণ দিব্য প্রেরণায় ভগবৎ নামে মাতিয়া উঠিলেন । স্থানে স্থানে ভগবৎ নামের নিত্য কীর্তনের ব্যবস্থা হইল—এবং স্থানে স্থানে জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক—হনুমানজীর মন্দির স্থাপিত হইল ।

জনগণের মধ্যে শ্রী-বৈষ্ণব ধর্ম এবং ভগবৎ নাম-রূপ-লীলা ধামের বহুল প্রচারের জন্য সিয়লাল—ভক্ত সমাজে—অখিল জীবোদ্ধারক-তরণ-তারণ—সিদ্ধ—পরমহংস—মহাকবি—জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম ধ্বনির প্রচারক—হিসাবে সুবিখ্যাত হইয়াছেন ।

বৈষ্ণব সন্ত-শিরোমণি সিয়লাল—একান্ত নিষ্কপট দীন । কোনরূপ মান-প্রতিষ্ঠার অভিলাষী নহেন । পূর্ণানন্দে তিনি আন্তকাম হইয়াছেন—কোন বাসনাই তাঁহার নাই । নিম্মল যশোরশি—সিয়লাল ন্যায় শূদ্ধ সন্তের আশ্রয় লাভ করতঃ উজ্জ্বল আলোকে ভাসিতে লাগিল । বস্তুতঃ প্রাণহীন সদগুণরাজি ভগবৎ আশ্রিত নিমৎসর হৃদয়ের স্ফটিক ধারা সুপান করতঃ প্রাণবন্ত হইয়া নীলগগণে শরৎ কোমলদীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । ইহাতে সাধুর কামনা-বাসনার কোন গন্ধ নাই ।

মিথিলার স্নিকটে শোনপদুর গ্রাম । শোনপদুরে হরিহর ক্ষেত্রের মেলা সুবিখ্যাত । তুণ সবুজ বিস্তৃত প্রান্তরে মেলার অনন্ত সম্ভার স্থান পায় । আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সাধু-ভক্ত—গৃহস্থ—তস্কর-স্বার্থান্বেষী—সর্বশ্রেণীর লোকের—এই মেলার সমাগম হইয়া থাকে ।

ক্ষেত্রের নাম—হরিহর—একটু অনুধ্যান করিলে চকিতে মনের পর্দায় অতীতের একটি পৌরাণিক ঘটনা ঝলক দিয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের পোত্র এবং প্রদ্যুম্নের পুত্র—অনিরুদ্ধের সহিত পরম শৈব বাণ রাজার কন্যা উষার বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া—হরি-হরের মধ্যে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়াছিল—চুরাশী লক্ষ যোনার অন্তর্গত কোন প্রাণীই—সেই সংগ্রামে যথাযথ অংশ লাভ করিতে বঞ্চিত হয় নাই। এই সেই—হরি-হর ক্ষেত্রে—সকল জীবগণের সমাগম—অতীতের পৌরাণিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে।

সিয়লাল মেলা দেখিবার জন্য মিথিলা হইতে শোনপুর্বে আসিয়াছেন। মেলার যে অংশে দেশ দেশান্তর হইতে সাধু সন্তগণ আসিয়া উপনীত হইয়াছেন—সিয়লাল সেই সংসর্গ লাভ করিতে লাগিলেন। সিয়লালের ভজ্ঞনোচ্ছ্বল তনু দেখিয়া অন্যান্য সন্তগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও আকৃষ্ট হইলেন। সন্তগণ একদিন সিয়লালের নিকট সমবেত হইয়া কাতর জিজ্ঞাসার ন্যায় প্রশ্ন করিলেন—মহারাজ উপাসকের লক্ষণ কী? তাহা কৃপা করিয়া বর্ণনা করুন।

সিয়লাল যেন এই প্রশ্নের জন্য যেন পদ্ব্যর্থ হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি মুখে মুখে অবলীলাক্রমে পদ রচনা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন

উপাসক সোই যো নাম রটে ॥

প্রথম ত্যজি জগ-জাল যাঁহা লাগি গুরুপদ কমল সটে ।

কণ্ঠী তিলক মস্ত-মালা দৃঢ় বৈষ্ণব ঠাট ঠাটে ॥

যো গুরু কহৈ কঠৈ সোই সোই সিবি স্বপনেউ নাহি নটে ।

করি সেবা সম্বন্ধ লিখাই প্রণ করি ঠিগ্ ডটে ॥
 শিখে ভেদ-ভাব বর নানা যেহি মন ন হটে ।
 শ্রীসিয়রাম বিহার ভক্তি রস তন-মন-বচ লপটে ॥
 অনায়াস গুরুকৃপা অমুপম অনুভব সুখ প্রগটে ।
 হোয় অনন্য উপাসক সাঁচৈ ভ্রম তম তোম ফাটে ॥
 মমতা মোহ কোহ কামাদিক তেহি উর পুনি ন খটে ।
 পরমানন্দ রূপ নিশি বাসর প্রমুদিত অবনী অটে ॥
 দম্পতি বিমল বিনোদ পগ্য নিত তত সুখ দৃগণি চটে ।
 তারণ-তরণ ভয়েউ তেহি সেবত প্রেমলতা দুখ কাটে ॥

উপাসকের কী অপদ্রব চিত্র ! শ্রীবৈষ্ণব বেশ ধারণ করতঃ শ্রীগুরু
 শ্রীচরণপ্রিত হইয়া যিনি সিয়রাম নাম রটন করেন—তিনিই উপাসক ।
 শ্রীগুরু—শিষ্যের অন্তরংগ ভজন যথাযথ অনুভব করিয়া—যদুগল
 সরকারের সহিত সম্বন্ধ (গুরু প্রণালী) পত্র দেন । উপাসক সেই
 সম্বন্ধ সন্ধে মগ্ন থাকিয়া মন বচন ও কর্মের দ্বারা শ্রীযদুগল সেবা
 করেন । এইরূপে শ্রীগুরু কৃপালব্ধ সাধক অনায়াসে সংসার বন্ধন
 ছিন্তন করিয়া সর্ব স্বন্দর মুক্ত হইলেন । তখন আর কাম ক্রোধাদি
 সাধকে কোন প্রকারে প্রলব্ধ করিতে পারে না । সাধক নিশিদিন
 পরমানন্দ লীন হইয়া যদুগল বিহার রূপ লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং
 শ্রীপ্রেমলতা বলিতেছেন যে সাধক তখন পূর্ণ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত
 হইয়া তরণ তারণ পদের অধিকারী হইলেন ।

কী সাবলীল সুন্দর ভাষায় মধুর সাধনের একখানি সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর
 পূর্ণ চিত্র শ্রোতৃসমাজের সম্মুখে—সিয়লাল তুলিয়া ধরিলেন । সিয়লাল

নিজে সৰ্ব্বদাই লীলা প্রবিষ্ট—তাই তিনি অনায়াসে আপনারই সিদ্ধ ভজনের সুন্দর রূপটি সন্তব্দের নিকট উজ্জ্বল রূপে তুলিয়া ধরিলেন ।

অতঃপর শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম প্রচার অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল এবং এইরূপে সারা মিথিলা ধামে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সিয়লাল অযোধ্যাধামে যাত্রা করিলেন, এবং ভক্তগণ সহিত সেথায় উপস্থিত হইয়া সরস্ব-তটে—শ্রীসিয়া সুহাগ বাগে বাস করিতে লাগিলেন ।

এই সময় সিয়লালের মনে ত্রেতা যুগের—দিব্য অযোধ্যাধাম দর্শন করিবার বাসনা হইল । কী অদ্ভুত বাসনা ! কলিকালে ত্রেতা যুগের শ্রীঅযোধ্যা নগরী দর্শন ! শুনিলে—লোকে হাসিবে । কিন্তু ভগবৎ লীলা সর্ব যুক্তি তর্কের বাহিরে । অনন্য ভক্তের কোন বাসনা অপূর্ণ থাকিতে পারে না । কেবলমাত্র সু-অবসরের অপেক্ষা । অনতিকাল মধ্যেই সিয়লালের বাসনা পূর্ণ হইল ।

একদিন মধ্যাহ্নে জ্ঞান কূপের পার্শ্বে বসিয়া—সিয়লাল মৃদু স্বরে নাম করিতেছেন । অপেক্ষণ মধ্যেই অঘটন ঘটনা পটীয়াসী যোগমায়ায় সুকৌশলে সিয়লাল কিঞ্চিৎ তন্দ্রামগ্ন হইয়া এক দিব্য স্বপ্ন সুখে বিভোর হইয়া গেলেন । স্বপ্নে দেখিলেন যে তিনি জ্ঞান কূপের মধ্যে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছেন এবং নামিতে নামিতে একটি সুবৃহৎ প্রাসাদের সম্মুখে নীত হইলেন । প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারে ত্রেতা যুগ-কালীন চৌদ্দ হাত বিশিষ্ট এক প্রহরী দণ্ডায়মান । প্রাসাদের প্রতি দ্বারই তালা বন্ধ । সাকেত ধাম—অযোধ্যা পুরীতে জানকীজীর পরম অনন্যা সহচরী ব্যক্তিরেকে—অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই । সিয়লাল প্রহরীকে জানকীর অন্তরঙ্গ সহচরী জ্ঞানে সপ্রেম সান্বিত প্রশ্ন করিলেন । অতঃপর সিয়লাল স্বর্ণময়ী মণিমাণিক্য খোচিত একটি

স্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন :
এইটি পদুরীর কোন প্রবেশ স্ভার ?

প্রহরী উত্তর দিলেন । এইটি উত্তর তোরণ স্ভার ।

সিয়লাল ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রহরীকে স্ভার মন্জু
করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন ।

প্রহরী বলিলেন : ত্রেতা যুগের সময় উপস্থিত—না হওয়া
অবধি এই স্ভারগুলি বন্ধ থাকিবে । ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরাম
যখন নরলীলা করিতে আসিবে তখন এই প্রাসাদ দ্বারগুলি
উন্মুক্ত করা হইবে । এই কথা শ্রবণ করিয়া সিয়লাল দঃখিত মনে
প্রহরীকে বলিলেন—আপনি কৃপা করিয়া স্ভারটি একটু উন্মোচন
করিয়া দিন—আমি স্ভারের বাহিরে থাকিয়া ভিতরের শোভা একবার
দর্শন করিব । এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রহরী একটু দীর্ঘ চাবি স্ভারা
তালা খুলিয়া স্ভারটি কিঞ্চিৎ মন্জু করিলেন । স্ভারটি সামান্য
উন্মোচন করিতেই সিয়লাল এক মধুময় দিব্য গন্ধ আশ্বাদন
করিলেন এবং সেই সামান্য উন্মুক্ত স্ভার হইতে ত্রেতা যুগের
অযোধ্যা পদুরী দর্শন করিলেন । অভ্যন্তরে মন্দ মন্দ সুগন্ধিত
শীতল বায়ু প্রবাহিত । এই অনিঃস্বর্চনীয় ত্রেতা যুগের শ্রীধাম
দেখিয়া সিয়লালের ভাবান্তর উপস্থিত হইল । প্রেমের আবেশে
সিয়লাল দিব্য অযোধ্যাধাম দর্শন করিয়া পদুরীর শোভা বর্ণনা করিয়া
অবশভাবে শ্রীধাম স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন—

(অনুবাদ)

পীত বরণ নভ জল স্থল রচনা ।

অদ্ভুত অকথ্য দিব্য মনোহর কত না ॥

কুঞ্জ কানন জলাশয় বহু নানা ।
 দেখিলে উপজে হিয়ে প্রমোদ বাসনা ॥
 সরল সুন্দর মার্গ ঘিরিছে সীমানা ।
 দুই পাশে তরুশ্রেণী চির-হরিৎ বরণা ॥
 ফল ফুল বিভূষিত যত তরুদল ।
 দেখিলে হরণ করে দেবতার মানস কমল ॥
 কোটি সূর্য্য ত্যাগি সম পুরী জ্যোতিষ্মান ।
 হৃদয় তমেরে নাশি দেয় দিব্য জ্ঞান ॥
 গুপ্ত প্রগট কুঞ্জ নানা বিহার স্থল ।
 অপকৃপ শোভাময় দিব্য অনুপ অমল ॥
 অদন্ত কোটিন ভবন ভাতিছে চৌদিকে ।
 চাতক ময়ূর কোয়েল নাচে গায় প্রেমের পুলকে ॥
 ইত্যাদি ।

সিয়লাল প্রেমাঞ্জন নয়নে ত্রৈতার যে দিব্য রূপা-সুধাপান করিতে
 ছিলেন সেই সুধাই অনর্গল ধারায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে মধুর ছন্দ-
 বন্ধ ভাষায় ক্ষরিত হইয়া সিয়লালের দেহ দশা ভুলাইল । প্রেমের
 দশায় সিয়লাল উন্মত্ত হবার দিয়া পদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে
 বাইতেছেন এমন সময় পার্শ্ব দণ্ডায়মান প্রহরী তাঁহার গতিপথে বাধা
 দিলেন । ইহার অব্যবহিত পরেই সিয়লালের তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল ।
 শরীর পদলকায়মান—মন আনন্দে পরিপূর্ণ । মিথিলাধামের অন্তর্গত
 সিয়লালের সর্ব মন বাসনা পূর্ণ হইল । মিথিলাধামের প্রতি অশেষ
 কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয়-বীণা গদ্গদিত হইতে লাগিল । সিয়লাল

মিথিলা-প্রেম পাগলিনী। তাঁহার অনুভব হইল—মিথিলা ও জনক-
নন্দিনী—এক ও অভেদ। মিথিলা প্রেমে তাঁহার হৃদয় কুঞ্জে যে সুধা
তরুণ ভাঙিয়া খান খান হইতেছিল—তাঁহারই কিণ্ঠিতমাত্র—হৃদবন্দ্য
ভাষায় রূপান্তরিত মিথিলা স্তুতি প্রকাশ করিল—এবং সিয়লাল সাধু-
নয়নে অবশভাবে গাহিতে লাগিলেন—

জয় জয় মিথিলেশপুরী মিথিলা সুখদাই
সপ্তপুরী তীর্থধাম সকল সুভগ পুণ্য ঠাম
সেই তব সুপদ ললম সর্বসিদ্ধ পাই।
তিনি লোকে তিনি কাল, তু সমান তু দয়াল ॥
দেখি রাম ভে নিহাল, সহিত লখন ভাই ॥

অমর সন্ত সিদ্ধ ভূপ, সেবতি তোহি লখি অনুপ।
পাওত সিয়রাম যুগ কহত-বেদ পাই ॥
নিবসি তব সু-অঙ্ক লোগ করত বিবিধ জাগ যোগ।
বাপত নেহি রোগ শোক তোর দয়া ভাই ॥

অনুপম থল তীর্থ বাগ, বিপুল বিমল সরি তড়াগ।
জাগত অনুরাগ ভাগ হেরি কে নিকাই ॥
জগত মাতু সিয় আয়, জনমি তোহি কীন ভায়।
হারে কবি গায় গায় কীর্তি তব সুহাই ॥

বীত রাগ সিয়রাম রটত অটত মহি অকাম।
সেই তোহি আট যাম মুদিত মাগি খাই ॥
মিথিলা সব বিধি সুধৈন প্রেমলতা যো ন নয়ন।
নিরখি সো জিউ ন চয়ন লহত কছ যাই ॥

পরম অনুরাগভরা কণ্ঠে এই অনুপম স্মৃতি মিথিলা চরণে নিবেদন করিয়া সিয়লাল একমাত্র সিয়রাম নাম রটন করিতে করিতে মিথিলা ধামে যত্র তত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

(৭)

সিয়লালের—বিভিন্ন ধামে ভ্রমণ করিবার—একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল এবং সেই ব্যবস্থানুযায়ী তিনি—শ্রীগুরু পুণ্ড্রিমা এবং বদ্বলন উৎসব উপলক্ষে অযোধ্যাধামে—রাসলীলা উপলক্ষে কাশীধামে—বিবাহ পঞ্চমী ও মিথিলা পরিক্রমা কালে জনকপুরে এবং রামনবমী ও সীতানবমীর সময় সীতামাড়িতে যাইতেন । উপস্থিত মিথিলা পরিক্রমাস্তে তিনি কাশীধামে সংকট-মোচন হনুমানজীর মন্দিরে আসিয়াছেন । তৎকালে সংকট মোচনের পথ বড় বনাকীর্ণ ছিল—জনগণের যাতায়াতের পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক । সিয়লাল সে স্থানে বাস করিবার সাথে সাথে—তাহার নিকট ভক্তবৃন্দের সমাগম হইতে লাগিল এবং বিশেষ করিয়া প্রতি শনি-মংগলবার—পূজা-দর্শনার্থে বহু ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে মন্দিরের পথ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হইল এবং মন্দির সংলগ্ন জমিতে বাসোপযোগী ছোট ছোট ঘর-বাড়ী প্রস্তুত হইল । ইহার অব্যর্থ ফল স্বরূপ যে স্থানে পূর্বে কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিত না—সেই স্থান—এক্ষণে বহু কণ্ঠ নিনাদিত জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নামে নিরন্তর মধুরিত ।

সিয়লাল মন্দিরের পূর্বে পাশে থাকিতেন । শ্রীনাম নিরন্তর এই প্রেমিক মহাত্মার নিকট—দেশ-দেশান্তর হইতে বহু নরনারী আসিতেন । সিয়লাল নিত্য ভগবৎ নাম-রূপ-লীলা-ধাম সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের

সরস আলোচনা করিতেন। মহাত্মার শ্রীমদ্ব্যস নিঃসৃত মধুময় বাণীগুণি জনগণের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মন-প্রাণ বিস্তল করিত। শ্রোতৃবর্গ—তাঁহার মধুর সাধন-লব্ধ অভিজ্ঞতা শ্রবণ করিবার জন্য অধীর এবং মহাত্মার সন্দর্শনেই তাহাদের সর্ব মন-প্রাণ সিয়লালের চরণতলে সমপিত হইয়াছে।

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সিয়লালকে ভজন সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রশ্ন করিতেন। সিয়লাল পরমানন্দে সে সকল প্রশ্নের সরস উত্তরদানে তাহাদের পূর্ণাঙ্গ সন্তোষ বিধান করিতেন।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে এক ভক্ত জিজ্ঞাসু ‘রহস্যত্রয়ী’ সম্বন্ধে প্রবচন করিতে—মহাত্মাকে অনুরোধ করিলেন।

রহস্যত্রয়ীর আলোচনা অতি গূঢ়—অবিকারী ব্যতিরেকে—ইহা সম্যক অনুধাবনযোগ্য নহে। কারণ ইহা সাধনমার্গের অভিজ্ঞতা—একমাত্র গুরুপরম্পরায় অবগত হওয়া যায়। নিম্নে প্রশ্নোত্তরাকারে সংবাদটি প্রদত্ত হইল।

প্রশ্ন—হে সরকার।—রহস্যত্রয়ী সম্বন্ধে কিছু উপদেশ করুন।

উত্তর—সংক্ষেপে বলিতে গেলে (১) ষড়ঙ্কর রামতারক মন্ত্র (২) শরণাগতি মন্ত্র এবং (৩) চরম মন্ত্র—এই মন্ত্রত্রয়কে রহস্যত্রয়ী বলা হয়। রহস্যত্রয়ীর মধ্যে—জীবাশ্রা ও পরমাত্মার স্বরূপ—পরমাত্মার সহিত জীবাশ্রার মিলিত হইবার উপায়—এ রহস্যময় সংবাদটি মন্ত্রত্রয়ে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত আছে। মন্ত্রগুলি এবং তাহাদের যথাযথ অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত হইল।

(১) রামতারক মন্ত্র—রাং রামায় নমঃ ।

রাং :—ইহা মন্ত্রবীজ—জগৎপত্তি—স্থিতি ও লয়ের পরম কারণ । ইহা পরব্রহ্ম—পরাংপর—পরমেশ্বর—পরমাত্মা—পরমপুরুষ—রাঘবেন্দ্র—শ্রীরামচন্দ্রের—ঐশ্বর্যের বাচক । ইহা প্রণব হইতে স্বতন্ত্র—এবং প্রণব মন্ত্র ইহা হইতে সিদ্ধ হয় ।

র :—ইহা সর্বজগৎ কারণ—শেষী ভগবান—সীতাপতির বাচক ।

অ :—ভক্ত ও ভগবান—শেষ এবং শেষী—জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে মিলন করাইবার সেতু স্বরূপ—আচার্য্যের বাচক ।

ম :—অনন্ত শেষ—অনন্ত ভোগ—অচিন্ত্যবৎ—পরতন্ত্র সর্ব-বিধ কৈঙ্কর্য্যনিপুণ জীবের ছোতাক ।

রাম :—এই পদ দ্বারা অশেষ কল্যাণ-গুণসাগর শ্রীরাম প্রতিপাদিত হয়েন ।

আয় :—ইহার দ্বারা স্বরূপানুকূল কৰ্ম প্রার্থনা বুঝায় ।

নম :—নমঃ দুই প্রকারের—এক অখণ্ড নমঃ এবং অপরটি সখণ্ড ।

‘সখণ্ড’ পদের অর্থ ‘স’কার বাচ্য—অনন্য শেষ—অনন্য ভোগ—অচিন্ত্যবৎ—পরতন্ত্র—সম্ব’বিধ কৈঙ্কর্য্যনিপুণ জীব—‘র’কার বাচ্য সম্ব’ জগৎকারণ—সম্ব’শেষী ভগবান—সীতাপতি রামেরই ভোগ্য—

অন্য কাহাৰও নাই। ‘অখণ্ড নমঃ’ উপায় বাচক পদ। অখণ্ড নাম নমস্কাৰই—একমাত্ৰ উপায়—ইহা ছাড়া আৰ কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। ‘নমঃ’ পদটিকে দীৰ্ঘ কৰিয়া উচ্চাৰণ কৰিলে ন০ ম০ ‘নাম’ শব্দেৰ উচ্চাৰণেৰ ন্যায় হয়—অৰ্থ ‘আমি’ ‘ন’ অৰ্থাৎ ‘আমি’ কেবল শ্ৰীৰামেৰ। শ্ৰীৰামেৰ ‘আমি’ অনন্য সেবক, অনন্য ভোগ্য এবং শেষী শ্ৰীৰামেৰ ‘আমি’ শেষ,—অন্য কোন দেবতাৰ ‘আমি’ নহি।

এই ষড়ক্ষৰ ৰামতায়ক মন্ত্ৰ সৰ্বমন্ত্ৰেৰ ৰাজ্য, অন্য সকল মন্ত্ৰ ইহা ইহাতে সিদ্ধ হয়। সৰ্বিধি এই মন্ত্ৰৰাজ জপ কৰিলে সংসাৰ বন্ধন হইতে জীবেৰ অবশ্য মুক্তিলাভ হইবে।

(২) অষ্টাক্ষৰ শৰণাগতি মন্ত্ৰ :—শ্ৰীৰামঃ শৰণং মম ।

শ্ৰী :—ইহাৰ দ্বাৰা অবিনাশভূতা দিব্য শক্তি শ্ৰীসীতা পদ উক্ত হইয়া থাকে। অনন্ত জ্ঞান-শক্তি-বল-ঐশ্বৰ্য্য-তেজ ও বীৰ্য্য সম্পন্ন ভগবতী স্বৰূপ—শ্ৰীজনক-নন্দিনী জানকী প্ৰতিপাদিত হয়েন। ইহা অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডেৰ আশ্ৰয়ভূতা—ইহাৰ শৰণে আসিলে জীব শ্ৰীৰামকে প্ৰাপ্ত হইতে পাৰিবে - অশ্বথায় নহে।

ৰামঃ :—এই পদ দ্বাৰা বাৎসল্য-কৰুণা-দয়া-কৃপা-সৌন্দৰ্য্য-মাধুৰ্য্য-সৰ্বজ্ঞতা-সৌন্দৰ্য্য-সৌশীল্যাদি—অনন্তগুণ বিশিষ্ট শ্ৰীৰাম প্ৰতিপাদিত হয়েন।

শৰণং :—এই পদ উপায় বাচক। জীবেৰ ভগবৎ প্ৰাপ্তিৰ একমাত্ৰ উপায় হইল শৰণ। শৰণাগতি ভাব ব্যতিৰেকে ভগবৎ প্ৰাপ্তিৰ আৰ অস্ত্ৰ কোন উপায় নাই।

মমঃ—এই পদের দ্বারা শেষ অংশজ্জীবের—শ্রীসীতারাম-প্রাপ্তিই
সাধন এবং সিদ্ধি রূপা অর্থাৎ শ্রীসীতারাম প্রাপ্তির অন্ত
তাহাদের কৃপাই একমাত্র সাধন—ইহাই বুঝায় ।

(৩) চরম মন্তঃ—সকৃদেব প্রপন্নায তবাস্মীতি চ যাচতে ।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥

অর্থাৎ কায়-মন-বাক্যে “আমি প্রভুর শরণাপন্ন হইলাম”—ইহা
একবার মাত্র বলিলে—উচ্চ-নীচ—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—জড়-চেতন—যোগ্য-
অযোগ্য—জীব-যে রূপই হউক না কেন—ভগবান তাহাকে সর্বতো-
ভাবে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন । ইহা তাহার শ্রীমদ্ব-বাণী—ইহা
তাহার প্রতিজ্ঞা ।

সকৃদেবঃ—একবার মাত্র—ইহা মানসী প্রপত্তি ।

তবাস্মীতি চ যাচতেঃ—আমি তোমার শরণাগত হইলাম—ইহা
বাচকী প্রপত্তি । রঘুবংশভূষণ স্বভাবতঃই দয়াবান এবং শরণাগত
রক্ষক—ইহা তাহার বংশতঃ স্বভাব । তদুপরি পরাৎপর প্রভু হওয়ায়—
তিনি সর্বভূতের আশ্রয়ভূত—সর্বভূতের উৎপাদক । যে কোন
প্রকারের জীবকেই—প্রভু সর্বতোভাবে অভয় দান করিতে সম্পূর্ণ
সমর্থবান ।

সর্বভূতেভ্যঃঃ—সর্ব জীব হইতে তথা স্বয়ং নিজ হইতে (পক্ষ্মী
বিভক্তিতে) । (চতুর্থ বিভক্তিতে)—এই শ্রীমদ্ব বাণী ভগবান বিভীষণকে
দান করিয়াছিলেন । চতুর্থী বিভক্তিতে অর্থ করিলে ইহার অর্থ হয়
যে কেবলমাত্র বিভীষণ নহে পরন্তু যেরূপই দীন-মলিন জীব হউক না
কেন—ভগবান—সর্বভূত হইতে তাহাকে অভয় প্রদান করিবেন ।

কেবলমাত্র মানুষ বা দেবতাকে নয়—পরন্তু যে কোন যোনির জীব হউক না কেন—তাহাকেই তিনি অভয় প্রদান করিবেন ।

অভয়ঃ দদাম্যেতৎ ব্রতং মম :—আমার শরণে আগত জীবকে সৰ্ব্বভূত হইত অভয় প্রদান করা—আমার ব্রত । অর্থ—১৭ শরণাগত (শত্রু হইলেও) কোন অবস্থায় ত্যজ্য নহে । অভয় শব্দের অর্থ মোক্ষও হয় । শরণাগত—অযোগ্য জীবও—প্রভু কৃপায় মোক্ষের অধিকারী হয় ।

প্রঃ—হে প্রভু ! কৃপাপাত্র উপাসকের লক্ষণগুলির দিগ্‌দর্শন করাইয়া অনুগৃহীত করুন ।

উঃ—অতি দিবা ছন্দবদ্ধ ভাষায় সিয়লাল উপাসকের গুণগুলি বর্ণনা করিলেন ।

(অনুবাদ)

উপাসকের গুণাবলী কে বলিতে পারে ?

শেষ শ্রুতি শারদ বলি বলি হারে ।

সাদর প্রেমের সাথে ভঞ্জে অষ্টয়াম ।

সুন্দর-সুখদ শ্রীরামনাম-রূপ ও দিব্য গুণগ্রাম ॥

ভকতি চন্দনে সদা মজাইয়া মন ।

সাধুর সুসঙ্গ তরে তাহার অশেষ যতন ॥

শৃঙ্গারাদি পঞ্চ-রসের সুজ্ঞান ও সুবিদ ।

সহিত ভকতি-ভেদ অপার অমিত ॥

নিষ্কলুষ নিষ্কিঞ্চন পরম সু-দীন ।
 শ্রীরাম ভজনে সদা রহে লয়লীন ॥
 কণ্ঠী-তিলক-ছাপ গলে তুলসীর মালা ।
 ধারণ করিয়া জপেন মন্ত্র পরম রসালো ॥

অকাম নির্মৎসর আর জিত রিপুদল ।
 সত্য-সুখধাম-শুচি ধর্ম্মেতে অটল ॥
 নিজ গুণানুবাদ শুনি মরি যায় লাজে ।
 অশ্রুর প্রশংসা শুনি হিয়ে প্রেম উপজে ॥
 মায়া'র বন্ধন হ'তে মুক্ত করি মন ।
 প্রফুল্লিত চিত্তে করে ভক্তির চয়ন ॥

অভ্যক্ষ্য মাংসাদি-মদ অমল তামাক ও ভঙ্গ । (ভাং)
 পরিত্যজ্য সর্ব্বথা যে খায় অভ্যক্ষ্য—তার সঙ্গ ॥

সম শীতল নীতি পথে রহে সদা ধীর ।
 সরল স্বভাব অতি—সব সনে সম্বন্ধ শ্রীতির ॥
 জপ-তপ-ব্রত-সিদ্ধ অটুট সংযম ।
 গুরু গোবিন্দ পদে প্রেম অমুপম ॥
 বিরতি—বিবেক—বিনয় ও জ্ঞানের সদন ।
 বিজ্ঞাতা বেদ-ইতিহাস আর পুরাণ কথন ॥
 দম্ভ-কপট-ছল হ'তে সদা থাকি দূরে ।
 কুমার্গে কুসঙ্গে সে কভু না বিচরে ॥

শম-দম-নিয়মাদির কনক ভবন ।
 কখনও বলে না কারে পরুষ বচন ॥
 প্রভু-অমুকুল বস্তু প্রতি সদাই পিরীতি ।
 প্রতিকূল ত্যাগ করি অশ্রুতে শিখায় সুনীতি ॥

অবৈষ্ণব গৃহে সে কভু করে না ভোজন ।
 স্বজাতির সঙ্গ করি পুলকিত তন ॥
 কায়-বাক-মনে করে গুরুপদ সেবা ।
 ইষ্ট হ'তে অধিক জানে গুরুর বিভবা ॥
 শ্রীগুরু চরণোদক ও উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ॥
 সপ্রেমে স্নেহেবা করি পায় পরম আনন্দ ॥
 তুলসীর দল বিনা পানীয় ভোজন ।
 গ্রহণ করে না কভু বৈষ্ণব যে জন ॥
 বৈষ্ণব করে না পান বিনা ছাঁকা জল ।
 সর্বজীবে দয়া তার ও অহিংসাই বল ॥
 অর্পিয়া শ্রীগুরুরে ভোজ্য-পেয় করিবে গ্রহণ ।
 বেদের অধিক সত্য জানে সে গুরুর বচন ॥

শৃঙ্গারাদি রসের ভেদে অতীব প্রবীণ ।
 আতম স্বরূপ নারী—পতি রামের অধীন ॥
 প্রভুর বিলাস কুঞ্জ জানি গৃহ বার ।
 প্রভুর একান্ত দাসী নাহি অগ্ৰ গতি তার ॥

ভজন করহ সদা সিয়রাম নাম রসেশ ।

এইমত সবারে সে করে উপদেশ ॥

শরণাগতের ভেদ-ভাবে হ'য়ে লয়লীন ।

অষ্টযাম সেবা স্তখে রবে নিশিদিন ॥

যুগল চরণে বাঁধি প্রেমের বন্ধন ।

নিত্যানন্দে ভাসে সদা করি শ্রীরাম স্মরণ ।

দশেন্দ্রিয় মন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ আর

নাম-রূপা লীলা ধাম ও ভকতি যতেক প্রকার ॥

চিৎ-বোধি অহংকার ও পঞ্চ সংস্কার ।

সবার স্বরূপ জ্ঞাতা সহিত প্রেমের বিকার ॥

উপাসক-ধর্ম্য কহে প্রেমলতা মতি অনুসার ।

পড়ি শুনি পাবে সুখ শ্রীবৈষ্ণব উদার ॥

প্রঃ—হে প্রভু ! আত্ম—অনাত্ম বিষয় সম্বন্ধে কৃপা করিয়া কিছু উপদেশ করুন ।

উঃ—সিয়লাল মধুর কাব্যে নিগূঢ় আত্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে অননুভূতি-লব্ধ জ্ঞান ভক্ত বৃন্দের নিকট উদ্গীত করিলেন ।

(অমুবাদ)

পুরুষ জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্র—জড়, চেতন সব নারী ।

সবার সাথে রমন করেন—শ্রীরাম সাক্ষাত বিহারী ॥

চিদ্রুড় গ্রন্থি লাগি জীব ভুলিল আত্মজ্ঞান ।
 কেশ্ গুফ, লিঙ্গ দেখি ভাবে নিজ পুরুষ প্রধান ॥
 আটটি নারীর লক্ষণ এইমত কহে ঋষি বেদ ।
 জ্ঞান নেত্রে দেখ সব পুরুষ মাঝারে আছে পরম অখণ্ড ॥
 সাহস, অনৃত, চপলতা, ভয়, মায়া, হৃদ অবিবেক ।
 নিদ্রা, অশুচি—নারীর লক্ষণ—আর আছে
 কামাদি অনেক ॥

অস্বতন্ত্র অলায়ক—পর ইচ্ছায় চালিত যে জন ।
 পুরুষ কিরূপে সে ? কহ সত্য বিচারিয়া মন ॥
 সত্য পুরুষ এক শ্রীরামচন্দ্র অপার পুং লিঙ্গ সমেত ।
 নেতি নেতি কহি মহিমা যাঁহার গাহিয়াছে—
 বিজ্ঞানী পরম সচেত ॥

শরণপাল-সর্বজ্ঞ-শুচি—সত্য-সত্যব্রত-সু-উদার রাম ।
 করুণার সুরধনী আর জ্ঞান-বল-বীৰ্য্য-বিবেক সুধাম ॥
 ধীর, বীর, গম্ভীর, সরল—সমর্থ স্বতন্ত্র ।
 ত্রিদেব জপিছে সদা যাঁহার নাম মহামন্ত্র ॥
 দেব-দেব-নর-নাগ-মুনি—সকল চরাচর জীব ।
 নারীবর্গ সবাকার কহে বৃদ্ধগণ ধরি জ্ঞান বিমল অতীব ॥
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব শ্রীরামের স্থূল মায়া স্বরূপ ।
 কর্তা, ভর্তা, সংহর্তা—সকলের, রাম নবধন—সুন্দর অনুপ ॥

সকলের মাঝে রাম—রাম মাঝে অনন্ত সংসার ।
 রঘুপতি-রঘুনাথ নামে বিহার করেন সুখে সবার মাঝার ॥
 দৃশ্যাদৃশ্য ভোগ্য বস্তু—ভোক্তা শুধু নবঘন রাম ।
 অশেষ প্রকার রস করেন গ্রহণ ধরি রূপ নবদুর্বাদল শ্যাম ॥
 রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই মত করি আশ্বাদন ।
 লুটিয়া আনন্দে—বিস্তার করিছেন পুনঃ—একমাত্র পুরুষ পুরাণ ॥
 রস ভোক্তা - রসরূপ—সেই হেতু শ্রুতি কহে রসঃ বৈ সঃ ।
 মন-বাণী-পার শ্রীরাম চরিত—অপরূপ বিচিত্র বিশেষ ॥
 ভক্তি-বিহীন নীরস জ্ঞানে যে জনা রহিবে রত ।
 প্রেমলতার প্রাণপতি, সে মুঢ় অজ্ঞানে, ত্যজেন সতত ॥
 রসিক শিরোমণি, রস-জ্ঞাতা, রসরাজ, রস-রূপ ।
 পতি-সোহাগিনী নাগরী সাথে করেন বিহার—পরম অনুপ ॥
 পুরুষ-প্রধান যোগ কৰ্ম্ম ও জ্ঞান মার্গের অমুগামী যারা ।
 লভিলেও পরপদ পুনঃ পড়িবে ভূতলে শুকাইসে সকৃৎের ধারা ॥
 পতিব্রতা নারী-সম শরণাগত হ'য়ে রটন করি সিয়রাম নাম
 অনায়াসে মিলিবে নিত্যানন্দ লোক—এই মত কহে শ্রুতি সাম ॥
 ভক্তি বিনা মিলেনা প্রভু, ভক্তি বিনা নাহি হয় শরণাগত ভাব
 ইহা জানি সাব ধৰ্ম্ম শরণ লহরে জীব—যুগল ভজন ॥
 ভকতি রূপিনী—জনক নন্দিনী জানি—চরাচর জীব-শক্তি ধার ।
 বন্দি জানকী চরণ কমল—ভজরে যুগল নাম—সর্ব সুখাধার ॥
 জনক বশিষ্ঠ, গুরু, দেব, দ্বিজ, দশরথ—নিজ শক্তি জানি ।
 বসিলেন মিথিলা কিশোরী—রাম গলে দিয়া করখানি ॥

আনন্দ চরিত হেতু জানকী সজ্জিনী সব ধরি বিধির স্বরূপ ।
 হইলেন যথাক্রমে পিতা-মাতা, বন্ধু-ভ্রাতা ইত্যাদি সম্বন্ধ অনুপ ॥
 জনক মিথিলাপতি—জানি রাম—চরাচর পতি ।
 আপনারে একসাথে জানকী সমেত রাম করে দিলেন স্মৃতি ॥
 পতির বিরহ শোকে দশরথ মহাজ্ঞানী ত্যজিলেন প্রাণ ।
 এই বার্তা অতি গূঢ়—কীরূপে বুঝিবে বল—বিনা আত্মজ্ঞান ॥
 দেখিয়া স্বামীরে বনে বনবাসী সব ঋষি মুনিগণে ।
 পতিব্রতা নারী সম ভজিলেন নীল নবঘন শ্রীরঘুনন্দনে ॥
 আত্মায় পুরুষ জ্ঞান—অজ্ঞান প্রধান—তপ বিনা যাহা নাহি যায়
 জীবের স্বরূপ নারী বুঝিবে কেমন অভিমানী পুরুষ চेतনায় ॥
 অব্যক্ত লীলার তরে জীবাশ্রা নানারূপে সাজিয়া যতনে ।
 অবিচার সঙ্গ করি ভুলিল স্বরূপ নিজ—কিঙ্করী রতনে ॥
 বেদ-পুরাণ শ্রুতি ও সজ্জন সকলে এইমত উপদেশ

করে আত্মজ্ঞান ।

পরোধীন জীবাশ্রা—জানিয়া বুজিয়া—করো নাকো

বুধা অভিমান ॥

ত্রিগুণের সঙ্গ করি বিমল বোধির হয় অহংকার ভারী ।
 দেহেতে জীবাশ্রা জ্ঞান করে যত ভ্রম পথ চারী ॥
 কামনা-বাসনা রূপী দেহে যে করে আত্মজ্ঞান ।
 দুঃখ শোক জরা মরণ জন্মে জন্মে লভে অনির্ব্বাণ ।
 সুখরাশি আনন্দ স্বরূপ যুগনাম জানি নিত্যধাম ।
 সুস্থখে ভজন কর সবার প্রধান রস—শ্রীসীতারাম নাম ॥

এইরূপে ভক্তজন সমাজে সং-সংগরূপী সূধা তরঙ্গিণী বহাইয়া—
 ভগবৎ গুণানুবাদে শ্রোতৃবর্গকে বিমল আনন্দ দান করিয়া—সন্ত-
 শিরোমণি সিয়লাল আন্তর্-জিজ্ঞাসুকে প্রেমধর্মের প্রেরণা দান করিতেন ।
 ভগবানের সহিত ভক্তের প্রেমের সম্বন্ধ । সে সম্বন্ধের মধ্যে কোন
 ভয় নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই—দূরত্ব নাই—দুইটি মহান আত্মা
 মধুর মিলনে—একে অন্যের হৃদয়ে ওতঃপ্রোত ভাবে আনন্দ বিলাস
 করেন । প্রেমের সম্বন্ধে ভক্ত যেক্রপ ভগবানের ভজনা করেন—
 ভগবানও সেইরূপ ভক্তের চির সংগ কামনা করেন । প্রেম ধর্মই জীবের
 শ্রেষ্ঠ সাধন ও শিক্ষা । এ বিদ্যা প্রাপ্ত হইলে—জীবের সর্ব কলংক
 দূর হয়—সর্ব মদ-মান ভ্রমীভূত হয়—জীব তখন অনায়াসে সর্ব
 ধর্ম বিসর্জন দিয়া লব্ধ ভ্রমরের ন্যায় ভগবৎ চরণ কমল পিষুষ
 পান করিতে থাকে । ইহাই জীবের যথার্থ স্বরূপ । সর্ব উপাধি
 বিবজ্জিত না হইলে প্রকৃত ভক্তি লাভ হয় না । এই কথা ধ্বনিত করিয়া
 নারদ পঞ্চরাত্রকার বলিতেছেন—

সর্বোপরি-বিনিমুক্তং তৎপরতেন নিশ্চলং ।

হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥

অর্থাৎ ভগবানকে পরাৎপর জানিয়া সকল উপাধি বিনির্মুক্ত হইয়া
 সর্বস্বদ্বিগ্নে সেই হৃষীকেশের যে অমল সেবন—তাহাই প্রকৃত ভক্তি ।

অতঃপর মহাত্মার মিথিলা যাইবার সময় উপস্থিত হইল। মিথিলা পরিক্রমা তাঁহার ভজনের একটি বিশেষ অঙ্গ। ভক্তেরা যখন তাঁহার মিথিলা যাইবার সংবাদটি জানিতে পারিলেন—তাঁহাদের মনের ভাব জানাইবার মত লেখনীতে আমার ভাষা নাই। প্রাত্যহিক সংসঙ্গে তাঁহারা যে মধুময় সরিৎ ধারা পান করিতেন—সে প্রেমময় বিমল সুখ হইতে ক্ষণাধর্মের জন্যও তাঁহারা বঞ্চিত হইতে চাহেন না। তাঁহাদের নিকট সিয়লাল ছিলেন দিগন্ত ব্যাপী মহা মরুতে সুশীতল ঘন পল্লবযুক্ত পাম্পাদপ বিশেষ।

বিরহী ভক্তগণের মনের অবস্থা—কবি বিদ্যাপতির ভাষায় বলিলে বলিতে হয়—

হরি হরি কে ইহ দৈব ছরাশা ।

সিদ্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব
কে দূর করব পিয়াসা ॥

চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব

শশধর বরখিব আগি ।

চিস্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব

কি মোর করব অভাগি ॥

শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু ন বরখিব

সুরত বাঁঝ কি ছান্দে ।

গিরিধর সেবি ঠাম নহি পায়ব

বিজ্ঞাপতি রহু ধান্দে ॥

আসন্ন বিরহ কাতর ভক্তবৃন্দকে নিরন্তর সিয়রাম নাম রটন উপদেশ করতঃ সিয়লাল কাশীধাম হইতে মিথিলায় যাত্রা করিলেন—সঙ্গে চলিলেন—কয়েকজন বৈরাগ্যবান কৃপা পাত্র সদুসেবক ।

যে বিশেষ কার্যের জন্য সিয়লাল নরতনু ধারণ কবিল। ধরাধামে আসিয়াছেন—একটির পর একটি করিয়া—সে সকল কার্যগুণি অবলীলাক্রমে সুসম্পন্ন হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে সিয়লাল কত স্থানে ভগবৎ ভজনের বন্যা বহাইয়াছেন ! কত বিমুখীকে ভগবৎ কৃপা করুণা লাভে সৌভাগ্যবান করিয়াছেন । কী দিব্য সুললিত ছন্দে শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম স্ববন্দ্যীয় বত্রিশ খানি সারগর্ভ রসোত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ! এবং সুখদ স্মরণ পতিত পাবন সুমধুর জর সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম ধ্বনির পশ্চিম ভারতে সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন !

এইবার মিথিলা ভ্রমণে সিয়লালের মিথিলা ধামের প্রাচীন লুপ্ত তীর্থগুণি পুনরুদ্ধার করিবার বাসনা হইল । অনন্য ভক্তের বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়াই মনোরথ রূপে মানসক্ষেত্রে বাসনা অঙ্কুরিত হয় এবং শব্দ মূর্ত্তে—তাহা ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া শান্তিদায়ী মহীৰূহে পরিণত হইয়া শ্রান্ত পথিককে সুশীতল ছায়া দানে তৃপ্ত করে ।

‘মিথিলা-মহাস্মৃতি’ ও অন্যান্য পুরাণ অনুসন্ধান করিয়া সিয়লাল মিথিলার শিরধ্বজ কূপ, সতানন্দ কূপ, অক্রুর কূপ, সৈমন্ত কূপ, বিদ্যা কূপ, জ্ঞান কূপ প্রভৃতি আটটি লুপ্ত কূপ ও জানকীকুণ্ড লক্ষ্মণাকুণ্ড, রুক্মিণীকুণ্ড, ইত্যাদি বাহাস্তরটি সরোবরের পুনরুদ্ধার করিলেন । কূপ ও সরোবরগুলির নাম পাঠ করিলেই সহজেই

অনুমিত হইবে যে এই দিব্য জলাশয়গুলি মিথিলেশ কিশোরী শ্রীজানকীর সহচরী। এই দূসাধ্য কার্যটি সমাধা করিতে সিয়লালের প্রায় তিন বৎসর কাল সময় লাগিয়াছিল।

এই মহৎ কার্যে তদানন্তীন নেপাল রাজের সাহায্য ও সহযোগিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিথিলার লুপ্ত তীর্থগুলির পুনরুদ্ধার কার্যে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া অতঃপর মিথিলা মধ্য পরিক্রমার প্রতি সিয়লালের দৃষ্টি পড়িল। পূর্বে এই পরিক্রমা পথটি বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল, পথে জলাশয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না—খাদ্য দ্রব্যেরও কোন প্রকার সন্নিবিষ্ট ছিল না—তা ছাড়া সারা পথটি প্রায় দুর্গম জংগলে পূর্ণ ছিল। পরিক্রমা মাগটি সংস্কার করিবার মানসে সিয়লাল পঞ্চাশ জন অনুরাগী ভক্ত লইয়া এই মহৎ কার্য আত্মনিয়োগ করিলেন।

সমগ্র পথে নিরন্তর সুমধুর জয় সিয়রাম নাম রটন করিতে করিতে সিয়লাল পরিক্রমা-মাগটি পরিমার্জিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ভগবৎ-নামের সুমধুর আকর্ষণে বহু গ্রাম্য নর-নারী সিয়লালের কার্যে যোগদান করিল, এবং এই সময় সিয়লাল একশত সরস পদাবলী সমন্বিত মিথিলা-মাহাত্ম্য কাব্য রচনা করিলেন।

অল্পকাল মধ্যেই পথের দুই পাশ্বে বন জংগল পরিস্কৃত হইল। পানীয় জলের জন্য কপ-পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করা হইল এবং পাশ্বে বর্তী গ্রামবাসীগণের সহযোগিতায়—পরিক্রমা কালে খাদ্য-দ্রব্য প্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত হইল। ইহার ফল স্বরূপ বর্তমানকালে প্রতি বৎসর প্রায় পঁচিশ হাজার ভক্ত নর-নারী মিথিলা পরিক্রমা সুখ পান করতঃ ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হইতেছেন। ফাল্গুনী অমাবস্যায় জনকপুর

হইতে যাত্রা করিয়া শূক্ৰা দ্বাদশী তিথিতে পরিক্রমা শেষ করতঃ ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ফাগুদনী পূর্ণিমায় দোল উৎসব সমাপনান্তে পরিক্রমা উদ্‌যাপন করেন ।

দিব্য মিথিলা পরিক্রমার মহাত্ম্য অনুরাগী ভক্তের আশ্বাদন সাপেক্ষ—মুখে বলা যায় না । ইহা অনুভব করিবার বস্তু । এই পরিক্রমায় অবিচল রাম ভক্তি লাভ হয়—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যাহাদের এই পরিক্রমা করিবার সুভাগ্য হইয়াছে—তাহারা সকলে কত ভাবে যদুগললীলার প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ করিয়াচেন—কত মধুর রমণীয় স্বপ্নে যদুগল সরকার শ্রীসীতারামের দর্শন লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন । এই বার তের দিনের পরিক্রমায়—নিরন্তর ভগবৎ নাম ও ভগবৎ লীলা কীৰ্ত্তন পান করিয়া—জীব আনন্দে ভাসিতে থাকেন ।

নব বসন্তের আবাহনে এবং অনুকূল শীতাতপে—প্ৰতিপত কুসুমের হিলোলে এবং পিক মধুকর শ্রেণীর গুঞ্জনে—এই পরিক্রমাটি সত্য সত্যই সৰ্ব্বার্থদায়ক । পরিক্রমাকারী সৰ্ব্বদাই যেন শ্রীমিথিলাধাম এবং মিথিলেশ কুমারীর সৎসদায়ক করুণালাভে পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া থাকেন । মিথিলা মধ্য পরিক্রমার সুব্যবস্থা করিয়া সিয়ালাল শ্রীবৈষ্ণব সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ।

সিয়ালালের অনন্ত লোক সন্মণ্ডল কার্য্যের মধ্যে সীতামাড়িতে শ্রীসদগুরু নিবাস স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ভক্ত নিবাসটির ব্যবস্থা করিয়া তিনি কত প্রেমিক সন্তকে নানাবিধ অসুবিধা হইতে রক্ষা করিয়াছেন ।

সিয়ালালের নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই—তাহার সমস্ত কার্য্যই লোক-সংগ্রহার্থে । জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি একান্তে ভজন

করিয়া কাটাইয়াছেন—তাঁহার নিদ্দিষ্ট কোন বাস-স্থান ছিল না—
কখনও মন্দিরে—কখনও বৃক্ষতলে—এইভাবে তাঁহার দিন গিয়াছে ।
সিয়লাল সন্ত-শিরতাজ এবং অকাম সন্তের সূখ সম্পত্তি বর্ণনা করিয়া
তিনি বলিতেছেন—

সন্ত রহৈ অলমন্ত জন্তমে রামগুণ গান গাতে হৈ ।
নিধি-সিধি সুখ-সম্পত্তি সারা সঙ্গ চলে জিত জাত হৈ ॥
ভক্তি-জ্ঞান বৈরাগ বোধবর জীবকো শিখলাতে হৈ ।
প্রেমলতা করি সঙ্গতি জিনকী পাপীউ মুক্তি পাতে হৈ ॥

অর্থাৎ—

ভক্ত অকাম সন্তোষ ধাম
রাম গুণগান গায় রে ।
ঋধি-সিধি সুখ-সম্পদ যত
চরণে তাঁহার লুটায়রে ॥
ভজন রসিক হরষ চিতে
চকিতে জিনে জড় মায়াতে ।
অভয় পদ শিয়রে রাখি
আশ্রয়মণে বিতায় রে ॥
সরল সুন্দর শিশুভাবে থাকি
লভে জানকী মায়ের অঙ্করে ।
বন্দনা করি—এমন ভক্তের
গাহি সিয়রাম নামরে ॥

জ্ঞান-ভক্তি-বিরতি নিধি

জীবেরে শিখায় সাধু মহামতি ।

দিয়া আপন হিয়ার সুধা সুখরাশি

ভাসায় প্রেম সাগরে রে ॥

কহে প্রেমলতা বিনা তপ যোগে

বিনা আশ্রয় সাধ্য জ্ঞান বিরাগে ।

মন-প্রাণ দিয়া সেবি সন্তু শ্রীরামে

পাপী-তাপী লভে মোক্ষরে ॥

সন্তু সঙ্গের সুধমা সুধায়

ভাসি চলে যাও মন রে ॥

গাহি সিয়রাম রটি সিয়রাম

অনির্বাক্য সুখ পাও রে ॥

ইতি শ্রীপ্রেমলতা-চরিত-সুধায়াম্ বিজ্ঞান-সম্পাদনঃ

দ্বিতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ ।

তৃতীয় স্তবক

: পঞ্চ সংস্কার প্রসঙ্গ :

মুক্তি স্ত্রী-কর্ণপুরো মুনিহৃদয়-বয়ঃ পক্ষাতীতীরভূমৌ ।
সংসারাপারসিদ্ধোঃ কলিকলুষতমস্তোম-সোমার্কবিশ্বৌ ॥
উন্মীলৎ-পুণ্য-পুঞ্জ-দ্ৰুমললিতদলে লোচনে চ শ্রুতিনাম্ ।
কামংরামেতি বর্ণৌ শমিহ কলয়তাম্
সন্তত সজ্জনানাম্ ॥

মৃকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিম্ ।
যৎ কুপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

শ্রীসীতারামসমারস্তাং রামানন্দার্য্য-মধ্যমাম্ ।
অস্মদাচার্য্য-পর্য্যস্তাং বন্দে (শ্রী)গুরু-পরম্পরাম্ ॥

শ্রীরামানন্দী বৈষ্ণব সন্তের পক্ষে পঞ্চ সংস্কার অবশ্য গ্রহণীয় ।
এই মহান দিব্য চরিত্রের নামক—সিন্নলালের জীবনে পঞ্চ সংস্কারের
প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব—অনুরাগী পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ।
এই পঞ্চ সংস্কার প্রসঙ্গ অতি গোপনীয়—অধিকারী বিনা কখন-
যোগ্য নহে ।

সংসঙ্গে মহাত্মার নিকট পঞ্চ সংস্কার বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং তিনি ইহার বিষয়ে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলেন—সেই সংবাদকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গটি পাঠক সমাজের বোধগম্যের সুবিধার জন্য গুরু শিষ্যের-মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর ক্রমে লিখিত হইল।

প্রশ্ন :—হে প্রভু পঞ্চ সংস্কার কাহাকে বলে ? এবং ইহার সম্বন্ধে যদি কিছু বৈদিক প্রমাণ থাকে তাহা হইলে কৃপা পূর্বক উপদেশ করুন।

উত্তর :—প্রিয় বৎস ! পঞ্চ সংস্কার অনাদি-সিদ্ধ। ইহা সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ বিশেষ। ইহার সম্বন্ধে ঋগ্বেদীয় প্রমাণ দিতেছি—মন দিয়া শ্রবণ কর—

মুদ্রাং পুণ্ড্রং তথা নাম মল্লমালা তথৈব চ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তস্ত হেতবঃ ॥

অর্থাৎ ছাপ, তিলক, যদ্বংস কণ্ঠী, যদ্বংস মস্তক এবং আত্মনাম—ইহাকে পঞ্চ সংস্কার বলে। এই পঞ্চ সংস্কারের কৃপায় জীব পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। পঞ্চ সংস্কার সম্বন্ধে অথর্ব ও সাম বেদাদিতে বহু প্রমাণ আছে।

পঞ্চ সংস্কারের গুণগ্রাম ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একমাত্র অনুভবী সন্ত ইহার মহিমা কথঞ্চিৎ অবগত আছেন।

প্রঃ—হে স্বামিন্ ! সদগুরুর নিকট পঞ্চ সংস্কার কী শ্রীবৈষ্ণবের অবশ্য গ্রহণীয় ? অর্থাৎ—পঞ্চ সংস্কার বিনা কী দীক্ষা লাভ হয় না ? অনেকানেক স্থলে দেখিয়া থাকি পঞ্চ সংস্কার বিনা দীক্ষা লাভ হইয়া থাকে। ইহার বিষয়ে আপনি যথাযথ আমায় কৃপা পূর্বক উপদেশ করুন।

উঃ—প্রিয় শিষ্য ! যথার্থ বলিতে কী পঞ্চ সংস্কার বিনা দীক্ষা সম্পূর্ণ নহে এবং পঞ্চ সংস্কার বিনা দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহা যথার্থ দীক্ষা পদবাচ্য হইতে পারে না । পঞ্চ সংস্কার বিনা জীব ভগবৎ প্রপন্ন হইতে পারে না, এবং সেই হেতু ভগবৎ সেবারও অধিকারী হইতে পারে না । পঞ্চ সংস্কার বিনা ভজন, পূজা পাঠ—সবই বৃথা । যিনি এই পঞ্চ সংস্কার গ্রহণ করেন—তিনি সংসারের সুখ ভোগ করিয়া—অন্তে সাক্ষেত-ধামে (যুগল সরকারের নিত্য লোকে) গমন করিয়া থাকেন ।

সংস্কার পাঁচো সুভগ হেতু রহিত হিতকর ।

ভুক্তি মুক্তি রতি ভক্তি-প্রদ সাঁচে সরল উদার ॥

নিহেতুক হিতকারী পঞ্চ সংস্কার জীবের অশেষ কল্যাণকর । পঞ্চ সংস্কার প্রসাদে জীব ইহলোকে ভুক্তি এবং পরলোকে মুক্তি তথা অনন্যা ভক্তি এবং ভগবৎ চরণে নিরন্তর প্রীতি ও রতি লাভ করিয়া থাকে । পঞ্চ সংস্কার—যথার্থই শরণাগত জীবের উদার ও অকাম বন্ধ ।

সংস্কার ইয়ে পঞ্চ বিম্বু সব কৃত হোত নিবাস ।

জন্ম মরণ ছুটত নেহী মিটত না আশা ত্রাস ॥

পঞ্চ সংস্কার বিনা জীবের সকল সুকৃতি বিফলে যায়, এবং জীব জন্ম-মরণ রূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না এবং জীবের দুঃখপ্রদ কামনা-বাসনা, ভয় ও শোকের নিবৃত্তি হয় না ।

প্রঃ—হে স্বামিন ! পঞ্চ সংস্কারের মধ্যে কণ্ঠী সম্বন্ধে যদি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকে তাহা হইল কৃপা করিয়া বলুন ।

উঃ—হে প্রিয়দর্শন ! তোমার কল্যাণকর প্রশ্নের উত্তরে আমি
ঋণেদের বচন উদ্ধৃত করিতেছি—মন দিয়া শ্রবণ কর ।

ওঁ যো বৈ লোকপাবনীং তুলসী-কাষ্ঠাজাং মালিকাং কণ্ঠে
ধারণতি সো বৈ জীবন্মুক্তো ভবতি ।

যিনি তুলসী কাষ্ঠের পবিত্র মালা কণ্ঠে ধারণ করেন—তিনি
জীবন্মুক্ত হয়েন ।

এক্ষণে পদ্যরূপে বচন কহিতেছি মন দিয়া শ্রবণ কর ।

তুলসী-কাষ্ঠ-সমুতাং প্রেতরাজস্য দূতকঃ ।
দৃষ্ট্বা নশ্বতি দূরেণ বাতোঽধুতং যথা ঘনম্ ॥
তুলসী-কাষ্ঠমালাং যো ধৃত্বা স্নানং সমাচরেৎ ।
পুঙ্করে চ প্রয়াগে চ স্নাতং তেন মনীশ্বর ॥
তুলসী-কাষ্ঠ-মালাং যো ধৃত্বা ভুঙ্ক্তে দ্বিজোত্তমঃ ।
সিক্যে সিক্যে চ লভেৎ বাজিমৈধফলং মুনে ॥

অর্থাৎ যেরূপ বায়ুর বেগে মেঘ উড়িয়া যায় সেইরূপ তুলসীর
মালা কণ্ঠে দেখিলে যমদূতগণ দূর হইতে পলাইয়া যায় । তুলসীর
মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া যিনি স্নান করেন তিনি পুঙ্কর এবং
প্রয়াগ তীর্থে স্নানের ফল লাভ করেন । তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ
করিয়া যিনি ভোজন করেন—তিনি গ্রাসে গ্রাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের
ফল লাভ করেন ।

পদ্য -

কিয়ে কঠিন অঘ অমিত যে তে সব জ্ঞাত বিলায় ।

যেহি ক্ষণ গুরু কণী গরে বাঁধত জ্ঞান দৃঢ়ায় ॥

যে মুহুর্তে সদগুরুদেব দীনাক্ত ও শরণাগত শিষ্যের কণ্ঠে বৃগল কণ্ঠীম্বারা আত্মজ্ঞানকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করেন (অর্থাৎ কণ্ঠী ধারণ করা মাত্র জীব স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়) সেই ক্ষণেই জীবের পূর্ব কৃত কঠিন পাপ সমূহ ভস্মীভূত হইয়া যায় ।

প্রঃ—হে প্রভু ! এই কণ্ঠী তৈয়ারী সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত-ভেদ লক্ষিত হয় । কেহ বা তার কেহ বা অন্য কোন খাতু আর কেহ বা সূতা ব্যবহার করেন । ইহার মধ্যে কোনটির ব্যবহার শাস্ত্রানুযায়ী—তাহা কৃপা করিয়া উপদেশ করুন ।

উঃ—পাট সূত সংগ শুঁথিয়ে রাখিয়ে গলে লাগায় ।

খাতু তার সংগতে তুলসী মহিমা যায় ॥

অর্থাৎ, উত্তম পাটজাতীয় সূতার দ্বারা তুলসীর মালা গাঁথা উচিত । খাতু অথবা তার ব্যবহার করিলে তুলসীর মহিমা নষ্ট হইয়া যায় ।

প্রঃ—হে সরকার ! তিলক ব্যবহার সম্বন্ধে বহু প্রকারের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । এ বিষয়ে কোন মৃত্তিকার তিলক গ্রহণ করা উচিত—তাহা আপনি কৃপা করিয়া উপদেশ করুন ?

উঃ—হে সৌম্য ! শ্রীরামরজ নামক মৃত্তিকার তিলক সর্ব-শ্রেষ্ঠ ।

ইহার সম্বন্ধে পুরাণ বচন শ্রবণ কর—

সর্বেষাম্ তিলকানাম্ শ্রীমদ্ রামরজঃ স্মৃতম্ ।

পাবনানাম্ চ সর্বেষাম্ পবিত্রং পাপশোধকম্ ॥

অর্থাৎ, সর্বপ্রকার তিলকের মধ্যে শ্রীরামরজ মৃত্তিকার তিলক সর্বশ্রেষ্ঠ । এই শ্রীরামরজ—পবিত্র, পাপহন্তারক এবং ইহার পাবনী শক্তিও সর্বাধিক ।

প্রঃ—হে স্বামিন ! এই রামরজ মৃত্তিকা কোথায় পাওয়া যায় এবং ইহার মাহাত্ম্য কী ? তাহা শ্রবণ করিবার জন্য বড় কৌতুহল জাগিতেছে—আপনি কৃপা পূর্বক আমায় সবিশেষ বলুন ।

উঃ—প্রিয় শিষ্য ! তোমার কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য সদাশিব সংহিতার বচন বলিতেছি—মন দিয়া শ্রবণ কর—

শ্রীচিত্রকূট সজ্জাতং শ্রীরামরজমুত্তমম্ ।

পীতবর্ণং স্বর্ণাভং যৈঃ নরৈর্দার্ষ্যতে সদা ॥

তে নরা মুকুতআনো ভবন্তি ভগবতো প্রিয়াঃ ।

ক্লেণে ক্লেণে অশ্বমেধাদিপুণ্যং ন তুল্যভং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ শ্রীচিত্রকূটের পবিত্র ভূমিতে উৎপন্ন শ্রীরামরজ সর্বোত্তম । ইহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় পীত । যিনি সদা সর্বদা শ্রীরামরজ মৃত্তিকার তিলক ধারণ করেন তিনি মহাপুণ্যবান—তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অতি

প্রিয় হয়েন এবং তিনি প্রতিক্ষণেই অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন । তথা—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বাণপ্রস্থঃ তথা যতিঃ ।

অবশ্যং ধারয়েৎ পুণ্ড্রং শ্রীরামরজমূৰ্দ্ধ-মুশোভনম্ ॥

অর্থাৎ, এই রামরজ মস্তিকার উর্ধ্ব পুণ্ড্র তিলক গৃহস্থা-শ্রমবাসী, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী এবং যতি সকলেরই অবশ্য ললাটে ধারণ করা উচিত ।

প্রঃ—হে প্রভু ! তিলক সম্বন্ধে আমার সকল সন্দেহের নিরতিশয় অবসান হইয়াছে । এক্ষণে সদগুরু শিষ্যের কী রূপ নাম (আত্মনাম) দান করিবেন—ইহা জিজ্ঞাসা করিতে ঔৎসুক্য জাগিতেছে । আপনি কৃপা করিয়া ইহার সম্বন্ধে উপদেশ করুন ।

উঃ—হে সূশিষ্য ! তোমার প্রশ্ন অতি সুন্দর । আমি তোমার কৌতুহল নিরাসনের প্রযত্ন করিতেছি—মন দিয়া শ্রবণ কর—

শ্রীগুরুদেব শিষ্যের ইষ্ট সম্বন্ধীয় নাম দিয়া থাকেন । ভগবৎ সম্বন্ধীয় নাম বিনা শিষ্যের অন্য কোন নাম—রাখা উচিত নয় । ষেক্রপ মনে করা যাউক কাহার নাম ‘হীরাদাস’ রাখা হইল । এইরূপ নামকরণে শিষ্যের ভগবৎ স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের উদ্বেগ হয় না । ইষ্ট নির্দেশক এবং ইষ্ট স্ত্যাপক নাম যথা জ্ঞানকীবল্লভ শরণ, সিয়রঘদনাথ শরণ, সিয়রাম শরণ—ইত্যাদি নামই শিষ্যের রাখা উচিত । আত্মনাম যেহেতু ইষ্টনামই হইয়া থাকে সেইহেতু—বিরক্ত অথবা গৃহস্থ—ষেক্রপ শিষ্য হউক না কেন—শ্রীগুরুদত্ত নাম স্বারা জনসমাজে পরিচিত হওয়া উচিত । ইহার লাভ হইল

এই যে যখনই কেহ শ্রীগুরুদত্ত নাম দ্বারা শিষ্যকে আশ্বাসন করিবেন—
তখনই তাহার একবার ভগবৎ নাম উচ্চারিত হইবে। তথা—

গুরুপ্রদ নাম ছিণায়ত যোই ।

তেহিপর পর প্রভু প্রসন্ন নেহি হোই ॥

বিসরহি সদগুরু দীন যো প্রভু সন্তুষ্টি নাম

ভজনহু করত ন হোত জগ তিনকে পুরণ কাম ॥

যিনি শ্রীগুরু দত্ত নাম গোপন করেন—অর্থাৎ ইষ্ট সম্বন্ধীয় নাম বলিতে সঙ্কোচ করেন—তাঁহার উপর প্রভু কখনও প্রসন্ন হয়েন না। সদগুরু দত্ত ইষ্ট সম্বন্ধীয় নাম অবহেলা করিয়া ভগবৎ ভজন করিলে—সাধনে কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। প্রভুর সামীপ্য-সুখ লাভ করিতে হইলে ইষ্টের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া ভজন করিতে হইবে।

প্রঃ - হে প্রভু ! আত্মনাম—দাস্যাস্ত অথবা শরণ্যাস্ত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় ; ইহার মধ্যে কোনটি সুলভ, সদগম এবং সুখদ—তাহা আমায় কৃপা করিয়া উপদেশ করুন।

উঃ—হে সুশিষ্য ! আত্মনাম দাস্যাস্ত অপেক্ষা শরণ্যাস্ত হওয়া অধিকতর উপযুক্ত ও কল্যাণপ্রদ। দাসধর্ম সূকঠিন। সর্বাঙ্গীয় শূন্য হইয়া—কেবলমাত্র প্রভুর ভরসায় নির্ভরশীল হইয়া—দাসধর্ম আচরণ করিতে হয়। সেবাধর্মে বত্রিশ প্রকারের দোষ হইয়া থাকে—বিশেষতঃ—এই কলিকালে যথার্থ দাস-আচরণ সূকঠিন।

তদুপরি আত্মনাম দাস্যাস্ত হইলে জীবের মিথ্যা পুরুষ অভিমান সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না। পুরুষ অভিমান থাকিতে ভগবৎ সামীপ্য-

সুখ তথা নিত্য সেবার অংশ কখনও লাভ করা যায় না। পরন্তু শরণান্ত নাম গৃহস্থ অথবা বিরক্ত যে কোন শিষ্যই গ্রহণ করিতে পারেন। শরণান্ত নামে কোন প্রত্যাবায় নাই—অধিকন্তু শরণান্ত নাম শরণাগতি দায়ক এবং বিমল সুখপ্রদ। তথা—

দাস নাম নেহি গেহিন করে।

হোত বিশেষ মুশ্রণ ঘনৈরে ॥

কাঞ্চন কামিনী বশ যো লোপ্ত।

তে কিমি হোয় দাসতা যোগু ॥

অস বিচারি আচার্য্য উর শরণ মুখদ প্রভু জানি।

শরণ দাম লাগেউ ধরণ নিরুপাধি রহিত গলানি ॥

গৃহী, বিরক্ত, ভক্ত, নর, নারী।

শরণ নামকে সব অধিকারী ॥

শরণ নাম নিরুপাধি মুখদাই।

সবহি মুগ্ধ নাহি কোই কঠিনাই ॥

অর্থাৎ, দাসান্ত নাম গৃহীর উপযুক্ত নহে - শরণান্ত নামই ঠিক।

গৃহী—কামিনী-কাঞ্চনের বশ হইয়া কীৰ্ত্তিপে দাস হইতে পারেন? ইহা সম্যক বিবেচনা করিয়া সদগুরু সৰ্ব্বদোষরহিত ও নিরুপাধি এবং সুখদায়ী শিষ্যের শরণান্ত নামই দান করিয়া থাকেন। গৃহী, বিরক্ত, ভক্ত, নর বা নারী সকলেই শরণান্তনামের অধিকারী। শরণান্ত সৰ্ব্ব স্বার্থ-রহিত এবং ইহার আচরণও সুলভ ও সদৃশ। ইষ্টের শরণে অর্থাৎ আশ্রয়ে থাকিবার মতো সাধকের আর কী কাম্য হইতে পারে?

প্রঃ—হে প্রভু! এক্ষণে মদ্রা (অর্থাৎ ছাপ) সংস্কার সম্বন্ধে আমার সম্বন্ধ শঙ্কা সমাধান করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। শ্রীসম্প্রদায়ভূক্ত-রামানন্দী বৈষ্ণবগণ বাম বাহুতে ধনুঃ, দক্ষিণ বাহুতে বাণ, ললাটে চন্দ্রিকা, মৃদ্রিকা এবং শ্রীসীতারাম নাম ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার সম্বন্ধে যদি কোন বৈদিক প্রমাণ থাকে তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমায় উপদেশ করুন। ইহা শ্রবণ করিতে আমার বিশেষ বাসনা জাগিতেছে।

উঃ—হে প্রিয় দর্শন! পঞ্চ মদ্রা—যথা বাহুতে ধনুঃ-বাণ, ললাটে চন্দ্রিকা, মৃদ্রিকা এবং যুগল নাম ধারণ সম্বন্ধে বেদে বহু প্রমাণ আছে। তোমার কৌতুহল নিরসনার্থে ঋগ্বেদ হইতে মন্ত্র বলিতেছি—
শ্রবণ কর—

ওঁ শ্রীরামং নত্বা পঞ্চ তস্তো যে-আত্মনি ধারয়েৎ

স শ্রীরামস্তানুচরো ভবতি।

শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া যিনি পঞ্চ মদ্রা শরীরে ধারণ করেন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দাসত্ব লাভ করেন।

অথ অর্থস্বৰ্গ বেদের প্রমাণ শ্রবণ কর—

যো বৈ নিত্যং ধনুর্বাণাঙ্কিতো ভবতি স পাপমূনং তরতি

স সংসারং তরতি স ভগবদাশ্রিতো ভবতি স

ভগবন্তুক্তো ভবতি।

অর্থাৎ, যিনি নিত্য ভগবৎ বিগ্রহ স্বরূপ ধনুঃবাণাদি শরীরে ধারণ করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবেন—তিনি সংসার হইতে মুক্ত হইবেন—তিনি ভগবদাশ্রিত হইবেন এবং সম্বর্ষোপরি তিনি ভগবন্তুক্ত হইবেন অর্থাৎ তিনি ভগবৎ রূপী হইয়া যান।

পঞ্চ মন্দির মধ্যে সৰ্ব্ব প্রথম মন্দির হইল ধনুষ-বাণ । জীব যেদিন হইতে শ্রীবৈষ্ণব দীক্ষা লাভ করেন—সেইদিনই তাহার পদ্ব্যকৃত সকল অশুভ কৰ্ম্মদল বিনাশ প্রাপ্ত হয় । সংসৃতি দায়ক, দঃখময় কৰ্ম্ম-সমূহকে দূর করিবার সৰ্ব্ব প্রথম মন্দির হইল ধনুষ-বাণ । মন্মদক্ষু জীবেরও দেহ যদি ধনুষবাণাদি দ্বারা শোভিত না হয় তাহা হইলে তিনি কখনই পরমপদ লাভ করিতে পারেন না । একরূপ ব্যক্তির অচিরেই ধনুষবাণাদি মন্দির গ্রহণ করা উচিত ।

এই প্রসঙ্গে যজুর্বেদের মন্ত্র অনুধ্যানযোগ্য—

ধ্বনাগাদিং জয়েম ধ্বনা জয়েম তীত্রাঃ সমদাং জয়েম ।

ধনুঃ শত্রো অস্মাকং বৃণোতি ধ্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥

মন্ত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে যদি কেহ ধনুষাদি ধারণ করেন তাহা হইলে তিনি পরব্রহ্ম শ্রীরাম প্রাপ্তির পথে সমস্ত পাপ—ধনুষবাণাদি দ্বারা ক্ষণমাত্রে নাশ করেন । তিনি সংসাররূপ মহাসাগর জয় করেন—তাহার কাম ক্রোধাদি রিপুদল নিহত হয় । তথা —

বামে করে ধনুঃ কুর্যাৎ বাণ দক্ষিণে এব চ ।

সবিন্দু-তিলকং কুর্যাৎ মোক্ষ-ভোগী ভবেন্নরঃ ॥

যিনি সবিন্দু উর্ধ্ব পদ্ব্য তিলকের সহিত বাম বাহুতে ধনুষ এবং দক্ষিণ বাহুতে বাণ নিত্য ধারণ করেন তিনি মোক্ষ পদের অধিকারী হইবেন ।

প্রঃ - হে স্বামিন্ ! ধনুষবাণাদি মন্দির সহিত চক্রাদি তন্ত ছাপ ধারণ করা সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান উপদেশ করুন ।

উঃ—প্রিয় শিষ্য ! শ্রীবৈষ্ণব যুগল উপাসকগণ কখনও ধনুষ-বাণাদির সহিত তন্ত ছাপ গ্রহণ করেন না । যদি কেহ ভুল করিয়া উভয় প্রকারের ছাপ গ্রহণ করিয়া থাকেন—তাহা হইলে তাহার অচিরেই এই ভ্রম সংশোধন করা উচিত । এতম্ব্যতীত তন্ত ছাপ অপেক্ষা শীতল মৃদ্রা অধিক শ্রেষ্ঠ । ইহার সম্বন্ধে বেদোক্ত প্রমাণ শ্রবণ কর—

চক্রাং কোটিগুণং পুণ্যং ফলং বাণাদি ধারণে ।

তপ্তাং শতগুণং শ্রেষ্ঠং শীতমৃদ্রাদিধারণম্ ॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ বাণাদি ধারণ—চক্র ধারণ হইতে কোটিগুণ ফলপ্রদ । দ্বিতীয়তঃ শীতল মৃদ্রা ধনুষবাণাদি তন্ত মৃদ্রা চত্বাদি হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ ।

প্রঃ—হে প্রভু ! অনেকানেক বৈষ্ণব কেবলমাত্র ধনুষবাণ মৃদ্রা ধারণ করেন এবং অনেকে আবার পশুমৃদ্রাই ধারণ করিয়া থাকেন—ইহার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ—তাহা আমার কুপা করিয়া উপদেশ করুন ।

উঃ—হে প্রিয় শিষ্য ! দুই প্রকার রীতিই উৎকৃষ্ট । পরস্তু অধিকস্য অধিকং ফলং । এতৎ অতিরিক্ত পঞ্চ মৃদ্রার মধ্যে এক একটি—এক এক বিশেষ তন্মাত্রা যথাক্রমে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ হইতে ধারককে রক্ষা করিয়া থাকেন ।

পশু মৃদ্রার মধ্যে প্রথম হইল ধনুষ—ইহা শব্দ তন্মাত্রা হইতে জীবকে রক্ষা করে । মর্ষাদা পদুর্লবোত্তম শ্রীরাম সর্বদা আপনার বাম করে ধনুষ ধারণ করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন বোধে ইহাতে শর সম্বধান করিয়া দ্রুণ্টের দমন করেন । এই ধনুষ মৃদ্রা ধারণ করিলে কোটি কোটি জন্মের পরনিন্দা শ্রবণ জনিত চিন্তের মলিনতা দূরীভূত হয় ।

পরনিন্দা শুনি শ্রবণ মলিন ভয়ে ।

বচন দোষ হো পর গায়ে ॥

পরনিন্দা শুনিয়া শুনিয়া শ্রবণ মলিন হইয়াছে এবং বচন দোষণীয়া অর্থাৎ পরুষ হইয়াছে ।

সদংগুরু প্রদত্ত ধনুঃ মৃদ্রা ধারণ করিয়া যখন শব্দ তন্মাত্রা রূপ জড় বিকার দূর হয়—তখনই জীবের সংসঙ্গাদি এবং ভগবৎ লীলার প্রতি মন আকর্ষিত হইবে এবং ভগবৎ আলোচনায় প্রীতির উন্মেষ হইবে । এইরূপে ভগবৎ লীলাদি শুনিতে শুনিতে—সংসঙ্গ করিতে করিতে—তাহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ ভগবৎ চিন্তা স্ফূরণের দ্বারা ধনুঃ মৃদ্রার ধারক—শ্রীরামাকার হইয়া শূন্য জীবাত্মা-স্বরূপ লাভ করতঃ সহজানন্দ প্রাপ্ত হইবেন ।

দ্বিতীয় মৃদ্রা বাণ—ইহা স্পর্শ তন্মাত্রার নাশক । মহাবলী বালি পরনারী (ভাতৃজায়া) স্পর্শ জনিত দোষদৃষ্ট হওয়ায় ভগবান তাহাকে একটি মাত্র বাণ দ্বারা শূন্য করিয়া মোক্ষ দান করিয়াছিলেন, এবং ইহার অতিরিক্ত—সুগ্রীবকেও রক্ষা করিয়াছিলেন । ভগবান সর্বদা দক্ষিণ করে বাণ ধারণ করেন । যিনি দক্ষিণ বাহুতে বাণ মৃদ্রা ধারণ করেন তিনি সংসার ভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন । এস্থলে সংসার ভয়—বালির প্রতীক এবং মৃদ্রার ধারক—সুগ্রীবের প্রতীক ।

কোটি কোটি জন্মের স্পর্শ তন্মাত্রা জনিত দৃষ্ট ব্যাধি হইতে পঞ্চ মৃদ্রার মধ্যে দ্বিতীয় মৃদ্রা—বাণ—ধারককে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকে ।

তৃতীয় মৃদ্রা যদুগল নাম । শ্রীনাম সম্বন্ধে যাহা কিছুই বলা যায় না কেন তাহা সর্বতোভাবে অকিঞ্চিকর । শ্রীনাম রহস্য অতি গূঢ় এবং অব্যক্ত—

রাম ন সকছি নাম গুণ গাই ।

ভগবান শ্রীরামও আপন নামের মহিমা বলিতে সমর্থ নহেন ।

সমুদ্র বন্ধনের সময় নল-নীল-গয়-গবাক্ষ প্রভৃতি কপিগণ অক্ষান্ত পরিশ্রম করিয়াও সমুদ্রের উপর প্রস্তর সেতু নিৰ্ম্মাণ করিতে সমর্থ না হইয়া হনুমানজীর শরণাপন্ন হইলেন । অতঃপর মারুতিজীর উপদেশানুযায়ী একটি প্রস্তরে ‘রা’ এবং আর একটির উপর ‘ম’ লিখিয়া অতি অনায়াসে সমুদ্রের উপর পাথরের সেতু নিৰ্ম্মিত হইল ।

জীবের ঋতু-সংস্কার-কারণ দেহ সৰ্ব্বদাই কামনা-বাসনারূপী অপার সমুদ্রে—অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় নিমজ্জিত হইতেছে । জীব এই আশা পাশ হইতে রক্ষা লাভ করিবার উপায় অবগত নহে । জীবকে এই আশা পাশ হইতে একমাত্র শ্রীসীতারামনাম নামক মূদ্রা রক্ষা করিতে পারেন । সেই হেতু—রূপের কেন্দ্র স্থল ললাটের উপর শ্রীসীতারামনাম ছাপ ধারণ করতঃ এই মহাঘোর মকরাবৃত্ত রূপ সমুদ্র হইতে সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং তথা বিষয় বাসনা জয় করিয়া জীব শ্রীজানকীরূপী পরাভক্তিকে প্রাপ্ত হয় । অতএব শ্রীসীতারাম-নাম ছাপ রূপ তস্মাত্রার নাশক । ইহা অনন্ত গুণের ধাম ।

চতুর্থমূদ্রা হইল শ্রীজানকী সেবিত চন্দ্রিকা । আনন্দ সংহিতায় চন্দ্রিকা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

চন্দ্রিকা ধার্য্যতে যেন সীতা মস্তকভূষণম্ ।

তস্মাচলা ভবেৎ শ্রীতি রাখবে নাত্র সংশয়ঃ ॥

পর্যভক্তি স্বরূপিনী শ্রীজানকীর শিরভূষণ যিনি ধারণ করেন তাঁহার রত্নপতি চরণকমলে অচলা ভক্তি হয় । গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন—

চুড়ামণি উতারি তব দয়উ ।

হর্ষ সমেত পবন স্নাত জয়উ ॥

ভগবান শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের শূভ সংবাদ আনয়ন করায় লঙ্কায় অশোক-বাটিকাস্থিতা জানকীজী পবন নন্দন হনুমানজীর উপর পরম প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আপনার অঙ্গভূষণ যথাক্রমে মণিমুক্তা সংযুক্ত কণ্ঠমালা, স্বর্ণবলয়, পাঁয়জোর প্রভৃতির দ্বারা পূরস্কৃত করিলে হনুমানজী নতমস্তকে অশ্রুমোচন করিতে থাকেন। অতঃপর জানকীজী হনুমানজীর ভগবানের প্রতি পরাভক্তি পূর্ণ প্রসন্ন হইয়া অবিরল প্রেম ভক্তির স্বরূপ আপনার মস্তকভূষণ চুড়ামণি প্রদান করিলেন এবং মারুতিজী তাহা লাভ করিয়া পূজকায়মান তনুতে প্রেম মগ্ন হইলেন।

শ্রীজানকী প্রদত্ত এই চুড়ামণির বলেই হনুমানজী লঙ্কায় শত শত মহাবলী রাক্ষসকে সংহার করিতে এবং স্বর্ণ লঙ্কা ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে ভাগ্যবান—শ্রীসদগুরু প্রদত্ত চুড়ামণি—ললাটে ধারণ করেন— তাঁহার প্রবৃ্ত্তি-রূপ লঙ্কা অর্থাৎ দারু-পুত্র-পরিবার সম্বন্ধাদির সংসার বাসনা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এইরূপে পুত্র-পরিবার সম্বন্ধাদির মমতা হইতে মুক্ত হইয়া জীব বৈরাগ্যলাভ করিয়া থাকে। বৈরাগ্য-প্রাপ্ত জীবের ভজনই ভগবানের সর্বোচ্চ প্রিয়।

প্রবৃ্ত্তি গন্ধ তন্মাত্রার দ্যোতক। অতএব শ্রীচন্দ্রিকার ধারক গন্ধ তন্মাত্রা রূপ জড় বিকার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

অতঃপর পঞ্চম মূদ্রা শ্রীমুদ্রিকার বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

লঙ্কায় জানকীজীর অনুসন্ধান করিতে যাইবার সময় ভগবান আপন পরিচয় স্বরূপ এই মূদ্রিকা পবন-নন্দন হনুমানজীকে দিয়াছিলেন। হনুমানজী ভগবান প্রদত্ত মূদ্রিকা কৃপায় সমুদ্র পার হইবার, সুরসা ও লঙ্কানী প্রভৃতি রাক্ষসীকে পরাস্ত করিবার, তথা

শ্রীজ্ঞানকীর্জী রূপ পরমপদ অনঙ্গস্থান করিবার সর্বপ্রকার উদ্যম ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন ।

অতএব শ্রীরামরূপ সদংগুরু ভগবান হইতে প্রাপ্ত এই মৃদ্রিকা যিনি ধারণ করেন তিনি পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার বল ও বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ।

মারুতি মহারাজ সমুদ্র পার হইবার সময় তিন প্রকার মায়ার সঙ্গদ্বীন হইয়াছিলেন । সুরসী (সাস্ত্রিকী)—সিংহনী (রাজসী) এবং লঙ্কিনী (তামসী)—এই তিন মায়াকেই—হনুমানজী—মৃদ্রিকা অনঙ্গপ্রাপ্তি বিমল বৃদ্ধি দ্বারা—জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসকে তিন গুণের অতীত হইতে হইবে—এবং মৃদ্রিকার ধারক অনায়াসেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর পদাধিকার লাভ করিয়া থাকেন ।

পারমাণিক পথে রসনা সংযম সর্বপ্রগণ্য । কারণ রসনাই অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে রস সিগ্ধন দ্বারা সঞ্জীবিত রাখে, রসনা—রস তন্মাত্রার জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ইহার দেবতা হইলেন জলাধিপতি বরুণ । অতএব রসনা সংযম করার অর্থ মোহান্ধকার-রূপ সমুদ্র পার হওয়া । এই মোহান্ধকার-রূপ সমুদ্রের উপর—পঞ্চম মৃদ্রা—মৃদ্রিকা—সেতু স্বরূপ । সেই হেতু মৃদ্রিকার ধারক বিনা পরিশ্রমে রস তন্মাত্রা জয় করিয়া বৈরাগ্য লাভ করেন ।

রামায়ুধো বিনা যন্ত জ্ঞানকীমৃদ্রিকাং বিনা ।

পারমেষ্ঠ্যং ন প্রাপ্নোতি জ্ঞানাদি-সাধনৈরপি ॥

অর্থাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আয়ুধ (ধনুষ-বাণ) এবং শ্রীসীতার মৃদ্রিকা বিনা জ্ঞান বৈরাগ্য-বান সাধকও মোক্ষলাভ করিতে পারেন না ।

প্রঃ—হে প্রভু ! আপনি কৃপা করিয়া পঞ্চ মন্দির বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আমার অজ্ঞানাম্বকার দূর করিয়াছেন । এক্ষণে ললাটে শ্রী এবং বিন্দু ধারণ করিবার সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপদেশ করুন ।

উঃ—প্রিয় শিষ্য—এক্ষণে তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছ তাহা অতি গোপনীয়—অধিকারী বিনা কেহ ইহা জানিতে সমর্থ নহে—তোমার সরল ও কাতর প্রশ্নে আমি প্রসন্ন হইয়া—ইহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছি - মন দিয়া শ্রবণ কর ।

শ্রীসাকেতাধীশ যদুগল সরকার—শ্রীসীতারাম—জীবের অভ্যুদয় ও কল্যাণ হেতু নিজ অংশ হইতে চারিটি মহাশক্তি প্রকট করিলেন । সাকেত-ধামে শ্রীজানকীজী—অনন্ত কোটী—অনন্য-ভোগ—অচিন্ত্যবৎ কৈশিক্যনিপুণ সখিগণের যুথেশ্বরী । তাহার ইচ্ছায়—নিত্যলীলার সহচরী চন্দ্রকলা—ভরত রূপে এবং মহারমা—শ্রীরাম রূপে—প্রকটিত হইলেন । অতঃপর শ্রীজানকীজীর ইচ্ছানুযায়ী এবং শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় বিশ্ব মোহিনী এবং চারুশীলা যথাক্রমে শত্রুঘ্ন এবং লক্ষ্মণ রূপে প্রকটিত হইলেন । বিশ্বমোহিনী, চন্দ্রকলা এবং চারুশীলা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের এবং মহারমা মহাবিষ্ণুর আত্মিক নাম ।

এই চারিটি মহাশক্তিকে জানকীজী প্রথমে ষড়ঙ্কর সীতা মন্ত্র এবং আপনার ললাটস্থিত বিন্দু এবং চন্দ্রিকা তথা কণ্ঠের যদুগলকণ্ঠী দান করিলেন—তৎপরে শ্রীসাকেত বিহারী শ্রীরাম—উক্ত চার শক্তিকে যথাক্রমে সিংহাসন সমেত উম্মর্দ পদ্মজ তিলক এবং অষ্টোত্তরী শত তুলসীর মালা এবং দক্ষিণ কর্ণে শ্রীরাম তারক মন্ত্র এবং ধনুয বাণাদি মন্দির দ্বারা ভূষিত করিলেন ।

এইরূপে সাকেতাধীশ যদুগল সরকারের শ্রীঅঙ্গভূষণে ভূষিত হইয়া

উক্ত চতুঃশক্তি অনাদিকাল হইতে জীবোন্মদ্য কার্য্য করিতেছেন।
এই চতুঃশক্তি প্রচারিত—শ্রীজ্ঞানকীর্জী আচরিত ধর্ম্মের—বহু আচার্য্য
আছেন। ইহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বাক্য প্রণিধান যোগ্য—

উর্দ্ধ-পুণ্ড্র মধ্যে তু শ্রীচূর্ণ পরিধারয়েৎ ।

শ্রীকরণ বিজয়ং পুণ্যং সর্বদোষ-প্রশমনম্ ॥

উর্দ্ধ-পুণ্ড্র তিলকের মধ্যস্থলে যিনি শ্রীধারণ করেন তিনি লক্ষ্মী-
বান, পুণ্যবান হইবেন এবং তিনি সর্বকলুষ বিবঙ্কিত হইয়া সংসার
মহা-সাগর উত্তীর্ণ হইবেন। এই বিষয়ে হারীং স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

সবিন্দুং তিলকং ধার্য্য ইতি বেদবিদো বিদুঃ ।

চাণ্ডালা সদৃশ জ্ঞেয়া বিনা বিন্দুং দ্বিজোন্মদাঃ ॥

উত্তম কুলের ব্রাহ্মণও যদি বিন্দু বিনা তিলক ধারণ করেন তাহা
হইলে তিনি চাণ্ডাল হইতেও নীচ বলিয়া গণ্য হইবেন। তথা—

উর্দ্ধ-পুণ্ড্রং সবিন্দুং চ ললাটোপরি শোভতে ।

চাণ্ডালোহপি বিশুদ্ধাত্মা পুজ্যমাপ্নোতি ধারণাৎ ॥

যাঁহার ললাট বিন্দু সহিত উর্দ্ধ-পুণ্ড্র তিলক শোভিত তিনি
চাণ্ডাল হইলেও বিশুদ্ধাত্মা এবং পুজনীয়। তথা—

ভক্তির্ন বর্জ্যতে পুংসাম্ বিনা বিন্দুং স্তমধ্যমে ।

যথাক্ষভাগিনাং সংখ্যা বিন্দু নৈব প্রবর্জ্যতে ॥

যে রূপ কোন অঙ্কের (১ হইতে ৯ যে কোন অঙ্ক) পরে বিস্মদ্ব (শূন্য) রাখিলে সংখ্যা দশগুণ হইয়া যায় সেইরূপ বিস্মদ্ব ধারণ করিলে অতি শীঘ্র জীবের ভগবৎ ভক্তি বৃদ্ধি লাভ করে । জানকীজীর প্রতীক বিস্মদ্ব বিনা ভক্তি পদটি লাভ করে না ।

বিস্মদ্বর ধারকগণ মধুর সগারী রসের উপাসক ।

প্রঃ—হে প্রভু ! আপনার কৃপায় শ্রীবৈষ্ণব তিলক মধ্যস্থ বিস্মদ্ব রহস্যের কিঞ্চিৎ মাত্র অবগত হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হইলাম । এক্ষণে জীবগণ কী উপায়ে ‘তিন প্রকার ঋণ’ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে তাহা বিচার পদ্ব্যক আমায় উপদেশ করুন ।

উঃ—হে শিষ্য ! স্মার্ত্ত মতে জীবের তিনটি ঋণ—যথা পিতৃঋণ, দেবঋণ এবং ঋষিঋণ । সাধারণতঃ শ্রাম্ধ তপণাদির দ্বারা পিতৃঋণ, যজ্ঞ ও পুত কার্য্যাদির দ্বারা দেবঋণ এবং স্বাধ্যায়াদি কার্য্যদ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । ইহাই স্মার্ত্তোপদিষ্ট পস্থা ।

কিস্তু বৈষ্ণবগণের বিচার অন্যরূপ । জীব যদি অনন্য ভাবে ভগবৎ শরণাপন্ন হয় তাহা হইলে অন্য কিছু সাধনাদি না করিয়াই জীব সম্বৎ প্রকার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং তাহার সম্বৎ ঋণ সম্বৎতোভাবে পরিশোধ হইয়া যায় । ইহার সম্বন্ধে শ্রীমৎভাগবৎকার বলিতেছেন—

দৈবর্ষাণামাপ্তনৃণাং পিতৃণাম্ ন কিঙ্করো লায়মুণী চ রাজন্ ।

সর্ব্বান্না যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিত্যক্ত্য-কৃত্যম্ ॥

ভাবার্থ হইল—হে রাজন্ ! যিনি অনন্য ভাবে ভগবৎ শরণাপন্ন হইয়াছেন—তিনি সকল প্রকার ঋণ হইতে মুক্ত হয়েন—তাহার

আর কোন কৃত্যের অবশিষ্ট থাকে না। এই বিষয়ে শ্রীমৎভগবৎ গীতায় শ্রীমদ্বাণী অনুধাবন যোগ্য—

যে তু সর্ব্বাণি কৰ্ম্মানি ময়ি সন্ন্যস্ত মৎপরাঃ ।

অনেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি আমাতে (ভগবান) সকল কৰ্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া সমাধি যোগ দ্বারা কেবল আমারই ধ্যান-উপাসনা করেন, আমি সেই মদাবশিষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যু-সমাকুল সংসার সাগর হইতে শীঘ্রই উদ্ধার করিয়া থাকি। পুনরায়—

সকৃদেব প্রপন্নায তবাস্মীতি চ যাচতে ।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যা দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥

অর্থাৎ যিনি একবার কায়-মন-বাক্যে ভগবৎ শরণাপন্ন হয়েন— তাঁহাকে ভগবান চিরতরে সর্ব্বভূত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন—ইহা শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা।

শ্রীভগবান সকলের রাজা। স্থাবর জঙ্গম জড় চেতন সকল প্রাণী তাঁহার পুত্রবৎ—প্রজা স্বরূপ। বস্তুতঃ পিতৃঋণ, দেবঋণ এবং ঋষি-ঋণ—সবেরই মহাজন হইলেন—শ্রীভগবান। বিভিন্ন ঋণগুলি যোগ্য পুরুষের মাধ্যমে তাঁহারই শ্রীচরণে নীত হয়। রাজা ইচ্ছা করিলে যেকোন ভাঁহার অধীনস্থ প্রজাকে রাজ্যকর অথবা অন্য কোন ঋণ হইতে

নিষ্কৃতি দান করিতে সক্ষম সেইরূপ পরাংপর পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামের একান্ত শরণাগত হইলে তিনি তাঁহার জন কে সম্বৎসর ভয় হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন ।

এইরূপ অনন্যভাবে ভগবৎ শরণাগত হইবার অব্যর্থ উপায় হইল—ভগবৎ নাম রটন । শ্রীসীতারাম নামাশ্রয়ীর কোন প্রকারের ঋণ থাকে না—তাঁহার কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না—এবং তাঁহার কোন প্রকারের ভয় থাকে না । ইহার সম্বন্ধে পদ্যে বচন শ্রবণ যোগ্য—

পাতালভূতল-ব্যোমচারিণশ্ছন্দ্যকারিণঃ ।

ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ ॥

অর্থাৎ আকাশ, ভূমি এবং পাতালে যত প্রকারের বিঘ্নকারী জীব আছে—তাহারা শ্রীরাম নাম রূপ অমোঘ শক্তি দ্বারা রক্ষিত—নাম জাপকের—কোন ক্ষতি করা দূরে থাকুক—তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসে করে না ।

করহি সুরাসুর – সব অবতারা ।

নাম জাপকন কে সু-সম্ভারা ॥

সদৃশসদৃশ এবং অবতারগণ শ্রীনাম জাপকের সম্বৎসর যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন । তথা—

নাম রটা তিন্ সব কিয়া জপ তপ সাধন ধ্যান ।

বিনা নাম নরকহি গয়ে পড়ি পড়ি বেদ পুরাণ ॥

যিনি শ্রীসীতারাম নাম রটন করেন তাঁহার জপ, তপ, সাধন, ধ্যান সকল প্রকার ক্রিয়া সদুসাধিত হয় । ইহা নামের গৌরব । কিন্তু নাম রটন বিনা বেদ পদ্য পাঠ করিয়াও জীবের নরকে গতি হইয়া থাকে ।

অতঃপর মহাত্মা শিব পদ্য হইতে পার্শ্বতীর প্রতি শঙ্কর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—

অনন্তগতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোপি পরন্তুপাঃ ।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিতা ব্রহ্মচর্যা-দি-বর্জিতাঃ ॥
সর্বোপায়-বিনিমুক্তা নামমাত্রৈক জল্পকাঃ ।
জানকী-বল্লভস্তাপি ধামি গচ্ছন্তি সাদরং ॥
দুর্লভং যোগিনাম্ নিত্যং স্থানং সাক্ষত-সংজ্ঞকং ।
শুশ্রূষ্বং লভেত্তু নাম-সংরাধানাং প্রিয়ে ।

অর্থাৎ যিনি শ্রীরাম নামে অনন্যভক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি ভোগী হইলেও অথবা বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্যা-দি রহিত হইলেও রাম নাম উচ্চারণ বলে শ্রীজানকী বল্লভের স্বধামে গমন করিবেন । যোগীজনেরও দুর্লভ সাক্ষত সংজ্ঞক যে প্রসিদ্ধ পরধাম আছে সম্যক নাম আরাধনার দ্বারা জীব সেই পরমানন্দ ধাম সুখে লাভ করে ।

ইতি প্রেমলতা-চরিতসুধায়াম্ দিব্যং সম্পাদনঃ

তৃতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

চতুর্থ স্তবক

ঃ কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঃ

মঙ্গলাচরণ :—

চেতোহলেঃ কমলদ্বয়ং শ্রুতিপুটো পীযুষ-পূরদ্বয়ম্ ।

বাগীশা-নয়নদ্বয়ং ঘনতমশচণ্ডাংশু-চন্দ্রদ্বয়ম্ ॥

ছান্দং সিন্ধুমণিদ্বয়ং মুণিমন-কাসার-হংসদ্বয়ম্ ।

মোক্ষ শ্রীশ্রবণোৎপলদ্বয়ং ইদং রামেতি বর্ণদ্বয়ম্ ॥

সদানামচেষ্ঠং বরেণ্যমং বিশিষ্টং হৃতিষ্টপ্রদং

সন্তিরাগু-প্রতিষ্ঠম্ ।

তমেকং শরণ্যং বরং সদগুরুং সদগুরৌ ভক্তিপাত্রং

ভজ্যে শিষ্ঠমিষ্ঠম্ ॥

বিদ্যাহীন তনু জানিকৈ স্মিরৈ পবন কুমার ।

বলবৃধ দিগ্ধা দেহ মোহি হরহ কলেশ বিকার ॥

সিয়লালের লোকোত্তর জীবনেতিহাসের প্রতিছব্বই উচ্ছল ভগবৎ প্রেম ও মধুর ভজনে সম্পদ্বীত । পাঠক বগের নিকট তাঁহার অপূৰ্ব চরিত লীলা অনেক সময় অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে পারে । বাস্তবিক—সাধারণ দৃষ্টিতে মহাত্মার লোকপাবনী কার্যগুলি যথাৰ্থই

অলৌকিক পদ-বাচ্য । কিন্তু সংসঙ্গ ও শ্রীগুরু কৃপা-করুণায় যাহারা সন্মুখের ভগবৎ ভজনে কিঞ্চিৎ প্রীতি লাভ করিয়াছেন—তাহাদের কাছে মহাত্মার চরিত লীলায় অলৌকিকত্বের পরিবর্তে রাজাধিরাজ নাম মহারাজের উচ্ছল উৎকর্ষ ও দিব্য প্রকাশই প্রতীয়মান হইবে । ভগবৎ নাম প্রসাদে পঙ্গু গিরি লম্বন করে এবং মৃদু ও বাচাল হয় । ভগবৎ নামই—ভগবৎ স্বরূপের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দের প্রকাশ । মহাত্মাগণ, যুগে যুগে, জনগণের মধ্যে ভগবৎ নাম কীর্ত্তন ও প্রচার করতঃ, ক্ষয়িষ্ণু মানবধর্ম্মকে বারে বারে সঞ্জীবিত করিরাছেন । সঙ্গু নাম তত্ত্ব যথার্থই রহস্যময় । অবিস্তেয় অনন্তরস সম্পদ ভগবৎ নামে সর্ব যোগ-জ্ঞান-বৈরাগ্য—প্রেম ও ভক্তি কুটে কুটে বিরাজমান ।

আদি পদ্যে প্রিয় সখা অর্জুনকে শ্রীরামনাম মাহাত্ম্য উপদেশ কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গতঃ বলিতেছেন—

নামৈব পরমা মুক্তিঃ নামৈব পরমা গতিঃ ।
নামৈব পরমা শাস্তিঃ নামৈব পরমা গতিঃ ॥
নামৈব পরমা ভক্তিঃ নামৈব পরমা ধৃতিঃ ।
নামৈব পরমা প্রীতিঃ নামৈব পরমা স্মৃতিঃ ॥
নামৈব পরমং পুণ্যং নামৈব পরমং তপঃ ।
নামৈব পরমো ধর্ম্ম নামৈব পরমো গুরুঃ ॥
নামৈব পরমং জ্ঞানং নামৈব চাখিলং জগৎ ।
নামৈব জীবনং জন্তো নামৈব বিপুলং ধনং ।
নামৈব জগতাং সত্যং নামৈব জগতাং প্রিয়ং ।
নামৈব জগতাং ধ্যানং নামৈব জগতাং পরং ॥

নামৈব জগতাং বন্ধুঃ নামৈব জগতাং প্রভুঃ ।
 নামৈব ধার্য্যতে বিশ্বং নামৈব পাল্যতে জগৎ ।
 নামৈব নীয়তে নাম নামৈব ভূজ্যতে ফলম্ ।
 নামৈব গৃহ্যতে নাম পরং গোপ্যং পরাৎপরং ॥
 নামৈব কার্য্যতে কৰ্ম্ম নামৈব নীয়তে ফলং ।
 নামৈব চাক্ষু শাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যার্থবরং মতং ॥

অর্থাৎ শ্রীরামনামই পরমা মনুজি, শান্তি, গতি, ভক্তি, ধৃতি, প্রীতি, সমৃতি, পরম পুণ্য, পরম তপ পরম ধর্ম্ম, পরম গুরু, পরম জ্ঞান, এবং অখিল জগৎ । প্রাণী মাত্রেয় নামই জীবন ধন এবং নামই জগতের সার সত্য ও প্রিয় বস্তু । নাম জগতের বন্ধু, প্রভু এবং সচরাচর জগতের উৎপাদক—নামের দ্বারাই বিশ্ব ধৃত ও রক্ষিত । নামের দ্বারাই নাম নীত ও ফল প্রাপ্তি হয় । নামই নামকে গ্রহণ করেন এবং—পরাৎপর পদ দান করেন । শূভ কৰ্ম্ম নাম হইতেই উৎপন্ন হয় এবং শূভ কৰ্ম্মের ফল হইল স্বয়ং নামই । নামই বেদান্ত শাস্ত্র সকলের তাৎপর্য্য এবং নামই বেদের সারাংশ ।

মহাত্মার চরিত লীলায় যে সকল কার্য্যগুলি সাধারণের নিকট অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বস্তুতঃ সেগুলি নাম মহারাজের অনন্ত বৈভবের সামান্য অংশ ব্যতিরেকে—অন্য কিছুই নহে ।

জনগণকে—ভগবৎ নাম তথা ভাগবৎ ধর্ম্মে উপবৃদ্ধ করাই হইল—মহাত্মাগণের জীবন ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য । মহাত্মার সরল-উদার আনন্দ লীলায় ভাগ্যবান জনগণের সম্বন্ধে প্রীতি ও প্রতীতির উদ্দেশ্য হইয়া থাকে ।

সিয়লাল অনন্য নাম-জাপক, সৰ্ব্ব যোগ-সাধন পারংগত হইয়াও
সিয়লাল অবিচল নামাশ্রয়ী। ভগবৎ নামই সিয়লালের মদ্য সাধন
—একান্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্তের ন্যায় তিনি প্রায়ই বলিতেন—

(অনুবাদ)

জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি কাহারও সম্বল ।
জপ-দান-তপ-ধামে কাহারও বা সুরূচি বিমল ॥
আধার কাহারও বা নৃত্য-গান-তান ।
সাধন কাহারও বা ভগবৎ-ভজন অমান ॥
বিদ্যা-বল, বুদ্ধি-বল কাহার আশ্রয় ।
সিয়রাম নাম শুধু এ দীন বাঞ্ছয় ॥

আলোচ্য স্তবকে সিয়লালের অনন্ত লোকসুমণ্ডল কৰ্ম্মসম্ভার
হইতে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সংকলিত হইতেছে। ঘটনাগুলি স্থান-
কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হইলেও—‘অবিভক্তং বিভক্তেষু’র ন্যায়—
এক অখণ্ড সূত্রাত্মা সমস্ত ঘটনাগুলিকে একটি বিশেষ পটভূমিকায়
প্রকাশ করতঃ—তাহারা যে একটি মাত্র সত্যের বিভিন্ন রূপ—ইহাই
প্রমাণিত করিতেছে। বলা বাহুল্য ঐ অখণ্ড সূত্রাত্মাটি হইলেন—
একাধারে বস্তু নির্দেশক এবং বস্তু নিরপেক্ষ—ভগবৎ নাম। ভগবৎ
রূপ লীলা ও ধাম-প্রসঙ্গ—ভগবৎ নামেরই বিভিন্ন প্রকাশ। ঘটনা-
গুলি যেরূপ বৈচিত্র্যময়—ভগবৎ নাম-রূপ লীলা-ধামের প্রতি—সেইরূপ
প্রীতি প্রকাশক। সিয়লালের মধুর ভজনে শ্রীসাকেতবিহারী

আনন্দক রস বিগ্রহ মূর্তি শ্রীসীতারাম—ঘটনাগুলির রম্ধু রম্ধু প্রবিষ্ট হইয়া যেন আনন্দ লীলা করিতেছেন।

(১) সিয়লাল একবার একটি মাঠের উপর দিয়া মিথিলাভিমুখে যাইতেছিলেন। সপ্তে কেহ নাই। আপন মনে ভগবৎ নাম রটন করিতে করিতে যাইতেছেন—কোন কিছুই প্রতি লক্ষ্য নাই—ভগবৎ নামেই লয়লীন। এইরূপে যাইতে যাইতে কখন সন্ধ্যা হইল তাহা টেরও পান নাই। হঠাৎ একটি লোকের চীৎকারে সিয়লালের ধ্যান ভাঙিল। লোকটি সিয়লালকে লক্ষ্য করিয়া কতকটা তিরস্কারের সুরে বলিলেন—

কী বাবা! তোমার শরীরে একটু দয়া মায়াও নাই? দেখতো তোমার পিছনে পিছনে দুইটি সুকুমার বালক কী ভাবে দোড়াইতে দোড়াইতে যাইতেছে? তুমি কী বালকদের সাথে একটু ধীর পদক্ষেপে চলিতে পার না?

লোকটির অনুরোধ শুনিয়া সিয়লাল তো অবাক। কে আবার এই সন্ধ্যায় তাঁহার পিছনে পিছনে মাঠের উপর দিয়া আসিবেন? চকিতে পিছন ফিরিয়া দেখিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন—সত্য-সত্যই দুইটি শ্যাম ও গৌর বর্ণের অপরূপ সুন্দর বালক তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছেন। বালক দুইটির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সিয়লাল অনুভব করিলেন বালক দুইটি যেন অপূর্ব মধুর ভক্তিমায়া—অমিয়ঝরা নয়নে—সিয়লালের সর্বাত্মক আনন্দ বর্ষণ করিতেছেন। সিয়লাল এক নিমেষেই এ নিগূঢ় রহস্যের তাৎপর্য্যটি বুদ্ধিতে পারিলেন—তাঁহার মনে হইল—যে ভক্ত সান্নিধ্য ও সুসঙ্গ

কামনা করতঃ কৌশল্যা আনন্দ বঞ্ছনকারী সাক্ষেতবিহারী শ্রীরাম ও সন্মিত্রা-নন্দন লক্ষণ—তাঁহার পিছনে পিছনে এই সন্ধ্যায় মাঠের উপর দিয়া আসিতেছেন ।

সিয়লাল প্রেমমগ্ন চিত্তে যদুগল শোভাধামের রূপ সন্ধ্যা পান করতঃ নতজানু লইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

‘হে সরকার ! আপনি যদি এইরূপ কষ্ট করিয়া নাম জাপকের পিছনে পিছনে আসিতে থাকেন—তাহা হইলে সাধুর সন্ধ্যাস্ম পালনে তথা নাম রটনে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হয় । সাধুর সেবার বিঘ্ন উপস্থিত করা আপনার মর্যাদার উপযুক্ত নহে । এইরূপ প্রার্থনা করতঃ সিয়লাল যখন চক্ষু খুলিলেন—তখন দুই মধুর মূর্তির কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । প্রভুর ভক্ত বৎসলতা দেখিয়া সিয়লালের মন অপার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।

(২) এক সময় সিয়লাল কাশীতে তুলসী ঘাটে বসিয়া বৈখরী স্বরে ভগবৎ নাম করিতেছেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সাধনের প্রতি কটাক্ষপাত করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহারাজ ! এরূপ ভাবে এতক্ষণ ধরিয়া—সিয়রাম নাম রটন করিয়া কী লাভ হইবে ? আপনি মিছামিছি কেন এত কষ্ট করিতেছেন ?

প্রশ্নকারীর কথার মধ্যে ব্যঙ্গের সূর্য্যটি যথাস্থ অনুধাবন করিয়া সিয়লাল স্থান-কাল-পাত্র ভেদে স্বপ্ন কথায় ব্যঙ্গকারীকে বলিলেন—

ভাই ! ভগবৎ নাম রটনে সর্ব্বৈব লাভ—ইহাতে ইহলোকে সন্ধ্য-ভোগ ও পরলোকে নিত্যানন্দ ধাম প্রাপ্ত হয় । তৎপরে প্রশ্নকারীর মূর্খের প্রতি দৃকপাত করতঃ সিয়লাল বদ্বিলেন যে অবিশ্বাসীর

নিকট শ্রীনাম রহস্যের সুগোপ্য তথ্য বলিয়া কোন লাভ নাই—বরং সাধারণ লোকের নিকট শ্রীনাম মহারাজের যথাক্রিষ্ণ বৈভব প্রত্যক্ষ করাইলে ব্যাংকারীর মোহ ও সন্দেহ চিরতরে দূর হইবে।

কথাটি অতি সত্য। সাধারণ লোক ইন্দ্রজালে ডুলিয়া যায়। তাহারা অলৌকিক কিছু দেখিলে—তবে বিশ্বাস করে। এই কারণেই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলিতেন—দেশলাই সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতার পরিবর্তে একটি কাঠি ফস্ ক’রে জালিয়ে দেখিয়ে দিলে—কাজ বেশী হয়।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সিয়লাল প্রশ্নকারীকে পুনরায় বলিলেন— ভাই! ভগবৎ নাম রটন করিলে নষ্ট বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি হয় এবং আরোও অন্যান্য মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

সিয়লালের উক্তিটি কত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা আমরা অচিরেই দেখিতে পাইব।

কোন সূক্ষ্ম দৃষ্টির বলে সিয়লাল—নাম রটনের ফল স্বরূপ প্রসংগত কেবলমাত্র নষ্ট বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হয় বলিলেন—ইহা মন ও বুদ্ধির সীমানার বাহিরে। যিকালদশী সাধুর নিকট লোকটির ভূত-ভবিষ্যৎ-বস্তুমান যেন একসাথে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে লোকটির পাঁচশত টাকা হারাইয়া গিয়াছিল—বহু চেষ্টা করিয়াও লোকটি তাহার কোন সম্ভান পান নাই। হয়ত এই না পাওয়ার পিছনে লোকটির ভাগ্যেদয় ও মহৎ কৃপালাভের বীজ লঙ্কায়িত ছিল—সেই কারণে ভগবৎ ইচ্ছায় লোকটির টাকা খোয়া গিয়াছিল—এবং চেষ্টা করিয়াও তিনি টাকাটির কোন সম্ভান পান নাই।

উপস্থিত মহাত্মার নিকট ভগবৎ নাম রটনের অপূর্ণ ফল প্রবণ করিয়া লোকটি কৌতূহল বশতঃ সিয়লালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহারাজ ! আমি যদি আপনার কথামত ভগবৎ নাম ভজন করি—তাহা হইলে আমি কী আমার টাকাটি ফিরিয়া পাইব ?

মহাত্মা শ্রীনাম মহারাজের রক্ষায় পূর্ণ বিশ্বাস করতঃ কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নিঃসংশয় চিত্তে বলিলেন—অবশ্যই পাইবেন—ইহাতে আর সন্দেহ কী ?

অতঃপর লোকটি নষ্ট টাকা ফিরিয়া পাইবার আশায় সিয়লালের কথা মত সেদিন সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সারা রাত্রি সপ্রেম সিয়রাম নাম রটন করিলেন ।

এদিকে ভক্ত বাক্য পূর্ণ করিবার জন্য নাম মহারাজ তৎপর হইয়াছেন । শ্রীনাম মহাত্মা প্রচার হেতুই ভক্তের অনবদ্য লীলা । ভক্ত প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না । ভক্ত বাক্য পালন হেতু নাম মহারাজ অসম্ভবকে সম্ভব করেন—নিম্ব বৃক্ষে আশ্রয় ফল ফলান—অবিশ্বাসীকে ভগবৎ নামে প্রীতি দান করেন ! নাম মহারাজের ভক্ত বাৎসল্য কে কীৰ্ত্তন করিতে পারেন !

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই অঘটন-ঘটন-পটিয়াসী যোগমায়ার কর্ম্ম-কুশলতায় ব্যাংগকারীর নষ্ট টাকাটির পুনঃ প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া গেল । যে ব্যক্তি উপরি উক্ত লোকটির টাকা চুরি করিয়াছিল—সে নিজে লোকটির বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় সমর্পণ করিয়া টাকাটা ফিরৎ দিয়াছে । সংবাদ লইয়া জানা গেল যে চোরটি গত রাত্রে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ভীত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে ।

অবিশ্বাসী সাধু নিন্দাকারীর কণ্ঠে যখন এই বিস্ময়কর সংবাদটি পৌঁছাইল—লোকটির অবস্থা সত্যই বর্ণনাভীত । মূখে-চোখে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব কাতর বেদনাদায়ক ভাব—চক্ষে বিগলিত ধারায় অশ্রু

পড়িতেছে এবং সাধু-অবমাননা রূপ গহিত কপের জন্য যেন নিজেকে শতধারে তিরস্কার করিতেছে ।

মহাত্মার কৃপায় লোকটির সম্বৎসর হইয়াছে—ভগবৎ নামে প্রীতির উদ্বেক হইয়াছে এবং সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ দীনবৎসল সাধুর চরণতলে আশ্রয় লাভ হইয়াছে ।

মহাত্মার কৃপায় লোকটি নষ্ট টাকা সমেত—অনন্ত পরশমণি সম ভগবৎ নামে রতি লাভ করিয়া জীবন সাথক করিলেন ।

সাধুর বিচিত্র লীলাটি শ্রীমৎভাগবৎ কথিত মহারাজ অম্বরীষের প্রতি উগ্রতপা দূর্ব্বাসার বাক্যটি স্মরণ করাইয়া দেয়—

আহা অনন্তদাসানাং মহত্বং দৃষ্টমগ্ন মে ।

কৃতার্থসোহপি যজ্ঞাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥

—আহা, আমি ভগবান অনন্তের দাসগণের মহত্ত্ব দর্শন করিলাম ।
হে রাজন, আমি আপনার নিকট অপরাধী তথাপি আপনি আমার মঙ্গল বিধান করিয়াছেন ।

(৩) এক সময় মিথিলাধামে সিয়লালের এক গুরুদ্রাতার ‘কলেরা’ হইয়াছিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার অবস্থা অতি শঙ্কটাপূর্ণ হইল । কোন ঔষধেই কিছু হয় না—অত্যধিক ভেদ-বমি হইতে লাগিল এবং সকলেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন । নামাশ্রয়ী গুরুদ্রাতার অবস্থা দেখিয়া সিয়লালের বড় কষ্ট হইল—সাধুর কষ্ট যেন তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না । মৃতপ্রায় সাধুর দিকে চাহিয়া সিয়লালের মনে হইল—স্বামিনীজী

শ্রীজানকীজীর প্রত্যক্ষ লীলাধামে—শ্রীবৈষ্ণব কখনই এইরূপ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন না—কারণ—তাহা শ্রীধাম ও সাধুর মৰ্য্যাদার হানিকর হইবে । সিয়লালের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে তাঁহার গুরুদ্রাতাকে—শ্রীধাম মহারাজ—অবশ্যই মৃত্যুহাত হইতে রক্ষা করিবেন ।

এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করতঃ সিয়লাল স্বামিনীজীকে স্মরণ করতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ শ্রীধাম রজ্জ জলে ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া সিয়রাম নাম রটন করিতে করিতে গুরুদ্রাতার মুখে কোনপ্রকারে ঢালিয়া দিলেন ।

সিয়লালের কার্যকলাপে অন্যান্য গুরুদ্রাতাগণ মৃদু পরিহাস করতঃ সিয়লালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন ঔষধেই কিছু হইল না—এই সামান্য মৃত্তিকা সেবনে রোগীর কী হইবে ?

অনন্য ভক্তের চরিত অতি গৃঢ়—সাধারণ জনগণের মন-বোধি ও চিন্তের বাহিরে । সিয়লালের মত অনন্য ভক্তের চরিত কে বিচার করিতে পারেন ? বাস্তবিক—

ভক্তি, ভক্ত, ভগবন্ত, গুরু—চতুর নাম বপু এক ।

অর্থঃ

ভক্তি, ভক্ত, ভগবান ও গুরু—একই বস্তু - অভিশ্ন-অভেদ
জনগণে কৃপা করি, প্রকটিলেন চারিনামে - এক সত্যসার—

এই মত কহে শ্রুতি-বেদ ॥

অনন্তর, সিয়লাল প্রদত্ত অনন্ত দিব্যশক্তি যুক্ত শ্রীধাম রজ্জ মিশ্রিত জল পান করিবার কিঞ্চিৎ পরেই মৃত্যুপথষাড়ী সাধু সিয়রাম নাম

প্রঃ—হে প্রভু ! আপনি কৃপা করিয়া পঞ্চ মন্দির বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আমার অজ্ঞানাস্বকার দূর করিয়াছেন। এক্ষণে ললাটে শ্রী এবং বিন্দু ধারণ করিবার সপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপদেশ করুন।

উঃ—প্রিয় শিষ্য—এক্ষণে তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছ তাহা অতি গোপনীয়—অধিকারী বিনা কেহ ইহা জানিতে সমর্থ নহে—তোমার সরল ও কাতর প্রশ্নে আমি প্রসন্ন হইয়া—ইহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছি - মন দিয়া শ্রবণ কর।

শ্রীসাকেতাধীশ যুগল সরকার—শ্রীসীতারাম—জীবের অভ্যুদয় ও কল্যাণ হেতু নিজ অংশ হইতে চারিটি মহাশক্তি প্রকট করিলেন। সাকেত-ধামে শ্রীজানকীজী—অনন্ত কোটী—অনন্য-ভোগ—অচিন্ত্যবৎ কৈশক্যানিপদ গুণ সখীগণের যুথেশ্বরী। তাঁহার ইচ্ছায়—নিত্যলীলার সহচরী চন্দ্রকলা—ভরত রূপে এবং মহারমা—শ্রীরাম রূপে—প্রকটিত হইলেন। অতঃপর শ্রীজানকীজীর ইচ্ছানুযায়ী এবং শ্রীরামচন্দ্রের আন্তর্য্য বিশ্বমোহিনী এবং চারুশীলা যথাক্রমে শত্রুঘ্ন এবং লক্ষ্মণ রূপে প্রকটিত হইলেন। বিশ্বমোহিনী, চন্দ্রকলা এবং চারুশীলা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের এবং মহারমা মহাবিষ্ণুর আত্মিক নাম।

এই চারিটি মহাশক্তিকে জানকীজী প্রথমে ষড়ক্ষর সীতা মন্ত্র এবং আপনার ললাটস্থিত বিন্দু এবং চন্দ্রিকা তথা কণ্ঠের যুগলকণ্ঠী দান করিলেন—তৎপরে শ্রীসাকেত বিহারী শ্রীরাম—উক্ত চার শক্তিকে যথাক্রমে সিংহাসন সমেত উম্মর্দ পদুস্ত তিলক এবং অষ্টোত্তরী শত তুলসীর মালা এবং দক্ষিণ কর্ণে শ্রীরাম তারক মন্ত্র এবং ধনুৰ্বাণাদি মন্দির দ্বারা ভূষিত করিলেন।

এইরূপে সাকেতাধীশ যুগল সরকারের শ্রীঅঙ্গভূষণে ভূষিত হইয়া

উক্ত চতুঃশক্তি অনাদিকাল হইতে জীবোন্মাদ্ধার কাৰ্য্য করিতেছেন ।
এই চতুঃশক্তি প্রচারিত—শ্রীজ্ঞানকীৰ্ত্তী আচরিত ধৰ্ম্মের—বহু আচাৰ্য্য
আছেন । ইহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বাক্য প্রণিধান যোগ্য—

উৰ্দ্ধ-পুণ্ড্র মध्ये তু শ্রীচূর্ণ পরিধারয়েৎ ।

শ্রীকরণ বিজয়ং পুণ্যং সৰ্বদোষ-প্রশমনম্ ॥

উন্মাদ্ধ পুণ্ড্র তিলকের মধ্যস্থলে যিনি শ্রীধারণ করেন তিনি লক্ষ্মী-
বান, পুণ্যবান হইবেন এবং তিনি সৰ্বকলুষ বিবৰ্জিত হইয়া সংসার
মহা-সাগর উত্তীর্ণ হইবেন । এই বিষয়ে হারীং স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

সবিন্দুং তিলকং ধার্য্য ইতি বেদবিদো বিদুঃ ।

চাণ্ডালা সদৃশ জ্ঞেয়া বিনা বিন্দুং দ্বিজোত্তমাঃ ॥

উত্তম কুলের ব্রাহ্মণও যদি বিন্দু বিনা তিলক ধারণ করেন তাহা
হইলে তিনি চাণ্ডাল হইতেও নীচ বলিয়া গণ্য হইবেন । তথা—

উৰ্দ্ধ-পুণ্ড্রং সবিন্দুং চ ললাটোপরি শোভতে ।

চাণ্ডালোহপি বিশুদ্ধাত্মা পূজ্যমাপ্নোতি ধারণাৎ ॥

যাহার ললাট বিন্দু সহিত উন্মাদ্ধ পুণ্ড্র তিলক শোভিত তিনি
চাণ্ডাল হইলেও বিশুদ্ধাত্মা এবং পূজনীয় । তথা—

ভক্তির্ন বৰ্দ্ধতে পুংসাম্ বিনা বিন্দুং স্তমধ্যমে ।

যথাক্ষভাগিনাং সংখ্যা বিন্দু নৈব প্রবৰ্দ্ধতে ॥

যে রূপ কোন অঙ্কের (১ হইতে ৯ যে কোন অঙ্ক) পরে বিস্মদ (শূন্য) রাখিলে সংখ্যা দশগুণ হইয়া যায় সেইরূপ বিস্মদ ধারণ করিলে অতি শীঘ্র জীবের ভগবৎ ভক্তি বৃদ্ধি লাভ করে । জানকীজীর প্রতীক বিস্মদ বিনা ভক্তি পদটি লাভ করে না ।

বিস্মদের ধারকগণ মধুর সঙ্গারী রসের উপাসক ।

প্রঃ—হে প্রভু ! আপনার কৃপায় শ্রীবৈষ্ণব তিলক মধ্যস্থ বিস্মদ রহস্যের কিঞ্চিৎ মাত্র অবগত হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হইলাম । এক্ষণে জীবগণ কী উপায়ে ‘তিন প্রকার ঋণ’ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে তাহা বিচার পদ্ব্যক আমায় উপদেশ করুন ।

উঃ—হে শিষ্য ! স্মার্ত্র মতে জীবের তিনটি ঋণ—যথা পিতৃঋণ, দেবঋণ এবং ঋষিঋণ । সাধারণতঃ শ্রাম্হ তপণাদির দ্বারা পিতৃঋণ, যজ্ঞ ও পুত কাৰ্য্যাদির দ্বারা দেবঋণ এবং স্বাধ্যায়াদি কাৰ্য্যদ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় । ইহাই স্মার্ত্রোপদিগত পস্থা ।

কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিচার অন্যরূপ । জীব যদি অনন্য ভাবে ভগবৎ শরণাপন্ন হয় তাহা হইলে অন্য কিছু সাধনাদি না করিয়াই জীব সম্বৎ প্রকার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং তাহার সম্বৎ ঋণ সম্বৎতোভাবে পরিশোধ হইয়া যায় । ইহার সম্বন্ধে শ্রীমৎভাগবৎকার বলিতেছেন—

দেবর্ষীগামাপ্তনৃণাং পিতৃণাম্ ন কিঞ্চরো লায়মৃণী চ রাজন্ ।

সর্ব্বান্না যঃ শরণং শরণ্যং গতৌ মুকুন্দং পরিত্যক্ত্য-কৃত্যম্ ॥

ভাবার্থ হইল—হে রাজন্ ! যিনি অনন্য ভাবে ভগবৎ শরণাপন্ন হইয়াছেন—তিনি সকল প্রকার ঋণ হইতে মুক্ত হয়েন—তাহার

আর কোন কৃত্যের অবশিষ্ট থাকে না। এই বিষয়ে শ্রীমৎভগবৎ গীতায় শ্রীমদ্বাণী অনুধাবন যোগ্য—

যে তু সর্ব্বাণি কৰ্ম্মানি ময়ি সন্ম্যস্ত মৎপরাঃ ।

অনেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়্যাবেশিত চেতসাম্ ॥

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি আমাতে (ভগবান) সকল কৰ্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া সমাধি যোগ দ্বারা কেবল আমারই ধ্যান-উপাসনা করেন, আমি সেই মদাবশিষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যু-সমাকুল সংসার সাগর হইতে শীঘ্রই উদ্ধার করিয়া থাকি। পুনরায়—

সকৃদেব প্রপন্নায তবাস্মীতি চ যাচতে ।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্য দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥

অর্থাৎ যিনি একবার কায়-মন-বাক্যে ভগবৎ শরণাপন্ন হইলেন— তাঁহাকে ভগবান চিরতরে সর্ব্বভূত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন—ইহা শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা।

শ্রীভগবান সকলের রাজা। স্থাবর জঙ্গম জড় চেতন সকল প্রাণী তাঁহার পদব্রবৎ—প্রজা স্বরূপ। বস্তুতঃ পিতৃঋণ, দেবঋণ এবং ঋষি-ঋণ—সবেরই মহাজন হইলেন—শ্রীভগবান। বিভিন্ন ঋণগুণি যোগ্য পদব্রবের মাধ্যমে তাঁহারই শ্রীচরণে নীত হয়। রাজা ইচ্ছা করিলে যেকোন তাঁহার অধীনস্থ প্রজাকে রাজ্যকর অথবা অন্য কোন ঋণ হইতে

নিষ্কৃতি দান করিতে সক্ষম সেইরূপ পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগবান
শ্রীরামের একান্ত শরণাগত হইলে তিনি তাঁহার জন কে সর্বপ্রকার
ভয় হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন ।

এইরূপ অনন্যভাবে ভগবৎ শরণাগত হইবার অব্যর্থ উপায়
হইল—ভগবৎ নাম রটন । শ্রীসীতারাম নামাশ্রয়ীর কোন প্রকারের ঋণ
থাকে না—তাঁহার কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না—এবং তাঁহার কোন
প্রকারের ভয় থাকে না । ইহার সম্বন্ধে পুরাণ বচন শ্রবণ যোগ্য—

পাতালভূতল-ব্যোমচারিণশ্ছদ্মকারিণঃ ।

ন দ্রষ্টুমপি শক্তান্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ ॥

অর্থাৎ আকাশ, ভূমি এবং পাতালে যত প্রকারের বিদ্বকারী জীব
আছে—তাহারা শ্রীরাম নাম রূপ অমোঘ শক্তি দ্বারা রক্ষিত—নাম
জাপকের—কোন ক্ষতি করা দূরে থাকুক—তাহার দিকে দৃষ্টিপাত
করিতে সাহসে করে না ।

করহি সুরাসুর – সব অবতারা ।

নাম জাপকন কে সু-সম্ভারা ॥

সদৃশসদৃশ এবং অবতারগণ শ্রীনাম জাপকের সর্বপ্রকার যোগক্ষেম
বহন করিয়া থাকেন । তথা—

নাম রটা তিন্ সব কিয়া জপ তপ সাধন ধ্যান ।

বিনা নাম নরকহি গয়ে পড়ি পড়ি বেদ পুরাণ ॥

যিনি শ্রীসীতারাম নাম রটন করেন তাঁহার জপ, তপ, সাধন, ধ্যান সকল প্রকার ক্রিয়া সদুসাধিত হয়। ইহা নামের গৌরব। কিন্তু নাম রটন বিনা বেদ পদ্য পাঠ করিয়াও জীবের নরকে গতি হইয়া থাকে।

অতঃপর মহাত্মা শিব পদ্য হইতে পার্শ্বতীর প্রতি শঙ্কর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—

অনন্তগতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোপি পরন্তুপাঃ ।
জ্ঞান-বৈরাগ্য-রহিতা ব্রহ্মচর্যা-দি-বর্জিতাঃ ॥
সর্বোপায়-বিনিমুক্তা নামমাত্রৈক জল্পকাঃ ।
জানকী-বল্লভস্তাপি ধামি গচ্ছন্তি সাদরং ॥
দুর্লভং যোগিনাম্ নিত্যং স্থানং সাক্ষত-সংজ্ঞকং ।
সুখপূর্বং লভেত্তু নাম-সংরাধানাং প্রিয়ে ।

অর্থাৎ যিনি শ্রীরাম নামে অনন্যভক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি ভোগী হইলেও অথবা বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্যা-দি রহিত হইলেও রাম নাম উচ্চারণ বলে শ্রীজানকী বল্লভের স্বধামে গমন করিবেন। যোগীজনেরও দুর্লভ সাক্ষত সংজ্ঞক যে প্রসিদ্ধ পরধাম আছে সম্যক নাম আরাধনার দ্বারা জীব সেই পরমানন্দ ধাম সুখে লাভ করে।

ইতি প্রেমলতা-চরিতসুধায়াম্ দিব্যবন্দ্যঃ সম্পাদনঃ

তৃতীয়ঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ

চতুর্থ স্তবক

: কয়েকটি বিশেষ ঘটনা :

মঙ্গলাচরণ

চেতোহলেঃ কমলদ্বয়ং শ্রুতিপুটো পীযুষ-পুরদ্বয়ম্ ।

বাগীশা-নয়নদ্বয়ং ঘনতমশচণ্ডাংশু-চন্দ্রদ্বয়ম্ ॥

ছান্দং সিন্ধুমণিদ্বয়ং মুণিমন-কাসার-হংসদ্বয়ম্ ।

মোক্ষ শ্রীশ্রবণোৎপলদ্বয়ং ইদং রামেতি বর্ণদ্বয়ম্ ॥

সদানামচেষ্টং বরেণ্যমং বিশিষ্টং হুভিষ্টপ্রদং

সন্তিবাণ্ড-প্রতিষ্ঠম্ ।

তমেকং শরণ্যং বরং সদগুরুং সদগুরৌ ভক্তিপাত্রং

ভজ্যে শিষ্ঠমিষ্ঠম্ ॥

বিজ্ঞাহীন তনু জানিকৈ নুমিরৈ পবন কুমার ।

বলবুধ বিজ্ঞা দেহু মোহি হরহ কলেশ বিকার ॥

সিয়লালের লোকোত্তর জীবনেতিহাসের প্রতিছব্বই উচ্ছ্বল ভগবৎ প্রেম ও মধুর ভজনে সম্পদ্রুটিত । পাঠক বর্গের নিকট তাহার অপূর্ণ চরিত লীলা অনেক সময় অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে পারে । বাস্তবিক—সাধারণ দৃষ্টিতে মহাত্মার লোকপাবনী কার্যগুণি যথার্থই

অলৌকিক পদ-বাচ্য । কিন্তু সংসঙ্গ ও শ্রীগুরু কৃপা-করুণায় যাহারা সন্মুখের ভগবৎ ভজনে কিঞ্চিৎ প্রীতি লাভ করিয়াছেন—তাহাদের কাছে মহাত্মার চরিত লীলায় অলৌকিকত্বের পরিবর্তে রাজাধিরাজ নাম মহারাজের উচ্ছল উৎকর্ষ ও দিব্য প্রকাশই প্রতীয়মান হইবে । ভগবৎ নাম প্রসাদে পঙ্গু গিরি লম্বন করে এবং মৃদু ও বাচাল হয় । ভগবৎ নামই—ভগবৎ স্বরূপের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দের প্রকাশ । মহাত্মাগণ, যুগে যুগে, জনগণের মধ্যে ভগবৎ নাম কীর্ত্তন ও প্রচার করতঃ, ক্ষণিক্ মানবধৰ্ম্মকে বারে বারে সঞ্জীবিত করিয়াছেন । সঙ্গত নাম তত্ত্ব যথার্থই রহস্যময় । অবিস্তেয় অনন্তরস সম্পদ ভগবৎ নামে সর্ব যোগ-জ্ঞান-বৈরাগ্য—প্রেম ও ভক্তি কুটে কুটে বিরাজমান ।

আদি পদরাগে প্রিয় সখা অর্জুনকে শ্রীরামনাম মহাত্ম্য উপদেশ কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গতঃ বলিতেছেন—

নামৈব পরমা যুক্তিঃ নামৈব পরমা গতিঃ ।
নামৈব পরমা শাস্তিঃ নামৈব পরমা গতিঃ ॥
নামৈব পরমা ভক্তিঃ নামৈব পরমা ধৃতিঃ ।
নামৈব পরমা প্রীতিঃ নামৈব পরমা স্মৃতিঃ ॥
নামৈব পরমং পুণ্যং নামৈব পরমং তপঃ ।
নামৈব পরমো ধর্ম্ম নামৈব পরমো গুরুঃ ॥
নামৈব পরমং জ্ঞানং নামৈব চাখিলং জগৎ ।
নামৈব জীবনং জন্তো নামৈব বিপুলং ধনং ।
নামৈব জগতাং সত্যং নামৈব জগতাং প্রিয়ং ।
নামৈব জগতাং ধ্যানং নামৈব জগতাং পরং ॥

নামৈব জগতাং বন্ধুঃ নামৈব জগতাং প্রভুঃ ।
 নামৈব ধার্য্যতে বিশ্বং নামৈব পাল্যতে জগৎ ॥
 নামৈব নীয়তে নাম নামৈব ভুঞ্জতে ফলম্ ।
 নামৈব গৃহ্যতে নাম পরং গোপ্যং পরাৎপরং ॥
 নামৈব কার্য্যতে কৰ্ম্ম নামৈব নীয়তে ফলং ।
 নামৈব চাক্ষু শাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যার্থবরং মতং ॥

অর্থাৎ শ্রীরামনামই পরমা মনুজি, শান্তি, গতি, ভক্তি, ধৃতি, প্রীতি, সমৃতি, পরম পুণ্য, পরম তপ পরম ধর্ম্ম, পরম গুরু, পরম জ্ঞান, এবং অখিল জগৎ । প্রাণী মাত্রেয় নামই জীবন ধন এবং নামই জগতের সার সত্য ও প্রিয় বস্তু । নাম জগতের বন্ধু, প্রভু এবং সচরাচর জগতের উৎপাদক—নামের দ্বারাই বিশ্ব ধৃত ও রক্ষিত । নামের দ্বারাই নাম নীত ও ফল প্রাপ্তি হয় । নামই নামকে গ্রহণ করেন এবং—পরাৎপর পদ দান করেন । শুভ কৰ্ম্ম নাম হইতেই উৎপন্ন হয় এবং শুভ কৰ্ম্মের ফল হইল স্বয়ং নামই । নামই বেদান্ত শাস্ত্র সকলের তাৎপর্য্য এবং নামই বেদের সারাংশ ।

মহাত্মার চরিত লীলায় যে সকল কার্য্যগুলি সাধারণের নিকট অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বস্তুতঃ সেগুলি নাম মহারাজের অনন্ত বৈভবের সামান্য অংশ ব্যতিরেকে—অন্য কিছুই নহে ।

জনগণকে—ভগবৎ নাম তথা ভাগবৎ ধর্ম্মে উৎসাহ করাই হইল—মহাত্মাগণের জীবন ধারণের মূখ্য উদ্দেশ্য । মহাত্মার সরল-উদার আনন্দ লীলায় ভাগ্যবান জনগণের সম্বন্ধে প্রীতি ও প্রতীতির উদ্বেক হইয়া থাকে ।

সিয়লাল অনন্য নাম-জাপক, সৰ্ব্ব যোগ-সাধন পারংগত হইয়াও
সিয়লাল অবিচল নামাশ্রয়ী। ভগবৎ নামই সিয়লালের মূখ্য সাধন
—একান্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্তের ন্যায় তিনি প্রায়ই বলিতেন—

(অনুবাদ)

জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি কাহারও সম্বল।

জপ-দান-তপ-ধামে কাহারও বা সুরুচি বিমল ॥

আধার কাহারও বা নৃত্য-গান-তান।

সাধন কাহারও বা ভগবৎ-ভজন অমান ॥

বিছা-বল, বুদ্ধি-বল কাহার আশ্রয়।

সিয়রাম নাম শুধু এ দীন বাঞ্ছয় ॥

আলোচ্য স্তবকে সিয়লালের অনন্ত লোকসুদৃশ্য কল্পসম্ভার
হইতে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সংকলিত হইতেছে। ঘটনাগুলি স্থান-
কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন হইলেও—‘অবিভক্তং বিভক্তেষু’র ন্যায়—
এক অখণ্ড সূত্রাত্মা সমস্ত ঘটনাগুলিকে একটি বিশেষ পটভূমিকায়
প্রকাশ করতঃ—তাহারা যে একটি মাত্র সত্যের বিভিন্ন রূপ—ইহাই
প্রমাণিত করিতেছে। বলা বাহুল্য ঐ অখণ্ড সূত্রাত্মাটি হইলেন—
একাধারে বস্তু নিন্দে’শক এবং বস্তু নিরপেক্ষ—ভগবৎ নাম। ভগবৎ
রূপ লীলা ও ধাম প্রসঙ্গ—ভগবৎ নামেরই বিভিন্ন প্রকাশ। ঘটনা-
গুলি যেরূপ বৈচিত্র্যময়—ভগবৎ নাম-রূপ লীলা-ধামের প্রতি—সেইরূপ
প্রীতি প্রকাশক। সিয়লালের মধুর ভজনে শ্রীসাকেতবিহারী

আনন্দক রস বিগ্রহ মূর্তি শ্রীসীতারাম—ঘটনাগুলির রম্ধে রম্ধে প্রবিষ্ট হইয়া যেন আনন্দ লীলা করিতেছেন।

(১) সিয়লাল একবার একটি মাঠের উপর দিয়া মিথিলাভিমুখে যাইতেছিলেন। সঙ্গ কেহ নাই। আপন মনে ভগবৎ নাম রটন করিতে করিতে যাইতেছেন—কোন কিছুই প্রতি লক্ষ্য নাই—ভগবৎ নামেই লয়লীন। এইরূপে যাইতে যাইতে কখন সন্ধ্যা হইল তাহা টেরও পান নাই। হঠাৎ একটি লোকের চীৎকারে সিয়লালের ধ্যান ভাঙিল। লোকটি সিয়লালকে লক্ষ্য করিয়া কতকটা তিরস্কারের সুরে বলিলেন—

কী বাবা! তোমার শরীরে একটু দয়া মায়াও নাই? দেখতো তোমার পিছনে পিছনে দুইটি স্নকুমার বালক কী ভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে যাইতেছে? তুমি কী বালকদের সাথে একটু ধীর পদক্ষেপে চলিতে পার না?

লোকটির অনুযোগ শুনিয়া সিয়লাল তো অবাক। কে আবার এই সন্ধ্যায় তাঁহার পিছনে পিছনে মাঠের উপর দিয়া আসিবেন? চকিতে পিছন ফিরিয়া দেখিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন—সত্য-সত্যই দুইটি শ্যাম ও গৌর বর্ণের অপরূপ স্নন্দর বালক তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছেন। বালক দুইটির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সিয়লাল অনুভব করিলেন বালক দুইটি যেন অপূর্ব মধুর ভক্তিমায়া—অমিয়ঝরা নয়নে—সিয়লালের সর্বাঙ্গে আনন্দ বর্ষণ করিতেছেন। সিয়লাল এক নিমেষেই এ নিগূঢ় রহস্যের তাৎপর্যটি বুদ্ধিতে পারিলেন—তাঁহার মনে হইল—যে ভক্ত সান্নিধ্য ও স্নসঙ্গ

কামনা করতঃ কৌশল্যা আনন্দ বর্ধনকারী সাক্তবিহারী শ্রীরাম ও সন্মিত্রা-নন্দন লক্ষণ—তাঁহার পিছনে পিছনে এই সন্ধ্যায় মাঠের উপর দিয়া আসিতেছেন ।

সিয়লাল প্রেমমগ্ন চিত্তে যদুগল শোভাধামের রূপ সূধা পান করতঃ নতজানু লইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

হে সরকার ! আপনি যদি এইরূপ কষ্ট করিয়া নাম জাপকের পিছনে পিছনে আসিতে থাকেন—তাহা হইলে সাধুর সঙ্কল্প পালনে তথা নাম রটনে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হয় । সাধুর সেবার বিঘ্ন উপস্থিত করা আপনার মর্যাদার উপযুক্ত নহে । এইরূপ প্রার্থনা করতঃ সিয়লাল যখন চক্ষু খুলিলেন—তখন দুই মধুর মস্তুরি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । প্রভুর ভক্ত বৎসলতা দেখিয়া সিয়লালের মন অপার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।

(২) এক সময় সিয়লাল কাশীতে তুলসী ঘাটে বসিয়া বৈখরী স্তরে ভগবৎ নাম করিতেছেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সাধনের প্রতি কটাক্ষপাত করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহারাজ ! এরূপ ভাবে এতক্ষণ ধরিয়া—সিয়রাম নাম রটন করিয়া কী লাভ হইবে ? আপনি মিছামিছি কেন এত কষ্ট করিতেছেন ?

প্রশ্নকারীর কথায় মধ্যে ব্যঙ্গের সুরটি যথেষ্ট অনুধাবন করিয়া সিয়লাল স্থান-কাল-পাত্র ভেদে স্বরূপ কথায় ব্যঙ্গকারীকে বলিলেন—

ভাই ! ভগবৎ নাম রটনে সর্ব্বৈব লাভ—ইহাতে ইহলোকে সূখ-ভোগ ও পরলোকে নিত্যানন্দ ধাম প্রাপ্ত হয় । তৎপরে প্রশ্নকারীর মূখের প্রতি দৃকপাত করতঃ সিয়লাল বদ্বিলেন যে অবিশ্বাসীর

নিকট শ্রীনাম রহস্যের সঙ্গোপ্য তথ্য বলিয়া কোন লাভ নাই—বরং সাধারণ লোকের নিকট শ্রীনাম মহারাজের যথাক্রিষ্ণ বৈভব প্রত্যক্ষ করাইলে ব্যাংকারীর মোহ ও সন্দেহ চিরতরে দূর হইবে।

কথাটি অতি সত্য। সাধারণ লোক ইন্দ্রজালে ডুলিয়া যায়। তাহারা অলৌকিক কিছু দেখিলে—তবে বিশ্বাস করে। এই কারণেই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলিতেন—দেশলাই সম্বন্ধে অনেক বস্তৃতার পরিবর্তে একটি কাঠি ফস্ ক’রে আলিয়ে দেখিয়ে দিলে—কাজ বেশী হয়।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সিয়লাল প্রশ্নকারীকে পুনরায় বলিলেন—ভাই! ভগবৎ নাম রটন করিলে নষ্ট বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি হয় এবং আরোও অন্যান্য মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

সিয়লালের উক্তিটি কত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা আমরা অচিরেই দেখিতে পাইব।

কোন সূক্ষ্ম দৃষ্টির বলে সিয়লাল—নাম রটনের ফল স্বরূপ প্রসংগত কেবলমাত্র নষ্ট বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হয় বলিলেন—ইহা মন ও বুদ্ধির সীমানার বাহিরে। ত্রিকালদর্শী সাধুর নিকট লোকটির ভূত-ভবিষ্যৎ-বস্তুমান যেন একসাথে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে লোকটির পাঁচশত টাকা হারাইয়া গিয়াছিল—বহু চেষ্টা করিয়াও লোকটি তাহার কোন সম্ভান পান নাই। হয়ত এই না পাওয়ার পিছনে লোকটির ভাগ্যোদয় ও মহৎ কৃপালাভের বীজ লুকায়িত ছিল—সেই কারণে ভগবৎ ইচ্ছায় লোকটির টাকা খোয়া গিয়াছিল—এবং চেষ্টা করিয়াও তিনি টাকাটির কোন সম্ভান পান নাই।

উপস্থিত মহাত্মার নিকট ভগবৎ নাম রটনের অপূর্ণ ফল প্রবণ করিয়া লোকটি কৌতূহল বশতঃ সিয়লালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহারাজ ! আমি যদি আপনার কথামত ভগবৎ নাম ভজন করি—তাহা হইলে আমি কী আমার টাকাটি ফিরিয়া পাইব ?

মহাত্মা শ্রীনাম মহারাজের রক্ষায় পূর্ণ বিশ্বাস করতঃ কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া নিঃসংশয় চিন্তে বলিলেন—অবশ্যই পাইবেন—ইহাতে আর সন্দেহ কী ?

অতঃপর লোকটি নষ্ট টাকা ফিরিয়া পাইবার আশায় সিয়লালের কথা মত সেদিন সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সারা রাত্রি সপ্রেম সিয়রাম নাম রটন করিলেন ।

এদিকে ভক্ত বাক্য পূর্ণ করিবার জন্য নাম মহারাজ তৎপর হইয়াছেন । শ্রীনাম মহাত্মা প্রচার হেতুই ভক্তের অনবদ্য লীলা । ভক্ত প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না । ভক্ত বাক্য পালন হেতু নাম মহারাজ অসম্ভবকে সম্ভব করেন—নিম্ব বৃক্ষে আম্র ফল ফলান—অবিশ্বাসীকে ভগবৎ নামে প্রীতি দান করেন ! নাম মহারাজের ভক্ত বাৎসল্য কে কীৰ্ত্তন করিতে পারেন !

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই অঘটন-ঘটন-পটিয়াসী যোগমায়ার কৰ্ম্ম-কুশলতায় ব্যাঙ্গকারীর নষ্ট টাকাটির পুনঃ প্রাপ্তির সুবাদ পাওয়া গেল । যে ব্যক্তি উপরি উক্ত লোকটির টাকা চুরি করিয়াছিল—সে নিজে লোকটির বাড়ীতে আসিয়া আত্ম সমর্পণ করিয়া টাকাটা ফিরৎ দিয়াছে । সুবাদ লইয়া জানা গেল যে চোরটি গত রাত্রে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ভীত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে ।

অবিশ্বাসী সাধু নিন্দাকারীর কণ্ঠে যখন এই বিস্ময়কর সংবাদটি পৌঁছাইল—লোকটির অবস্থা সত্যই বর্ণনাতীত । মৃৎখে-চোখে এক অভূতপূৰ্ব্ব কাতর বেদনাদায়ক ভাব—চক্ষে বিগলিত ধারায় অশ্রু

পড়িতেছে এবং সাধু-অবমাননা রূপ গহিত কণ্ঠের জন্য যেন নিজেকে শতধারে তিরস্কার করিতেছে ।

মহাত্মার কৃপায় লোকটির সম্বৎসর দূর হইয়াছে—ভগবৎ নামে প্রীতির উদ্বেক হইয়াছে এবং সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ দীনবৎসল সাধুর চরণতলে আশ্রয় লাভ হইয়াছে ।

মহাত্মার কৃপায় লোকটি নষ্ট টাকা সমেত—অনন্ত পরশমণি সম ভগবৎ নামে রতি লাভ করিয়া জীবন সাথক করিলেন ।

সাধুর বিচিত্র লীলাটি শ্রীমৎভাগবৎ কথিত মহারাজ অম্বরীষের প্রতি উগ্রতপা দূর্বাসার বাক্যটি স্মরণ করাইয়া দেয়—

আহা অনন্তদাসানাং মহৎ দৃষ্টমণ্ড মে ।

কৃতার্থসোহপি যজ্ঞাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥

—আহা, আমি ভগবান অনন্তের দাসগণের মহত্ত্ব দর্শন করিলাম । হে রাজন, আমি আপনার নিকট অপরাধী তথাপি আপনি আমার মঙ্গল বিধান করিয়াছেন ।

(৩) এক সময় মিথিলাধামে সিয়লালের এক গুরুদ্রাতার ‘কলেরা’ হইয়াছিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার অবস্থা অতি সংকটাপূর্ণ হইল । কোন ঔষধেই কিছু হয় না—অত্যধিক ভেদ-বমি হইতে লাগিল এবং সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন । নামাশ্রয়ী গুরুদ্রাতার অবস্থা দেখিয়া সিয়লালের বড় কষ্ট হইল—সাধুর কষ্ট যেন তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না । মৃতপ্রায় সাধুর দিকে চাহিয়া সিয়লালের মনে হইল—‘হামিনীজী

শ্রীজ্ঞানকীজীর প্রত্যক্ষ লীলাধামে—শ্রীবৈষ্ণব কখনই এইরূপ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন না—কারণ—তাহা শ্রীধাম ও সাধুর মৰ্য্যাদার হানিকর হইবে । সিয়লালের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে তাঁহার গুরুদ্রাতাকে—শ্রীধাম মহারাজ—অবশ্যই মৃত্যুহাত হইতে রক্ষা করিবেন ।

এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করতঃ সিয়লাল স্বামিনীজীকে স্মরণ করতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ শ্রীধাম রজ্জ্ব জলে ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া সিয়রাম নাম রটন করিতে করিতে গুরুদ্রাতার মুখে কোনপ্রকারে ঢালিয়া দিলেন ।

সিয়লালের কার্যকলাপে অন্যান্য গুরুদ্রাতাগণ মৃদু পরিহাস করতঃ সিয়লালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন ঔষধেই কিছু হইল না—এই সামান্য মৃত্তিকা সেবনে রোগীর কী হইবে ?

অন্য ভক্তের চরিত অতি গৃঢ়—সাধারণ জনগণের মন-বোধি ও চিস্তের বাহিরে । সিয়লালের মত অনন্য ভক্তের চরিত কে বিচার করিতে পারেন ? বাস্তবিক—

ভক্তি, ভক্ত, ভগবন্ত, গুরু—চতুর নাম বপু এক ।

অর্থ ৭

ভক্তি, ভক্ত, ভগবান ও গুরু—একই বস্তু — অভিন-অভেদ

জনগণে কৃপা করি, প্রকটলেন চারিনামে — এক সত্যসার—

এই মত কহে শ্রুতি-বেদ ॥

অনন্তর, সিয়লাল প্রদত্ত অনন্ত দিব্যশক্তি যুক্ত শ্রীধাম রজ্জ্ব মিশ্রিত জল পান করিবার কিঞ্চিৎ পরেই মৃত্যুপঞ্চযাত্রী সাধু সিয়রাম নাম

রটন করিতে করিতে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। এতক্ষণ তিনি যেন স্বেদে নিদ্রা যাইতেছিলেন—উপস্থিত প্রাত্যহিক অভ্যাসানুযায়ী নিদ্রাভঙ্গে সিয়রাম নাম স্মরণ করিতে করিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছেন—এবং তাঁহার শরীরে অসুস্থতার কোন চিহ্নই নাই।

ইন্দ্রজাল সম এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া অন্যান্য আশ্রমবাসীগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল—সিয়রাম যেন দিব্য মন্ত্র বলে—মৃত-ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিলেন।

সিয়রামের একমাত্র সম্বল হইল সুমধুর জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম। এক অখণ্ড নাম মহারাজই—ভক্ত ইচ্ছানুযায়ী—রূপ-লীলাধামে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মহৎ কৃপায় সিয়রাম নামামৃত পান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে—

রামশ্রু নাম রূপং চ লীলা-ধাম-পরাংপরং ।

এতচ্চুষ্টয়ং নিত্যং সচ্চিদানন্দ—বিপ্রহম্ ॥

অর্থাৎ নাম-রূপ-লীলা-ধাম—শ্রীসাকেত বিহারী শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দ-লীলা হেতু বিভিন্ন প্রকাশ ।

সিয়রাম অনন্য নামাশ্রয়ী অর্থাৎ নামী—শ্রীরামের—অনন্য শরণাগত। সিয়রামের মত ঈশ্বরে অবিচল ভক্তি করিলে ভগবান কী কখনও তাঁহার ভক্তকে আশ্রয় না দিয়া থাকিতে পারেন? বস্তুতঃ নামী ও নামজাপক—এই দুই জনে—একে অন্যের মধ্যে সদা-সম্বাদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মিশিয়া আছেন—একে অন্যের ভক্ত—কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া এক মূহুর্তও থাকিতে পারেন না। সিয়রামের অপূর্ণ সুখদায়ক চরিতই নিম্নলিখিত শ্রীগীতোক্ত ভগবদ্ভাগীর সার্থক রূপ—

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ।

অর্থৎ—যে আমার অনন্যভাবে ভজনা করেন—সে আমার—আমিও তাঁহার ।

সিয়লালের বাক্য তথা কার্য কখনও বিফল হইতে পারে না । তাঁহার বাক্য পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং জগজ্জননী শ্রীজানকীজী তৎপর হইয়াছেন ।

(৪) আর একবার মিথিলাধামে সিয়লালের এক শিষ্যের কঠিন অসুখ করিয়াছিল—রোগীর বাঁচিবার কোন উপায় নাই । অর্ধচৈতন্য অবস্থায় শূইয়া শূইয়া রোগী অন্তিমকালের অপেক্ষায় দিন গুণিতেছিলেন ।

এইরূপ সংকটাপন্ন অবস্থায় শিষ্যটি একদিন অপরাহ্নে দেখিলেন যে কয়েকজন ভীষণকৃতি যমদূত তাঁহাকে লইবার জন্য আসিতেছেন । সাক্ষাৎ মৃত্যুসম যমদূতগণকে দেখিয়া রোগী ভয়ে অবশ হইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—হে গুরুজী ! রক্ষা করুন ! রক্ষা করুন !

এই কথা বলা মাত্র রোগীটি দেখিলেন যে তাঁহার শ্রীগুরুদেব (সিয়লাল) প্রাণারাম বৈষ্ণব ভূষণে সূশোভিত হইয়া সহাস্য বদনে তাঁহার নিকটে আসিতেছেন । যমদূতগণ শ্রীবৈষ্ণব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে যে দিকে পারিলেন পলাইয়া গেলেন । সিয়লাল, অতঃপর, ভক্তের নিকট আসিয়া শির-স্পর্শে আশীর্বাদ করতঃ বলিলেন—প্রিয় বৎস ! তুমি নির্ভয়ে থাক—কোন চিন্তা করিও না । অচিরেই তুমি সুস্থ হইয়া যাইবে ।

ইহার পরেই শিষ্যের চমক ভাঙিল । শিষ্যটি আনন্দ-বিহ্বল চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ।

এই ঘটনাটি যখন ঘটে সিয়লল তখন কাশীধামে । ইহার কিছুদিন পরে শিষ্যটি মিথিলাধাম হইতে শ্রীগুরুদেব দর্শন করিতে কাশীতে আসিয়াছেন । গুরুদেবকে সপ্রেম দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া—তাহার নিকট সম্পূর্ণ ঘটনাটি ব্যক্ত করিলেন । সিয়লল মৃদু হাসিয়া বলিলেন যে তিনি ইহার সকল বিষয়ই জানেন ।

ঘটনাটি আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই । কোথায় শিষ্য মিথিলাধামে রোগ শয্যায় শায়িত আর কোথায় কাশীধামে হনুমানজীর মন্দিরে সিয়লল ভগবৎ নামে মগ্ন ! আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি সাধুর মধ্যে সাক্ষাৎভাবে যোগসূত্রের কোন উপায় নাই । কিন্তু সং-সংগ প্রাপ্ত মহাত্মাগণ প্রেমাঞ্জন নেত্রে এই ঘটনাটির মধ্যে অনন্য সেবকের প্রতি ভগবৎ প্রতিজ্ঞা পূরণের পূর্ণ প্রমাণ পাইবেন ।

মৃত্যু সময়ে শিষ্য শ্রীসদগুরু ভগবানকে স্মরণ করিয়াছিলেন—হয়তো বা মনে মনে শ্রীবৈষ্ণবের অভয়ব্যঞ্জক মধুর মৃদুস্থানি ও ধ্যান করিতেছিলেন । বহু জন্মের পুণ্য পুঞ্জ বিনা অন্তিম সময়ে ভগবৎ নাম বা শ্রীগুরু স্মরণ (বস্তুতঃ উভয়ই এক) করা কখনই সম্ভব নহে ।

অন্তিমকালে যদি কোন ভাগ্যবান মহাত্মার শ্রীমুখে তারকব্রহ্ম শ্রীগুরু নাম অথবা ভগবৎ নাম স্মৃতি হয়—তাহা যে হঠাৎ হয় না—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ইহার পশ্চাতে দীর্ঘদিনের ভগবৎ-সেবা তথা শ্রীনাম-রূপ-লীলা-ধাম কীৰ্ত্তন অভ্যাস অবশ্যভাবে কাৰ্য্য করিতেছে । নিরন্তর অভ্যাসের ফলে চিন্ময় ভগবৎ নাম—শ্রীগুরু কৃপায়—ভক্ত প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া—আপনি স্বয়ং ভক্তকণ্ঠে স্মৃতি হইয়াছেন এবং ভক্তকণ্ঠে যেথায় ভগবৎ নাম কীৰ্ত্তিত হয় সে স্থানে মঙ্গলময়ের মঙ্গলরূপই বিরাজ করেন—সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, আপদ বিপদ,—চিরতরে দূরে চলিয়া যায় ।

(৫) একবার সীতামাড়িতে সিদ্ধবাবার আশ্রমে শ্রীপরমানন্দ শরণ নামে সিয়লালের এক শিষ্যের 'কলেরা' হইয়াছিল। সিয়লাল তখন সীতামাড়িতেই ছিলেন। বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরমানন্দ সুস্থ হইতে পারিলেন না এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রাণাত হইল। বিনা চিকিৎসায় সিদ্ধ আশ্রমে সদসেবকের মৃত্যু হইয়াছে - ইহা যেন সিয়লাল কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে নাম মহারাজ সাধুকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আশ্রমের অন্যান্য ভক্তগণকে খোল, করতাল প্রভৃতি বাহির করিতে বলিলেন।

পরমানন্দের গুরু-ভ্রাতাগণ এতক্ষণ মৃতদেহের যথাযথ সৎকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। হঠাৎ সিয়লালের অদ্ভুত নিশ্চেষ্টে তাঁহারা কতকটা বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা সং-সঙ্গ প্রাপ্ত সাধু। তাঁহারা জানেন যে ভগবৎ ভক্তের আচরণ অবাক্ত। সুতরাং বাধ্য হইয়া গুরুভ্রাতাগণ খোল, করতাল প্রভৃতি বাহির করিলেন।

সিয়লাল, অতঃপর, সকলকে লইয়া পরমানন্দের শবদেহ গোল করিয়া ঘিরিয়া খোল করতাল সহযোগে উচ্চৈশ্বরে জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম সংকীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। সারারাত্রি ভগবৎ নাম হইল এবং ভক্তের দল সেদিন নাম কীৰ্ত্তনে অভূতপূৰ্ব আনন্দ লাভ করিলেন।

প্রেমের সহিত ভগবৎ নাম হইয়াছে—স্বয়ং নামী—ভগবান সীতাপতি মাকুতি মহারাজ সহ কীৰ্ত্তন স্থলে উপস্থিত। সৰ্ব্বান্ত্যামী ভক্তবাহু কম্পতরু—সিয়লালের মনোরম পূর্ণ করিয়া—শ্রীনাম মহারাজের বিজয় পতাকা উত্তোলন করিয়া—মৃত পরমানন্দের মধ্যে আবার

জীবনীশক্তি দান করিলেন। সিয়লাল ব্যতীত সকলের অজ্ঞাতসায়ে এই বিচিত্র লীলাটি রূপায়িত হইল।

ভোর প্রায় পাঁচটা হইবে—তখনও নাম সংকীৰ্ত্তন হইতেছে—ইহাৎ ভক্তগণ পরমানন্দের মধ্যে জীবনের স্পন্দন লক্ষ্য করিলেন এবং ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে পরমানন্দ—জয় সদংগুরু ভগবান কী জয়—বলিয়া উঠিয়া বসিলেন।

পরমানন্দকে দেখিয়া মনে হইল তিনি যেন এতক্ষণ সন্ধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন—উপস্থিত যথাসময়ে নিদ্রোখিত হইয়া প্রাতে শ্রীগুরুদেবের চরণারবিন্দ স্মরণ করিতেছেন।

ভক্তগণ এই অত্যাশ্চর্য্য নাটকটি দেখিয়া তো অবাক—তাহাদের জড়বুদ্ধিতে ঘটনাটির সত্যতা দেখিয়াও যেন ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক—সাধুর কৰ্ম্মকুশলতার কতটুকু তাহারা ধারণ করিতে পারেন? ভগবৎ লীলার ন্যায় সাধুর চরিত অব্যক্ত। যাঁহারা বলেন—আমরা বুদ্ধিয়াছি—তাহারা যথার্থই কিছুই বোঝেন নাই—যাঁহারা বলেন—বহু চেষ্টা করিয়াও সাধুর চরিত কিছুই বুদ্ধিতে পারিলাম না—তাহারাই সাধু চরিতরূপ পরমার্থ তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আশ্বাদন করিয়াছেন। সাধুর লীলা-সমুদ্রের কোন পার নাই—তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে কতটুকু রসতত্ত্বের আশ্বাদন দান করেন—তিনি ততটুকুই বোঝেন। তিনি যদি না দেন—তাহা হইলে শত চেষ্টাতেও কেহ তাহার চরিত-লীলা অনুভব করিতে পারিবে না—বরং—আত্মাভিমান বশতঃ—অধিকতর মূঢ়তা লাভ করিবেন।

ইহার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের নিশ্চেষ্টতার কোন কথা নাই। আত্মোন্নতির জন্য সকলকেই বিধিবৎ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু

চেষ্টা করিবার পূর্বে একটা প্রশ্ন আছে—সেটি হইল—কোন বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে ?

সদগ্রন্থে এ বিষয়ে বহু ভাল ভাল কথা আছে । কিন্তু মহৎ অনুগ্রহ ব্যতিরেকে—সদগ্রন্থ পাঠ—সমগ্র ফল দান করিতে পারে না । ব্রহ্মবিদ সদগ্রন্থ ভগবান—সেবকের নিষ্ঠা ও নিষ্কপটতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি যাহা উপদেশ করিবেন—সেই বিষয়ে—তাঁহার উপদেশ মত সাধককে পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে । সে চেষ্টা কখনও বিফলে যাইতে পারে না—সদগ্রন্থের উপদেশ সমূহ তখন সাধকের নিকট স্বতঃপ্রকাশিত হইবে । সৎ কৃপায় সাধক তখন বেদের ভাষ্য রচনা করিতে সমর্থ হইবেন । সৎ কৃপা ব্যতিরেকে ভগবৎ স্বরূপ লাভ করিবার আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই ।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবৎ কথিত রাজা রহগণের প্রতি ব্রহ্মবিদ জড় ভরতের উপদেশ—

রহগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাৎ গৃহাদ্বা ।

ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ বিনা মহৎ পাদরজোহভিষেকম্ ॥

—হে রহগণ, বেদে উক্ত সেই ব্রহ্মকে, ভক্তবৎসল সহ বাসুদেবকে তপস্যায় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না,—বেদবিহিত যজ্ঞাদি কস্মৈর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—অন্যদানের দ্বারা অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বেদ পাঠ করিলেও হয় না—জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনা করিলেও সেই বাসুদেবকে হৃদয়ে অনুভব করা যায় না ।

অকাম-নিরাভিমানী অনন্য ভগবৎ ভক্তের পদরজে পূর্ণ নিস্নাত

হইয়া তাঁহার কৃপালাভ ব্যতিরেকে—ভগবৎ-ভক্তি লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

যাহা হউক গুরুদ্রাতার পুনরাগমনে আশ্রমবাসী ভক্তগণ পরমানন্দে নিজ নিজ নিত্যকৰ্মে মনঃনিবেশ করিলেন।

সিয়লাল ত্রিকালদর্শী ঋষি। জনগণকে শ্রীনাম মহারাজের অনন্ত বৈভবের কিঞ্চিৎমাত্র দর্শন করাইবার জন্য—তাঁহার অপরূপ লীলা। সাধারণ জীবের ভগবৎ নামে প্রতীতি বড় কম। বিজ্ঞানঘন অভিজ্ঞতা বিনা ভগবৎ নামে তথা ভগবৎ স্বরূপে সহজে বিশ্বাস হয় না এবং বিশ্বাস বিনা প্রীতি হয় না। তুলসীদাসজীর ভাষায়—

জ্ঞানে বিমু ন হোই পরতীতি।

বিমু পরতীতি হোই নহিঁ শ্রীতি ॥

শ্রীতি বিনা নাহি ভগতি দৃঢ়াই ॥

অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে বিশ্বাস হয় না—বিশ্বাস না হইলে প্রীতি হয় না এবং প্রীতি বিনা দৃঢ় ভক্তি লাভ হয় না।

(৬) একবার কাশীধামে কুরুক্ষেত্রঘাটে বসিয়া সিয়লাল তিলক স্বরূপ করিতেছেন—এমন সময়—এক ব্যক্তি তাঁহার তিলকের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—মহারাজ! তিলক, ছাপ প্রভৃতি ধারণ করিবার উদ্দেশ্য কী? এবং ইহা ধারণ করিলে কী লাভ হয়?

সিয়লাল মধুর কণ্ঠে বলিলেন—

তিলকং রামরূপং চ বিন্দুরূপং বিদেহজাম্।

শ্রিয়মাচার্য্যরূপং চ ধারয়েৎ হি প্রযত্নতঃ ॥

অৰ্থাৎ—তিলক—শ্রীৰাম ও লক্ষণ স্বৰূপ, বিন্দু শ্রীসীতা স্বৰূপ এবং শ্রী আচাৰ্য্য স্বৰূপ—ইহাদের স্বৰূপ যথার্থ জ্ঞাত হইয়া জীব মাঝেই ভক্তি যত্ন সহকারে ধারণ করা উচিত ।

সিয়লালের কথায় লোকটির যেন কীরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল । সিয়লাল যেন এই কয়টি সামান্য কথায় তাঁহার উপর এক ইন্দ্রজাল রচনা করিলেন ! লোকটি সিয়লালের তিলকের মধ্যে যথার্থই ভগবৎ রূপ দর্শন করিলেন । তাঁহার নয়ন দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল—তাঁহারা মূখে চোখে কী এক অসহায় বিহ্বলতার ভাব ফুটিয়া উঠিল । জীবের ভগবৎ দর্শন হইলে কী হয় তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন—

মম দরশন ফল অতীব অনুপা ।

জীব পাও তেহি সহজ স্বরূপা ॥

আমার দর্শন ফল অতীব সুন্দর—আমার দর্শন লাভ করিলে জীব—তাহার সহজ স্বরূপ লাভ করে—অৰ্থাৎ জীব তাহার বিমল আনন্দময় সন্তা লাভ করে ।

দীনদয়াল সাধুকে ব্যাণ্ণ করিতে আসিয়া লোকটি মহৎ-কৃপা লাভ করতঃ নিত্যানন্দ লোক প্রাপ্ত হইলেন । অনন্ত পরশমণি স্বরূপ সাধুর সামান্য সঙ্গ—জীবের সম্বৎ আবিলতা দূর করিয়া দেয় । এক্ষণ শ্রীবৈষ্ণবের বার বার বলিহারি ।

(৭) একবার সংকটমোচনে কীৰ্ত্তন করিবার লোকের বড় অভাব—সিয়লালকে লইয়া মাত্র তিন জন হইয়াছে । অন্য কাহারও আসিবার

সম্ভাবনা না থাকায়, অতঃপর, তিনজনেই মন্দিরে বসিয়া ভগবৎ নাম কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। লোকাভাবে কীৰ্ত্তন বিশেষ জমিল না—কীৰ্ত্তনে যথেষ্ট আনন্দ না পাইয়া সিয়লালের মন বড় ক্ষিপ্ত হইল। কী আর করেন—বসিয়া বসিয়া তিনজনেই মালা জপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীসীতারামের মন্দির হইতে তিনটি স্নকুমার মূর্ত্তি আসিয়া তাহাদের সহিত কীৰ্ত্তনে যোগ দিলেন। নবগত বালকদের লইয়া, অতঃপর, ছয়জনে পুনরায় কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

বালকগুলির কণ্ঠ বড় সুমধুর—সরস মধুরভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া নাম কীৰ্ত্তন হইল। সকলেই, এবার, কীৰ্ত্তনে পরমানন্দ লাভ করিলেন।

কীৰ্ত্তন শেষ হইলে পর বালকগুলি কোন কথা না বলিয়া ধীর মন্দ—গতিতে যেদিক হইতে আসিয়াছিলেন—সেইদিকেই চলিয়া গেলেন।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া সকলেই হতবাক হইলেন। সিয়লাল বুঝিলেন যে ভক্তকে ভজনানন্দ দান করতঃ ভক্তবাহু পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীনাম মহারাজ দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করতঃ ভক্ত দঃখ মোচন করিলেন। প্রেম সরস চক্ষে ও বিহ্বল কণ্ঠে সিয়লাল শ্রীনাম মহারাজের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিলেন—

জয় করুণাকর প্রণতহিত সমরথ স্বামী নাম।

জয় উদার রট দেহু নিজ প্রেমলতা হি বশ্যাম ॥

(৮) একবার একটি ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ—মহাত্মার নিকট আসিয়া অতি দঃখিত ভাবে বলিলেন—সরকার! আমার ষাট বৎসর বয়স হইল

—কিন্তু অদ্যাবধি আমার কোন সন্তানাদি হয় নাই। একটি পুত্র বিনা আমার বংশ লোপ পাইবে—তা ছাড়া আমার ব্যবসায়, বিষয়-সম্পত্তি, কাহার হস্তে ছাড়িয়া যাইবে? এইভাবে আপন দঃখ জানাইতে জানাইতে বৃন্দ অতি কাতরভাবে মহাত্মাকে বলিলেন—মহারাজ ! আমি বহু দূর হইতে আসিতেছি—আপনি আমায় নিরাশ করিবেন না—কৃপা করিয়া আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন যাহাতে আমার একটি পুত্র সন্তান লাভ হয়।

দীনদয়াল সাধু বৃন্দের কাতরতায় মনে বড় কষ্ট পাইলেন—মহাত্মার হৃদয় পরদঃখেই গলিয়া যায়। সিয়লাল বৃন্দকে শান্ত করিয়া বলিলেন—ভাই ! হনুমানজী—আমার একমাত্র ভরসা—আমার আর দ্বিতীয় উপায় জানা নাই। যুগল সরকারের সিয়রাম নাম হনুমানজীর—বড় প্রিয়। আপনি যদি নিয়মপূর্ব্বক হনুমানজীর নিকট জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম কীৰ্ত্তন করেন—তাহা হইলে—দীনদয়াল—জনদঃখহারী - মারুতি মহারাজ আপনার উপর প্রসন্ন হইয়া আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সিয়লালের অনুরূপে বৃন্দ আশ্বস্ত হইলেন এবং তৎপরে বিনীত-ভাবে বলিলেন—মহারাজ ! ব্যবসার কার্য্যে আমায় সততই ব্যস্ত থাকিতে হয়। নিত্য নিয়ম পালন করা—আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে প্রতি একাদশী তিথিতে দোকান পাট সব বন্ধ থাকে—ঐদিন আমি নিয়মপূর্ব্বক হনুমানজীর শ্বারে বসিয়া যথাশক্তি ভগবৎ নাম ও লীলা কথা কীৰ্ত্তন করিব।

প্রসন্নচিত্তে সিয়লাল বলিলেন—তাহাই হউক—আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার গৃহে ফিরিয়া যান—দেখিবেন—যথাসময়ে দানী শিরোমণি হনুমানজীর কৃপায় আপনার দুইটি সুপুত্র লাভ হইবে।

মহাত্মার আশীর্বাদে বৃন্দেবর সকল মন ব্যথা দূর হইল । এতদিন একটি পুত্র কামনায় বৃন্দেবর কত কী করিয়াছেন ! কিন্তু কোন ফল হয় নাই । এক্ষণে হতাশ ও বিষাদের পরিবর্তে বৃন্দেবর মনে নব আশার বীজ অঙ্কুরিত হইল । ভগবৎ কৃপা—‘সাধু কৃপা বাহনা’—বৃন্দেবর—মহাত্মার কৃপা-করুণা লাভে ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন—বৃন্দেবর হৃদয়ে নূতন বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে । আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বৃন্দেবর তড়িৎ-গতিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং এই শ্রুত সংবাদটি প্রিয়পত্নীর নিকট যথাযথ ব্যক্ত করিলেন । অতি প্রাণারাম সুখকর সমাচারটি অবগত হইয়া দীনা নারীর চক্ষু জল আসিল এবং সবার আড়ালে জনদুঃখহারী হনুমানজীকে প্রণাম করতঃ প্রার্থনা করিয়া করিলেন—

কোন সো সংকট মোহি গরীব কো
যো তুমি সো নহি জাত হৈ ঠারো ।
বেগি হর হনুমান মহা প্রভু
যো কুছ সংকট হোয় হামারো ॥
কো নেহি জানত হায় জগমে কপি
সংকট মোচন নাম তিহারো ॥

অর্থাৎ

এ দীন গরীবের যেমনি দুখ হোক
তুমি তো পার দেব করিতে সংহর ;
ত্বরিতে কৃপা করি—হে প্রভু দীননাথ
সকল ব্যথা মম বিনাশ কর-কর ॥
জগতে কে না জানে তোমার গুণগ্রাম
সংকট মোচন তুমি হে কপিবর ॥

অতঃপর বৃন্দাটি সস্ত্রীক—শূদ্রাচারে এবং যথানিয়মে প্রতি একাদশী তিথিতে হনুমানজীর মন্দিরে বসিয়া ভগবৎ নাম ও লীলাচরিত কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের পূজার অচিরেই হনুমানজীর হৃদয় দ্রবিত হইল এবং দুই বৎসর পরে বৃন্দা তাঁহার প্রথম পুত্র লাভ করিলেন এবং তাহার দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় পুত্রটি লাভ করিয়া বৃন্দের সকল মনস্কাম পূর্ণ হইল। হনুমানজীর প্রাসাদে বৃন্দের সন্তান দুইটি ভবিষ্যৎ কালে সদাচারী ও সুবৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

হনুমানজী আশুতোষ শ্রীশংকর ভগবানের সেবক মূর্তি। আশু হনুনের সামান্য সদিচ্ছাতেই পরম সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া থাকেন। আশুতোষ—‘আউডর দানী’—অর্থাৎ অমিত দানী—যে যাহা প্রার্থনা করে তাহাকে তাহার বহুগুণ দিয়া থাকেন—যথার্থই—শংকরের মত এমন দীনদয়াল আর কে আছেন ?

বৃন্দের পুত্র দুইটি অদ্যাবধি প্রতি একাদশী তিথিতে নিয়মিত ভাবে হনুমানজীকে ভগবৎ নাম ও লীলাচরিত শুনাইয়া থাকেন।

(৯) সিয়লাল তখন অযোধ্যায় একান্ত বাস করিতেছিলেন ! সাধ্যায় সময় অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে—চারিদিক নিস্তব্ধ—সিয়লাল প্রেম মগ্ন হইয়া মধুর স্বরে সিয়রাম নাম কীর্তন করিতেছেন। নাম করিতে করিতে কত রাত্রি হইল—তাহা সিয়লালের খেয়াল নাই—নিম্নলিখিত চন্দ্র শব্দে অশ্রুধারা নামিয়া আসিতেছে—সারা অঙ্গে পলকাবলী প্রকাশ পাইয়াছে—সিয়লাল নামে লয়লীন। হঠাৎ কাহার ঘেন নুপূর নিকণে সিয়লালের ধ্যান ভগ্ন হইল। চন্দ্র খুলিতেই দেখিতে পাইলেন—তাঁহার নয়ন সম্মুখে নবদুর্বাদল—খনুসধারী ভগবান সীতাপতি অতি মধুর মূর্তিতে বিরাজমান।

সিয়লাল বালাবস্থা হইতেই মধুর রসের উপাসক। যদুগল মন্ত্র যদুগল নাম, যদুগল ধ্যান ব্যতিরেকে অন্য কিছুই চিন্তা করিতে পারিতেন না। রসিক চুড়ামণি রসনাগর শ্রীরামের বামে ভক্তি-স্বরূপিনী জনক নন্দিনী শ্রীকিশোরীজীকে দেখিতে না পাইয়া ভগবান রাঘবেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া দঃখ ও অভিমান ভরা কণ্ঠে সিয়লাল বলিলেন—হে সরকার ! ভক্ত হৃদয় স্বরূপিনী শ্রীজানকীজী ব্যতিরেকে আপনি একাকী কেন আসিয়াছেন—যদুগল সরকার বিনা আপনার কোন শোভা নাই এবং ইহা সাক্তবিহারী শ্রীরামের উচিত কার্য্য নহে। আপনি পদনরায় যখন আসিবেন স্বামিনীজী মিথিলেশ কুমারীকে সাথে করিয়া যদুগল দর্শন দানে দাসকে গৌরবান্বিত করিবেন।

সিয়লাল—প্রেমলতা নাম ধোয়—শ্রীজানকী সহচরী—শ্রীসাকেতধামে যদুগল প্রেম লীলার নিত্য কণ্ঠকরী। মধুর রসের উপাসকগণের নিকট যদুগল মূর্তিই সেব্য ও ভজনীয়। তাঁহাদের কাছে কিশোরীজী—শ্রীরাম হইতে অবিকতর প্রিয়। কারণ অব্যক্ত শ্রীরাম তন্ত্বেদর একমাত্র জ্ঞাতা হইলেন শ্রীজানকীজী। এইজন্য শ্রীজানকীজী শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের আচার্য্য। মধুর রসের উপাসকগণ এই কারণে প্রথমে সীতা অথবা রাধা নাম গ্রহণ করতঃ পশ্চাৎ আপন আপন ইষ্ট নাম উচ্চারিত করেন। শ্রীজানকী কৃপাই হইল তাঁদের একমাত্র সাধন ও সাধ্য বস্তু। এইরূপ সাধকগণের প্রাণের পূজা বাংলার মধুর রসের শ্রেষ্ঠ উপাসক চণ্ডীদাস অপরূপ ভাব ও ভাষার ব্যক্ত করিয়া গাহিতেছেন—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী

কিশোরী নয়ন তারা।

কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন

কিশোরী গলার হারা ॥

ইহা ছাড়া সিয়লালের ভাবের মধ্যে আর একটি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। ইষ্টের সহিত সাধকের যথার্থ মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে ভগবানের সকল ঐশ্বর্য্য ভক্তের মধুর ভজনে মাধুর্য্য রসে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্যের পূজায় ভয় ভক্তি আছে—কিন্তু প্রেমের পূজায় ভয়ের সামান্য অঙ্কুশও থাকিতে পারেনা। সেখানে ভক্ত বেক্রপ ভগবানকে ভজনা করিয়া আনন্দ লাভ করেন ভগবানও সেইরূপ ভক্ত হৃদয়পিঞ্জরে চির আবদ্ধ হইয়া আপনার সকল স্বাতন্ত্র্য্য বিসর্জন দিয়া সূত্রে বিরাজ করেন।

তাই ভগবৎ প্রেমের শ্রেষ্ঠ পূজারী সিয়লাল ভগবানকে ঐরূপ মৃদু তিরস্কার করিতে পারিলেন।

(১০) জনকপদ হইতে কিছুদূরে মহাত্মার এক শিষ্য ছিলেন—সেই শিষ্যটির বাল্যবন্ধু ঐ স্থানের ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার—দেব-দ্বিজ মন্দির-তীর্থ প্রভৃতিতে তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না—বরং ভগবৎ সেবকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বন্ধুটি নানারূপ বিদ্রুপাত্মক বাক্য বলিতেন। একবার এই পোষ্ট মাষ্টার বাবু তাহার বাল্য বন্ধু—সিয়লালের শিষ্যের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বন্ধুর সাথে সারাদিন নানা প্রকারে আমোদ প্রমোদ করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবার সময় মহাত্মার একটি মূর্ত্তি সৎগে করিয়া নিজ ঘরে লইয়া আসেন। পোষ্টমাষ্টারটি ভগবৎ জনের প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ—মহাত্মার মূর্ত্তিখানি-মাথা নীচু ও পা উঁচু দিকে করিয়া—উল্টাভাবে ঘরে রাখিয়া দেন—এবং কিছুদিন পরে তাহার বন্ধু দেখা করিতে আসিলে পর—যে ঘরে মহাত্মার মূর্ত্তিখানি ছিল—সে ঘরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

শ্রীগুরুদেবের মূর্তি একরূপ উজ্জ্বলভাবে চোখগোঁড় দেখিয়া শিষ্যটির হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিল—এবং তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। মহাত্মার প্রতি একরূপ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া শিষ্যটি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধুর বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—এবং যাইবার সময় বেদনাভরা কণ্ঠে বন্ধুকে বলিয়া গেলেন—

তুমি ইহার শীঘ্রই সমুচিত ফল লাভ করিবে—ভগবৎ জনের প্রতি অবমাননার ন্যায় একরূপ দৃষ্ট গহিত কাৰ্য্য আর নাই। সাধু অপমানকারীকে ক্ষমা করিয়া থাকেন কিন্তু যে সাধু লোকসংগ্রহার্থে ভগবত চরিত—ভগবৎ নাম—প্রচার করিয়া বেড়ান—তাঁহাকে কেহ অবমাননা করিলে—ভগবান—সেইরূপ দৃষ্টকে কখনও ক্ষমা করেন না। এই বলিয়া পোষ্টমাষ্টারের বন্ধুটি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বন্ধুটি অশ্রুমোচন করিতে করিতে গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার পরই পোষ্টমাষ্টারের মনটি যেন কীকরূপ বিকল হইয়া গেল। তাঁহার যেন আর কিছু ভাল লাগে না। সেই রাত্রেই তিনি এক ভীষণ স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহার বন্ধুর বাটী ছুটিয়া গেলেন।

পোষ্টমাষ্টার বন্ধুকে উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় দেখিয়া মহাত্মার শিষ্যটি তাঁহাকে শাস্ত করিয়া বসাইলেন, এবং একরূপ অসহায়ভাবে তাঁহার কাছে আসিবার কারণ কী তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পোষ্টমাষ্টারটি তখন স্বপ্নের সকল কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন—

ভাই! কাল তুমি আমাদের বাটী হইতে চলিয়া যাইবার পর হইতেই আমার যেন কী হইল তাহা ঠিক করিয়া আমি বৃত্তিতে পারিলাম না। শরীর ও মন—দুইই যেন দুর্বল গেল এবং সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে এক বিকাটাকার বানর আমার বন্ধুকে

বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধয়িয়াছে—সে ভয়ঙ্কর মূর্তি এখন কল্পনা করিলেও ভয়ে স্থির হইয়া যাই। বানরটি আমায় বলিল যে আমার ভক্তকে অপমাননা করিবার পূর্ণ ফল এখন লাভ কর। আমার শ্বাস প্রায় রোধ হইয়া আসিয়াছিল এমত সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, ঘুম হইতে উঠিয়াই আমি মহাত্মার মূর্তির সামনে করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মহাত্মার শ্রীমুখে তখনও সেই বিব্য মধুর হাসিটি লাগিয়া আছে—নয়নে অবিরল করুণাধারা প্রবাহিত হইতেছে। মহাত্মার মূর্তি দর্শন করিয়া আমি যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলাম, আমার মনে হইল মহাত্মা যেন আমায় সর্বতোভাবে অভয় দান করিলেন।

অতঃপর পোস্টমাষ্টারটি বলিলেন—ভাই! আমাকে এখনই মহাত্মার কাছে লইয়া চল। মহাত্মা তখন জনকপুরে—বন্ধুর বাটী হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে। বন্ধুটির সাথে তখন পোস্টমাষ্টার একটি গাড়ী করিয়া মহাত্মার স্থানে রওনা হইলেন। মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া পোস্টমাষ্টারটি কাণ্টক্লেডের ন্যায় মহাত্মার চরণ যুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

লোকটির কাতরতা দেখিয়া মহাত্মা স্মিত হাস্যে বলিলেন—বেটা শান্ত হও—আমি সব জানি।

অতঃপর পোস্টমাষ্টারটি সপরিবারে মহাত্মার চরণে আশ্রয় লাভ করিয়া অবশিষ্ট জীবনটুকু ভজনানন্দে ব্যতীত করিলেন।

ইতি শ্রীপ্রেমলতা-চরিত-সুধায়াম্ বিমল-প্রমোদ-রতিঃ চ সম্পাদনঃ

চতুর্থঃ সোপানঃ সম্পন্নঃ।

পঞ্চম স্তবক

: কথামৃত :

মঙ্গলাচরণ : —

মহামণীন্দ্রাচ্চ প্রকাশতেহধিকং নৃণাং সুজিহ্বা-সুধিরাজিতং

সতাম্ ।

অভ্যন্তরধ্বাস্ত-নিবারণ-ক্ষমং শ্রীরামনামাহমহর্নিশং ভজে ॥

তব কথামৃতং তপজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্যাপহম্ ।

ঔবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদাঃ জনাঃ ॥

বজ্রাঙ্গং পিঙ্গনেত্রং কনকময়লসং কুন্তলৈঃ শোভনীয়ম্ ।

সর্বাপীটাধিনাথং করতল-বিধৃতং পূর্ণকুন্তং দৃঢ়াঙ্গম্ ॥

ভক্তানামিষ্ট-কার্য্যং বিধধতি চ সদা সুপ্রসন্নং হরিশং ।

ত্রৈলোক্য-দ্রাণকামং সকলভুবিগতং রামদূতং নমামি ॥

সিয়লালের মধুর বচনামৃতের সহজে তুলনা মিলে না । দিব্য জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিত ও সনাতন বৈষ্ণব ধর্মে দৃঢ় প্রত্যয় জনিত সরসিত বাক্যগুলি নিষ্কিঞ্চন হৃদয়ের বৈরাগ্যরূপ পরিশুদ্ধ কটাহে সদুপরিপক্ব হইয়া এক অলোকসামান্য রূপে বলমল করিত । কী অগদ্য-সরসতার সহিত তিনি শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধুর ভজনের আবধারা-

গুলি ভক্ত জন সমাজে আলোচনা করিতেন! বাস্তব জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাটিও তাঁহার প্রেমাঞ্জন প্রেক্ষায় কী অভিনবত্বই না লাভ করিত! যাহা কিছু তিনি বলিতেন—তাহা কল্পনা প্রসূত কোন মধুর কাব্য নহে—আজীবন ভগবৎ ভজন রূপ অপার সুখদায়ী সাধনের ঘাটে ঘাটে তিনি যাহা আশ্বাদন করিয়াছেন—তিনি—তাহাই বলিতেন। প্রজ্ঞারূপ শাস্ত গাম্ভীর্যের অস্তরালে তাঁহার সরস প্রেমিক হৃদয়টি লুক্কায়িত ছিল—তাঁহাকে দেখিলে, কিন্তু, ইহা বুদ্ধিব্যবহার উপায় ছিল না। মহাত্মার হৃদয় কত সরস—কত মধুর—কত আনন্দমুখর ছিল তাহা তাঁহার কথামতে হইতে সহজেই উপলব্ধ হয়। সাধক-সিদ্ধ-মুমুক্ষু-পণ্ডিত-জ্ঞানী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গ্রাম্য নরনারীও তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত ভগবৎ আলোচনায় অপার আনন্দ লাভ করিতেন।

তাঁহার কথার ভরকেন্দ্র ছিল—ভগবৎ নাম। বস্তুতঃ তাঁহার সর্ব ঐশ্বর্যই ভগবৎ নাম প্রসূত। ভগবৎ নামেই রূপ-লীলা-ধাম তথা অন্য সকল যোগ—রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাঁহার সমস্ত জীবনটি—মধুর ভজনের একটি জীবন্ত ভাষ্য। বাস্তবিক ধন্য তাঁহারা—যাঁহারা তাঁহার সহিত সুসঙ্গ করতঃ তাঁহার শ্রীমুখ বাণী পান করিয়া অনন্তপ্রসারী ঈশ্বর-প্রেম রূপ অপার তৃষ্ণার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিয়াছেন।

তাঁহার মধুর লীলার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে কয়েকটি সংবাদ এ স্তবকে যথামতি আলোচিত হইতেছে।

(১) তিলক দেখিয়া ঈর্ষা ।

উপেন্দ্রনাথ নামে কোন এক ভক্তের দীর্ঘ ললাটে সুন্দর প্রীরামনন্দী উর্ধ্ব পৃষ্ঠে তিলক দেখিয়া কয়েকজন স্বজাতীয় পরিচিতের মনে

বড় ঈর্ষা হইত। শ্রীতিলক অধিকতর ভক্তটিকে দেখিলে তাঁহাকে যথার্থই ভগবান বিষ্ণুর পার্শ্বদ বলিয়া মনে হইত। পরশ্রীকাতর বন্ধুগণ তিলক লইয়া সিয়লালের শিষ্যকে প্রায়ই নানারূপ বিদ্রুপ করিতেন। অন্যের স্নেহে জ্বলিয়া মরাই হইল—খেলের প্রকৃতি। পরশ্রীকাতরতায় সদাই খেলের হৃদয় অলিতে থাকিতে—সে আলা সহ্য করিতে না পারিয়া—তাহারা অন্যের স্নেহ—আপন হৃদয়ের স্নেহের অগ্নির দ্বারা দহন করিতে চাহে। উপেন্দ্রনাথের বন্ধুগণ—তাহার এই মধুর আনন্দময় প্রেমিক রূপটি সহ্য করিতে পারিতেন না।

উপেন্দ্রনাথ নিরবশ্রিত হায়ে এই সকল বিদ্রুপগুলি সহ্য করিতেন। কিন্তু একদিন উপেন্দ্রনাথের চিন্তা এমন ভাবে ক্ষুণ্ণ হইল যে তিনি পরদিন বৈকালে আলোচনা সভায় তাহার গুরু মহারাজ সিয়লালের নিকট এই তিলক সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া বন্ধুদের হীন আচরণের কথা ব্যক্ত করিলেন।

ভক্তের হৃদয়-বাথা অনুভব করিয়া সিয়লাল স্নেহে স্নেহে মধুর বচনে উত্তর দিলেন—সধবার শৃংগার দেখিয়া বিধবার অবশ্যই ঈর্ষা হয়। যাহারা পরশ্রীকাতরতায় অলিতে চাহে—তাহাদের অলিতে দাও।

মহাত্মার সরস দৃঢ়তাব্যঞ্জক উত্তরে উপেন্দ্রনাথের জ্ঞান নেত্র খুলিয়া গেল—উপেন্দ্রনাথের মানস দর্পনে—মধুর উপাসনার একটি স্নেহের চিত্র প্রতিফলিত হইল। তাহার হৃদয়ের স্নেহ তাপ স্নেহীতল হইল এবং তিনি বুঝিলেন যে নারীরূপা অখিল ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র সীতাপতি শ্রীরামের ভোগ্য বস্তু। সদগুরু কৃপা-করণায় সীতাপতির শরণাগত হইলে—জীব সনাথ হয়—অনাথায় সংসঙ্গ বঞ্চিত—মনমুখী জীব চিরন্তন সংসার কূপে থাকিয়া অশেষ ক্রিতাপ আলা ভোগ করিয়া থাকে।

মহাত্মার কথায় উপেন্দ্রনাথ সেদিন শ্রীতিলক চন্দনের অশেষ অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেন ! উপেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে শ্রীবৈষ্ণব সদ্ভাগ্যবতী নারীর ন্যায় শৃংগার করণার্থে—বেশ ও তিলক ধারণ করিয়া থাকেন । শূচি বেশ ও শৃংগার করা—নারীর একটি বিশেষ ধর্ম । একমাত্র পতিগতপ্রাণা—স্বামী সোহাগিনী নারীই—ভর্তার অনন্য সেবার মগ্ন থাকেন—শূচি বেশ ও তিলকাদির দ্বারা শৃংগার করতঃ স্বামীর মনোরঞ্জন করা—পতিরত্ন—স্বামী-সেবারই একটি অঙ্গ ।

মহাত্মার উদার রহস্যলাপে উপেন্দ্রনাথের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং বিদ্রূপকারিগণের সর্ববিধ রিক্ততা অন্দভক করিয়া তাঁহার মনে হতভাগ্য জীবগণের জন্য করুণার উদ্বেক হইল ।

(২) তামাকু না তামাম গু ?

মহাত্মা পান-বিড়ি-সিগারেট-তামাক বা অন্য কোন মাদক দ্রব্যাদির বিরোধী ছিলেন । মধুর উপাসনা-রত—কোন সাধকই—এইরূপ নেশার বশবর্তী হইতে পারেন না । উপাসনা বা ভজনা—নারীর ধর্ম—উপাসনামার্গী-সাধকবৃন্দ—আপনাদের—রসনাগর শ্রীরামের অনন্য-ভোগ-অচিন্ত্যবৎ-কৈকর্ষ্যানিপূর্ণ রসিকা নারীবৎ চিন্তা করেন । কোন পতিগতপ্রাণা নারীই ঐরূপ কু-অভ্যাসের সমর্থন করিবেন না । সিয়াল মধুর উপাসনার শ্রেষ্ঠ সাধক—তিনি ভক্তগণের মধ্যে পান-বিড়ি-তামাক-সিগারেট খাওয়া রূপ অকৃতিকর কু-অভ্যাস সহ্য করিতেন না ।

একদিন বৈকালে সৎ-সৎ চলিতেছে । সেই সভার এলাহাবাদ নিবাসী মহাত্মার এক শিষ্য উপস্থিত ছিলেন । শিষ্যটি পশ্চিমের এক

বিশেষ নামকরা উকীল । তাঁহার খৈনী (তামাক) খাইবার অভ্যাস ছিল । কথা প্রসঙ্গের অন্তরালে কাপড়ের খুঁট হইতে খৈনী লইতে গিয়া উকীল বাবুর হাত হইতে কিছুটা খৈনী মাটিতে পড়িয়া যায় এবং দৈব যোগাযোগে তাহা মহাত্মার দৃষ্টিপথে পতিত হয় । মহাত্মা বুদ্ধিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার ভক্তটি খৈনী সেবা করিয়া থাকে । ভক্তকে এই কু-অভ্যাসের হাত হইতে রক্ষা করিবার মানসে মহাত্মা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—উপেন্দ্রনাথ ! মাটিতে ওটা কী পড়িল ?

শিষ্যটি বুদ্ধিতে পারিলেন যে তিনি আজ গুরুদেবের হাতে ধরা পড়িয়াছেন এবং সেই হেতু অপরাধীর ন্যায়—লজ্জায় ও সঙ্কোচে—মাথা নীচু করিয়া কতকটা আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—সরকার এ একটু তামাকু ।

শিষ্যের মূখে এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাত্মা পরিহাসপূর্ণ গম্ভীর বাণীতে বলিলেন—তামাকু না তামাম গদু ।

মহাত্মার মর্ম্মজ্ঞ অথচ হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যের চৈতন্যের উদয় হইল । তিনি মহাত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—সরকার ! আপনার কৃপাবাক্যে আমার জ্ঞান হইল—আমি আর কখনও তামাক সেবা করিব না—আপনি আমার প্রতি কৃপাপরবশ হউন ।

মহাত্মার বাক্যে ছিল বজ্রের শক্তি । দীর্ঘদিনের কু-অভ্যাস এক কথায় দূর হইল । শ্রীবৈষ্ণবের অপূর্ব ভক্ত বৎসলতা ।

(৩) প্রণয় করিবার যথার্থ রীতি ।

সিয়ালাল তখন কাশীধামে হনুমানজীর মন্দিরে বাস করিতেছেন ।

এই সময়ে তাঁহার সাধন-ভজন পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটি শঠ স্বভাব সাধক তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। সাধকটি যৌগিক প্রক্রিয়ায় সামান্য সিদ্ধি লাভ করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার মত সাধু আর তদানন্তীন কালে কেহ নাই। সাধুটি মন্দিরের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের নিকট সিয়লালের বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছেন এবং মহাত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান—বিমল ভক্তি এবং নিষ্কিণ্ণ দীনতার কথা শুনিয়া সাধুটি ভাবিলেন—মহাত্মা তাহা হইলে যৌগিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধুটি সিয়লালের নিকট উপস্থিত হইয়া কতকটা অবজ্ঞার সুরে বলিলেন—আমার একটি প্রশ্ন আছে—তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করতঃ—আমার সংশয় দূর করুন।

কোন যোগ বলে সিয়লাল সাধুর মনের ভাব জানিতে পারিয়াছেন—তাহা স্বর্গ যুক্তি-তর্কের বাহিরে। সিয়লাল স্বয়ং অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধ। তিনি সাধুর যে কোন প্রশ্নের সহজেই উত্তর দান করিতে পারিতেন। কিন্তু সিয়লাল জানিতে পারিয়াছেন যে সাধুটি যোগ প্রক্রিয়ায় সামান্য সিদ্ধিলাভ করতঃ অভিমান বশতঃ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছেন। সাধুকে যথার্থ জ্ঞান দান করিবার জন্য সিয়লাল সাধুকে বলিলেন—যথার্থ জিজ্ঞাসার প্রশ্ন করিবার কী এই রীতি? যৌগিক প্রক্রিয়ায় বিশারদ হইয়াও প্রশ্ন করিবার সামান্য রীতিটিও আপনি শিক্ষা করেন নাই?

এই বলিয়া সিয়লাল জানুর উপর দীন ও প্রণত ভাবে উপবেশন করতঃ করজোড়ে ও কাতর নয়নে দীনবৎসল উত্তরদাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিবার সুন্দর মূদ্রাটি দেখাইয়া—সাধুকে বলিলেন—কাহাকেও প্রশ্ন করিতে হইলে অনন্য সেবকের ন্যায়

কাতরভাবে বলিতে হয়—হে প্রভু! আমার একটি সংশয় আছে—
আপনি কৃপা পূর্বক আমার সকল সন্দেহ ভ্রম দূর করুন।

সিয়লালের উত্তরে সাধুটির সকল মোহ দূর হইল এবং তিনি
মানসনয়নে—শ্রীগীতোক্ত—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিষাদগ্রস্থ
অশ্রুর্নের কাতর প্রশ্ন করিবার রীতিটি—শিষ্যস্তুতঃ সাধি মাম্
ত্বাং প্রপন্নম্—এই মন্ত্রটি উদিত হইল। সাধু বদ্বিতে পারিলেন
যে—যথার্থ সন্সেবক না হইলে পরাবিদ্যায় প্রশ্ন করিবার অধিকারী
কেহ হইতে পারেন না।

সাধুটি আপন দৃষ্ট আচরণের জন্য বিশেষ লঙ্ঘিত হইয়া মহাত্মার
নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৪) গুরু ব্রহ্মের সমান, না ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

একদিন সৎসঙ্গে রাজেন্দ্র প্রসাদ নামে এক পণ্ডিত মহাত্মাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—সরকার! শ্রীগুরু যদি ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠই হন—
তাহা হইলে গুরুদেব পুনরায় কেন সে ব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া
থাকেন ?

মহাত্মা সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন—আচ্ছা,
‘আপনারা প্রথমে বলুন—‘মা’ বড় না ‘বাবা’ বড়—অথবা এই দুয়ের
মধ্যে কাহার স্থান উচে।

প্রশ্নকারী রাজেন্দ্র প্রসাদের একটি সূহৃদ সেই সভায় উপস্থিত
ছিলেন—তিনি বলিলেন—শাস্ত্রে কেহ কেহ পিতৃদশ গুণা মাতা
আবার কেহ কেহ পিতৃশত গুণা মাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—
সুতরাং পিতা অপেক্ষা মাতাই শ্রেষ্ঠ।

এই কথা শুনিয়া সিয়লাল বলিলেন—তাহা হইলোই প্রশ্নের উত্তর ও সরল হইল। শ্রীগুরু সাক্ষাৎ মাতৃরূপা আর ব্রহ্ম হইলেন পিতার স্বরূপ। শাস্ত্রে যে মাতার আসন উচ্চে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহার কারণ হইল এই যে মা অসহ্য যত্ননা সহ্য করিয়া সন্তানকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেন এবং শৈশবকালে সন্তানের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করতঃ সর্ব মলিনতা দূর করেন। ‘মা’ই সন্তানকে ‘বাবা’, ‘মামা’ ‘দাদা’ ইত্যাদি আত্মীয়গণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং ‘মা’ই সন্তানকে বালে লালন-পালন করতঃ সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন—এই সকল কৰ্ম্মগুলি মাতারই—পিতার নহে।

শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ স্নেহশীলা জননী ন্যায় শিষ্যের সর্বপ্রকার মনমল খোঁত করতঃ শিষ্যকে ব্রহ্ম, মায়া ও জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অনন্ডবল্লভ জ্ঞান দান করেন এবং—ব্রহ্ম কী? মায়া লক্ষণ কী? এবং জীবের স্বরূপ কী? এবং জীবের—ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় তথা প্রাপ্তির পথে অস্তরায় কী?—এই অর্থপঞ্চকের শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। সংসারে ‘মা’ ধেরূপ তাঁহার সন্তানকে নানারূপ সুন্দর শিক্ষা দিয়া থাকেন সেইরূপ গুরুরূপী মাতা তাঁহার শিষ্যকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করেন।

কিন্তু এই কৰ্ম্মটি ব্রহ্মরূপ পিতার দ্বারা হয় না। এই সকল বিচার করিয়া শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে ব্রহ্ম হইতে উচ্চ আসন দিয়াছেন।

একটি সামান্য রূপকের মাধ্যমে সিয়লাল কী সরল ও সুন্দর ভাবে একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান করিলেন। যথার্থ বস্তুজ্ঞান না হইলে এইরূপ সুন্দর ও সাবলীল ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। মহাত্মার অনবদ্য ভাষনে প্রোত্বর্গ অকৃতপদ্বর্গ আনন্দ লাভ করিলেন।

(৫) মালা-তিলকের কী প্রয়োজন ?

কোন একটি ভক্ত—বৈষ্ণবের বাহ্য বেশ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতঃ একদিন সংসঙ্গ সভায় বলিয়াছিলেন—

জপ মালা ছাপ তিলক সঠৈ ন একৌ কাম ।

মন কাঁচে নাটে বুথা সাঁচে রাঁধে রাম ॥

অর্থাৎ—

মনের বৈরাগ্য বিনা জপ-তিলকাদির কিবা প্রয়োজন ।

শ্রীরাম দেখেন শুধু সাধকের অন্তরঙ্গ অনন্ত ভজন ॥

অন্তরঙ্গশুদ্ধি অর্থাৎ কামাদিরহিত মন বিনা বহিরঙ্গ সাধন—
জপ মালা তিলক ইত্যাদি—ধারণের দ্বারা—যথার্থ ভগবৎ ভজন
হয় না—ইহা তাঁহার বলিবার বিষয় বস্তু ছিল ।

সিয়লাল প্রস্নকারীর শ্রীবৈষ্ণবের বহিরঙ্গ বেশ-ভূষা ও সাধন
সম্বন্ধে সন্দেহসূচক বাক্য শুনিয়া বলিলেন—অন্তরঙ্গ এবং
বহিরঙ্গ—এই দুইটি সাধনই—একটি অপরাটের পরিপূরক—একটিকে
বাদ দিলে অপরাট পূর্ণ হয় না । জপ-মালা-তিলক ইত্যাদি
বহিরঙ্গ সাধন হইলেও অন্তরঙ্গ সাধনের কারণ । বহিরঙ্গ সাধন
বিনা অন্তরঙ্গ সাধন হয় না । গঙ্গাস্নান করতঃ শুদ্ধ বস্ত্রাদি
পরিধান করিলে যে রূপ শরীর ও মন প্রফুল্ল হয় এবং চাপরাশ পরিহিত
পুলিশের আচ্ছা যে রূপ পথচারীগণ পালন করিয়া থাকেন অথচ
বিনা পোষাকে তাহার আচ্ছা যে রূপ কার্য্যকরী হয় না সেইরূপ

শ্রীবৈষ্ণবের বহিঃঙ্গ জপ মালা তিলক ব্যতিরেকে অন্তরের সাধন হয় না। অন্তরের সাধনের প্রতিফলিত রূপই হইল—বহিঃঙ্গ সাধন।

কীরূপ সরল ও সাবলীল উদাহরণের সাহায্যে সিয়লাল প্রশ্নকারীর সকল সন্দেহ দূর করিলেন। সিয়লালের ভাষণে জ্ঞানের গভীরতা ও হৃদয়ের সরসতার কী অপূৰ্ব মিলন।

(৬) তিলক সাইন বোর্ডই তো।

একদিন এক বিম্বান ব্যক্তি মহাত্মার তিলক চন্দনের প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ললাটে এ সাইন বোর্ড রাখিয়া লাভ কী?

প্রশ্নকারীর কটাক্ষের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া মহাত্মা সহাস্য বদনে উত্তর দিলেন—আপনি যথাথই বলিয়াছেন—তিলক সত্য সত্যই সাইন বোর্ডেরই কার্য্য করিতেছে। দেখুন—সাইন বোর্ড—কোন উচ্চ জায়গায় লাগাইতে হয়—যাহাতে অন্য সকলের নজরে পড়ে। সাইন বোর্ডে লেখা থাকে—এটা অমদ্য বাবদুর বাড়ী—বা এটা অমদ্য রাস্তা ইত্যাদি। বিশিষ্ট রাস্তা বা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ও পরিচয় সাইন বোর্ডে লেখা থাকে। এই সাইন বোর্ডটি দেখিলে যে কোন লোক সহজেই রাস্তাটির কিংবা প্রতিষ্ঠানটির কিংবা ব্যক্তিটির পরিচয় পাইয়া থাকেন—তাহাদের অব্বেষণ করিবার জন্য কোনরূপ বৃত্তা শ্রম করিতে হয় না। এইরূপ সম্মানীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ব্যতিরেকে ‘পায়খনা’ বা ‘নন্দ’মা’র উপরে কেহ কোন সাইন বোর্ড লাগায় না।

আমাদের সাড়ে তিন হাত লম্বা-চওড়া শরীরে প্রশস্ত ললাটরূপী

উচ্চাসনে তিলক যথার্থই সাইন বোর্ড'। এই তিলকরূপী সাইনবোর্ড পাঠ করিলেই বদ্বিধে পারা যাইবে এই শরীর (দেহ মন্দির) কোন স্বামীর নিবাস। শ্রীভগবান প্রদত্ত হস্ত, পদ প্রভৃতি অংগ সমূহের প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া বিশেষ কৰ্ম নিৰ্দ্দিষ্ট আছে—আর চার অঙ্গগুলি প্রশস্ত ললাটরূপ শূন্য স্থানের যথার্থ কার্য্যই হইল শ্রীতিলক চন্দ্রনাথ ধারণ করা।

মহাত্মার সপ্রতিভ উজ্জ্বল বুদ্ধি দীপ্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকারী অবাক হইলেন। প্রশ্নকারী মহাত্মাকে বিদ্রূপ করিতে গিয়া আপনিই বিনা তিলকে পায়খানা ও নন্দমা প্রভৃতি স্থানের সহিত উপমিত হইয়া বিশেষ লজ্জায় পড়িলেন।

(৭) গলায় বগলস ধারণ করিবার কী প্রয়োজন ?

এক ব্যক্তি পরিহাসপূর্ব্বক একদা মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন গলায় বগলস (বন্ধনী) রূপী তুলসীর কণ্ঠী ধারণ করিবার কী প্রয়োজন ?

প্রশ্নকারীর পরিহাস সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া মহাত্মা সূর্যসিকের ন্যায় প্রশ্নকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তুমি নিশ্চয় ঘণ্টা সংযুক্ত দড়ি বা চামড়ার বন্ধনী পরিহিত গরু, মহিষ, কুকুর, হরিণ প্রভৃতি দেখিয়াছ। কিন্তু শূন্যের গলায় কখনও বগলস দেখিয়াছ কী ? অপর পক্ষের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মহাত্মা বলিয়া চলিলেন—যদি না দেখিয়া থাক তাহা হইলে বদ্বিধে শূন্যের মত অপবিত্র জীবের গলে কেহ কোন বগলস বাঁধিতে যায় না। অতঃপর মহাত্মা আপনার বক্তব্য বিস্তারিত করিয়া বলিলেন—যে

সকল জীবের গলায় বন্ধনী দেখিতে পাও সেগুলির প্রত্যেকটির একজন বিশেষ মালিক আছেন। গৃহপালিত পশুটি মালিকের স্নেহ যত্নে সুখে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই বন্ধনীর উপর আবার অনেক সময় মালিকের নাম-ধাম লেখাও থাকে—ফলে হয় কী—পশুটি যদি কখনও পথভ্রষ্ট হইয়া অন্য কোন স্থানে চলিয়া যায়—তাহার গলায় বন্ধনীর উপর লিখিত সংকেত দেখিয়া যে কোন লোক তাহাকে নিজ মালিকের নিকট পাঠাইয়া দিতে পারিলেন—কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। কিন্তু বন্ধনী হীন জীব যদি কোথাও চলিয়া যায়—তাহার মালিকের কোন পরিচয় না থাকায়—জীবটিকে বিনা আহারে খোঁয়াড়ে পড়িয়া থাকিতে হয়। পদুমরায় বিবেচ্য এই—যে উক্ত জীবটির কোন খাস মালিক না থাকায় দৈনন্দিন আহারের জন্য অন্যের দ্বারা দ্বারা ঘুরিয়া—সবার অন্তরালে চুরি করিয়া খাবার খাইতে হয়—এবং অধিক সময় খাবারের পরিবর্তে গৃহস্বামীর প্রহার ও তাড়না ভোগন করিয়া ফিরিতে হয়।

সেইরূপ—যাঁহারা শ্রীগুরুচরণাগ্রিত হইয়া ভগবৎ ভজন লাভ করতঃ গলায় সেবকের চিহ্ন স্বরূপ কণ্ঠী ধারণ করিয়াছেন—তাঁহারা সকলে ভগবৎ আশ্রয়ে নির্ভয়ানন্দ বাস করিতেছেন—তাঁহাদের সাথে জগৎ স্বামীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাঁহারা ভগবৎ জীব। তাঁহারা শ্রীভগবানের অনন্য শরণাগত। শ্রীরামের জগৎরূপ রাজ্যে তাঁহারা প্রহরী—তাঁহাদের সকল প্রকার ভরণপোষণ—সুখ-স্বচ্ছন্দ্য—আনন্দ উৎসব—অভাব অভিযোগ - স্বয়ং সীতাপতি পূরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কোন চিন্তা নাই। সীতাপতির নিত্য সেবায় তাঁহারা নিরন্তর মগ্ন—সীতাপতির সেবা করাই তাঁহাদের নরতনু ধারণের শ্রেষ্ঠ লাভ ও সম্পদ। তাঁহারা সীতাপতির সংসাররূপ গৃহে প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায়

সুখে পড়িয়া থাকেন। ভগবৎ দাস হইয়া তাহার সনাথ হইয়াছেন।

কষ্টীকরূপ বগলস বিহীন জীবগণ অনাথ—শ্রীহীন ও ভ্রম পথচারী। ভগবৎ জন সঙ্গদোষে কদাপি বিপথে চালিত হইলেও তাহার স্বামী ঠিক খোঁজ করিয়া সত্য পথে মতি চালিত করেন সুতরাং ভগবৎ ভজনের কোন দুঃদিন নাই।

মহাত্মার অপূর্ব উত্তর শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকারীর জ্ঞান-নেত্রের উন্মেষ হইল এবং মহাত্মার শরণাপন্ন হইয়া মহৎ সেবায় আত্মনিয়োগ-করতঃ অপার আনন্দের অধিকারী হইলেন।

(৮) মোটর বাস হইতে আমরা কোন শিক্ষা লাভ করিতে পারি কী ?

একবার জনকপুত্রে ঘাইবার কালে মোটর বাসে উঠিবার সময় এক জিজ্ঞাসু ভক্ত মহাত্মাকে প্রশ্ন করিলেন—সরকার আমরা মোটর বাস হইতে কোন শিক্ষা লাভ করিতে পারি কী ?

মহাত্মা যেন এই প্রশ্নের জন্য পূর্ব হইতেই তৈয়ারী হইয়াছিলেন। তিনি সগে সগে বলিলেন—হাঁ, হাঁ—ঠিক তো—বাস-ভক্তি—চালক—সদগুরু এবং যাত্রী হইতেছে জীবাত্মার প্রতীক। জীব যদি শ্রদ্ধারূপী টিকিট কিনিয়া ভক্তিরূপী বাসে চড়িয়া বসে তাহা হইলে সদগুরুরূপী ভ্রাইভার বা চালক যাত্রীরূপী জীবকে যথাস্থানে অর্থাৎ রক্ষাপদে নির্দিষ্টে পৌঁছাইয়া দেন।

সামান্য বিষয়ের অপূর্ব মধুর উত্তর শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকারী এবং

উপস্থিত সকলেই পরম আনন্দে মৃদু ও হৃদবাক্ হইলেন। জ্ঞানাজন
স্নিগ্ধ বাক্যগুলি দিব্য জ্ঞানের আলোয় যেন বলমল করিতেছে।

(৯) পতিব্রতার ছায় এক ভাতারী হওয়া হওয়া উচিত
শত ভাতারী নয়।

একদিন সৎসঙ্গে কোন এক জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন ছিল—যদি সকল
দেবতাকেই নিষ্ঠার সহিত উপাসনা করা যায়, তাহা হইলে, দোষ কী ?

মহাত্মা বিনোদপূর্ণ হাস্যে উত্তর দিলেন—না—পতিব্রতার মত এক
ভাতারী হওয়া উচিত—শত ভাতারী নয়। পতিব্রতা নারী যেক্রপ
কেবল মাত্র স্বামীর ভজনা করেন—সেইরূপ শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ
অথবা ভগবান শংকর—যে কোন একটি দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করা
উচিত। বারবণিতাগণই শত ভাতারের ভজনা (স্বার্থের খাতিরে)
করে—পতিব্রতা নারী একমাত্র স্বামীর নিষ্কাম ভজনা করেন। ফল
এই হয় কী—পতিব্রতা নারী প্রাতঃস্মরণীয়া—অপরপক্ষে বারবণিতাগণ
সমাজে নিন্দনীয়।

সেইরূপ মন-বচন ও কর্মের দ্বারা কোন একটি বিশেষ
দেবতার ভজনা করাই প্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয়
যে—একটি বিশেষ দেবতার আরাধনা করিলে অন্য দেবতার প্রতি দ্রোহ
বা অশোভনীয় আচরণ করিতে হইবে। পতিব্রতা নারী যেক্রপ নিজ
স্বামীর সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি যথার্থ
প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন—সেইরূপ কোন এক
বিশেষ দেবতার ভজনা করিলে—অন্যান্য উপাস্য দেবতাগণকে আপন

ইষ্টেৰ পৰম আত্মীয় জ্ঞান কৰতঃ যথাযথ শ্ৰদ্ধা-ভক্তি কৰা উচিত ।
অন্য দেবতা শ্ৰদ্ধাহঁ কিন্তু ইষ্ট দেবতা উপাস্য—প্ৰভেদ একটুকু মাত্ৰ ।

মহাত্মাৰ উত্তৰে প্ৰশ্নকাৰীৰ কল্পনা বিলাস দূৰ হইল এবং
তাঁহাৰ আপন উপাস্য দেবতাৰ চৰণ কমলে অধিকতৰ প্ৰীতি ও
নিষ্ঠাৰ উৎকৰ্ষ হইল ।

কী বিমল জ্ঞান-ভক্তি সন্নিবিষ্ট মহাত্মাৰ সবলীল উত্তৰ ।

(১০) মাঁগনা (ভিক্ষা চাওয়া) দোষনীয়া !

একদিন সংসঙ্গে এক ভক্ত অন্য কোন এক ভক্তকে উদ্দেশ্য
কৰিয়া কথা প্ৰসঙ্গে বলিলেন—মাঁগ না বঢ়া হ্যায়—অৰ্থাৎ
যাঞ্চাব্ৰুতি অতি হেয় প্ৰব্ৰুতি ।

ভক্তটোৰ মূখে এই বাক্যটি শ্ৰবণ কৰিয়াই মহাত্মা বলিয়া উঠিলেন
—ইহাতে আৰ সন্দেহ কী—মাঁগো মত—যাঞ্চা কৰিও না—কাৰণ
যাঞ্চাকাৰীৰ মাঁগ অৰ্থাৎ সৌভাগ্য নষ্ট হয় ।

সভায় উপস্থিত সকলেই মহাত্মাৰ পৰিহাস দীপ্ত মধুৰ বচনে
বিশেষ শিক্ষা লাভ কৰিলেন ।

(১১) সূক্ষ্ম বিচাৰ !

মহাত্মাৰ ধীৰ ও সূক্ষ্ম বিচাৰেৰ সামান্য পৰিচয় স্বৰূপ একটী
কাহিনী নিম্নে দেওয়া হইল ।

অচ্ছদ্গণেৰ মন্দিৰে প্ৰবেশ লইয়া সে সময় সারা ভাৰতে

আন্দোলন চলিতেছে। এই সময় সীতামাড়ীতে জ্ঞানকীর্জী মন্দিরে—অচ্ছৎগগণের প্রবেশাধিকার লইয়া একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। শ্রীমন্দিরের মহাস্তগণ অচ্ছৎগগণকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতে ঘোর বিরোধী এবং যাহারা তাহাদের ন্যায় প্রবেশাধিকার লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন—তাহারা ইহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেন। এই ঘটনা লইয়া সীতামাড়ীতে বেশ একটি হৈ-চৈএর সৃষ্টি হইল—এবং বহু গণ্য-মান্য ভক্তও অচ্ছৎগগণের মন্দিরে প্রবেশাধিকার সমর্থনে—এবং মহাস্তগণের অন্যায় ব্যবহারে কষ্ট হইয়া—মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া দুই পক্ষই মন কষাকষি চলিতে লাগিল এবং বিবাদ দিন-দিন বাড়িয়া যাইতেই লাগিল। অতঃপর একদিন দুই পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সন্ত শিরোমণি মহাত্মা সিয়লালের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিলেন।

মহাত্মার নিকট আসিবার পূর্বেই দুই পক্ষই ঠিক করিয়া আসিয়াছেন যে সিয়লাল এ বিষয়ে যাহা বলিবেন উভয় পক্ষই বিনা বিচারে তাহাই স্বীকার করিবেন।

উভয় পক্ষের কথা শুনিয়ার পর মহাত্মা মৃদু হাস্য মৃদুর বচনে বলিলেন—ইহাতে আর বিবাদের কী আছে? পুরাণ শাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র শ্রীভগবানের যথাক্রমে মৃদু বাহু উরু এবং চরণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে—অচ্ছৎগগণও নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের কোন বিশেষ অংগ হইবে। এই অংগটি হইল গূহ্য-শিক্ষাদি। অতঃপর দুই বিবাদী পক্ষকেই উদ্দেশ্য করতঃ মহাত্মা বলিলেন—এখন আপনাদ্বয় বিচার করিয়া দেখুন—উপরি লিখিত অংগগুলি যাহা—মৃদু, বাহু, উরু ও চরণ উদ্ভূত করিয়া যে কোন লোক মন্দিরে

প্রবেশ করিতে পারেন কিন্তু শিশুনাদি উন্মত্ত করতঃ কেহ মন্দিরে প্রবেশ করেন না বা এইরূপে মন্দিরে প্রবেশ করাও শোভনীয় নহে কারণ ইহা সত্যতার পরিপন্থী ।

পদনরায়, আপনারা বিচার কথিয়া দেখুন—যখন কোন ভক্ত মদ্য, বাহ্য, উষ্ণ ও পদ প্রভৃতি উন্মত্ত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন—তখন অবশ্যই তাহার সহিত শিশুনাদি এক সাথে মন্দিরে প্রবেশ করে—এবং এইরূপভাবে প্রবেশাধিকারে কেহ বাধা দেয় না । সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কেহ যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন—তখন তাহার সাথে সাথে শিশুনাতির প্রতীক অচ্ছদ্বংগণও মন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকে । কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নহে । সুতরাং সনাতন শিষ্ট আচরণই শ্রেষ্ঠ ।

মহাত্মার সন্দর্ভ উত্তরে সকলেই আনন্দিত হইলেন । দুই পক্ষেরই পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব দূর হইল এবং তাহার পরম প্রসন্ন চিত্তে মহাত্মার জয়গান করিতে করিতে আপন আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

(১২) আমি দেশ সেবাই করি ।

সীতামাড়ির প্রসিদ্ধ কংগ্রেসী নেতা শ্রীরামনন্দন সিংহ একদা মহাত্মার প্রতি কটাক্ষপাত করতঃ বলিয়াছিলেন—আপনি দেখি বসিয়া বসিয়া দিনরাত সিয়রাম—সিয়রাম—নাম রটন করেন—কিছু দেশ সেবা করিতে পারেন না ? আপনারাই সারা দেশকে নষ্ট করিতেছেন ।

সহাস্যবদনে মহাত্মা প্রশ্নকারীকে বলিলেন—আমরা (সাধুরা) বরাবরই দেশ সেবা করিয়া থাকি । আপনারা যখন রাজনৈতিক

ছলা-কোণে মানুষের মানুষের মধ্যে ভয়, ঈর্ষা, দ্রোহ প্রভৃতি প্রজালিত করতঃ জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অশান্তি ও দঃখ ক্রেশে দূষিত করিয়া তোলে। আমরা তখন সৰ্ব্ব সৎসমূল পতিত পাবন জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম রূপ সমাধীন দ্বারা পারিপার্শ্বিক দূষিত আবহাওয়া পবিত্র ও সূক্ষ্ম করিয়া থাকি। আপনারা মানুষের মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলিয়া এক অখণ্ড পূর্ণ সত্ত্বাকে টুকরা টুকরা করতঃ নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে দীন মহাত্মাগণ জীবনগত প্রেম-ভক্তি-বৈরাগ্য উপদেশ করতঃ শাস্বত কল্যাণের পথ—পূর্ণানন্দের পথ—আত্মানুভূতির বিমল প্রসাদ—দান করিয়া থাকেন। বৈরাগ্যবান বিবেকীগণই যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করেন—স্বার্থস্বৈৰাণী-উদরম্ভাবী-স্বকল্পিত দেশনেতাগণ কতকগুলি অসত্য এবং অস্বাভাবিক বাক্য দ্বারা জনগণকে নিরস্তর বিভ্রান্ত করিতেছেন।

পুনরায় বিচার করিয়া দেখুন পূজ্য দেশনেতা মহাত্মা গান্ধী নির্দেশিত ভারতবাসীর দৈনিক ছয় পয়সার আহার—একমাত্র সাধুরাই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে মহাত্মাগণ বিনা ভোজনে থাকিয়া দেশের অন্নকষ্ট কথঞ্চিৎ পরিমাণ লাঘব করিয়া থাকেন—এবং অনেক সময় সাধু-সন্তগণের জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিতে দৈনিক ছয় পয়সাও ব্যয় হয় না। দ্বিতীয়তঃ আপনারা যদি আন্দোলন আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে হইতেই সাধু-মহাত্মাগণ একটি মাত্র খন্দের ল্যাংগেট ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সম্যক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিতে পারিবেন যে সাধু-সন্তগণই মৃতপ্রায় জনগণের জীবন—সাধুরাই ভজন পান করিবার জন্য ঈশ্বর এই বিচিত্র সৃষ্টি লীলা অনাদিকাল হইতে করিয়া আসিতেছেন।

মহাত্মার শ্রীমদুখ নিঃসৃত আনন্দ ও বৈরাগ্যাদীপ্ত অপূৰ্ণ জ্ঞানামৃত পান করতঃ দেশনেতা শ্রীসিংহ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহাত্মার দিব্য চিন্ময় বাণীর স্পর্শে রামনন্দনের যেন মোহনিদ্রার অবসান হইল—এবং মহাত্মার প্রতি আগন্তুকের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হইল। অতঃপর তিনি মাঝে মাঝে মহাত্মার সঙ্গ করতঃ দিব্যানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। যে মহাত্মাকে একদিন শ্রীসিংহ বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করিতেন—ভবিষ্যৎ জীবনে—সেই মধুর বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মার মধুর মৃতি তিনি সদাই ধ্যান করিতেন।

গত ইং ১৯৪২ সালের ‘ভারত-ছাড়’ আন্দোলনে শ্রীরামনন্দনের নয়মাস কাল কারাবাস লাভ হয়। কারাবাসের কষ্টের কথা জানাইয়া শ্রীসিংহ মহাত্মাকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। মহাত্মা অপূৰ্ণ ছন্দবদ্ধ ভাষায় সেই চিঠির উত্তর প্রদান করেন। মহাত্মা শ্রীসিংহকে লিখিয়াছিলেন—এ বেটা তুমি মাথা নীচু এবং পা উঁচু করিয়া দীর্ঘ দশমাস দশদিন কাল প্রাণান্তকর মাতৃ গর্ভে আনন্দে বাস করিয়া আসিয়াছ—এবং ভগবৎ ভজন বিনা সারাজীবন কয়েদী হইয়া কষ্ট পাইতেছে—মুক্তি লাভের কোন প্রচেষ্টা নাই। সে কষ্টের তুলনায় এ নয়মাসের কারাবাস অতি সামান্য। ধৈর্য ধারণ করো—তোমার শীঘ্রই মুক্তি লাভ হইবে।

সত্যসত্যই মহাত্মার ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল। শ্রীসিংহ অল্প কিছুদিনের মধ্যে কারাবাস হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। মহাত্মা সামান্য কথায় যে উপদেশ দান করিলেন—তাহার তুলনা নাই।

(১৩) আমি আমার বাদশাহের জয়গান করিতেছি।

ইং ১৯৩৫ সালে বিহার ভূমিকম্পের কয়েক দিন পূর্বেকার একটি

ঘটনা। মহাত্মা তখন সীতামাড়িতে ছিলেন। সীতামাড়িতে সেই সময় এক ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তাঁহার আন্তানুযায়ী সারা সপ্তাহে রাতি দশটা হইতে পরদিন সকাল ছয়টা অবধি গান বাজনা কীর্ত্তনাদি করা নিষিদ্ধ ছিল।

মহাত্মার আগ্রহ ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলা হইতে সামান্য দূরে। মহাত্মা প্রত্যহ রাত তিনটায় আগ্রহের ছাদে উঠিয়া বৈখরী তানে জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম কীর্ত্তন করিতেন এবং ভোর চারিটা হইতে খোল-করতাল প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে ভক্তগণ সহ জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নামের সমবেত ভজন করিতেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মহাত্মা নিত্য-নিয়ম হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত না হইয়া রাত তিনটা হইতে সিয়রাম নামের বৈখরী কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন এবং রাজ আন্তা পালন না করা হেতু ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বেলা দশটার সময় মহাত্মাকে উপস্থিত হইবার আদেশ সহ এক পুলিশ অতি প্রত্যাশেই আগ্রহে আসিয়া হাজির হইল।

মহাত্মা—ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের বিরাগভাজন হওয়ায়—আগ্রহের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ বড় অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কোপানল এবং নিগ্রহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কত লোক মহাত্মাকে অন্যত্র ক্যেথাও চলিয়া যাইতে বলিলেন।

মহাত্মার কিংকর্ত্ত্ব কোনরূপ চিন্তা নাই। ভক্তবৃন্দকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন—তোমাদের কোন ভয় নাই—আমার কিছুই হইবে না—আমি আগামী কল্য যথাসময়ে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইব।

পরদিন দশটার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বহু নরনারীর ভীড় হইয়াছে।

সাক্ষাৎ দিব্য ভগবৎস্বরূপ—শ্রীভিলক শোভিত—পীতবাস পরিহিত—
আনন্দময় মহাত্মার বিচার। আদালতে ইহার পদার্থে একপ কৌতুক
কখন হয় নাই।

যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সিয়লালের প্রতি
কটাক্ষ করিয়া ঝাঁঝালো সুরে প্রশ্ন করিলেন—তুমি আমার আইন
অমান্য করিয়া রাতে হৈ-চৈ করিতেছিলে কেন?

মহাত্মা অভয় মূদ্রায় সাহেবের ন্যায় একই প্রকারে উত্তর দিলেন—
আজ্ঞে না সাহেব! আমি আমার বাদশাহের (শ্রীরামের) জয়গান
করিতেছিলাম।

সাহেব সিয়লালের উত্তর শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন—ও তুমি
আমার বাদশাহের জয়গান করিতেছিলে? তবে তো তুমি খৃষ্ট ভাল
লোক দেখিতেছি—বেশ, বেশ তোমার কোন ভয় নাই—তোমার যখন
যাহা প্রয়োজন হয় আমায় বলিবে—আমি তোমার ওপর বড় প্রসন্ন
হইলাম।

অধীর আগ্রহান্বিত ভয় ব্যাকুল জনতা মহাত্মার মধুর অভয়-
ব্যাঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া এবং অপদূর্ব্ব অনবদ্য উত্তর শুনিয়া আনন্দে
স্থির হইয়া গেল। মহাত্মা, অতঃপর, জয় সিয়রাম নাম রটন
করিতে করিতে মহানন্দে নিজাশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

(১৪) ঈশ্বর এক না অনেক ?

কোন এক বিদ্যার্থী একদা মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—
ঈশ্বর এক না অনেক? যদি ঈশ্বর এক হন তাহা হইলে মহাত্মাগণ
কেন রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি নানা মূর্ত্তির উপাসনা করেন?

অপর পক্ষে ঈশ্বর যদি বহু হন—তাহা হইলে—একমেবম্বিতীয়ঃ নেহ নাস্তিকিঞ্চিন—অর্থাৎ ব্রহ্ম এক এবং অম্বিতীয় এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই—এই শ্রুতি বাক্য অসত্য হয় ।

মহাত্মা মধুর স্মিত হাস্যে বলিলেন—ঈশ্বর নিঃসন্দেহ একই কিন্তু তিনি বিভিন্ন নাম-রূপে—বিভিন্ন অবয়বে—অশ্রুতকর্ম্ম নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন । লীলাস্ফুট কারণে একের বহু হওয়াই ধর্ম্ম—যে রূপ একই ব্যক্তি কাহারও পিতা—কাহারও কাকা—কাহারও মামা—কাহারও দাদা এবং উকীল হইলে উকীলবাবু—জমিদার হইলে জমিদারবাবু—ইত্যাদি নামরূপে পরিচিত হইয়াও নিঃসন্দেহ একই থাকেন—সেইরূপ অনন্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়ন্তা এক অম্বয়া সন্তান অনন্ত নামরূপে জনমন রঞ্জন করিয়া এক অখণ্ড সন্তান্য বিরাজ করেন । এই কথা ধ্বনিত করিয়া ভক্ত কবি তুলসীদাস বলিতেছেন—

রাম অনন্ত অনন্ত গুণ অমিত কথা বিস্তার ।

গুনি আচরঙ্গ ন মানিহি জিন্হে বিমল বিচার ॥

শ্রীরাম অনন্ত—তাহার লীলা অনন্ত এবং রাম কথা অর্থাৎ রামায়ণ অনন্ত । একই ভগবানের অনন্ত নাম-রূপ-লীলা ধামের কথা শুনিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন বিবেকী কখনও আশ্চর্য্য হয়েন না ।

এই কারণে বেদ বলেন—একং সদ্ বহুধা বিপ্রা বদন্তি—এক সৎ বস্তুকে বেদবিজ্ঞগণ বহু নামরূপের দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন ।

মহাত্মার প্রেমানন্দময় বচনামৃত পান করিয়া জিজ্ঞাসুর মোহান্ধ-
কার দূর হইল ।

(১৫) সবসে আচ্ছা জয় সিয়রাম ।

একবার কয়েকজন শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত মহাত্মার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন—

আপনি বেদ-শাস্ত্র-গীতা-ভাগবৎ প্রভৃতি সদগ্রন্থের চর্চা না করিয়া কেবলমাত্র সিয়রাম নাম রটন করেন কেন ? আর্ষ গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে যথার্থ জ্ঞান লাভ কী রূপে হইবে ?

মহাত্মা সর্বজ্ঞান ও গুণাধার হইয়াও অবিচল ভগবৎ নামাশ্রয়ী । শ্রীগুরু কৃপায় নিরন্তর ভগবৎ নাম রটন করিয়া শ্রীনাম রহস্যমূর্তের কিঞ্চিৎ পান করিয়াছেন এবং তাহারই প্রভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি প্রসঙ্গ সমন্বিত বহু সদগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । পরমহংস বাল-ব্রহ্মচারী-সিদ্ধ-মহাকবি—সিয়লাল—শ্রীনামমহারাজের অশেষ কৃপা করুণায় অবগত হইয়াছেন যে একমাত্র ভগবৎ নামেই জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রেম ও ভক্তি কুটে কুটে ভরা আছে । যথার্থ নাম জাপক শ্রীগুরু কৃপায় তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

সিয়লাল সেই স্নাতকের তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ শ্রীসীতারাম নাম অনন্য শতক গ্রন্থ রচনা করিলেন এবং পরদিন তাঁহারা পুনরায় আসিলে পর উক্ত গ্রন্থ হইতে প্রথম পদটি উদ্ধৃত করিয়া ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে বলিলেন—

জপ তপ সংযম নেম অপারণি কিয়ৈ কঠিন ব্রত তীর্থ ধাম ।

নৃত্যগান বিজ্ঞান ধ্যান বহু করি দেখে অভ্যাস তমাম ॥

দান ধর্ম শুভকর্ম কমাই করি করি বিতয়ো জগ্ন ললাম ।

প্রেমলতা পৈ সব বিধি পায়ৈ সবতে আচ্ছৈ জয় সিয়রাম ॥

মীন, বরাহ, কমঠ, নরহরি, বলি, বামন, রাম, কৃষ্ণ, ঘনশ্যাম ।
বৌদ্ধ, কঙ্কী, ব্যাস, পৃথুহরি, হংস, ধন্বন্তরি হরগ্রীব নাম ॥
যক্ষ, ঋষভ, ধ্রুব, ধেমু, ধন্বন্তরি, বজ্রী, কপিল সনক জিতকাম ।
প্রেমলতা পৈ সব বিধি পায়ে সবতে আছে জয় সিয়রাম ॥

সেতুবন্ধ, রমেশ্বর ত্রপ্তী, লহিমন বালা জী সরনাম ।
শ্রীজগদীশ্বর পূজনীয় জগ গঙ্গা সাগর সমুদ্র গ্রাম ॥
পশুপতি শঙ্কর মুক্তি নারায়ণ শ্রীরণছোর দ্বারিকা ধাম ।
প্রেমলতা পৈ সব বিধি পায়ে সবতে আছে জয় সিয়রাম ॥

তপুর্কুণ্ড গঙ্গোত্তরি ধারা হরিদ্বার কেদার ললাম ।
মান-সরোবর পম্পাসর শ্রীলহিমন বুলা কঠিম সূঠাম ॥
গিরি শুমেরু কৈলাস হিমাচল বিদ্যাচল আদিক অভিরাম ।
প্রেমলতা পৈ সব বিধি পায়ে সযেত আছে জয় সিয়রাম ॥

কাশীপুরী অযোধ্যা মিথিলা মথুরা চিত্রকূট প্রদ কাম ।
রামরাজ শ্রীবিষ্ণু কাঙ্কী পদ্মনাভ উজ্জয়িনী ললাম ॥
নিমিষারণ্য সু-কুরুক্ষেত্র কল গোদাবরী হরণ অঘধাম ।
প্রেমলতা পৈ সব বিধি পায়ে সবতে আছে জয় সিয়রাম ॥

মন্দোদরী, অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী, তারা, আদি সুধাম ।
কামধেনু সুরভোগ কল্কতরু সুখদ পদারথ অপর তমাম ।
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ অমরপুর আনন্দনগর গায়ত্রী শ্রুতি সাম ।
প্রেমলতা পৈ সব বিধি পায়ে সবতে আছে জয় সিয়রাম ॥

যোগ, সাধনা, জাহ্নু, টোমা, মৌন, তপস্যা বন আরাম ।
রবি, শশী, গ্রহ, নক্ষত্র, লগন, দিন, নিগমাগম বুধজন বিশ্রাম
ভূত, প্রেত, সুর, সাধু, সিদ্ধ, মুনি, দেখেউ বিধি সিধি বিজ্ঞাধাম ।
প্রেমমলতা পৈ সব বিধিপায়ে সবতে আছে জয় সিসরাম ॥

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, ষড়্ দর্শন, অবধূত অঠাম ।
মতবাদী, বহু বেশ, সম্প্রদা, দেখেউ মারগ দাহিন বাম ॥
কর্ম, উপাসন, জ্ঞানকাণ্ড, তিহুঁ ফিরি করতব কিয়ে বশুধাম ।
প্রেমমলতা পৈ সব বিধি পায়ে সবতে আছে জয় সিসরাম ॥

নির্মলসর বিমল সন্তোষধীঃ মহাশ্যার কণ্ঠে ভগবৎ নাম গুণগ্রাম
মধুর দিব্যভাবে কীর্ণিত হইল । সন্ত কুপায় আত্মাভিমानी পন্ডি-
ত-গণের হৃদয়ে শ্রীনাথ মহারাজের কথকিত মাহাত্ম্য প্রবেশ করিয়াছে এবং
তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তাহারা বুদ্ধিতে পারিলেন—

ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং জপঃ ।
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশং তপঃ ॥
ন নাম সদৃশং তীর্থং ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ।
ন নাম সদৃশী মুক্তির্ন নাম সদৃশঃ প্রভুঃ ॥
যে গৃহস্থি সদা নাম ত এব জিত-বড়গুণাঃ ॥

অর্থাৎ ভগবৎ নাম সদৃশ ধ্যান নাই, জপ নাই, ত্যাগ নাই, জপ
নাই তীর্থ নাই, জ্ঞান নাই, মুক্তি নাই, প্রভু নাই । যিনি নিরন্তর
ভগবৎ নাম কীর্ণন করেন—তিনি সর্ব গুণাধার হইবেন ।

অতঃপর তাঁহার প্রণতচিত্তে আশ্রিত জিহ্বাসদৃশ ন্যায় মহাত্মার নিকট সিয়রাম ও সীতারাম নামের মধ্যে পার্থক্য কী তাহা সম্যক রূপে উপদেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সিয়রাম সরস নয়নে ও মধুর কণ্ঠে তাঁহাদের কৌতুহল নিরসনার্থে বলিলেন—

সীতারাম ও সিয়রাম নামে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই—সীতারাম ও সিয়রাম নাম একই বস্তু নির্দেশক—কেবলমাত্র ভজন পার্থক্যে এই দুয়ের মধ্যে কিছু ভেদ গণনা করা হইয়া থাকে।

শ্রীসীতারাম নামটি যদুগল-সরকারের ঐশ্বর্য্যবাচক নাম এবং অপরটি সিয়রাম নাম ভগবানের মাধুর্য্যবাচক শব্দ। গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার শ্রীরামচরিতমানসে যেখানেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যের দ্যোতনা করিয়াছেন, সেইখানেই সীতারাম নামটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং যত্র যত্র মাধুর্য্য রসের অবতারণা করিয়াছেন সেইখানেই সিয়রাম নাম গাহিয়াছেন।

বৈষ্ণব সন্তগণ মধুর রসের উপাসক—মধুর রস কাহার না ভাল লাগে—কেবলমাত্র এই কারণেই শব্দ ‘মাতা’ বা ‘অম্বা’ শব্দ ব্যবহার না করিয়া মধুর ‘মা’ বা ‘মাইয়া’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণেই দীপাবলীকে ‘দিয়ালী’ বলা হইয়া থাকে—‘কৃষ্ণকে কানাই বা ‘রাধা’কে রাঙ্গি—বলিয়া ডাকা হইয়া থাকে।

এতব্যতীত, সীতা, অবনীজা, জনকনন্দিনী প্রভৃতি নাম সম্বন্ধ রহিত নহে,—এই সকল নামগুলি বিশেষ কোন পাত্রীকে বদ্বাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ রঘুপতি, দশরথনন্দন, অবশেষকুমার—কোন ব্যক্তি বিশেষকে বদ্বাইবার জন্য বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ‘সিয়া’ অথবা ‘রাম’—এই নাম দুইটি নাম সম্পর্কশূন্য—এবং বিশেষ কোন

পাত্র বা পাত্রীকে নিরূপিত করে না এবং এই দুই অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ-
শূন্য—সম্বন্ধবদ্বিত পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ—নামের মিলনে যে মধুর
সিয়রাম শব্দটি সিদ্ধ হয়—তাহা পরাৎপর, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, অজ,
অনাদি, অব্যক্ত, ভক্তমনরঞ্জনকারী, প্রণতপাল, এক, অবিশেষ, অখণ্ড,
নিগূঢ় ‘রামে’র লীলাসৌকর্য্যে সগুণ আনন্দময় অভেদ মৈবত প্রকাশ ।

তৃতীয়তঃ ‘সীতারাম’ মহামন্ত্রটি উচ্চারণ দোষদৃষ্ট হইলে—

সীতারাম—এবং নামজাপক যখন দ্রুতগতিতে নাম রটন করেন তখন
সীতারাম শব্দটি যথাক্রমে, সিতারাম, সিতরাম, সীতরাম প্রভৃতি নামে
উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে নাম রটনের সমগ্র ফল নষ্ট
হয় । মন্ত্রের অশুদ্ধ উচ্চারণ ফলে—মন্ত্র ইন্দ্রের মৃত্যুর কারণ না
হইয়া যে ব্রহ্মাসূত্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল তাহা সূখী পাঠকের
তাহা অজানা নহে, কিন্তু সিয়রাম শব্দটি সিয়রাম, সিয়্যারাম,
সীয়রাম, সীয়্যারাম—এই চারিপ্রকারের মধ্যে যে কোন প্রকারেই উচ্চারিত
হউক না কেন—তাহার দ্বারা নাম (বীজ রহিত মন্ত্র) কোন প্রকারে
দৃষ্ট হইবেন না এবং জাপক জপের সমগ্র ফল লাভ করিবেন ।

বস্তুতঃ তুলসীদাস তাহার জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি ত্রিবেণী সঙ্গম স্বরূপ
‘মানস রামায়ণে’ উপরি লিখিত চারি প্রকারের বানানই ব্যবহার
করিয়াছেন ।

চতুর্থতঃ ঘাঁহারা সংখ্যা জপ করেন—তাঁহারা এক ঘণ্টার সাত
হাজার মত সীতারাম নাম জপ করিবেন অপরপক্ষে ঐ সময়েই প্রায় নয়
হাজার মত সিয়রাম নাম জপ হইয়া থাকে ।

এই সকল কারণগুলি সম্যক বিচার করিলে সীতারাম নাম অপেক্ষা
সিয়রাম নামের সরসতা ও মধুরতা ও উৎকর্ষতা সহজেই উপলব্ধ
হইবে ।

অতঃপর সিয়রাম সমাগত পণ্ডিতগণের সৰ্ব্ব ভ্রম নিরসন করতঃ
ভাববিহীন কণ্ঠে তাঁহার জীবনের অন্তিম উপদেশ প্রদান করিয়া
বলিলেন—

জিইয়ে হলাহল পান করি মরৈ পিয়ত অমিমুরি ।
যুগল নাম বিহু তদপি কলি প্রেমলতা গতি দূরি ॥
পানি ম'হ পাবক লাগৈ পশ্চিম উগহি ভাহু ।
তদপি কঠিন সিয়রাম বিহু প্রেমলতা গতি জাহু ॥
তরু ধায়ৈ, বাপী উড়ৈ, খর শির জমৈ বিঘাণ ।
নাম রটে বিহু সুগতি কলি দুর্লভ প্রেমলতান ॥
মুনা বাঁচে বেদ অরু বানর ছায়ৈ গেহ ।
প্রেমলতা, কলি নাম বিহু, সুগতি হোই সন্দেহ ॥
মোম তুরঙ্গ চড়ি তুলগিরি অনলহি জীতৈ জঙ্গ ।
প্রেমলতা, গতি নাম বিহু, ইহ আশ্চর্য্য প্রসঙ্গ ॥
জুটী পাতরি চাটি বরু ভরে পেট গজরাজ ।
প্রেমলতা গতি অগম পৈ, নাম বিহু সুখ সাজ ॥

কী অপূৰ্ব্ভ ভগবৎ নাম মহিমা কীৰ্ত্তন—এই ধরাতলে সৰ্ব্ব প্রকার
অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, হলাহল পান করিয়া বাঁচা হয়তো সম্ভব
হইতে পারে এবং অমৃত খাইয়া মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু নাম বিনা
কলিতে কখনও সুগতি লাভ হয় না ।

সাগরের জলরাশিতে অগ্নি লাগিতে পারে, সূর্য্য পশ্চিমে উদিত
হইতে পারে কিন্তু তদাপি সিয়রাম নাম বিনা জীবের আর কলিতে
অন্য গতি নাই ।

বৃক্ষ ধাবমান হইতে পারে, কুপ উড়িতে পারে এবং গাধার শিং হইতে পারে কিন্তু এই কয়াল কলিতে জীবের সিয়রাম নাম বিনা অন্য গতি নাই ।

ইন্দুর বেদ বিক্রয় করিতে পারে, বানর গৃহ ছাইতে পারে (বানর কখনও তাহার গৃহ প্রস্তুত করে না) কিন্তু সিয়রাম নাম বিনা জীবের সুখ লাভ করিবার আর কোন অন্য অবলম্বন নাই ।

মোমের ঘোড়ায় চড়িয়া তুলার পাহাড় অনলের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলে অগ্নি হইতে বাঁচিতে পারে কিন্তু সিয়রাম নাম বিনা জীবের বাঁচিবার আর কোন উপায় নাই ।

শব্দক পাথর চাটিয়া গজরাজের পেট ভরিতে পারে কিন্তু এই সংসারে সিয়রাম নাম বিনা অন্য কোন সুখের স্থান নাই ।

মহাত্মার অপূৰ্ণ ভাষণে পণ্ডিতগণের জ্ঞান নেত্র খুলিল । তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহাদের সম্বৰ্জ্ঞানার্জন কেবলমাত্র শ্রমে পরিণত হইয়াছে—যথার্থ বস্তু জ্ঞান কিছুই হয় নাই । বস্তুজ্ঞান অর্থাৎ এক অম্বিতীয় সত্যের উপলব্ধি হইলে—কস্ম-জ্ঞান-যোগ ইত্যাদি অন্যান্য বিভূতি সকল স্বতঃ সিদ্ধ হয়—বস্তু জ্ঞান ব্যতিরেকে কেহ যথার্থ পণ্ডিত নহেন—ধর্মশাস্ত্র পড়িয়া কেহ সম্বৰ্জ্ঞ হইতে পারেন না । আপন হৃদয়গৃহায় যে মহামণি লুপ্তায়িত আছে তাহার সম্বন্ধ লাভ করিলে—আর কোন অন্য প্রকাশের প্রয়োজন হয় না । শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞান—এই মহামণির অব্যবহায়ে সহায়তা করে—একবার এই রত্নরাজির সম্বন্ধ পাইলে আর কোন দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন নাই । মহাত্মার কৃপা-করুণায় ও সংসঙ্গ প্রভাবে পণ্ডিতগণ বুঝিলেন—

রাম নাম পর ব্রহ্ম ছরারাম্যং ছরান্নাম্ ।

সাধ্যং চ সুলভং নীত্যং প্রেম-সম্পন্নমানসে ॥

ঋতি-স্মৃতি-পুরাণানি নাম নানী চ সংস্থিতম্ ।

যথৈব লোকেষু স্পষ্টং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

স্মরণং রাম নামন্ত যৎ সুখং ন লভেন্নর ।

তৎ সুখং খেগতং পুণ্যং বক্ষ্যাপুত্রমিবাস্তুতম্ ॥

অর্থাৎ খল ও কুতর্কবাদীর পক্ষে রাম নাম দূরারাম্য এবং প্রেম সম্পন্ন মানসের সুলভ ও দূসাধ্য । শ্রুতি, স্মৃতি—সকলেই—সূত্রে মণিগণার ন্যায়—রাম নামে সংস্থিত । জীব প্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা যে সুখ প্রাপ্ত না হয় সে সুখ আকাশ কুসুম ও বস্ত্র্য পত্রের ন্যায় অলীক—তাহার কোন অস্তিত্ব নাই ।

কোন শাস্ত্র পাঠ করিবার পূর্বে মহাত্মা সকলেই বার বৎসর কাল নিরন্তর ভগবৎ নাম রটন করিতে উপদেশ করিতেন ।

নাম রসিক সন্ত বদ্বিতেন যে নিরন্তর বার বৎসরকাল ভগবৎ নাম রটন করিবার পর শ্রুতি-স্মৃতি ও উপনিষদের সত্যগুলি আপনিই সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবেন ।

বস্তৃত গ্রীণাম রসামৃত পান ব্যতিরেকে সর্ষ সাধন বৃথা । সর্ষ কন্ম-সর্ষ যোগ গ্রীণাম রসামৃতসিদ্ধিতে লয় পায় । যতদিন না কন্ম-স্তান—পাণ্ডিত্য রূপ ছোট ছোট নদীগুলি নামামৃত সিদ্ধিতে আগ্রয় লাভ করিল—ততদিন তাহাদের আর শান্তি নাই ।

ইতি প্রেমলতা-চরিত-সুধায়াম্ বিমল বিবেকঃ সম্পাদনঃ

পঞ্চমঃ স্তবকঃ সমাপ্তঃ ।

ষষ্ঠ উবক

শ্রীসাকেত যাত্রা :

মঞ্জলাচরণ :—

নীলাশুভ্রশ্যামল কোমলাঙ্গং সীতাসমারোপিতবামভাগম্ ।
পাণৌ মহাসায়কচাক্ষুণ্যং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ॥

সত্যং সেব্যং শুরৈশ্চৈবিশিহরহরিভিঃ স্বর্গপালাস্তকৈকম্ ।
বন্দে নিত্যং বরেণ্যং গিরিবরবপুষাং রামদূতং কপীন্দ্রম্ ॥

জড় চেতন জগ জীব যত সকল রামময় জানি ।
বন্দউ সবকে পদকমল সদা জোরি যুগ পাণি ॥

মহাত্মার নরলীলা প্রায় শেষ হইয়াছে । শ্রীসাকেতধামে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় আসিয়াছে । এই সংসার বিদেশে প্রোষিত ভক্তিকার ন্যায় নিরবধি কান্ত বিরহ সহ্য করিয়াছেন । তাঁহার উপর যে সরকারী আস্থা ছিল—তাহা তিনি অতি সদ্‌স্বভাবে পালন করিয়াছেন এইবার মহামানবের লীলা সম্বরণ ।

মহাত্মার দেদীপ্যমান জীবন বক্তিকার প্রতি দৃকপাত করিতে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার যে সহস্রমুখী ধারাগুণি নয়নপথে পতিত হয় সরস প্রেমে তাহা সংকলিত করিলে সংক্ষেপে বলিতে হয় যে

তিনি জন্মাবধি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন হেতু—সর্বত্র বাল-ব্রহ্মচারী এবং সর্ববিষয় বঞ্চিত বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী হওয়ায় তিনি পরমহংস নামে সুপরিচিত—প্রধানতঃ মিথিলা, কাশী, অযোধ্যা ও চিত্রকূট—এই চারিধামে—সুদমধুর ভগবৎ নাম—জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নামধ্বনির প্রচার হেতু—তিনি এই অঞ্চলে জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম ধ্বনির প্রচারক বা 'সিয়রাম বাবা' নামে সুবিদিত । এতদ্ব্যতীত শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম, তথা নাম-রূপ-লীলা ধাম ও ভজন রহস্য সম্বন্ধে ও শ্রীসম্প্রদায়পুষ্ঠ বিশিষ্টাশ্বেতবাদের সুদমধুর আলোচনা ও তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্বত ধর্ম পুস্তক রচনা করেন—সেই হেতু শ্রীবৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ও ধর্ম প্রচারক হিসাবে বিখ্যাত হইয়াছেন ।

মহাত্মা ষট সম্পত্তি যথা সম-দম উপরতি-তিতিক্ষা-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং ষট শরণাপতি

যথা।—

সংগ্রহ প্রভু অমুকুল কর প্রতিকূলহি কর ত্যাগ ।

গোপত্রস্ত্ব সব ম'হ রসে রক্ষহি সেই বড় ভাগ ॥

কারপণ্যতা দোষ নিজ প্রভু সন কঠৈ বখানি ।

আত্ম নিবেদন আত্ম নিজ, অর্পৈ সিয়বর পানি ॥

অর্থাৎ প্রভুর ভজনানুকূল বস্তুবর সংগ্রহ প্রতিকূল বস্তুবর ত্যাগ—গোপত্র ইব প্রভু সর্বত্র বিরাজমান—প্রভুর রক্ষায় পূর্ণ বিশ্বাস কার্পণ্যতা ও আত্মনিবেদন—তথা ম্বাদশ-ভক্তি, অর্থপশুক অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপ, পরমাত্মা প্রাপ্তির উপায়, প্রাপ্তির ফল, এবং প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়ের স্বরূপ—রহস্যত্রয়ী, তত্ত্ব ত্রয়—

শৃংগারাদি পঞ্চরস—ত্রিপাদ বিভূতি—প্রভুর নাম-রূপ-লীলাধাম
রহস্যের—তথা রেচক-পূরক কুম্ভকাদির ধ্যান-ক্রিয়া ও বৈষ্ণব তন্ত্রের
অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভজনের সূরসিক জ্ঞাতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত
তিনি অম্বিতীয় কবি ও সূরসিক বক্তা ছিলেন।

দীর্ঘ ছাপান্ন বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় মহাত্মা রতী ছিলেন।
তাহার ভোজন শয়নের কোনরূপ ঠিক ছিল না—বহুদিন বিনা ভোজনে
কালান্তিপাত করিয়াছেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় বৃক্ষতলে
কাটাইয়াছেন। কাল-মন-বাক্যে তিনি পূর্ণ অহিংস ছিলেন এবং
তাহার অহিংসা বলের নিকট হিংস্র শব্দপদ সকল স্বধর্ম পরিচ্যায়
করিত। যথার্থই ‘অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসম্মিধৌ বৈরত্যাগঃ’—এই
মহাবাগীর—তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

প্রায় ছয়শত পঞ্চাশ জন ভাগ্যবান মহাত্মা তাহার কৃপা লাভে ধন্য
হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ জন সম্বন্ধ পত্র বা
গুরু প্রণালী লাভ করিয়াছেন। পরম বিরক্ত তরুণ-তারুণ আত্মজ্ঞানী
তত্ত্বদর্শী শিষ্যের সংখ্যা—প্রায় পঞ্চাশ হইবে।

মহাত্মার আনন্দ লীলা প্রায় সম্পূর্ণ—এবার তিনি স্বদেশে স্বামী
সেবা সুখ লাভ করিবেন। শ্রীসাকেত পদ্বী তাহার স্বামীর
নিত্যধাম। যুগল সরকার শ্রীসীতারাম এই সাকেত ধামে আনন্দ
লীলায় মগ্ন—এবং শ্রীজানকীজীর সুখ বর্ধন হেতু—অনন্ত সৃষ্টি
স্থিতি ও লয়ের লীলা নাটক—অবতারীগণের ভূ-ভার হরণ—ভক্ত
গণের প্রেমের ভজন—যুগ যুগ ধরিয়া আচরিত হইয়া থাকে।

একমাত্র সংকুপা প্রাপ্ত প্রেমাঞ্জন দৃষ্টিতে সাকেত পদ্বী অনুভব
করা যায়। অনন্ত ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়ী এই সাকেত পদ্বী।

কার্য্য বিশেষে মহাত্মার বিদেশ ভ্রমণ শেষ হইয়াছে—এইবারে

স্বদেশে ফিরিবেন। তাহার জন্য সময় থাকিতে সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাকে যাহা দিবার তাহা দিতে হইবে—যাহাকে যাহা বলিবার—তাহা সময় থাকিতে বলিতে হইবে।

ভক্তগণ এই সময় মহাত্মার আর এক নতুন দিকের পরিচয় পাইলেন। কথা-বাত্তায়—মহাত্মা—ভক্তগণের নিকট এই সময় প্রায় বলিতেন—শরীরের আর বিশেষ ঠিক নাই—শরীর এইবার ত্যাগ করিব।

বিচার করিয়া দেখিলে বদ্বিধিতে পারা যাইবে—ইহাও মহাত্মার ভক্তগণের প্রতি এক বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন—মহাত্মার লীলা সম্বরণে ভক্তগণ যাহাতে হঠাৎ তাঁর আঘাত প্রাপ্ত না হন—যাহাতে তাঁহারা এই অমিত বিরহে মূহ্যমান না হন—তাহার জন্য পূর্বে হইতে ভক্ত মনের প্রস্তুতি করণ। অপূর্বে শ্রীবৈষ্ণবের ভক্ত বাৎসল্য।

ইং ১৯৪১ খৃঃ অব্দে শ্রীরাম নবমীর দিনে মহাত্মা মনে মনে—এই তনু ত্যাগ করিবেন—বলিয়া স্থির করিলেন এবং এই সময় হইতে তিনি ভক্তগণকে এই বিষয়ে পত্রে সন্স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করিতেন। সেইবার শ্রীসীতা নবমীর দিন সীতামাড়িতে অনেক ভক্তের সমাগম হইল—সকলেই মহাত্মাকে দর্শন-স্পর্শন করতঃ ধন্যাতিধন্য হইলেন এবং সকলেই পদ্মনরায় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে শ্রীঝুলন পূর্ণিমা উৎসবে মহাত্মার দর্শন সৌভাগ্য কামনা করিয়া আপন আপন ইচ্ছা প্রগট করিলেন। মহাত্মা সকলকেই সন্মুখ হৃদয়ে হাস্যে বলিলেন—যদি শরীর থাকে তাহা হইলে অবশ্যই দর্শন পাইবে।

মহাত্মার মূখে ভক্তগণ কখনও এইরূপ অনিশ্চয়াত্মক বাণী শ্রবণে নাই। তাঁহারা এই কথার মধ্যে এক নিগূঢ় বিরহের উদাস সুরের আভাস পাইলেন। পরম স্নেহের আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কায়—কত ভক্ত নরনারী নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মার—অতি প্রেমী ভক্ত—শ্রীরঘুবীর শরণ (উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীউষানাথ মদুখোপাধ্যায়) হাসিতে হাসিতে মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সরকার ! বলুন—কে আগে সাক্ষেত যাত্রা করিবেন—আপনি—না আমি ?

শ্রীরঘুবীর শরণ পুনরায় বলিলেন—আপনি যাহাই বলুন—আমি আপনার পদুর্ধ্ব সাক্ষেত যাত্রা করিব । আমি সেথায় পাদ্য-অর্ঘ্য-পূজা-নৈবেদ্য-ধূপ-দীপ-আরতি-আসন-ভূষণ অলংকারাদি লইয়া জীবননাথকে বরণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিব । সদৃশবকের কী করুণ মিনতি !

প্রিয় সেবকের আত্মনিবেদাত্মক বাণী শুনিয়া কোন উত্তর না দিয়া মহাত্মা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন । তাঁহার চোখ দুইটি তখন ভক্তের প্রতি করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছে—শ্রীমুখে প্রকাশ পাইয়াছে—ভক্তের অকাম সেবায় পূর্ণ সন্তোষ—বাহুস্বয় যেন প্রসারিত হইয়া ভক্তকে বক্ষে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যাকুল !

অবশেষে ভক্তগণ একে একে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

ইহার প্রায় মাস দেড়েক পরে ইং ২২-৭-৪১ সালে মঙ্গলবার শ্রাবণী কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর দিন মহাত্মা সীতামাড়ি হইতে শ্রীকৃন্দলন পুণ্ড্রিমা উপলক্ষে অযোধ্যাধামে যাত্রা করিলেন । অন্যান্য বারের ন্যায় এবারে তিনি আর বিশেষ কোন শিষ্যকে সঙ্গে লইলেন না—কেবলমাত্র শ্রীসীতারাম শরণ নামে এক প্রিয় শিষ্য তাঁহার সঙ্গে চলিলেন ।

এবারকার যাত্রা একটু বিচিত্র । সবই যেন কীরূপ একটু খাপছাড়া—কীরূপ যেন বেসরো । তাঁহার সঙ্গের চিরসাথী—পঞ্চমালা ও মৃগচর্ম—সেখানেই পড়িয়া রহিল—কী জানি কেন তিনি আর সঙ্গে লইলেন না । মহাত্মা বুদ্ধিতে পারিয়াছেন—সবই যখন ছাড়িয়া .

যাইতে হইবে—তখন এ সকল বস্তুর প্রতি আর অধিক মমতা কেন !
যাইবার সময় স্বজাতি মহাত্মা বৃন্দেদের সহিত পৃথক পৃথক দেখা করিয়া
সকলকে করজোড়ে বলিলেন—আমি যাইতেছি—আশ্রমটিকে দেখিবেন ।

মহাত্মাগণ প্রেমলতার কথায় কীরূপ একটি যেন করুণ সুরের
ইঙ্গিত পাইলেন । প্রেমলতাজী সিংহ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন—এবং বল-বুদ্ধি-দীপ্তি ও শোভায় যথার্থই পুরুষসিংহের
ন্যায় অদ্ভুতকর্মা ছিলেন । তাঁহার ব্যক্তিত্বের সমক্ষে দাঁড়াইতে
পারেন—এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অল্পই ছিল । যেখানে গিয়াছেন
সেইখানেই নরপুংগবের সম্মান লাভ করিয়াছেন ।

সন্তগণ এ যেন এক নূতন প্রেমলতা দেখিলেন ! কত অল্প
কথায়—কীরূপ করুণ অনুরোধ । আমি যাইতেছি—আশ্রমটি দেখিবেন ।
'আমি যাইতেছি'—একথা শ্রবণ করিয়া মহাত্মাগণ হতবাক হইলেন—
তাঁহাদের জিস্রাগ্র কে যেন রোধ করিলেন—তাঁহারা হৃদয়ে কীরূপ
এক গভীর অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিলেন—তাঁহাদের মনে হইল—
তাঁহারা যেন তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু—শ্রেষ্ঠ গুরু—শ্রেষ্ঠ
অবলম্বনকে—হারাইতে যাইতেছেন । আমি যাইতেছি—কথা দুইটি
সকলের হৃদয় যেন শতধারে ছিঁদন করিল ।

অতি কষ্টে চক্ষের বারি রোধ করিয়া ভক্তগণ নীরবে মহাত্মাকে
বিদায় দিলেন । কী করুণ এই বিদায় দৃশ্য ! অশ্রুসজল চক্ষে
চারিদিকে বন্ধু ভক্তগণ দাঁড়াইয়া আছেন—আর তাঁহাদের অসহায়
করিয়া—প্রেমলতা—কোথায় অনন্তের পথে—ধীর পদক্ষেপে চলিয়া
যাইতেছেন । আজ এক নিমিষে প্রেমলতার—মধুর প্রেম—বিরক্ত
সন্তের মন বিকল করিল ।

নীতামাড়ি আজ যথার্থই খালি হইয়া গেল—জানকীজীর প্রিয় সখি

শ্রীপ্রেমলতা শেষ যাত্রা করিয়া চলিয়া গেলেন। চারিদিকের পরিবেশে কীরূপ যেন করুণ আত্মনাদের মৃদু গদ্গদজন। প্রকৃতি যেন নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন—বায়ু প্রবাহ হঠাৎ যেন স্থির হইয়া গেল—প্রভাতে বিহংগের কাকলি বন্ধ হইল।

যাঁহার আনন্দের অনুতম অংশে বিশ্ব প্রকৃতি ফলে ফুলে এতদিন হাস্যময়ী ছিলেন—যাঁহার সেবায় সীতামাড়ি আনন্দ মূখরিত ছিল—তাঁহার বিয়োগ আশঙ্কায় আজ সীতামাড়ির শূভ মংগলময় সম্ভাষা প্রদীপটি অসময়ে নিভিয়া গেল। মন্দিরে জানকীজীর চক্ষু যেন সহসা প্রিয়জনের বিরহ ব্যথায় সরস হইয়া উঠিল।

সিয়ালাল নিজ শিষ্যগণের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বেটা! খুব আনন্দে ভজন কর। ভক্তগণের প্রতি ইহাই তাঁহার শেষ আদেশ।

মহাত্মা যেদিন অযোধ্যাধাম যাত্রা করেন—সেইদিন তাঁহার প্রেমিক সেবক শ্রীরঘুবীর শরণ আপন বাক্য পূর্ণ করিয়া সামান্য অসুখে ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে আপন গৃহে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পরমানন্দে সাকেত যাত্রা করিলেন। ধন্য বৈষ্ণবের শ্রীগুরুভক্তি! ধন্য সেবা! ধন্য ভক্ত!

ইং তাং ২৪-৭-৪১ শ্রাবণ অমাবস্যা বৃহস্পতিবার ব্রাহ্ম মূহুর্তে মহাত্মা কাশীধামে উপনীত হইলেন। সঙ্গে রহিয়াছেন সীতারাম শরণ ও মালবাহী একটি ‘মুটে’। তখনও বেশ অস্বাভাবিক—তিনজনে যাইতেছেন—হঠাৎ একটি রেল লাইন পার হইতে যাইয়া—একটি রেল গাড়ীর ধাক্কায় তিনজনই একসঙ্গে প্রাণ হারাইলেন। মহাত্মার শিরোভাগ বক্রণা নদীর দিকে এবং পদযুগল কাশীধামের দিকে—এবং দক্ষিণ হস্তের দিকে শ্রীসংকটমোচন হনুমানজীর মন্দির এবং বাম হস্ত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরের দিকে প্রসারিত। মহাত্মার সারা

অগব্যাপী দিব্য মধুর কান্তি বিরাজমান—শান্ত নিমীলিত নয়নম্বয়—
যেন সাকেতবিহারী যুগল সরকারের অবিচল ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে ।
ঈষৎ স্ফুটিত অধরম্বয় তখন যেন মধুর সিয়রাম নাম রটন
করিতেছে ।

কী অপূর্ব যোগাযোগ ! রোগ নাই—শোক নাই—অন্ধকারে
ঘ্রেনের আঘাতে মহাত্মার ইচ্ছা মৃত্যু ।

অতঃপর পদলিখিত তদন্ত শেষ হইলে পর মহাত্মা ও শ্রীসীতারাম
শরণের শবদেহ শ্রীসংকটমোচন হনুমানজীর মন্দিরে আনীত হইল ।
এই সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে অঙ্গপঙ্কণের মধ্যেই সহরের সর্বত্র ছড়াইয়া
পড়িল । নিদারুণ শোক সংবাদে সারা কাশীধাম মূহ্যমান হইল ।
ভক্তের দল অশ্রুমোচন করিতে করিতে চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিলেন
এবং আন্তর্নাদ করিয়া মহাত্মার চরণ কমলে লুটাইয়া পড়িলেন ।
হৃদয়বিদারক করুণ আন্তর্নাদ এইভাবে কয়েক ঘণ্টা চলিল । অতঃপর
বিধি অনুযায়ী শবদেহের স্নান—বস্ত্র পরিবর্তন—তিলকাদি করার
পর—দুইটি পদুপিত বিমানে—শব দুইটিকে রাখিয়া খোল করতাল
প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে অগণিত অনুরাগী ভক্তগণ সুমধুর মংগলময়—
অমংগলহারী—জয় সিয়রাম জয় জয় সিয়রাম নাম—কীর্তন করিতে
করিতে কাশীধামের প্রধান প্রধান পল্লীতে শোভাযাত্রা করিলেন ।
যে যে অঞ্চল দিয়া শবদেহ যাইল সেখানকার নরনারীবৃন্দ পুষ্প-মাল্যা
গন্ধ ইত্যাদির দ্বারা মহাত্মার প্রতি পূজ্যার্ঘ্য দান করতঃ নিজেদের
ভাগ্যবান মনে করিলেন । এইভাবে নগরের নানা স্থান প্রদক্ষিণ
করিয়া অবশেষে শবদেহ শ্রীমণিকর্ণিকা ঘাটে নীত হইল এবং ভক্তগণের
অবিরল অশ্রুধারার সাথে—শ্রীবৈষ্ণবের শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হইল ।

মহাত্মার দেহান্তের পর মহাসমারোহে সীতামাড়ি, অখোধ্যা ও

কাশীধামে 'ভাণ্ডারা' হইল এবং এখনও প্রেমী-ভক্তগণ প্রতি বৎসর শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া মহাত্মার তিরোধানের দিন অগণিত শ্রীবৈষ্ণব সাধু-সন্তকে ভোজন দিয়া সৎখানন্দ লাভ করেন ।

মহাত্মার সাক্ষেত যাত্রার পর বহু ভক্ত তাঁহাকে নানা-ভাবে অনুভব করিয়াছেন । কত ভক্তকে তিনি সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছেন । অদ্যাবধি তিনি প্রেমী-ভক্তের সাথে কত ভাবে রহস্যলাপ করতঃ ভক্তগণকে ভজন কার্যে দিব্য প্রেরণা দান করিয়া থাকেন ।

মহাত্মার মৃত্যু নাই—তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী—জনগণের হৃদয়-সিংহাসন শোভিত করিয়া আনন্দময় মধুর মৃত্তিতে তিনি চির বিরাজমান । ভক্তগণ প্রেম-সুরভি-চন্দনে নিত্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া অশ্রুধারার নৈবেদ্যে পূজ্যার্থ্য নিবেদন করতঃ কীৰ্ত্তন করিয়া মানব জীবন সার্থক করিয়া থাকেন—

বন্দে সংসারসারং সুখনিধিমমলং শান্তিদং সৌখ্যসারম্
সম্বন্ধেনহনন্তু প্রমুদিতহৃদয়াং শাস্বতঃ শান্তিযুক্তাম্ ।
অজ্ঞানম্ জ্ঞানরূপং গতিমগতিগতাম্ পাবনং ভাবুকানাম্
নীতিজ্ঞানাং সুনীতিং রসমরসবিদাং শ্রীগুরোঃ পাদপদ্মম্ ॥

হে কল্যাণ নিধি ! মনাশয় ! বিভো ! শ্রীজ্ঞানকীশপ্রদ !
হে তাপত্রয় পাপনাশন ! কৃপাপীযুষ-পূর্ণাযুধে !
হে দীনার্তিমহাক্ষকারসবিতর্ময়া মহুষ্ণাকৃতে !
মহ্যং দীনহৃদে মলিন-মতয়ে শ্রীতিং স্বকীয়াং দদ ।

প্রেমের সহিত শ্রীগুরুমুত্তি পূজার পর ভক্তগণ সাশ্রু নয়নে
মহাত্মার শ্রীমুত্তি আরতি করতঃ স্নকণ্ঠে কীৰ্ত্তন করেন—

কেলি-কুঞ্জকামিনীং গজেন্দ্রতুলা-গামিনীম্ ।
 সূতপ্তকাঞ্চপ্রভাং ভজামি মোদবল্লরীম্ ।
 পঞ্চমুদ্রাঙ্কিতাং তথা সুপঞ্চ-সংস্কৃতাম্ ।
 স্মারস্মরৈর্নমস্কৃতং ভজামি মোদবল্লরীম্ ॥
 কিরীট-কুণ্ডল-দ্বিবল্লমুগশুম-মণ্ডলম্ ।
 সুভালচন্দ্রিকোজ্জ্বলাং ভজামি মোদবল্লরীম্ ॥
 বিধীশ-বিষ্ণুভির্ভূতাং নিজপ্রিয়েণ সংযুতাম্ ।
 সুভূষণৈশ্চভূষিতাং ভজামি মোদবল্লরীম্ ॥
 বিনাশ-সর্গ-পালনাক্ষমাং ক্ষমস্থিতাং বরাম্ ।
 বিদেহকন্যাকাশ্রিয়াং ভজামি মোদবল্লরীম্ ॥
 অশেষ-বোধধারিণীমশেষকর্ম-কারিনীম্ ।
 অশেষধর্ম-ধারিণীম্ ভজামি মোদবল্লরীম্ ॥
 নিজপ্রপন্নপালিনীং করাজমঞ্জুমালিনীম্ ।
 সর্দৈব কীৰ্ত্তিশালিনীং ভজামি মোদবল্লরীম্ ॥
 জনেন্দ্রিতার্থদায়িকাং ভজামি রামনায়িকাম্ ।
 যশোহমলং প্রদায়িকাং ভজামি মোদবল্লরীম্ ॥

ইতি শ্রীপ্রেমলতা-চরিত-সুধায়াম্ শান্তি-সম্পাদনঃ

ষষ্ঠঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ ।

সপ্তম স্তবক

: চরিত মাহাত্ম্য—শ্রীমারুতি প্রণাম—
শ্রীনাম বন্দনা :

মঙ্গলাচরণ :—

ভক্তাভিষ্টপ্রদং দেবং করুণাবরুণালয়ম্ ।
জ্ঞানকীং জ্ঞানকীনাথং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

নাথ্য স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েহস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলাস্তরাশ্চা ।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুভ্য এব চ
পতিতানাম্ পাবনেভ্যঃ শ্রীবৈষ্ণবেভ্য নমোনমঃ

শ্রীপ্রেমলতা সুযশ ললিত গজমুক্তা মণিহার ।
অনপায়নী ভক্তিদায়িনী গহিনু মতি অনুসার ॥
অপার মহিমা চরিত কথা দিব্যকাস্তি গন্ধময় ।
নিজ মুখ লাগি চিত্ত আমার ভাবাবদ্ধ করিল তায় ॥

শ্রীরামভক্তি মুরতি নব সহিত বিমল জ্ঞান বিরাগ ।
 প্রেমলতা ধন্য নর—নীল কমলে—শুদ্ধ পরাগ ॥
 পরহিত নিরত—অমিত বোধ—বৈষ্ণবকুলভূষণ ।
 সফল দিব্য গুণনিধি জ্ঞানি শ্রীসিয়লাল শরণ ॥
 রসরাজ শৃঙ্গারে রাজি মনু সেবিল যুগল সরকার ।
 শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম প্রচার হেতু নবঘন দ্বিল অবতার ॥
 আত্মরমণে সুখ মানি স্বরূপ বেত্তা সুখরাশি ।
 নারীবর্গ প্রভু অংশ—শ্রীপ্রেমলতা সিয়াদাসী ॥
 বিবেক চূড়ামণি জ্ঞাননিধি ভক্তিস্বরূপিনী জ্ঞানি ।
 শ্রীঅঞ্জনি নন্দন সহায় হলেন সঙ্গসুধা নিত দানি ॥
 পরম আচার্য্য শ্রীরামবল্লভা রাম ভক্তি নিকেত ।
 মন্ত্র দীক্ষা দিলেন সুখে শ্রীবৈষ্ণব বিধি সমেত ॥
 তিলক-কণ্ঠী বৈষ্ণব বেশ ও পঞ্চকেশ করিয়া ধারণ ।
 কাশীধাম-অযোধ্যাপুরী-মীথিলা-চিত্রকূটে করেন ভ্রমণ ॥
 ভজন কেবল সিয়রাম নাম নিত্য অখণ্ড বসুযাম ।
 অবিরল প্রেম যুগল পদে প্রকট করিল সিয়রাম ॥

নিখিল ভুবনে বেদ পুরাণে নামের মহিমা সুনির্মল ।
 জ্ঞান ভক্তি নয়নে হেরিল যুগলানন্ত অলির দল ॥
 নামের সদৃশ নাহি যোগ জ্ঞান নাহিক সাধন কর্ম দান ।
 নামের সদৃশ নাহিক তীর্থ নাহিক বিরাগ জ্যোতির্দান ॥

কুটে কুটে ভরা নামেতে বিরাজে সিদ্ধি সাধন যতেক হয় ।
ইহা বুঝি মনে সিয়লাল স্বামী নামের প্রসাদে নিত্য অভয় ॥
অনাদি সিদ্ধ সিয়রাম নাম মধুর রসে দীপ্তিমান ।
সুখদ সুলভ ভজন মনন প্রেম-ভক্তির দিব্য যান ॥

প্রেম সুলতা দিব্যকণ্ঠে গাহিয়া গাহিয়া যুগল নাম ।
নাম ও নামীর অভেদ তত্ত্ব প্রচার করিল আশ্রাম ॥
নামের প্রসাদে রচিত হইল আশ্রমদর্শীর জীবন ধন ।
কর্ম-জ্ঞান-উপাসনা ভেদ ত্রিদেব পূজ্য যুগল ভজন ॥
নাম-রূপ আর লীলা-ধাম কথা সহিত ব্রহ্ম-মায়া-জীব ।
ললিত ছন্দে বিবিধ গ্রন্থে নৃত্য করিল মোহন অতীব ॥
গ্রন্থনিচয় সুপাঠ করিয়া বৃদ্ধ মুনিগণ ভাসিবে সুখে ।
বিমূঢ় হইবে অভিমানী শঠ ধর্ম বিহীন শ্রীহরি বিমুখে ॥
এ কলিকাল অতীব করাল তামস তমু মলিন মন ।
আলস প্রমাদ কাম কোহ মদ হইল জীবের অঙ্গ ভূষণ ॥
অগ্র সাধন বিফল জানি সিয়রাম নাম অমৃত ময় ।
দ্বারে দ্বারে ফিরি বিলালেন নাম রিক্ত সর্ব বাসনা ভয় ॥
যে জন পড়িবে পরম সাদরে প্রেমলতা কথা অমিয় সার ।
শ্রীরঘুনন্দ আনন্দকন্দ কোশল চন্দ হইবে তার ॥
এ চরিত সাগরে প্রেমের বয়ারে যে জন ভাসিবে কামনাহীন ।
ভুক্তি-মুক্তি প্রেম-ভক্তি তাহার মিলিবে দ্বন্দ্বহীন ॥
যে জন শুনিলে শ্রীতির সহিত প্রেমলতা গাথা আশেকবার ।
তাঁহার চরণে এ দীন জানায় ভক্তি প্রণাম বারংবার ॥

কপট-দম্ভ-অভিমান-ছল সহিত যতেক রিপূর দল ।
করণাসিদ্ধুর অমোঘ পরশে হইবে চকিতে শূন্যশূল ॥
সরস হিয়ার যুগল ভঞ্জন মিলিবে সহিত ভক্তি-ভেদ ।
যে জন পূজিবে এ দিব্য চরিত মহিমা তাহার জানে না বেদ ॥

ধন্য প্রেমলতা ধন্য সিয়লাল ধন্য ধন্য বালারাম ।
ধন্য পিতামাতা ধন্য শ্রীগুরু ধন্য পানিয়র গ্রাম ॥
ধন্য ধন্য যুগল সরকার ধন্য ধন্য সেবক রাম ।
ধন্য ধন্য অমিত ধন্য দীনদয়াল যুগল নাম ॥
ধন্য মিথিলা অযোধ্যাপুরী কানীধাম আর চিত্রকূট ।
ধন্য সে দেশ যেথায় পড়িল শ্রীপ্রেমলতার চরণপুট ॥
ধন্য কুপা শ্রীপ্রেমলতার যাহার অন্তে বিমল জ্ঞান ।
ধন্য প্রেমলতার মূর্তি মধুর করুণা শ্রীর সরস গান ॥
ধন্য ধন্য জনক দুলাই শ্রীরাম কুমুদ চন্দ ।
ভকতি প্রেম সুধা স্বরূপিনী প্রেমশূলতা বন্দ্য ॥
ধন্য ধন্য শ্রীরামচন্দ্র রসরাজ রসময় ।
আনন্দনিকেত মধুর চরিত মধু হতে মধুময় ॥
ধন্য ধন্য শ্রীরাম ধন্য ধন্য পবন কুমার ।
শ্রীরাম বল্লভা শরণ ধন্য ধন্য সন্ত অপার ॥

মৃতমতি এই বালকের সেবা হ'লেও সকল বিস্তব হীন
করণানিধান করিবে গ্রহণ দীন প্রতি তিনি সদাই লীন ॥

এ দীন ভিখারী যাচে প্রেম বারি যুগল নামের সরস জ্ঞান ।
 দেহ প্রেমলতা হে মোর দেবতা নিত্য স্বরূপ সহজ গান ॥
 যুগল ভজন—যুগল মনন—যুগল শরণ অনির্ব্বাণ ।
 শ্রীগুরু পদরতি হিয়ার আকুতি রহে যেন নিত্য দীপ্যমান ॥
 কৰ্ম-বচ-মনে তোমার চরণে রাখিহু আমার সজল প্রণাম ।
 এ দীনে দয়া করি ভুবন দশচারি গাহে যেন সুখে
 মধুর সিয়রাম ॥

(২)

জয় মারুতি মনোহর সুন্দর কপিবর জয় জয় শ্রীহুমান ।
 তুমহ্ সৎকাম অনাদি পুরাণ তুমহ্ পুনি করুণানিধান ॥
 চিন্ময় অখোর তব স্বরূপ অগির জড়বৎ লোক প্রকাশ ।
 তুমহ্ ভগবান শ্রীউমারমণ শমণ ত্রিতাপ বিনাশ ॥
 সন্তত জপত সিয়রাম নাম তুমহ্ মায়া বন মুক্ত বিরাম ।
 বিদ্যা জ্ঞান গত মুনি মন অতীত তুমহ্ পুনি যোগী পরম ॥
 বেদ-ঋতি-সার তুমহ্ বাগ্মী উদার প্রেম ভকতি কো ধাম ।
 যদপি অকাম বিরহ সুজ্ঞান উপদেশত সন্তন রাম গুণগ্রাম ॥
 তুমহ্ অশরণ শরণ অশুর নিকন্দন সববিধ পূরণ কাম ।
 তব হিয় মন্দির যুগল সু-মনোহর বৈঠল শ্রীসীতারাম ॥
 তুমহ্ ধীর বীর গভীর বৈষ্ণবকুল শেখর তুমহ্ পুনি কবি কোবিদ ।
 তুমহ্ বিহু কারণ রক্ষক জনগণ ভূখ পিয়াস বিহু নিদ্র ॥

তুমহ্, প্রেমকে পুনমসি ঘট ঘট বাসী বরষত সু-মঙ্গল আশী ।
 সিয়রাম স্নাগি যুগ চরণ স্নাগি জনমত অঙ্গ অবিনাশী ॥
 তুমহ্, দীন দয়াল দুষ্ট ভয়াল প্রণতন ভঞ্জন ভব ভীর ।
 তুমহ্, কপি নায়ক অভিমত দায়ক তুমহ্, সু-নীক মহাবীর ॥
 তুমহ্, বজ্ররঙ্গী প্রিয় সতসঙ্গী সংকট মোচন নাম তুম্হার ।
 জপত শ্রীহনুমত বীরা সব সংশয় গীড়া ভাগত নিমেষ মাঝার ॥
 তুমহ্, রাম বরদূত করণী সু-অদ্ভুত লাজত কোটি শত শূর ।
 গুণাগার পণ্ডিত মহিমা সু-অকথ কা কহে কামী-ক্রোধী-ক্রুর ॥
 তুমহ্, সাধু বরদাতা মঙ্গল গাতা অভয়পদ সু-দিখাতা ।
 তব প্রেম পুণীত ললিত চরিত পুনি পুনি সরাহত
 জানকী মাতা ॥

যুগলকে দ্বারি তুমহ্, রাধোয়ারী তুমহ্, জনগণ
 শ্রীরাম মিলাতা ।
 যুগলকে যশ তব লালচ লাস শুনত প্রেম পুলক সজ্জাতা ॥
 তুমহ্, মুনি মন অগম ধ্বজা সু-ধরম মূর্তিবন্ত রামকে নাম ।
 তুমহ্, সুখরাশি আনন্দ বিলাসী গায়ত যো ঋতি সাম ॥
 বিহাহি অষ্টসিদ্ধি অরু নবনিধি তুমহ্, সাদর রঘুপতিকে দাসা ।
 কো জগ তু সম চুরাশী ছুড়াই কপি—কো তুম সম সন্তন কে
 আশা ॥

সুভট রাক্ষস মহাবীর ঘননাদ দশমাথ অতি অভিমানী ।
 কিয়ৈ কোটি উপচার হারে বারে গয়ে শমনপুর সব
 জাতুধানী ॥

কোশলনাথকে সববিধি কারজ তুমহ্ কিয়ে অতি ছলসানী ।

তব দিব্য মহিমা জানি শ্রীপতি নয়নপানি কহত বৈন

সুখদানী ॥

হে হনুমান তুম্হার ঋণী অব অনুজ সহিত জনক ছলারী ।

করি অস্তুতি বহু ভাঁতি তুম্হ শরণ কো গয়ে পূজ্য ত্রিপুরারি ॥

তুমহ্ দেবতা পরমগুরু তুমহ পুনি সুরন কে সুর ।

তুমহ্ শ্রুতিচারী বেদবিজ্ঞ তুমহ্ জিত কামকে পুর ॥

জয় জয় জয় হনুমান গোঁসাই জয় জয় জয় কপিরাজ ।

জয় জয় জয় পবন কে সূত জয় জয় সুনীতি পরাই ॥

জয় জয় জয় জানকী ছলার জয় জয় প্রিয় সেবকাই ।

জয় জয় অঞ্জনি নন্দন জয় মতি গতি কীর্ত্তি ভলাই ॥

জয় জয় সাধু সন্তন ত্রাতা জয় জিত মায়া কটকাই ।

জয় জয় পরমার্থ জ্ঞাতা জয় জয় দীনবন্ধু সুহাই ॥

তুমহ্ অন্তর্যামী নয়নাভিরামী জানত মম মন ভায় ॥

দেহি সু-আশীষ যুগল সুযশ রতি তব পদকঞ্জ লয়লাই ॥

দেহি বিরতি বিরাগ জ্ঞান পরাগ অরু প্রেম ভবতি সুহাগ ।

দেহি শ্রীগুরু সুরজ প্রীতি সিয়রাম নামনে নিতু অমুরাগ ॥

জয় সিয়রাম কে নাতা সিয়রাম সুগাতা জয় জয় মুনি মন

বিরাম ।

জয় ভজনে কে ধাম—দেহি অবিরাম—রটন সিয়রাম—রাম ॥

(୦)

ଜୟ ଜୟତି ଶ୍ରୀସିୟରାମ ନାମ ଅକାମ ଜନ ମନ ରଞ୍ଜନମ୍ ।
 ଜୟ ଜୟତି ସବ ସୁଖଧାମ ପୂରଣ କାମ ଭବ ଭୟ ଭଞ୍ଜନମ୍ ॥
 ଜୟ ଜୟତି ଅଶରଣ ଶରଣ ଅଭରଣ ଭରଣ ଅସଦଳ ଗଞ୍ଜନମ୍ ।
 ଜୟ ଜୟତି ମାନସ ମଳିନକେ ପ୍ରଭୁ ଅମଳ ଅଛୁପମ ମଞ୍ଜନମ୍ ॥

ଜୟ ଜୟତି ତାରଣ ତରଣ କଳିମଳ ହରଣ ମୋଦ ବଢ଼ାଠନମ୍ ।
 ଜୟ ଜୟତି ବ୍ରହ୍ମ ପରେଶ ପରତମ ସେବ୍ୟ ଅଗ ଜଗ ପାବନମ୍ ॥
 ଜୟ ଜୟତି ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ମତି ଭ୍ରମ ଫଳ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ନଶାଠନମ୍ ।
 ଜୟ ଜୟତି ଜନଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ କର ଅପରାଧ ଅବଶୃଙ୍ଗ ଦାଠନମ୍ ॥

ଜୟ ଜୟତି ଶ୍ରୀମହାରାଜ ସାହେବ ନାମ ସବ ବିଧି ଲାୟକମ୍ ।
 ଜୟ ଜୟତି ବାରକ ଜପତ ଜୀବନି ସକଳ ଅଭିମତ ଦାୟକମ୍ ॥
 ଜୟ ଜୟତି ରବି ଶଶି ଅମଳ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପର ନିର୍ମାୟକମ୍ ।
 ଜୟ ଜୟତି ଝିଅର ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ୍ତ ସଂସାର ମୁନି ନାୟକମ୍ ॥

ଜୟ ଜୟତି ଅଚଳ ପ୍ରତାପ ଚହଁ କାଳ ତିହଁ କାଳ ରାଜତମ୍ ।
 ଜୟ ଜୟତି ନାମ ନିଶାନ ନିର୍ଭୟ ସକଳ ଦିଶି ନିତ ବାଞ୍ଛତମ୍ ॥
 ଜୟ ଜୟତି ଜାପକ ନାମକେ ଜିନ୍‌ହି ନିରାଧି ସମଗଣ ଭାଞ୍ଜତମ୍ ।
 ଜୟ ଜୟତି ତିସ୍ତି 'ସିୟଲାଲ' ନାମ ସୁ-ଶରଣ ହୋତ ନ ଲାଞ୍ଜତମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀପ୍ରେମଲତା-ଚରିତ-ସୁଧାୟମ୍, ଆତ୍ମନିବେଦନ-ସମ୍ପାଦନଃ

ସମ୍ପତ୍ତଃ ସୋପାନଃ ସମାନ୍ତଃ ।

